Contents
তাফসীরে
ইবনে কাছীর
একাদশ খণ্ড
আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

একাদশ খণ্ড

(পারা-২৮ থেকে পারা ৩০ পর্যন্ত)
সূরা হাশর থেকে সূরা নাস পর্যন্ত

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Contents

তাফসীরে ইবনে কাছীর (একাদশ খণ্ড)

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক অনূদিত

[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা প্রকাশনা : ২০৯৪/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0723-5

প্রথম প্রকাশ
মে ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
নভেম্বর ২০১৪
অগ্রহায়ণ ১৪২১
সফর ১৪৩৬

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪১০.০০ (চার শত দশ) টাকা মাত্র।

TAFSIRE IBNE KASIR (10th Volume) [Commentary on the Holy Quran] : Written by Imam Abul Fida Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, Translated by Prof. Mulana Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mostafa Kamal, Project Director Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538 November 2014

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 410.00 ; US Dollar : 24.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতিত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী পূর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীরগ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুলসংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে

মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন : "এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।" আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক। গ্রন্থটির একাদশ খণ্ডের সবগুলো কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবনে কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়—এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির একাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবারের তৃতীয় সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সূরা হাশ্‌র

সূরা মুম্‌তাহিনা

সূরা সাফ্‌ফ

Contents

সূরা জুমু'আ

সূরা মুনাফিকূন

সূরা তাগাবুন

সূরা তালাক

সূরা তাহ্রীম

সূরা মূল্ক

সূরা কালাম

সূরা হাক্কা

Contents

সূরা মুদ্দাছ্ছির

সূরা কিয়ামা

সূরা দাহ্‌র

সূরা মুরসালাত

সূরা নাবা

Contents

সূরা নাযি'আত

সূরা আবাসা

সূরা তাকবীর

সূরা ইন্‌ফিতার

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

সূরা ইন্‌শিকাক

সূরা বুরূজ

সূরা তারিক

সূরা আ'লা

সূরা গাশিয়া

সূরা ফাজ্‌র

সূরা বালাদ

সূরা শাম্‌স

সূরা লায়ল

সূরা দুহা

সূরা ইন্‌শিরাহ্

সূরা ত্বীন

সূরা আলাক

সূরা কাদ্‌র

সূরা বায়্যিনা

সূরা যিল্‌যাল

Contents

সূরা 'আদিয়াত

সূরা কারি'আ

সূরা তাকাছুর

সূরা আসর

সূরা হুমাযা

সূরা ফীল

সূরা কুরায়শ

সূরা মাঊন

সূরা কাওসার

সূরা কাফিরূন

সূরা নাসর

সূরা লাহাব

সূরা ইখলাস

সূরা ফালাক

সূরা নাস

তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

একাদশ খণ্ড

সূরা হাশ্‌র

২৪ আয়াত, ৩ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই সূরাটিকে সূরা বনূ নাযীর বলিতেন।

সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, সূরা হাশ্‌র বনূ নাযীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) অন্য সূত্রে হুশায়ম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, আমি একদিন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি সূরা হাশ্‌র ? উত্তরে তিনি বলিলেন, সূরা বনূ নাযীর।

(١) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٢) هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭ
مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ
حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۤ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ
وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۤ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ○

(٣) وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاۗءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۭ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
عَذَابُ النَّارِ ○

(٤) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

(٥) مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ○

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২. তিনিই কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদিগকে প্রথম সমাবেশেই তাহাদিগের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, উহারা নির্বাসিত হইবে এবং উহারা মনে করিয়াছিল উহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি উহাদিগকে রক্ষা করিবে আল্লাহ্ হইতে; কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি এমন এক দিক হইতে আসিল যাহা ছিল উহাদিগের ধারণাতীত এবং উহাদিগের অন্তরে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করিল। উহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল নিজদিগের বাড়ী-ঘর নিজদিগের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৩. আল্লাহ্ উহাদিগের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করিলে উহাদিগকে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে উহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি।

৪. ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং কেহ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

৫. তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ তাহাতো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে; ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ বলিতেছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবকিছুই তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাহারা মহিমা কীর্তন করে, প্রশংসা করে এবং একত্বতা ঘোষণা করে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ -

অর্থাৎ সাত আকাশ, পৃথিবী এবং এইগুলির মধ্যে যাহা আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করে। বস্তু মাত্রই তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে। কিন্তু তোমরা উহাদিগের তাসবীহ পাঠ বুঝ না।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী এবং সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে ও বিধান প্রদানে প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ। অর্থাৎ তিনিই কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল প্রথম সমাবেশেই তাহাদিগকে তাহাদিগের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

এই আয়াতে কিতাবী কাফির বলিতে বনূ নাযীরের ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যুহরী এবং আরো অনেকে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীরের ইয়াহুদীদের সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন না এবং তাহারাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত যুদ্ধ করিবে না। কিন্তু কিছুদিন পরই তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ফেলে। ফলে শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে উহাদিগের উপর বিজয় দান করেন এবং উহাদিগকে নিজ আবাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দেন। বিতাড়িত হইয়া উহাদিগের একাংশ শামের আযরু'আত নামক স্থানে চলিয়া যায় যেখানে কিয়ামতের সময় হাশ্‌র-নশর সংঘটিত হইবে। আরেকাংশ খায়বারে চলিয়া যায়। বিতাড়িত করিবার সময় তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা তোমাদিগের সহায়-সম্পত্তি যাহা পার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। ফলে তাহারা নিজ হাতে তাহাদিগের ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরযোগ্য সামগ্রী সম্ভব পরিমাণ সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

এই ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং আল্লাহ্‌র কিতাব অস্বীকারকারী সম্প্রদায়! ইয়াহুদীদের এহেন নির্মম শাস্তি হইতে তোমরাও শিক্ষা গ্রহণ কর। ভবিষ্যতেও যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বে-ঈমানী করিবে, তাহাদিগকেও আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে এইভাবেই লাঞ্ছিত করিবেন আর পরকালে কঠোর শাস্তি তো অবধারিত।

ইমাম আবূ দাউদ (র) .... জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, উক্ত সাহাবী বলেন ঃ বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মদীনায় ছিলেন। তখন কুরাইশ মুশরিকরা ইব্‌ন উবাই এবং আউস ও খাজরাজ গোত্রের মূর্তিপূজকদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখেন যে, আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, তোমরা মুহাম্মদকে তোমাদের দেশে আশ্রয় দিয়াছ। পত্র পাওয়ার পর অতিসত্ত্বর যুদ্ধ করিয়া হইলেও তাহাকে তাড়াইয়া দাও। অন্যথায় আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা তোমাদিগকে তোমাদিগের আবাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিব এবং আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলে তরবারীর

আঘাতে তোমাদিগকে নিপাত করিয়া দিব এবং তোমাদিগের স্ত্রী-কন্যাদিগকে আমাদিগের দাসী বানাইয়া লইব। এই পত্র পাইয়া আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এবং তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা পরামর্শ করিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত লড়াই করিবার গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগের সহিত এই বিষয়ে আলাপ করেন। ফলে তাহারা পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলে।

অতঃপর কুরাইশরা এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সংবাদ পাইয়া বদর যুদ্ধের পর ইয়াহুদীদের নিকট পুনরায় পত্র লিখে যে, তোমরা মজবুত দুর্গের অধিকারী ও শক্তিশালী সম্প্রদায়। মুহাম্মদের সহিত যুদ্ধ না করিলে আমরা তোমাদিগকে রেহাই দিব না। তোমরা আক্রমণ কর, আমরা তোমাদিগের যথাসাধ্য সহযোগিতা করিব।

এইবার বনূ নাযীর বিশ্বাসঘাতকতা করিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই প্রস্তাব পাঠায় যে, আপনি আপনার সাহাবীদের মধ্য হইতে ত্রিশজন লোক প্রেরণ করুন, আমাদের মধ্য হইতেও ত্রিশজন বিজ্ঞ লোক আসিতেছে। এই ষাটজন মধ্যবর্তী এক স্থানে বসিয়া আলাপ আলোচনা করিবে। আলোচনার পর যদি আমাদের এই ত্রিশজন আপনার প্রতি ঈমান আনে তো আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করিব। কিন্তু তাহাদিগের এই ষড়যন্ত্রের কথা রাসূল (সা)-এর অজানা রহিল না। তাই তিনি পরদিন রণসাজে সজ্জিত হইয়া সাহাবীদের সঙ্গে লইয়া ইয়াহুদীদের গোটা এলাকা ঘেরাও করিয়া ফেলেন এবং তাহাদিগকে পুনরায় সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব দিয়া বলিলেন, হয়তো তোমরা আমাদিগের এই প্রস্তাব মানিয়া লও, অন্যথায় তোমাদিগের রক্ষা নাই। কিন্তু তাহারা সন্ধি করিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। ফলে সেই দিন সারাদিন যুদ্ধ হয়।

পরদিন বনূ নাযীরকে এই অবস্থায় রাখিয়াই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সৈন্যদের লইয়া বনূ কুরায়যা গোত্রের নিকট গিয়া সন্ধির প্রস্তাব দেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে তাহাদিগকে নিরাপদে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

অতঃপর পুনরায় বনূ নাযীরের নিকট ফিরিয়া আসিয়া আবার যুদ্ধ শুরু করেন। অবশেষে ইয়াহুদীরা পরাজিত হয়। রাসূল (সা) তাহাদেরকে শহর ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, তোমাদিগের যে সব সম্পদ তোমরা সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইতে পার লইয়া যাও। ফলে তাহারা তাহাদিগের সহায়-সম্পদ সম্ভব পরিমাণ উটের পিঠে বোঝাই করিয়া নির্বাসনে চলিয়া যায়। আর যে সব সম্পদ নেওয়া সম্ভব হয় নাই তাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মালিকানায় চলিয়া আসে। আল্লাহ্ তা'আলা উহা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই দান করেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে গনীমতরূপে যাহা দান করিয়াছেন তোমরা উহা যুদ্ধ ছাড়াই লাভ করিয়াছ।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহার বড় অংশ মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করিয়া দেন আর কিছু দুই অসহায় আনসারীকে দান করেন। এই দুইজন ব্যতীত আনসারীদের অন্য কাউকে এই গনীমত প্রদান করা হয় নাই। আর বাকী অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে থাকিয়া যায়।

বনূ নাযীরের ঘটনা নিম্নরূপ ঃ বীরে মাউনা যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবীকে শহীদ করা হইল। কেবল ইব্‌ন উমাইয়া যামরী (রা) বেঁচে গেলেন। তিনি মদীনা ফিরিবার পথে বনূ আমিরের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেন। অথচ তাদের সাথে নবী (সা)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল যাহা তিনি মানিতেন না। তিনি মদীনা পৌঁছে নবী (সা)-কে এই সংবাদ দিলেন। তখন নবী (সা) বলেন, তুমি এমন দুই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ যাহাদের রক্তপণ (দিয়ত) আমাকে আদায় করিতে হইবে। এই রক্তপণ আদায়ের সহায়তা করার জন্য নবী (সা) বনূ নাযীরের কাছে গমন করিলেন। তখন তাহারা মদীনার পূর্ব প্রান্তে কয়েক মাইল দূরে উঁচু এলাকায় বসবাস করিত। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আমর ইব্‌ন উমাইয়্যা যামরী (রা) বনূ আমিরের যে দুই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহাদের রক্তপণ আদায় করিতে সহায়তা চাওয়ার উদ্দেশ্যে নবী (সা) বনূ নাযীরের নিকট গমন করিলেন। কেননা তাহাদের সহিত নবী (সা)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল। যখন তিনি আসিয়া তাহাদেরকে এই ব্যাপারটা জানাইলেন তাহারা বলিল, হে আবুল কাসিম! আপনি যাহা পছন্দ করেন আমরা তাহা আদায় করিব। অতঃপর তাহারা নির্জনে পরস্পরে ষড়যন্ত্র করিতে লিপ্ত হইল। তাহারা বলিল, এইবারের মত সুযোগ আর কোন সময় পাইবে না। অতএব কে আছে, যে এই দেওয়ালের অপর দিক হইতে উপরে উঠিয়া একটা বড় পাথর তাহার মাথার উপর ছাড়িয়া দিবে। এই সময় নবী (সা) ঐ দেওয়ালের পার্শ্বে বসা ছিলেন। তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের আহ্বানে আমর ইব্‌ন জিহাশ ইব্‌ন কা'ব সাড়া দিয়া বলে যে, সে এই কাজের দায়িত্ব নিল। সেই হতভাগা পাথর নিক্ষেপ করার জন্য দেওয়ালের উপরে উঠিল। তখন নবী (সা) আবূ বকর, উমর ও আলী (রা) সহ সাহাবীগণের সাথে অবস্থান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে তাহাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ হইল। তৎক্ষণাৎ নবী (সা) মদীনা প্রত্যাবর্তন করিলেন। সাহাবীগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া তালাশ করিতে বাহির হইলেন। মদীনা হইতে আগমনকারীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, নবী (সা)-কে তিনি মদীনা প্রবেশ করিতে দেখিয়াছেন। সুতরাং সাহাবীগণ মদীনা প্রত্যাবর্তন করিয়া নবী (সা)-এর কাছে উপস্থিত হইলেন। নবী (সা) ইয়াহুদীদের এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ তাহাদেরকে অবগত করাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। নবী (সা) রওয়ানা হইয়া তাহাদেরকে ঘেরাও করিলেন। তাহারা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নবী (সা) খর্জুর বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে এবং বাড়ীঘরে আগুন জ্বালাইতে নির্দেশ দিলেন। তখন তাহারা ডাক ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, হে মুহাম্মদ! আপনি যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে নিষেধ করেন এবং যে এইরূপ করে

তাহাকে দোষারোপ করেন অথচ আপনি খর্জুর বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে ও আগুন জ্বালাইতে নির্দেশ দিয়াছেন, ইহার কারণ কি ? এদিকে বনূ আওফ ইব্ন খাযরাজ গোত্র হইতে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সহ্ল, ওয়াদিআ ইব্ন মালিক ইব্ন আবূ কাওকল, সুওয়াইদ ও দায়িস বনূ নাযীরের নিকট লোক পাঠাইয়া বলিল যে, তোমরা দৃঢ় থাক আমরা তোমাদের সাহায্য পরিত্যাগ করিব না। যদি তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হও আমরাও যুদ্ধ করিব। আর যদি তোমরা এখান হইতে বাহির হইয়া যাও আমরাও তোমাদের সাথে বাহির হইয়া যাইব। বনূ নাযীরের লোকেরা উহাদের সাহায্যের প্রত্যাশায় রহিল। কিন্তু তাহারা আসিল না এবং ইহাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হইল। তখন ইহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রার্থনা জানাইল যে, তিনি যেন তাহাদেরকে হত্যা না কারিয়া দেশত্যাগের সুযোগ দেন এবং সঙ্গে করিয়া উটের বোঝাই পরিমাণ সম্পদ নেওয়ার অনুমতি দেন। নবী করীম (সা) তাহাই করিলেন। তাহারা উটের বোঝাই পরিমাণ সম্পদ সঙ্গে নিয়া খায়বরের দিকে বাহির হইয়া গেল। এই সময় অনেকেই নিজেদের ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিল। আর তাহাদের কতিপয় লোক শাম দেশে চলিয়া গেল। তাহাদের অবশিষ্ট সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য রহিয়া গেল। তিনি সেইগুলিকে প্রথম যুগের মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন এবং আনসারগণের মধ্য হইতে শুধুমাত্র সাহল ইব্ন হুনাইফ ও আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন হারশা এই দুইজনকে দরিদ্র হওয়ার কারণে সম্পদ দান করেন এবং বনূ নাযীরের মাত্র দুই ব্যক্তি ইয়ামীন ইব্ন কা'ব এবং আবূ সাঈদ ইব্ন ওয়াহব ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিজদিগের সম্পদের হিফাজত করিয়া নেন। ইব্ন ইস্হাক (র) বলেন, ইয়ামীনের বংশধরদের এক ব্যক্তি বলিল যে, নবী (সা) বলিলেন, হে ইয়ামীন! তোমার ভাতিজা আমর ইব্ন জিহাশকে দেখিতেছি না, সে কি করিল। আমার সাথে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তখন ইয়ামীন ইব্ন আমর পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া এক ব্যক্তিকে সাব্যস্ত করিল, সে যেন আমর ইব্ন জিহাশকে হত্যা করিয়া ফেলে। অবশেষে সে তাহাকে হত্যা করিল। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, সূরা হাশর গোটা সূরাই বনূ নাযীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হাশর অনুষ্ঠিত হইবার স্থান যে শাম, ইহাতে যাহার সন্দেহ হইবে সে যেন هُوَ الَّذِى أَخْرَجَ الخ এই আয়াতটি পাঠ করে।

বনূ নাযীরকে নির্বাসন দিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বলিলেন, তোমরা বাহির হইয়া যাও। তখন তাহারা বলিল, কোথায় যাইব ? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, হাশর অনুষ্ঠিত হইবার জায়গায়।

আবূ সাঈদ আশাজ (র) ..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, বনূ নাযীরকে নির্বাসন দিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই হলো প্রথম হাশর। আমরা পিছনে আসিতেছি।

مَاظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ অর্থাৎ তোমরা ইয়াহূদীদেরকে ঘেরাও করিয়া রাখা অবস্থায় তোমরা এই কল্পনাও কর নাই যে, তাহারা স্বীয় আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। উল্লেখ্য যে, মুসলমানরা ইয়াহূদীদেরকে তাহাদিগের দুর্ভেদ্য দূর্গে ছয়দিন অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। তখন অবরুদ্ধ ইয়াহূদীদের ধারণা ছিল যে, তাহাদিগের এই দুর্ভেদ্য দূর্গই তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র আযাব হইতে রক্ষা করিবে।

فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا অর্থাৎ তাহাদিগের উপর এমন শাস্তি আসিয়া পড়িল যাহা তাহাদিগের কল্পনায়ও ছিল না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَيَشْعُرُوْنَ ـ

অর্থাৎ উহাদিগের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করিয়াছিল। আল্লাহ্ উহাদিগের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছিলেন। ফলে ইমারতের ছাদ উহাদিগের উপর ধ্বসিয়া পড়িল এবং উহাদিগের প্রতি শাস্তি আসিল এমন দিক হইতে যাহা ছিল উহাদিগের ধারণার অতীত।

وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ অর্থাৎ এই অবরোধ ইয়াহূদীদিগের মনে ত্রাস ও ভীতির সঞ্চার করিল। কেনইবা করিবে না, অবরোধকারী তো ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁহাকে এমন প্রভাব দান করা হইয়াছে যে, দূর-দূরান্তের শত্রুরাও তাঁহার নাম শুনিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া যাইত।

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ "তাহারা নিজদিগের বাড়ী-ঘর নিজদিগের হাতে এবং মুমিনদিগের হাতে ধ্বংস করিয়াছিল।"

অর্থাৎ নির্বাসন দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতিক্রমে ইয়াহূদীরা নিজ হাতে তাহাদিগের ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়। উহার মূল্যবান সামগ্রী যাহা সম্ভব হইয়াছিল উটের পিঠে বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। ইব্‌ন ইসহাক, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ, ইব্‌ন আসলাম (র) সহ আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুকাতিল ইব্‌ন হায়য়ান (র) বলেন ঃ যুদ্ধ চলাকালে সম্মুখে অগ্রসর মুসলমানদের সামনে যখনই কোন ঘর পড়িত তাহা ভাঙ্গিয়া যুদ্ধের ময়দান প্রশস্ত করিয়া লইত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْلاَ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি বনূ নাযীরের ইয়াহূদীদের জন্য নির্বাসনের ফয়সালা না দিতেন তাহা হইলে

উহাদিগকে অন্য শাস্তি দেওয়া হইত। যেমন হত্যা করা হইত, বন্দী করা হইত ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা এই ছিল যে, তিনি আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তির সাথে সাথে তিনি তাহাদিগকে দুনিয়াতেও চরম শিক্ষণীয় শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (রা) বলেন ঃ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর বনূ নাযীরের ইয়াহুদীদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার এক প্রান্তে বসবাসকারী এই সম্প্রদায়টিকে প্রথমে অবরোধ করিয়া রাখেন এবং পরে নির্বাসনে বাধ্য করেন। অস্ত্র ছাড়া অন্যান্য আসবাবপত্র লইয়া যাওয়ার অনুমতি ছিল। উরওয়া (রা) বলেন ঃ তাওরাতের বিধান অনুযায়ীই তাহাদিগকে নির্বাসন দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে ইহাদিগের সম্প্রদায়ের কেহ কখনো নির্বাসিত হইয়াছিল না। ইহাদিগের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা سَبَّحَ لِلّٰهِ ....وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইকরিমা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে جَلَاءَ অর্থ হত্যা বা নিপাত। কাতাদা (র) বলেন ঃ جَلَاءَ অর্থ এক দেশ ছাড়িয়া আরেক দেশে চলিয়া যাওয়া।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীরের ইয়াহুদীদেরকে শাম দেশে নির্বাসন দিয়াছিলেন এবং প্রতি তিনজনকে একটি করিয়া উট আর একটি পানির মশক দিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, নির্বাসনের সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর মালপত্র গোছাইয়া নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে তিনদিনের সময় দেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহুদীদেরকে এক সুযোগের কথা জানাইয়া দেন।

وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ অর্থাৎ দুনিয়ার এই সামান্য শাস্তিই ইহাদিগের চূড়ান্ত সাজা নয় বরং, আল্লাহ্র অটল সিদ্ধান্ত যে, আখিরাতেও ইহারা জাহান্নামের কাঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ অর্থাৎ ইহাদিগকে আপন ঘর-বাড়ী হইতে নির্বাসন দেওয়া এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনদিগকে ইহাদিগের উপর বিজয়ী করিবার কারণ হইল এই যে, ইহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারী এবং মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে পূর্ববর্তী রাসূলগণের উপর নাযিলকৃত সুসংবাদ অস্বীকারকারী।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يُّشَاقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ। অর্থাৎ কেহ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ-

অর্থাৎ তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ; তাহাতো আল্লাহ্‌রই অনুমতিতে; ইহা এইজন্য যে, তিনি পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করিবেন।

لِيْنَة উন্নতমানের এক ধরনের খেজুর বৃক্ষকে বলা হয়। আবূ উবায়দা (রা) বলেনঃ আজওয়া ও বারনী খর্জুর ব্যতীত অন্যান্য খর্জুর বৃক্ষকে لِيْنَ বলা হয়। বহুসংখ্যক মুফাস্‌সিরের মত হইল, 'আজওয়া ছাড়া সকল বর্ণের খেজুর বৃক্ষকেই لِيْنَةٌ বলা হয়। ইব্‌ন জারীর (র) বলেনঃ যে কোন খর্জুর বৃক্ষকেই لِيْنَةٌ বলা হয় এবং ইহা মুজাহিদ (র)-এরও মত।

বনূ নাযীরের সম্প্রদায়কে অবরোধ করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের ভীতি ও ঘৃণা প্রদর্শন ও হুমকিরূপে তাহাদিগের খর্জুর বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলার নির্দেশ দেন।

যায়েদ ইব্‌ন রূমান, কাতাদা ও মুকাতিল ইব্‌ন হায়য়ান (র) বলেনঃ বনূ নাযীরের এই ঘটনার পর বনূ কুরায়যা এই বলিয়া অভিযোগ তোলে যে, কি ব্যাপার ? আপনি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলিতেছেন আর এইসব ধ্বংস চালাইতেছেন ? এই অভিযোগের উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করা বা কর্তন না করিয়া নিরাপদে রাখিয়া দেওয়া এই সবই আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও অনুমতিক্রমেই হইতেছে। শত্রুপক্ষের অপমান ও দর্প চূর্ণ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

মুজাহিদ (র) বলেনঃ কতিপয় মুজাহিদ খর্জুর বৃক্ষগুলি কাটিতে চাহিলে অন্যরা বাধা দিয়া বলিল যে, বৃক্ষ কাটিয়া লাভ কি ? শেষ পর্যন্ত তো এইগুলি আমাদিগের হাতেই চলিয়া আসিবে। ফলে উভয় দলের সমর্থনে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা এবং না কাটিয়া অক্ষত রাখিয়া দেওয়া উভয়েই আল্লাহ্‌র অনুমোদন রহিয়াছে।

ইমাম নাসাঈ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেনঃ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ বনূ নাযীরের কিছু বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবার এবং কিছু রাখিয়া দেওয়ার পর সাহাবাগণের মনে সংশয় সৃষ্টি হয় যে, কাটিয়া ফেলা ঠিক হইল না-কি রাখিয়া দেওয়া ঠিক হইল ? ফলে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, হুযূর! আমরা যাহা কাটিয়া ফেলিয়াছি উহাতে আমরা কোন সওয়াব পাইব ? আর যাহা রাখিয়া দিয়াছি উহাতে কি কোন গুনাহ্ হইবে ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা .... مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

অনুরূপ জাবির (রা) হইতে এটি আবূ ইয়ালা (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীরের খর্জুর বৃক্ষগুলি কাটিয়া আগুন দ্বারা পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) .... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীরকে মদীনা হইতে নির্বাসন করেন আর বনূ কুরায়যাকে প্রথমে নিরাপদে বসবাস করিবার সুযোগ দেন। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধেও অভিযান চালাইয়া পুরুষদেরকে হত্যা ও বন্দী করা হয় আর মহিলা, নাবালেগ শিশু এবং ধন-সম্পদকে মুসলমানদের মাঝে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। তবে অল্পসংখ্যক লোক কেবল আত্মসমর্পণ করিয়া ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়া মুক্তি লাভ করে। ইহার পর সকল ইয়াহুদীদেরকেই মদীনা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালামের গোত্র বনূ কায়নুকা, বনূ হারিছা ইত্যাদির কাউকেই আর এক দণ্ডও থাকিতে দেওয়া হয় নাই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে অনুরূপ আরও একটি হাদীস ইব্ন উমর (রা) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ বনূ নাযীরের ঘটনা ওহুদ ও বীরে মাউনার পরে সংঘটিত হয়। আর ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ বনূ নাযীরের ঘটনা সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর। (এখানে অনেক আরবী কবিতা আবৃত্তি করা হইয়াছে। প্রয়োজন না থাকায় অনুবাদ বর্জন করা হইয়াছে।)

(٦) وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(٧) مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۭ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۤ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৬. আল্লাহ্ ইয়াহুদীদিগের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যে ফায় দিয়াছেন তাহার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর নাই; আল্লাহ্ তো যাহার উপর ইচ্ছা তাহার রাসূলদিগকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭. আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদিগের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্র, তাঁহার রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের এবং

ইয়াতীমদিগের, অভাবগ্রস্ত পথচারীদিগের; যাহাতে তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদিগের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

তাফসীর ঃ ফায় কাহাকে বলে ? ফায়-এর পরিচয় কি ? এবং ফায়-এর বিধান কি? আলোচ্য আয়াতে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কাফিরদের হইতে যেই সম্পদ যুদ্ধ ছাড়া হস্তগত হয় তাহাকে ফায় বলে। যেমন ঃ বনূ নাযীরের সম্পদ। ইহা ফায় এইজন্য যে, মুসলমানরা ইয়াহুদীদিগের এই সম্পদ যুদ্ধ করিয়া হস্তগত করে নাই, বরং উহারাই রাসূল (সা)-এর ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাদিগের ধন-সম্পদ মুসলমানদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে উহা দান করেন এবং তাঁহাকে উহা ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করিবার অধিকার দান করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপযুক্ত ও কল্যাণমূলক খাতেই উহা ব্যয় করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ـ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ বনূ নাযীরের ইয়াহুদীদিগের নিকট হইতে তাহার রাসূলকে যে ফায় দান দিয়াছেন তাহার জন্য তোমরা অশ্বে বা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর নাই। আল্লাহ্ তো যাহার উপর ইচ্ছা তাঁহার রাসূলদিগকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। কোন শক্তিই কখনো তাহাকে পরাভূত করিতে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ

অর্থাৎ যে কোন দেশের যে কোন জনপদ এইভাবে বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হইলে বনূ নাযীরের সম্পদের ন্যায় উহার অধিকারী হইবে আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল বা রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিয়মানুযায়ী এই সব লোকদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দিবেন। এইগুলি ফায়-এর সম্পদের মাসরাফ (ব্যয়ের খাত) এবং উহার হুকুম।

ইমাম আহমদ (র) .... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত বনূ নাযীরের ফায়-এর সম্পদ শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই দেওয়া হইয়াছিল। তিনি পরিবারের গোটা বছরের ব্যয় এখান হইতে প্রদান করিতেন আর অবশিষ্টাংশ দ্বারা যুদ্ধের অস্ত্র খরীদ করিতেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) .... মালিক ইব্ন আউস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন আউস (রা) বলেন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিলাম যে, তিনি চৌকির উপর বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার সম্প্রদায়ের কিছু লোক আসিয়াছিল। আমি তাহাদিগের জন্য কিছু অনুদান মঞ্জুর করিয়াছি। তুমি তাহাদিগের মাঝে উহা বণ্টন করিয়া দাও। উত্তরে আমি বলিলাম, এই দায়িত্বটি আমাকে না দিয়া অন্য কাউকে দিলে ভালো হইত! উমর (রা) বলিলেন, না, তুমিই বণ্টন করিয়া দাও। ইত্যবসরে উমর (রা)-এর দারোয়ান ইয়ারফা আসিয়া বলিল, উছমান ইব্ন আফ্ফান, আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ, যুবায়র ইব্ন আওয়াম ও সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) অনুমতির অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। উমর (রা) উহাদিগকে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করেন। মুহূর্ত পর দারোয়ান আবার আসিয়া বলিল, হযরত আব্বাস ও আলী (রা) অনুমতি চাহিতেছেন। উমর (রা) তাঁহাদিগকেও প্রবেশের অনুমতি দিলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমার ও আলীর ব্যাপারে একটি মীমাংসা করিয়া দিন। তখন পূর্বের চারজনের কেহ কেহও বলিলেন, হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! ইহাদের ব্যাপারে একটি ফয়সালা করিয়া দিন এবং তাহাদিগের প্রতি সদয় হউন। হযরত উমর (রা) প্রথম চারজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, আমার সেই আল্লাহ্র শপথ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, যিনি আকাশ ও যমীনের নিয়ন্তা। আপনাদিগের কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমাদিগের কেহ উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যাহা রাখিয়া যাই উহা সাদকা?" উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথা বলিয়াছেন। অতঃপর উমর (রা) হযরত আলী ও আব্বাস (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি এই কথা জানেন না ? উত্তরে তাঁহারাও বলিলেন, হ্যাঁ, জানি। অতঃপর উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে বিশেষভাবে এমন কিছু দান করিয়াছেন যাহাতে অন্য কাহারো কোন অধিকার নাই। তারপর তিনি .... مَا اَفَاءَ اللّٰهُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনূ নাযীরের পরিত্যক্ত সম্পদকে ফায় রূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সম্পদ দ্বারা নিজের এবং পরিবারের গোটা বছরের খরচ চালাইতেন।

উল্লেখ্য যে, ফায়-এর সম্পদ ব্যয় করার যে পাঁচটি খাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে গনীমতলব্ধ মাল ব্যয় করার খাতও এই পাঁচটি। সূরা আনফালের ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ ফায়-এর সম্পদ ব্যয় করার জন্য এই পাঁচটি খাত এইজন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে এই সম্পদ শুধুমাত্র ধনী লোকদের হাতে কুক্ষিগত হইয়া না পড়ে। উপযুক্ত সকলেই যেন উহা ভোগ করিতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদিগকে যে কাজ করিবার নির্দেশ দেন, তোমরা অম্লান বদনে তাহা পালন কর আর তিনি যাহা করিতে নিষেধ করেন, তাহা হইতে তোমরা সযত্নে বিরত থাক। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো তোমাদিগকে তাহাই করিতে বলেন যাহা তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর, আর যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহা তোমাদিগের জন্য ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (র) বলেন, জনৈক মহিলা হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট গিয়া বলিল, শুনিতে পাইলাম যে, আপনি নাকি মহিলাদিগকে উল্‌কি পরিতে এবং (দেহে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সূঁচবিদ্ধ করিয়া রচিত চিত্রকে উল্‌কি বলা হয়।) এবং মাথার আসল চুলের সহিত ভিন্ন চুল সংযোগ করিতে নিষেধ করেন। আল্লাহ্‌র কিতাবে বা রাসূলের হাদীসে এই বিষয়ে আপনি কিছু পাইয়াছেন কি ? উত্তরে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিলেন যে, হ্যাঁ, কুরআন এবং হাদীসে তো ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহিলাটি বলিল, কোথায়, কুরআনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত তন্নতন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াও তো আমি পাইলাম না। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিলেন, আচ্ছা! তুমি কি ....مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত কর নাই ? (আয়াতের অর্থ–রাসূলুল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন তাহা কর আর যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক।) ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিলেন ঃ একদিকে এই আয়াত অপরদিকে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মাথায় ভিন্ন চুল সংযোজন করিতে, উল্‌কি পরিতে এবং কপাল ও মুখের পশম উপড়াইতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহাই কুরআনের নিষেধ বলিয়া বিবেচিত। মহিলাটি বলিল, আপনার পরিবারে এই প্রচলন আছে বলিয়া মনে হয়। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিলেন, যাও তুমি ঘরে গিয়া দেখিয়া আস। মহিলাটি ঘরে গিয়া তদন্ত করিয়া আসিয়া বলিল, না আপত্তিজনক কিছু দেখিতে পাইলাম না। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিলেন, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌র এক নেক বান্দা [হযরত শুআইব (আ)] বলিয়াছিলেন ঃ

وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ আমার ইচ্ছা নয় যে, আমি তোমাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করিব আমি নিজেই উহার বিরুদ্ধাচরণ করিব।

ইমাম আহ্‌মদ (রা) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ যে মহিলা উল্‌কি করে বা করায় মাথার চুলের সহিত অন্যের চুল মিশ্রিত করে, বা করায়, মুখমণ্ডলের কেশ উপড়িয়া ফেলে বা ফেলায়, তাহার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক। উম্মে ইয়াকূব নাম্নী এক মহিলা ঘরে ছিল। সেই মহিলা এই কথা শুনিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিল, আমি শুনিতেছি যে, আপনি এইরূপ বলিতেছেন।

তিনি বলিলেন, যে মহিলাকে আল্লাহ্র রাসূল অভিশাপ দিয়াছেন এবং আল্লাহ্র কিতাবে অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে আমি তাহাকে কেন অভিশাপ দিব না। তখন মহিলাটি বলিল, আমি পূর্ণ কুরআনুল করীমে কোথায়ও এই কথা দেখিতে পাই নাই। তিনি বলিলেন, যদি তুমি কুরআন পড়িতে তাহা হইলে পাইতে। তুমি এই আয়াত مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا। পাঠ কর নাই। মহিলাটি বলিল, হ্যাঁ, পাঠ করিয়াছি। তখন ইব্ন মাসঊদ (রা) বলিলেন, নিশ্চয়ই নবী করীম (সা) উহা নিষেধ করিয়াছেন। মহিলাটি বলিল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারে ইহার প্রচলন রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, তুমি ঘরে প্রবেশ করে দেখ। সে ঘরে গিয়া সেই কাজের কোন কিছু পাইল না, আসিয়া বলিল, আমি কোন কিছু দেখিতে পাইলাম না। তিনি বলিলেন, যদি আমার পরিবারের এই দোষ থাকিত তাহা হইলে কখনো আমার সাথে একত্রে মিলিত হইত না। বুখারী ও মুসলিম (র) এই হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি তোমাদিগকে কোন নির্দেশ দিলে তোমরা যথাসম্ভব তাহা পালন কর আর কোন কিছু করিতে নিষেধ করিলে তাহা হইতে বিরত থাক।"

ইমাম নাসাঈ (র) .... আমর ও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কদুর খোল, সবুজ কলসী, খর্জুর বৃক্ষ খোদাই করিয়া (তৈরী পাত্র ও আলকাতরা মাখা কলস) খেজুর বা কিসমিস ইত্যাদি ভিজাইয়া নাবীয তৈয়ার করিতে নিষেধ্ করিয়াছেন। অতঃপর রাসূল (সা) مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আল্লাহ্র আদেশ পালন এবং নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে তাঁহাকে ভয় করিয়া চল, কারণ যাহারা আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় তাহাদিগকে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন।

(৮) لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ

(৯) وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

(١٠) وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৮. এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য, যাহারা নিজদিগের ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তি হইতে উৎখাৎ হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সাহায্য করে। উহারাই তো সত্যাশ্রয়ী।

৯. মুহাজিরদিগের আগমনের পূর্বে যাহারা এই নগরীতে বসবাস করিয়াছিল ও ঈমান আনিয়াছে তাহারা মুহাজিরদিগকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য তাহারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তাহারা তাহাদিগকে নিজদিগের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইলেও, যাহারা কার্পণ্য হইতে নিজদিগকে বিরত রাখিয়াছে তাহারাই সফলকাম।

১০. যাহারা উহাদিগের পরে আসিয়াছে, তাহারা বলে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদিগের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।'

তাফসীর ঃ ফায় তথা বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত কাফিরদের সম্পদের গরীব পাওনাদারদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন উহারা হইল ঃ

اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ۔

অর্থাৎ এই ফায় এর সম্পদ অসহায় মুহাজিরদের জন্য, যাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত নিজদিগের ঘর-বাড়ি ও সহায়-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছে। যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাহায্যে সদা তৎপর।

اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ অর্থাৎ উহারাই সত্যাশ্রয়ী। কারণ উহারা মুখের কথাকে ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে বাস্তবে রূপান্তরিত করিয়া দেখাইয়াছে। উহারা হইল মুহাজিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের প্রশংসা করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ

অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে হইতেই যাহারা দারুল হিজরত মদীনায় অবস্থান করিতেছে এবং

হিজরতের পূর্বেই ঈমান আনয়ন করিয়াছে, তাহারা স্বীয় মহানুভবতা ও উদারতার কারণে মুহাজিরগণকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয় করিয়া তাহাদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমার পরবর্তী খলীফার প্রতি আমার উপদেশ যেন তিনি প্রথম মুহাজিরদের হক যথাযথভাবে আদায় করেন এবং তাহাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখেন আর আনসারদের সম্পর্কে আমার উপদেশ হইল যে, তাহাদিগের সৎকর্মের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় এবং তাহাদিগের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

ইমাম আহমদ (র) ...... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ মুহাজিরগণ একদিন বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আনসারদের ন্যায় এত মহানুভব মানবদরদী এবং অন্যের জন্য নিজের সম্পদ এত অকাতরে ব্যয়কারী তো আর কাউকে আমরা দেখি নাই। দীর্ঘদিন যাবত আমাদিগের ব্যয়ভার তাহারাই বহন করিয়া আসিতেছে এবং তাহাদিগের কষ্টার্জিত উপার্জনে আমাদিগকে শরীক করিয়া রাখিয়াছে। হুযূর! আমাদিগের আশংকা হয় যে, আমাদিগের সব সওয়াব তাহারাই লইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যতদিন পর্যন্ত তোমরা উহাদিগের প্রশংসা করিতে থাকিবে এবং আল্লাহ্র নিকট উহাদিগের জন্য দু'আ করিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত এমন হইবে না।

ইমাম বুখারী (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আনসারদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, বাহরাইনের ভূমি আমি তোমাদিগকে লিখিয়া দিতে চাই। উত্তরে তাহারা বলিলেন, না, আমাদিগের মুহাজির ভাইদেরকেও ততটুকু দেওয়া না হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিতে রাজী নই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ঠিক আছে, তাহাই যদি হয় তো ভবিষ্যতেও তোমরা ধৈর্যধারণ করিবে। কারণ, এমনও হইতে পারে যে, তখন তোমাদিগকে না দিয়া অন্যদেরকে দেওয়া হইবে।

وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوْتُوْا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাজিরদিগকে যেই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন, আনসারগণ তাহার জন্য কোন বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করেন না।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল আনসারদের মনে মুহাজিরদের প্রতি কোন হিংসা নেই।

কাতাদা (র) বলেন ঃ مِمَّا أُوْتُوْا অর্থ فيما اعطى اخوانهم অর্থাৎ তাহাদিগের ভ্রাতাগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছে উহারা তাহাতে উহাদিগের মনে কোন হিংসা নাই।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বসিয়াছিলাম। হঠাৎ তিনি বলিয়াছেন ঃ এখন তোমাদিগের কাছে একজন জান্নাতী ব্যক্তির আগমন করিবে। তখন জুতাজোড়া বাম হাতে লইয়া এক আনসারী আমাদিগের কাছে উপস্থিত হইলেন। তাহার দাঁড়ি হইতে তাজা ওযূর পানি ঝরিয়া পড়িতেছিল। পরদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঠিক একই কথা বলিলেন, আর সেই আনসারী সাহাবী একই অবস্থায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। তৃতীয় দিনও রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বের ন্যায় বলিলেন, আর সেই আনসারী সাহাবী পূর্বের অবস্থায় আগমন করেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলিয়া যাইবার পর আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) সেই সাহাবীকে বলিলেন, আমি আজ আমার আব্বার সহিত কথা কাটাকাটি করিয়া শপথ করিয়াছি যে, তিনদিনের মধ্যে আমি ঘরে যাইব না। অনুমতি হইলে এই তিনদিন আপনার কাছে থাকিতে চাই। তিনি অনুমতি দিলেন। আনাস (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) তিন রাত তাহার সান্নিধ্যে থাকিয়া তেমন কিছু দেখিতে পাইলেন না। শুধু এতটুকু দেখিতে পাইলেন যে, তিনি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া শয়ন অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র নাম যিক্‌র করিতেন এবং তাকবীর বলিতেন। তবে তাহার মুখে আমি ভাল কথা ব্যতীত কোন মন্দ কথা শুনিনি। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, আমি তাহাকে তিনরাত অতিবাহিত হইবার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আসলে আমার আব্বার সহিত আমার কোন ঝগড়াও হয় নাই আর আমি ঘরে না যাইবার শপথও করি নাই। কিন্তু আপনার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি তিনবার এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদিগের কাছে একজন জান্নাতী লোকের আগমন ঘটিবে। তিনবারই আপনিই আগমন করিয়াছিলেন। আপনি কি আমল করিয়া এত বড় মর্যাদা লাভ করিলেন। তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্যই আমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু তেমন বড় কোন আমল করিতে তো আপনাকে দেখিলাম না। ব্যাপারটা কি একটু খুলিয়া বলুন। উত্তরে তিনি বলিলেন, আপনি যাহা দেখিলেন তাহার চেয়ে বেশি কোন আমল আমার নেই। তবে আমি কাহারো সহিত ধোঁকাবাজী করি না এবং মনে কাহারো প্রতি হিংসা পোষণ করি না। শুনিয়া আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে এই গুণের কারণেই আপনার এত বড় মর্যাদা।

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থাৎ আনসারদের আরেকটি গুণ হইল যে, নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাহারা অন্য মুসলমান ভাইকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দান করে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার আগে অন্য ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাইয়া দেয়।

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যাহার কাছে সামান্য সম্পদ আছে আর নিজেরও প্রয়োজন আছে, তাহা সত্ত্বেও সে উহা সাদকা করিয়া দেয়, এই ব্যক্তির সাদকাই আল্লাহ্‌র দরবারে সর্বাপেক্ষা উত্তম।"

দানশীলদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ। অর্থাৎ সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাহারা অসহায়দেরকে আহার দান করে। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শ্রেণীর মর্যাদা ইহাদের অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে। কারণ, এই শ্রেণীর লোক সম্পদের প্রতি মায়া থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে ঠিক কিন্তু ইহাদের কোন অভাব বা প্রয়োজন নাই। কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিরা নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া অন্য ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজেদের সম্পদ দান করে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। নিজের সমুদয় সম্পদ সাদকা দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার পরিবারের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, পরিবারবর্গের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (সা)-কে রাখিয়া আসিয়াছি।

ইয়ারমুক যুদ্ধের পানির ঘটনাও এইখানে উল্লেখযোগ্য। পিপাসা কাতর আহত মুজাহিদরা একদিকে পানি পানি করিয়া চিৎকার করিতেছিলেন। অপরদিকে এহেন সংকটময় মুহূর্তেও আরেক ভাইয়ের আহাজারি শুনিয়া পানি নিজে পান না করিয়া অন্য ভাইকে দিতে বলিয়াছেন। এইভাবে প্রত্যেকেই পানি নিজে পান না করিয়া অন্য ভাইকে নিজের উপর প্রাধান্য দিয়াছিলেন। অথচ প্রত্যেকের তখন এক ফোঁটা পানির তীব্র প্রয়োজন ছিল। অবশেষে একে একে প্রত্যেকেই শাহাদাতবরণ করেন। কাহারো আর পানি পান করা হইল না।

ইমাম বুখারী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি বড় ক্ষুধার্ত আমাকে কিছু খাবার দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীদের কাহারো ঘরে কিছুই পাওয়া গেল না। অগত্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেন, এমন কেহ আছ কি, যে এই লোকটিকে একরাতের জন্য মেহমান রাখিবে? ফলে এক আনসারী দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি প্রস্তুত আছি। অতঃপর আনসারী সাহাবী মেহমানকে সংগে লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। স্ত্রীকে বলিলেন, ইনি আল্লাহ্‌র রাসূলের মেহমান। স্ত্রী বলিলেন, শিশুদের সামান্য খাবার ব্যতীত ঘরে কোন কিছুই নাই। আনসারী বলিলেন, ঠিক আছে। তুমি বাচ্চাদেরকে কোনক্রমে ফুসলাইয়া না খাওয়াইয়াই ঘুম পাড়াইয়া রাখ। আর আমরাও মেহমানের সংগে একত্রে খাইতে বসিব। খাওয়া শুরু হওয়ার পর কোন এক বাহানায় বাতিটা নিভাইয়া দিও। তখন অন্ধকারে আর আমরা খাইব না। এতে মেহমানের খাওয়া হইয়া যাইবে, আমরা উপবাস করিয়া রাত কাটাইয়া দিব। পরদিন মেহমান লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, অমুক স্বামী ও স্ত্রীর রাতের ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা ..... وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى আয়াতটি নাযিল করেন। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এই আনসারী সাহাবীর নাম আবূ তালহা (রা) উল্লেখ করা হইয়াছে।

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ যাহারা কার্পণ্য হইতে নিরাপদ রহিয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সফলকাম ও মুক্তি লাভের উপযোগী ।

ইমাম আহমাদ (র) .... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা জুলুম-অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাক।" কারণ, জুলুম কিয়ামতের দিন নানাবিধ অন্ধকারে পরিণত হইবে। আর কার্পণ্য হইতে বিরত থাক। কারণ, কার্পণ্য তোমাদিগের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করিয়াছে। কার্পণ্য আর অর্থের মোহে পড়িয়াই তাহারা রক্তপাতে লিপ্ত হইয়াছিল আর অবৈধকে বৈধ মনে করিয়াছিল।

লায়ছ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথের ধূলা আর জাহান্নামের ধূলা একই ব্যক্তির পেটে কখনো একত্রিত হয় না। আর একই বান্দার অন্তরে কখনো কার্পণ্য আর ঈমানের সমাবেশ ঘটে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... আসওয়াদ ইব্‌ন হিলাল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইব্‌ন হিলাল (র) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি তো ধ্বংস হইয়া গেলাম। আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিলেন, কি ব্যাপার? লোকটি বলিল, আল্লাহ্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি কার্পণ্য হইতে রক্ষা পাইল সে সফলকাম। ইয়া আবদাল্লাহ্! আমি তো কৃপণ লোক। খরচ করিতেই মন চাহে না। উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি যাহা বুঝিয়াছ আয়াতে কার্পণ্য বলিতে উহা বুঝানো হয় নাই। বরং উহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা। তবে পকেটের টাকা প্রয়োজনে ব্যয় করিতে কার্পণ্য করাও খুবই মন্দ স্বভাব।

সুফিয়ান সাওরী (র) ..... আবূ হিয়াজ আসাদী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি একদিন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিতেছিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, এক ব্যক্তি শুধু এই দু'আ করিতেছে যে, اللهم قنى شح نفسى অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে মনের কার্পণ্য হইতে রক্ষা কর। দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তুমি কেন শুধু এই দু'আ করিতেছ? উত্তরে সে বলিল, আমি যদি মনের কার্পণ্য হইতে রক্ষা পাইয়া যাই তাহা হইলে আমি চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি সব গুনাহ হইতেই বাঁচিয়া যাইব। চাহিয়া দেখি যে, লোকটি হইলেন, আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)।

ইব্‌ন জারীর (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে, মেহমানদারী করে এবং প্রয়োজনে দীনের কাজে অর্থ ব্যয় করে সে কার্পণ্যের অভিযোগ হইতে মুক্ত।

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلاَتَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থাৎ "যাহারা উহাদিগের পরে আসিয়াছে তাহারা বলে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং ঈমানের অগ্রণী আমাদিগের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমিতো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"

এই আয়াতে ফায়-এর সম্পদের প্রাপকদের তৃতীয় প্রকারের গরীবদের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ফায়-এর প্রাপক প্রথমত মুহাজিরগণ তারপর আনসার, এরপর উহাদিগের পরে ঈমান আনয়নকারী সম্প্রদায়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ-

অর্থাৎ "প্রথম প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার এবং যাহারা সৎ কর্মে ইহাদের অনুসারী সকলের প্রতিই আল্লাহ্ তুষ্ট এবং ইহারাও আল্লাহ্র প্রতি তুষ্ট।" উল্লেখ্য যে, যাহারা আনসার ও মুহাজিরদের আদর্শের অনুসারী এবং গোপনে, প্রকাশ্যে যাহারা উহাদিগের জন্য দু'আ করে তাহারাই আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের অনুসারী বলিয়া গণ্য হইবে। আলোচ্য আয়াতে اِتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ বলিয়া উহাদিগকেই বুঝানো হইয়াছে। এই আয়াত দ্বারা ইমাম মালিক (র) প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাফেযী অর্থাৎ যাহারা সাহাবায়ে কিরামকে গালি দেয় ও তাঁহাদের সমালোচনা করে উহারা ফায়-এর সম্পদের অংশ পাইবে না। কারণ উহারা সাহাবায়ে কিরামের জন্য দু'আ করার পরিবর্তে তাঁহাদিগকে গালি দেয় ও সমালোচনা করে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ ইহাদিগকে সাহাবাগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আর ইহারা তাহার পরিবর্তে সাহাবাগণকে গালিগালাজ করে। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (র) ...... আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবাদিগের জন্য তোমাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল আর তোমরা কিনা উহাদিগকে গালিগালাজ কর। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "এই উম্মতের পতন হইবে না, যতক্ষণ না তাহাদিগের উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদেরকে গালমন্দ করিবে।"

ইব্‌ন জারীর (র) ..... মালিক ইব্‌ন আউস ইব্‌ন হাস্‌সান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্‌ন আউস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...... عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ পাঠ করিয়া বলিলেন, যাকাতের প্রাপক হইল ইহারা। এরপর وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ ...... وَلِذِى الْقُرْبٰى পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ গনীমতের সম্পদের প্রাপক হইল ইহারা। তাহার পর مَا اَفَاءَ اللّٰهُ ...... مِنْ بَعْدِهِمْ পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ সর্বস্তরের মুসলমানই এই ফায়-এর সম্পদের প্রাপক। ইহাতে প্রত্যেক শ্রেণীরই কিছু না কিছু অধিকার রহিয়াছে। আমি যদি বাঁচিয়া থাকি তো তোমরা দেখিতে পাইবে যে, এমন রাখালকেও আমি ফায়-এর অংশ প্রদান করিব, ইহা অর্জন করিবার জন্য যাহার কপালের ঘামও ব্যয় হয়নি।

(١١) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

(١٢) لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

(١٣) لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

(١٤) لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِىْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ○

(١٥) كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(١٦) كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(١٧) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ○

১১. তুমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই? উহারা কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে উহাদিগের সেই সব সংগীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদিগের সংগে দেশত্যাগী হইব এবং আমরা তোমাদিগের ব্যাপারে কখনো কাহারো কথা মানিব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব।' কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১২. বস্তুত উহারা বহিষ্কৃত হইলে মুনাফিকগণ তাহাদিগের সংগে দেশ ত্যাগ করিবে না এবং উহারা আক্রান্ত হইলে ইহারা উহাদিগকে সাহায্য করিবে না এবং ইহারা সাহায্য করিতে আসিলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে। অতঃপর তাহারা কোন সাহায্যই পাইবে না।

১৩. প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর; ইহা এই জন্য যে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

১৪. ইহারা সকলে সমবেতভাবেও তোমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে বা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া; পরস্পরের মধ্যে উহাদিগের যুদ্ধ প্রচণ্ড। তুমি মনে কর উহারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু উহাদিগের মনের মিল নাই। ইহা এই জন্য যে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

১৫. ইহাদিগের তুলনা ইহাদিগের অব্যবহিত পূর্বে যাহারা নিজদিগের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিয়াছে তাহারা। ইহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১৬. ইহাদিগের তুলনা শয়তান— যে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর।' এরপর যখন সে কুফরী করে শয়তান তখন বলে, 'তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি।'

১৭. ফলে উভয়ের পরিণাম হইবে জাহান্নাম। সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহাই জালিমদিগের কর্মফল।

তাফসীর ঃ মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এবং তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গরা বনূ নাযীরের ইয়াহুদীদেরকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য উস্কানি দিয়াছিল। ইহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ-

অর্থাৎ তুমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই? উহারা কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে উহাদিগের সেই সব সংগীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও আমরা অবশ্যই তোমাদিগের সংগে দেশ ত্যাগী হইব এবং আমরা কখনো তোমাদিগের ব্যাপারে কাহারো কথা মানিব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব।

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকরা ইয়াহুদীদের ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে উহাতে তাহারা মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী হওয়ার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথমত, প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়ই উহা বাস্তবায়ন করার নিয়ত ছিল না উহা ছিল প্রতারণা মাত্র। দ্বিতীয়ত, প্রতিশ্রুতি দিয়াছে ঠিকই কিন্তু উহা বাস্তবায়ন করিবার শক্তি সামর্থ্য উহাদিগের নাই।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لاَيَنْصُرُوْنَهُمْ ج وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ অর্থাৎ ইয়াহুদীরা যদি আক্রান্ত হয় তো মুনাফিকরা উহাদিগের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিবে না। অর্থাৎ উহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিবে না। আর যদি লজ্জার খাতিরে ময়দানে আসিয়াও পড়ে তো মুসলমানদের অস্ত্রের ঝনঝনানির আওয়াজ কানে আসিবা মাত্র রণে ভঙ্গ দিবে ও ময়দান ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ অর্থাৎ এই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র অপেক্ষা তোমাদিগকেই বেশি ভয় করে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدُّ خَشْيَةً অর্থাৎ উহাদিগের একটি দল মানুষকে আল্লাহ্‌র সমান কিংবা আল্লাহ্‌র অপেক্ষা বেশি ভয় করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّيَفْقَهُوْنَ অর্থাৎ নির্বোধ বিধায় ইহারা এই ধরনের সত্য পরি-পন্থী মানসিকতা পোষণ করিয়া থাকে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لاَيُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلاَّ فِىْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ অর্থাৎ উহারাই এতই কাপুরুষ যে, উহারা সকলে একত্রিত হইয়াও তোমাদিগের সহিত মুখোমুখী যুদ্ধ করিবার শক্তি সাহস উহাদিগের নাই। কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে কিংবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়াই কিছুটা সাহস করিতে পারে। তখন অবরুদ্ধ অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়াই কেবল মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করিতে পারে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ - تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى অর্থাৎ উহাদিগের মাঝে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিরোধ বড় প্রচণ্ড। তুমি উহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ মনে করিলেও উহাদিগের মধ্যে পরস্পর মনের কোন মিল নাই।

ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, মুনাফিক ও কিতাবীগণকে বাহ্যত ঐক্যবদ্ধ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহাদিগের মধ্যে মনের মিল নাই।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ ইহা এই জন্য যে, উহারা একটি নির্বোধ সম্প্রদায়।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ "ইয়াহুদীদিগের তুলনা ইহাদিগের অব্যবহিত পূর্বে যাহারা নিজদিগের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিয়াছে তাহারা। ইহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।"

যাহারা অব্যবহিত পূর্বে কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করিয়াছে মুজাহিদ, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্‌ন হায়য়ান (র)-এর মতে উহারা হইল বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরগণ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বনূ কায়নুকার ইয়াহুদী সম্প্রদায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতটিই সর্বাধিক সঠিক বলিয়া মনে হয়। কারণ বনূ নাযীরের ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কায়নুকার ইয়াহুদীদেরকেই দেশান্তর করিয়াছিলেন।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ - فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِئٌ مِّنْكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ মুনাফিকদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হওয়ার ব্যাপারে ইয়াহুদীদের উপমা হইল শয়তানের ন্যায় যে, শয়তান মানুষকে বলিল, কুফরী কর। ফলে যখন সে কুফরী করিয়া বসিল তখন শয়তান বলিল, তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন নাহীক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন নাহীক (র) বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, বনী ইসরাঈলের এক আবেদ দীর্ঘ ষাট বছর যাবত আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন ছিল। শয়তান বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। অবশেষে একদিন শয়তান এক মহিলার উপর নিজের প্রভাব ফেলে এইভাব সৃষ্টি করে যেন তাহাকে জিন আছর করিয়াছে। আর মহিলার ভাইদেরকে বুদ্ধি দেয় যে, তোমাদের বোনের চিকিৎসা করিতে হইলে অমুক আবেদের নিকট লইয়া যাও, তাহারা মহিলাটিকে আবেদের নিকট লইয়া যায় এবং আবেদ তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া সরলমনে তাহার চিকিৎসা করিতে থাকে। ধীরে ধীরে শয়তান তাহার মনে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। অবশেষে একদিন আবেদ মহিলার সহিত কুকর্ম করিয়া বসে। ফলে মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পড়ে। এইবার আবেদকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মহিলাকে হত্যা করিবার পরামর্শ দেয়। আবেদ মহিলাটিকে হত্যা করিয়া ফেলে। এইবার শয়তান একদিকে মহিলার ভাইদের কানে এই হত্যার সংবাদ জানাইয়া দেয়, অপরদিকে আবেদকে বলে যে, মহিলার ভাইয়েরা আসিতেছে। এইবার তোমার মান আর জান দুই-ই শেষ হইয়া যাইবে। তবে

আমাকে সিজদা করিয়া খুশী করিতে পারিলে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি। ফলে আবেদ শয়তানকে সিজদা করে। সিজদা শেষে শয়তান বলিয়া উঠে যে, তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ـ وَذٰلِكَ جَزٰؤُا الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ কুফরী করিবার জন্য উস্‌কানী দেয় আর যাহারা কুফরী করে জাহান্নামের অগ্নিই হইল উভয়ের পরিণাম। সেথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। আর ইহাই হইল প্রত্যেক জালিমের শাস্তির পরিণাম।

(١٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

(١٩) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۭ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

(٢٠) لَا يَسْتَوِيْۤ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۭ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

১৮. হে মু'মনিগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠাইয়াছে। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

১৯. আর তাহাদিগের মত হইও না, যাহারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়াছেন। উহারাই তো পাপাচারী।

২০. জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নহে। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্‌ন জারীর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আমরা একদিন দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তাহাদিগের পায়ে জুতা নাই, গায়ে শুধু একটি করিয়া চাদর জড়ানো আর গলায়

তরবারী ঝুলানো। প্রায় সকলেই তাহারা মুযার গোত্রের লোক। উহাদিগের ক্ষুধার্ত মলিন চেহারা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং হযরত বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলিলেন। আযান শেষে ইকামত হইল এরপর নামাযের জামায়াত হইল। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। তাহার পর সূরা হাশরের আলোচ্য আয়াত يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ الخ পাঠ করিয়া সকলকে দান করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এমনকি বলিলেন যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমরা এক টুকরা খেজুর হইলেও দান কর। খুতবা শেষে এক আনসারী কাঁধে করিয়া এক থলিয়া খাদ্য আনিয়া হাযির করেন। তাহার পর একে একে প্রত্যেকেই সাধ্য পরিমাণ দান করিতে শুরু করে। দেখিতে দেখিতে খাদ্য ও কাপড় চোপড়ের দুইটি স্তূপ হইয়া গেল। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা উজ্জ্বল হইয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যে কেহ একটি ভালো কাজের নিয়ম চালু করিবে তাহার দেখাদেখি যাহারা সেই ভালো কাজ করিবে সে নিজের এবং অন্যান্য সকলের সওয়াব লাভ করিবে। কিন্তু ইহাতে অন্যদের সওয়াব কমিয়া যাইবে না। আর যে কেহ একটি মন্দ কাজের নিয়ম চালু করিবে তাহার দেখাদেখি পরবর্তী যাহারা এই কাজ করিবে, সে এবং অন্য সকলের গুনাহের ভাগী হইবে। ইহাতে অন্যদের গুনাহ হ্রাস পাইবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ্র যে কোন হুকুম পালন করা এবং যে কোন নিষিদ্ধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকাকে তাকওয়া বলা হয়।

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ "প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠাইয়াছে।" অর্থাৎ তোমাদিগ হইতে হিসাব গ্রহণের পূর্বে তোমরা নিজেরাই নিজেদিগের হিসাব লও আর ভাবিয়া দেখ যে, নিজেদের মুক্তির লক্ষ্যে পরকালের জন্য কি নেক আমল সঞ্চয় করিয়াছ?

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর (ইহা দ্বিতীয় তাকীদ) আর জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য কোন কিছুই তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে নহে।

وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্কে ভুলিয়া যাইও না। অন্যথায় কিয়ামতের দিবসে যে আমলে সালিহ তোমাদিগের উপকারে

আসিবে উহার কথা আমাদিগকে ভুলাইয়া দেওয়া হইবে। অর্থাৎ তোমাদিগের নেক আমল করিবার তৌফিক হইবে না।

তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়া যায় উহারা ফাসিক তথা আল্লাহ্‌র নাফরমান এবং কিয়ামতের দিন তাহাদিগের ধ্বংস অনিবার্য। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ -

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র হইতে বিমুখ না রাখে। যে এমন করিবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

হযরত আবূ বকর (রা) এক খুতবায় বলেন ঃ তোমরা কি জান যে, তোমরা সকাল-বিকাল নির্ধারিত সময়ের দিকে অগ্রসর হইতেছ? তোমাদিগের উচিত আল্লাহ্‌র আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করা। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত বাহুবলে কেহ এই লক্ষ্য অর্জন করিতে পারে না। যাহারা নিজেদের জীবন আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে অতিবাহিত করে তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না। চিন্তা করিয়া দেখ, তোমাদিগের পরিচিতজনরা আজ কোথায়? কোথায় সেই ক্ষমতাধর রাজা-বাদশাহরা যাহারা বড় বড় শহর নগর নির্মাণ করিয়াছে এবং সুরক্ষিত দুর্গ তৈয়ার করিয়াছিল? সকলেই তো আজ এক স্তূপ মাটির নীচে পড়িয়া আছে। ইহা আল্লাহ্‌র কিতাব। এই নূর হইতে তোমরা আলো গ্রহণ কর এবং ইহার ঘটনাবলী হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। দেখ, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ) এবং তাঁহার পরিবারবর্গের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন ঃ

إِنَّهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ -

অর্থাৎ তাহারা নেক কাজে অগ্রণী ছিল এবং আশা ও ভয়ের সহিত আমার নিকট দু'আ করিত। আর আমার সম্মুখে ছিল তাহারা ভীত অবনত।

যে কথায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নয়, উহাতে কোন কল্যাণ নাই। যে সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়িত হয় না। উহাতে কোন মঙ্গল নাই। যাহার অজ্ঞতা সহনশীলতাকে হার মানায় তাহার জীবনে কোন কল্যাণ নাই এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নিন্দুকের পরোয়া করে তাহার জীবনেও কোন মঙ্গল নাই।

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ অর্থাৎ জাহান্নামী ও জান্নাতী আল্লাহ্‌র নিকট সমান নহে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَايَحْكُمُوْنَ -

অর্থাৎ পাপাচারীরা কি এই ধারণা করে যে, আমি তাহাদিগকে উহাদিগের ন্যায় করিব যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাহাদিগের জীবন মৃত্যু সমান হইবে? কতই না মন্দ উহাদিগের এহেন দাবী।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِىْءُ قَلِيْلاً مَّاتَتَذَكَّرُوْنَ -

অর্থাৎ অন্ধ আর চক্ষুষ্মান, ঈমানদার সৎকর্ম পরায়ণ আর পাপাচারীরা সমান নয়। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

সবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীরা সফলকাম। ইহারাই পরকালে মুক্তি পাইবে, আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে।

(٢١) لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۖ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

(٢٢) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

(٢٣) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۖ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

(٢٤) هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۖ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২১. যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তুমি দেখিতে উহা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

২২. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

২৩. তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র, মহান।

২৪. তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁহারই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মহত্ব শ্রেষ্ঠত্ব এবং সুউচ্চ মর্যাদার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ -

"যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তুমি দেখিতে উহা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

অর্থাৎ পর্বতের ন্যায় শক্ত কঠিন সদৃঢ় এবং সুউচ্চ পদার্থের উপর যদি আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করিতাম আর পর্বত এই কুরআন বুঝিয়া ইহার উপলব্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে পর্বত আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হইয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে হে মানুষ! পর্বতের তুলনায় তোমরা বহু গুণে দুর্বল ও ছোট। সুতরাং কুরআনের উপলব্ধি করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ভয়ে তোমাদিগের অন্তর ভীত ও বিগলিত না হওয়া কিভাবে শোভা পায় ?

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ এই সব দৃষ্টান্ত আমি এইজন্য উপস্থাপন করিতেছি যাহাতে মানুষ চিন্তা করে।

মুতাওয়াতির হাদীসে আছে যে, মিম্বর তৈরির পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি খর্জুর বৃক্ষের খুঁটির সহিত ঠেস দিয়া জুমুআর খুতবা পাঠ করিতেন। মিম্বর নির্মাণের পর খুঁটিটি একটু সরাইয়া রাখা হয়। সর্বপ্রথম যেদিন খুঁটির পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতে লাগিলেন তো খুঁটিটি ছোট শিশুর ন্যায় ফুঁফাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। ইমাম হাসান বসরী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিলেন 'হে মানুষ! এই নিষ্প্রাণ খর্জুর খুঁটির অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তোমাদিগের বেশী ভালোবাসা থাকা উচিত।' তদ্রূপ আলোচ্য আয়াতেও এই কথাই বলা হইয়াছে যে, নির্জীব পর্বতই যখন আল্লাহ্‌র কালাম শুনিয়া বুঝিতে পারিলে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তোমরা কুরআন শ্রবণ কর ও উহার মর্ম বুঝিতে পার। তোমাদিগের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত একটু ভাবিয়া দেখ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ
অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। তিনি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নাই। তিনি ব্যতীত কাহারো ইবাদত করা বৈধ নহে। আমরা যাহা চর্ম চক্ষে দেখি আর যাহা দেখি না তিনি তাঁহার সব কিছু সম্পর্কে অবগত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে কোন কিছুই তাহার জানার বাহিরে নহে। এমনকি ঘোর অন্ধকারে লুক্কায়িত অণু-পরমাণু সম্পর্কেও তিনি সম্যক জ্ঞান রাখেন। তিনি রাহমান, তিনি রাহীম।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দয়া সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত— সকলের প্রতিই তিনি দয়ালু।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ আমার দয়া সর্বত্র বিস্তৃত।

আরেক আয়াতে বলেন ঃ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ তোমাদিগের প্রতিপালক নিজের উপর দয়া প্রদর্শন অনিবার্য করিয়া লইয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ

তিনি আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত।

مَلِكٌ অর্থ সবকিছুর অধিপতি সর্ববিষয়ে যাঁহার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব, যাঁহার কোন কাজে বাধা প্রদান করার মত কেহ নাই।

قُدُّوْسٌ ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, قُدُّوْسٌ অর্থ পবিত্র। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন ঃ মুবারক তথা বরকতময়।

سَلَامٌ – যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে নিরাপদ ও মুক্ত।

مُؤْمِنٌ – যিনি কাহারো উপর জুলুম করার প্রবণতা হইতে নিরাপত্তা দান করেন। যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই অর্থ বর্ণনা করেন। নিরাপত্তা বিধায়ক। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন ঃ مُؤْمِنٌ অর্থ আল্লাহ্ ঈমানদার বান্দাদের ঈমানের সত্যয়নকারী।

مُهَيْمِنُ – ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ অনেকে বলেন ঃ مُهَيْمِنُ অর্থ আল্লাহ্ মানুষের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। যেমন– আল্লাহ্ বলেন ঃ اَللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْدٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা। অন্য আয়াতে বলেন ঃ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَايَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ মানুষ যাহা করে আল্লাহ্ সে সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

عَزِيْزٌ – প্রবল যিনি সব কিছুর উপর বিজয়ী। اَلْجَبَّارُ পরাক্রমশালী। مُتَكَبِّرٌ গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত।

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মহত্ব আমার ইযার আর অহংকার আমার চাদর। যে কেহ আমার এই দুইটির কোন একটি লইয়া টানাটানি করিবে আমি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিব।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ جبار অর্থ, যিনি সৃষ্টির সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ "উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র মহান।"

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ "তিনিই আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা।"

خَلْقٌ অর্থ–পরিকল্পনা করা ও নির্ধারণ করা আর بَرْءٌ অর্থ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা। পরিকল্পনাকে হুবহু বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো নাই। আল্লাহ্ই একমাত্র সত্ত্বা যিনি যাহা ইচ্ছা পরিকল্পনা ও নির্ধারণ করিতে পারেন। আর পুংখানুপুংখরূপে উহা বাস্তবায়িত করিতে পারেন। مُصَوِّرٌ অর্থ রূপদাতা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন যাহা সৃষ্টি করিতে চাহেন তিন বলেন, 'হও' আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী তাহার নির্ধারিত রূপে ও গুণে উহা হইয়া যায়। ইহার কোনই ব্যতিক্রম ঘটে না।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاءَ رَكَّبَكَ অর্থাৎ যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন।

لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى "সকল উত্তম নাম তাঁহারই।"

বুখারী, মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম আছে। যে ব্যক্তি সেইগুলি অনুধাবন করিবে ও মুখস্ত রাখিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি বেজোড় এবং বেজোড়কে ভালোবাসেন।

আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নাম নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُ ـ اَلرَّحْمٰنُ ـ اَلرَّحِيْمُ ـ اَلْمَلِكُ ـ اَلْقُدُّوْسُ ـ اَلسَّلَامُ ـ اَلْمُهَيْمِنُ ـ اَلْمُؤْمِنُ ـ اَلْعَزِيْزُ ـ اَلْجَبَّارُ ـ اَلْمُتَكَبِّرُ ـ اَلْخَالِقُ ـ اَلْبَارِئُ ـ اَلْمُصَوِّرُ ـ اَلْغَفَّارُ ـ اَلْقَهَّارُ ـ اَلْوَهَّابُ ـ اَلرَّزَّاقُ ـ اَلْفَتَّاحُ ـ اَلْعَلِيْمُ ـ اَلْقَابِضُ ـ اَلْبَاسِطُ ـ اَلْخَافِضُ ـ اَلرَّافِعُ ـ اَلْمُعِزُّ ـ اَلْمُذِلُّ ـ اَلسَّمِيْعُ ـ اَلْبَصِيْرُ ـ اَلْحَكَمُ ـ اَلْعَدْلُ ـ اَللَّطِيْفُ ـ اَلْخَبِيْرُ ـ اَلْحَلِيْمُ ـ اَلْعَظِيْمُ ـ اَلْغَفُوْرُ ـ اَلشَّكُوْرُ ـ اَلْعَلِيُّ ـ اَلْكَبِيْرُ ـ اَلْحَفِيْظُ ـ اَلْمُقِيْتُ ـ اَلْحَسِيْبُ ـ اَلْجَلِيْلُ ـ اَلْكَرِيْمُ ـ اَلرَّقِيْبُ ـ اَلْمُجِيْبُ ـ اَلْوَاسِعُ ـ اَلْحَكِيْمُ ـ اَلْوَدُوْدُ ـ اَلْمَجِيْدُ ـ اَلْبَاعِثُ ـ اَلشَّهِيْدُ ـ اَلْحَقُّ ـ اَلْوَكِيْلُ ـ اَلْقَوِىُّ ـ اَلْمَتِيْنُ ـ اَلْوَلِىُّ ـ اَلْحَمِيْدُ ـ اَلْمُحْصِىُّ ـ اَلْمُبْدِئُ ـ اَلْمُعِيْدُ ـ الْمُحْيِىُ ـ اَلْمُمِيْتُ ـ اَلْحَىُّ ـ اَلْقَيُّوْمُ ـ اَلْوَاجِدُ ـ اَلْمَاجِدُ ـ اَلْوَاحِدُ ـ اَلصَّمَدُ ـ اَلْقَادِرُ ـ اَلْمُقْتَدِرُ ـ اَلْمُقَدِّمُ ـ اَلْمُؤَخِّرُ ـ اَلْاَوَّلُ ـ اَلْاٰخِرُ ـ اَلظَّاهِرُ ـ اَلْبَاطِنُ ـ اَلْوَالِىُّ ـ اَلْمُتَعَالِىْ ـ اَلْبَرُّ ـ اَلتَّوَّابُ ـ اَلْمُنْتَقِمُ ـ اَلْعَفُوُّ ـ اَلرَّءُوْفُ ـ مَالِكُ الْمُلْكِ ـ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ اَلْمُقْسِطُ ـ اَلْجَامِعُ ـ اَلْغَنِىُّ ـ اَلْمُغْنِىْ ـ اَلْمُعْطِىْ ـ اَلْمَانِعُ ـ اَلضَّارُّ ـ اَلنَّافِعُ ـ اَلنُّوْرُ ـ اَلْهَادِىُ ـ اَلْبَدِيْعُ ـ اَلْبَاقِىُ ـ اَلْوَارِثُ ـ اَلرَّشِيْدُ ـ اَلصَّبُوْرُ ـ

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী এবং জগত পরিচালনা ও বিধান প্রণয়নে প্রজ্ঞাময়।

ইমাম আহমদ (র) ..... মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়িয়া সূরা হাশ্‌রের শেষ তিন আয়াত পাঠ করিবে আল্লাহ্‌র নির্দেশে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার জন্য দু'আ করিতে থাকিবে আর সন্ধ্যায় পাঠ করিলে একই ফযীলত লাভ করিবে। যদি ঐ দিনে বা রাতে মৃত্যু হয় তবে সে শহিদী দরজা হাসিল করিবে।

সূরা মুম্‌তাহিনা

১৩ আয়াত, ২ রুকূ, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِىْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

(٢) اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ○

(٣) لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

১. হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা কি উহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছ, অথচ উহারা তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কৃত করিয়াছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত

হইয়া থাক, তবে কেন তোমরা উহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব করিতেছ? তোমরা যাহা গোপন কর এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর, তাহা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হইতে।

২. তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিলে উহারা হইবে তোমাদের শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিবে এবং চাহিবে যে, তোমরাও কুফরী কর।

৩. তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসিবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন; তোমরা যাহা কর তিনি তাহা দেখেন।

তাফসীর ঃ এই সূরার শুরুভাগ হাতিব ইব্ন আবূ বলতাআ (রা)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

হাতিব (রা) হিজরতকারীদের একজন এবং বদর যোদ্ধাদেরও অন্যতম। তিনি গোত্রীয়ভাবে কুরাইশী ছিলেন না বরং হযরত উসমান (রা)-এর হলীফ বা অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। মক্কায় তাঁহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি রহিয়া গিয়াছিল। যখন মক্কার কাফিরগণ হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের সংকল্প নিয়াছিলেন। এরপর মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আদেশ করিলেন এবং তিনি দু'আ করিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ্! আমাদের এই খবরকে তুমি তাহাদের নিকট গোপন রাখিও।"

হাতিব (রা) এই আকাঙ্ক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়া কুরাইশ গোত্রের এক মহিলাকে মক্কায় প্রেরণ করিলেন যেন তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সংকল্প করিয়াছেন। ফলে তিনি তাহাদের নিকট আস্থা অর্জন করিবেন।

এইদিকে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানাইয়া দিলেন। সুতরাং তিনি উক্ত মহিলার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং মহিলার নিকট হইতে পত্রটি উদ্ধার করিলেন। এই ঘটনা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণনা রহিয়াছে।

আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) .... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জুবায়ের ইব্ন আওয়াম ও মিকদাদ (রা)-কে প্রেরণ করিলেন এবং তিনি বলিলেন যে, তোমরা মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবন কর, মহিলাটিকে তোমরা "রওজায়ে খাক" নামক স্থানে উটের পিঠে বসা অবস্থায় পাইবে। তাহার নিকট একটি পত্র আছে, পত্রটি উদ্ধার করিবে। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমরা উষ্ট্র চালাইয়া দ্রুতগতিতে মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। রওজায়ে খাকে তাহাকে পাইলাম এবং বলিলাম, পত্রটি বাহির করিয়া দাও। মহিলাটি বলিল– আমার নিকট পত্র নাই। আমরা বলিলাম, হয় পত্র বাহির করিয়া দাও, না হয় তোমাকে আমরা বিবস্ত্র করিয়া ফেলিব।

পরিশেষে মহিলাটি তাহার চুলের খোঁপা হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। আমরা পত্রটি লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। পত্রটির সারাংশ ছিল হাতিব (রা) মক্কার কাফিরদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভিযান সম্পর্কে অবহিত করিতে চায়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিব (রা)-কে বলিলেন, হে হাতিব! এই কাজ করিতে তুমি কেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছ? হাতিব (রা) আরয করিলেন, আমি গোত্রীয়ভাবে কুরাইশী নই বরং গোপনীয়ভাবে বসবাসকারীদের একজন। প্রত্যেক মুহাজিরের আপন লোক মক্কায় রহিয়াছে। তাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে হিফাজত করে। আমি ঈমানকে গোপন রাখিয়া, ঈমান হইতে দূরে সরিয়া বা পাপাচারীকে পছন্দ করিয়া এই কাজ করি নাই। বরং কাফিরদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইয়া একটু আস্থা লাভ করিতে পারিলে, তাহাদের জুলুম-নির্যাতন হইতে আমার গোত্রীয় লোকেরা হিফাজতে থাকিবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হাতিব সত্য বলিয়াছে। এই দিকে হযরত উমর (রা) অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন, 'আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়াইয়া দিব।' হযরত (সা) বলিলেন, হে উমর! তোমার কি জানা নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বদর যোদ্ধাদিগকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছেন। আর হাতিব তো বদর যোদ্ধাদের অন্যতম। মুহাদ্দেসীনগণের বিরাট একটি দল অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্‌ন মাজাহ্ শরীফে সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নার ভিন্ন সূত্রে উহার বর্ণনা রহিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সংকলনে "মাগাজী" অধ্যায়ে আরও বৃদ্ধি সহকারে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ -

ইমাম বুখারী (র) তফসীর অধ্যায়ে বলেন ঃ উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে এই উদ্ধৃতিটি আমরের সূত্রে না উমরের সূত্রে সেই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নহেন। তিনি বলেন ঃ আলী ইব্‌ন মদীনী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কি এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে? আলী ইব্‌ন মদীনী বলেন ঃ আমি ইহা উমর (রা) হইতে এমনভাবে মুখস্ত করিয়াছি যে, একটি অক্ষর পর্যন্ত ভুলিয়া যাই নাই। তবে আমি আর কাহাকেও ইহা মুখস্ত করিতে দেখি নাই।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) .... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে, আবূ মারসাদ ও জুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে অশ্বারোহী অবস্থায় প্রেরণ করিলেন এবং তিনি বলিয়া দিলেন যে, উক্ত মহিলার পশ্চাদ্ধাবন করিবে, তাহাকে তোমরা রওজায়ে খাকে পাইবে, মহিলাটির নিকট হাতিব ইব্‌ন আবূ বলতা'আর লিখিত মক্কার কাফিরগণের প্রতি একটি পত্র রহিয়াছে। পত্রটি উক্ত মহিলা হইতে উদ্ধার করিবে। আমরা মহিলাটিকে সেস্থানে পাইলাম, যেস্থানের কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন। আমরা তাহাকে বলিলাম ঃ পত্রটি কোথায়? মহিলাটি বলিল ঃ আমার নিকট কোন পত্র নাই। এরপর আমরা তাহার উষ্ট্রকে বসাইয়া অনুসন্ধান করিয়াও পত্র পাইলাম না।

আমরা বলিলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো ভুল করিতে পারেন না, হয় তুমি পত্র বাহির করিয়া দাও, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করিয়া ফেলিব।

মহিলাটি গত্যন্তর না দেখিয়া পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত অবস্থায় কোমর হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। পরিশেষে আমরা পত্রটি লইয়া হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলাম।

হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন। সে তো আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল ও সকল মুসলমানের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই কাজে কেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছ? হাতিব (রা) আরয করিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মু'মিন। আমি এই আশা করিয়াছিলাম যে, যদি মক্কাবাসীর নিকট একটু আস্থা অর্জন করিতে পারি, তাহলে আমার গোত্র ও সম্পদ হইতে মুসিবত দূরীভূত হইয়া যাইবে। হযরত (সা) বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে। তোমরা তাহার প্রতি সর্দা-সর্বদা সুধারণা রাখিবে।

এই দিকে উমর (রা) আবার বলিলেন, আমাকে অনুমিত দিন। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। কেননা, সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এবং সকল মু'মিনের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। হযরত (সা) বলিলেন ঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত নহে? তিনি আরো বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আহলে বদর সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, 'তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার, তোমাদের জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করিয়া দেওয়া হইল। অথবা আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।'

হযরত উমর (রা) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরয করিলেন, 'আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল আসল সত্য সম্পর্কে জানেন।' ইহা বুখারী শরীফের বদর যুদ্ধ পরিচ্ছেদের মাগাজী অধ্যায়ের বর্ণনা।

হযরত আলী (রা) হইতে ইহা ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন হাতিম (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা অভিযান সংকল্পের সময় সাহাবাদিগকে একত্রিত করিলেন। উহার মধ্যে হাতিব ইব্ন আবূ বলতা'আ (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। আর জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি খায়বার অভিযানের ইচ্ছা পোষণ করেন। আলী (রা) বলেন, অতঃপর হাতিব (রা) মক্কায় পত্র পাঠাইলেন যে, তিনি মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছেন।

এইদিকে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে ঘটনাটি জানাইয়া দিলেন। আলী (রা) বলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ও আবু মারসাদকে উটে আরোহণ অবস্থায় পাঠাইলেন এবং তিনি ইহাও বলিয়া দিলেন যে, তোমরা রওজায়ে খাকে একটি মহিলার সাক্ষাৎ পাইবে। তাহার নিকট একটি পত্র আছে, পত্রটি

উদ্ধার করবে। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমরা মহিলাটিকে সেস্থানে পাইলাম যেস্থানের উল্লেখ রাসূলুল্লাহ্ (সা) করিয়াছিলেন। আমরা তাহাকে বলিলাম, পত্রটি বাহির করিয়া দাও! মহিলাটি বলিল, আমার নিকট পত্র নাই। এরপর আমরা তাহার সফর সামগ্রী নামাইয়া অনুসন্ধান করিবার পরেও পত্রটি পাইলাম না। আবূ মারসাদ বলিলেন, তাহার নিকট পত্র নাই। হযরত আলী (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো ভুল বলিতে পারেন না এবং কাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্নও করিতে পারেন না। আমরা তাহাকে আবার বলিলাম, হয় পত্রটি বাহির করিয়া দাও, না হয় তোমাকে অনাবৃত করিয়া ফেলিব। মহিলাটি বলিল, আপনারা কি মুসলমান নহেন, আপনারা কি আল্লাহ্‌কে ভয় করেন না। আমরা তাহাকে বলিলাম, হয় পত্র বাহির কর, না হয় তোমাকে বিবস্ত্র করিয়া ফেলিব। আমর ইব্‌ন মুররা বলেন ঃ পত্রটি তাহার কোমর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত (র) বলেন ঃ মহিলা পূর্ব হইতেই পত্র বাহির করিয়া দিয়াছিল।

এরপর আমরা পত্র লইয়া হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলাম এবং পত্রটি হাতিব (রা)-এর ছিল। এই দিকে উমর (রা) দাঁড়াইয়া আরয করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। হযরত (সা) বলিলেন, হাতিব কি বদর যোদ্ধাদের একজন নহে? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, হ্যাঁ, হযরত উমরও বলিলেন, হ্যাঁ। তবে সে তো চুক্তি ভঙ্গকারী এবং আপনার শত্রুদিগকে আপনার বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছে। হযরত (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আহ্‌লে বদর সম্পর্কে অবগত আছেন, এবং তাহাদিগকে তিনি ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, নিশ্চয় তোমরা যাহা কর আমি সম্যক জ্ঞাত আছি। হযরত উমর (রা) অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল সম্যক অবগত। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই কাজ করিতে কেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছ, হাতিব (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কুরাইশ গোত্রের অধিবাসী। আমার ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন সেথায় রহিয়া গিয়াছে। আর আমার স্বজন বলিতে সেথায় কেহ নাই। অথচ আপনার সকল সাহাবীর গোত্রীয় লোক সেথায় রহিয়াছে। যাহারা তাহাদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ হিফাজত করিয়া থাকে। আমি যদি এই কাজ করিয়া তাহাদের নিকট একটু আস্থা লাভ করিতে পারি, তাহলে আমার সকলে সেথায় নিরাপদে থাকিতে পারিবে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একজন মু'মিন। আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে বিশ্বাস করি। হযরত (সা) বলিলেন ঃ হাতিব সত্য বলিয়াছে। তোমরা সদা-সর্বদা তাহার প্রতি সুধারণাই করিবে।

হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত (র) বলেন ঃ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ .... بِالْمَوَدَّةِ এই আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ঐতিহাসিকগণও বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রেক্ষিতে উরওয়া ইব্‌ন জুবায়ের (রা) ও অন্যান্য মুহাদ্দেসীনগণ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন জুবায়ের ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে জনসমাবেশ করিলেন, তখন হাতিব ইব্‌ন আবূ বলতা'আ (রা) সংবাদ প্রদানের জন্য এই মর্মে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তিনি মক্কা অভিযানের সংকল্প করিয়াছেন। তিনি পত্রটি মক্কার কাফিরদের নিকট একটি মহিলার মাধ্যমে প্রেরণ করিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফরের ধারণা, মহিলাটি মুযায়না বংশের এবং তিনি ব্যতীত সকলের ধারণা যে, মহিলাটির নাম "সারা", বনী আব্দুল মুত্তালিবের দাসী।

হাতিব (রা) পত্রটি কুরাইশদের নিকট পৌছাইবার জন্য উক্ত মহিলাকে নির্ধারিত করিয়াছিলেন। মহিলা পত্রটি তাহার মাথায় চুলের খোঁপার মধ্যে রাখিয়াছিল এবং খোঁপা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসমান হইতে হাতিব (রা)-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হইলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ও জুবায়ের ইব্‌ন আওয়ামকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, তোমরা কুরাইশদের প্রতি হাতিব (রা)-এর লিখিত পত্র একটি মহিলার নিকট পাইবে। হাতিব তাহাদিগকে আমাদের কার্যসূচী সম্পর্কে সাবধান করাইতে চায়। তাহারা মহিলাটিকে হালীফায়ে বনী আহমদের নিকট পাইলেন। তাহারা হালীফায় মহিলাকে নামাইয়া তাহর সফর সামগ্রীর ভিতর অনুসন্ধান করিয়া কোন কিছু পাইলেন না।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো ভুল বলিতে পারেন না এবং তিনি কাহাকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারেন না, হয় তুমি পত্র বাহির করিয়া দাও, না হয় তোমাকে অনাবৃত করিয়া ফেলিব। মহিলাটি গুরুত্ব বুঝিয়া তাহার চুলের খোঁপা হইতে পত্রটি বাহির করিয়া হযরত আলী (রা)-এর হাতে সোপর্দ করিয়া দিল। তিনি পত্রটি লইয়া হযরতের দরবারে হাযির হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে হাতিব! তুমি কেন পত্র লিখিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছ? হাতিব আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্, তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আমার ঈমানের মধ্যে কোন প্রকারের সন্দেহ আসে নাই, আমার ঈমান অটল। তবে আমি এমন এক ব্যক্তি যাহার মক্কায় স্বগোত্রীয় কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। ফলে আমার সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ হিফাজত করিবার কেহ নাই।

হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। সে মুনাফিক হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে উমর! তোমার কি জানা নাই? আল্লাহ্ তা'আলা বদরের দিন বদরীদিগকে সাধারণ ক্ষমা করিয়া

দিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, 'তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।' এরপর হাতিবের এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ।এই আয়াতাংশ হইতে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। মা'মার (র), উরওয়া (র) হইতে যুহ্‌রী (র) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতগুলি হাতিব ইব্‌ন আবূ বলতা'আ (রা)-কে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা, তিনি বনী হাশেমের সারা নামক এক দাসীকে দশ দিরহামের বিনিময়ে মক্কার কাফিরগণের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবনের লক্ষ্যে হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব ও আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে পাঠাইলেন। তাহারা মহিলাকে জুহ্‌ফা নামক স্থানে পাইলেন। ঘটনার অবশিষ্টাংশ পূর্বে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা (র) প্রমুখ হইতে আওফী (র) বলেন ঃ আয়াতগুলি হাতিব ইব্‌ন আবূ বলতা'আ (রা)-কে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ۔

অর্থাৎ যেই সকল মুশরিক ও কাফিরগণ আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল ও মু'মিনদের সহিত যুদ্ধ করে, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাহাদের সহিত লড়াই করা ও শত্রুতা পোষণ করাকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা অভিভাবক, বন্ধু ও দোস্তরূপে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ۔

আয়াতটি কঠিনতম ভীতি প্রদর্শন ও হুশিয়ারী স্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا .... اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তু মনে করে, আল্লাহ্কে ছাড়িয়া তাহাদিগকে ও কাফিরদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا۔

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহ্‌র জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ সৃষ্টি করিতে চাও? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءُ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ -

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যেই কেহ এইরূপ করিবে, তাহার সহিত আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকিবে না। তাহাতে দোষ নাই যদি তোমরা তাহাদের নিকট আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ নিজেই তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। যেহেতু হাতিব (রা) তাহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হিফাজতের লক্ষ্যে কুরাইশদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেহেতু হযরত (সা) তাহার উযর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) .... হযরত হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হুযাইফা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয় হইতে এগারটি পর্যন্ত উপমা বর্ণনা করিয়াছিলেন। উক্ত উপমা হইতে তিনি একটি মাত্র উপমা আমাদিগকে বর্ণনা করিয়া শুনাইয়াছিলেন। আর বাকীগুলি তিনি আমাদিগকে বলেন নাই। উপমাটি নিম্নরূপ। তিনি বলেন ঃ একটি অসহায় দুর্বল জাতির সহিত শক্তিশালী, বিদ্রোহী, উগ্রপন্থী দল যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা দুর্বল, অসহায় দলটিকে বিজয় দান করিলেন। দুর্বল দলটি যখন শক্তিশালী বাহিনীর উপর আক্রমণ করিয়া বিজয় অর্জন করিবার ফলে কাফিরগণ রুষ্ট হইয়া মু'মিনগণের সহিত নির্যাতন আরম্ভ করিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরগণের প্রতি অনন্তকালের জন্য অসন্তুষ্ট হইলেন।

يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ আয়াতাংশটির ভাবার্থ এই যে, মু'মিনগণ যেন কখনো তাহাদের শত্রুদের সহিত বন্ধুত্ব না রাখে এবং তাহাদের শত্রুদের ব্যাপারে সর্বদা উত্তেজিত থাকে। কেননা তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার সাথীদিগকে নির্বাসিত করে এই অপরাধে যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং তাঁহারই ইবাদত করে। এই পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ অর্থাৎ তাহাদের নিকট তোমাদের একটাই অপরাধ যে, তোমরা বিশ্ব প্রতিপালক এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছ। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ "উহারা তোমাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র প্রতি।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ ...... رَبُّنَا اللّٰهُ "উহারা তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ি হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করিয়াছে। শুধু এই অপরাধে যে, তাহারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ কর, তাঁহারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তাহলে তোমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না এবং তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে অভিভাবক বানাইও না। অথচ তাহারা তোমাদের উপর বিষণ্ণ হইয়া ও ধর্মের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ হইতে তোমাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ তোমরা তাহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যাহা গোপনে ও প্রকাশ্যে কর, আমি উহা সর্বব্যাপারে সম্যক অবগত আছি।

وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ আয়াতটির সারমর্ম এই যে, যদি উহারা তোমাদিগকে কাবু করিতে পারে, তাহলে তোমাদিগকে কথাবার্তায়, কাজে-কর্মে কষ্ট ও ভীতি প্রদর্শন করিবে।

وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা বাসনা করিবে যেন তোমরা মঙ্গল অর্জন করিতে না পার।

ইহাও তোমাদের সহিত তাহাদের গোপনে ও প্রকাশ্যে শত্রুতা। তাহলে তোমরা তাহাদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত কিভাবে প্রসারিত করিবে ?

আয়াতাংশটি শত্রুগণের সহিত সর্বদা উত্তেজিত থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ - وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের পরিজন আল্লাহ্ তা'আলার কোন উপকারে আসিবে না। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট কর আর তাহাদিগকে সন্তুষ্ট কর এই উদ্দেশ্যে যে, তাহারা তোমাদের সকল মুসীবতকে দূরীভূত করিয়া দিবে, এটা তোমাদের ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা। আর যে ব্যক্তি তাহার বংশের পাপাচারের অনুকূলে হইবে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, সে বরবাদ হইয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে এবং তাহার সকল কৃতকর্ম বিফলে গিয়াছে।

মনে রাখিবে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহার নিকটতম কেহই উপকার করিতে পারিবে না। চাই সে কোন নবীরও নিকটতম স্বজন হইয়া থাক।

ইমাম আহমদ (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার পিতা কোথায় ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'জাহান্নামে'। ফিরিয়া যাওয়ার সময় রাসূলাল্লাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার ও তোমার পিতা জাহান্নামী।' সহীহ্ মুসলিম ও সুনানে আবূ দাঊদে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

(٤) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ج اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

(٥) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٦) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

৪. তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ; তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহার ইবাদত কর তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদিগকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌য় ঈমান আন।' তবে ব্যতিক্রম তাহার পিতার প্রতি ইব্‌রাহীমের উক্তি— 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব; এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না।'

ইব্‌রাহীম ও তাহার অনুসারীরা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করিয়াছি, তোমারই অভিমুখী হইয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।'

৫. 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করিও না, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কুর, তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬. তোমরা যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর নিশ্চয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আদর্শ উহাদের মধ্যে। কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে সে জানিয়া রাখুক, আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সেই মু'মিন বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, যাহাদিগকে তিনি কাফিরদের সহিত জিহাদ করিবার, শত্রুতা বজায় রাখার, তাহাদের পার্শ্ববর্তী না হওয়ার ও তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার আদেশ দিয়াছেন।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ আয়াতাংশের সারমর্ম হইল সেই সকল অনুসারীগণ যাহারা তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে।

اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰؤُا مِنْكُمْ আমরা তোমাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছি।

وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ এবং তোমাদের ধর্ম, রীতি-নীতির সহিত।

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا অর্থাৎ এখন হইতে তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা বৈধ হইয়া গিয়াছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুফর বা পাপাচারের উপর অধিষ্ঠিত থাকিবে। সুতরাং আমরা চিরকালের জন্য তোমাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ও বিদ্বেষ পোষণ করিব।

حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ যেই পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস না করিবে ও একমাত্র তাঁহারই ইবাদত না করিবে, যাঁহার কোন শরীক নাই এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতের সহিত শির্‌ক ছাড়িয়া দিতে হইবে।

اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। তবে ব্যতিক্রম ইব্‌রাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তাহার বাপের জন্য। এই কারণে যে, তিনি শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। যখন তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল যে, তাহার পিতা আল্লাহ্‌র শত্রু, তখনই তিনি স্বীয় পিতা হইতে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এবং এই কারণে কিছু সংখ্যক মু'মিন মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণকারী পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন ও তাহার প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন যে, ইব্‌রাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা وَمَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ..... اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ - এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

"আত্মীয়-স্বজন হইলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নহে, যখন উহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহারা জাহান্নামী।"

ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাকে উহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বলিয়া। অতঃপর ইহা তাঁহার নিকট যখন সুস্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন ইব্‌রাহীম (আ) উহার সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। ইব্‌রাহীম (আ) তো কোমল-হৃদয় ও সহনশীল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ـ

অর্থাৎ ঃ মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে তোমাদের কোন আদর্শ নাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, মুকাতিল, ইব্‌ন হাইয়ান, যাহ্‌হাক (র) ও অন্যরা ইহার অর্থ অনুরূপ বলিয়াছেন।

যখন ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁহার অনুসারীগণ তাঁহাদের সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া গেলেন ও তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। তখন তাঁহারা একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয়স্থল বানাইয়া লইল এবং তাঁহারই নিকট অশ্রু বিসর্জন দিল।

অতঃপর ইব্‌রাহীম ও তাঁহার সম্প্রদায়ের উক্তি সম্পর্কে সুসংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আমরা তো সকল কাজে তোমার উপর ভরসা করি ও তোমার উপর সোপর্দ করি এবং আখিরাতে তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আয়াতাংশের অর্থ হইল ঃ আমাদিগকে তুমি তাহাদের পক্ষ হইতে বা তোমার পক্ষ হইতে আযাবে নিপতিত করিও না। কারণ, তাহারা বলিবে, যদি ইহারা সত্য ধর্মের উপর থাকিত, তাহলে ইহাদের উপর কেন আযাব আসিতেছে ? যাহ্‌হাক (র)-ও ইহার অর্থ অনুরূপ বলিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আয়াতাংশের উদ্দেশ্য হইল ঃ তুমি তাহাদিগকে আমাদের উপর সাহায্য করিও না। ফলে তাহারা পরিহাস করিবে এবং প্রচার করিবে যে, আমরাই সত্য ধর্মের উপর রহিয়াছি। ইব্‌ন জারীরও ইহার অর্থ অনুরূপ বলিয়াছেন।

আয়াতাংশের অর্থ আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 'তুমি তাহাদিগকে আমাদের উপর বিজয় দান করিও না, কেননা তাহারা আমাদের সহিত পরিহাস করিবে।'

وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ তুমি আমাদের গুনাহ্‌সমূহকে অন্যের দৃষ্টি হইতে গোপন করিয়া দিও। তোমার ও আমাদের মাঝে যাহা কিছু রহিয়াছে সব কিছুকে তুমি লোপ করিয়া দাও।

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ কাজে-কর্মে, নীতি ও শক্তি প্রয়োগে তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ـ

এই আয়াতের অর্থ পূর্বের আয়াতের মত বরং এই আয়াতটি পূর্বের আয়াতের গুরুত্ব বহন করে।

لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মু'মিনদিগকে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে।

وَمَنْ يَّتَوَلَّ অর্থাৎ যাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় আল্লাহ্‌র আদেশাবলী হইতে।

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ অর্থাৎ তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া যাও, তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা অভাবমুক্ত, প্রশংসনীয়।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন ঃ غنى বলা হয় সেই সত্তাকে যিনি তাঁহার সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর ইহার উপযুক্ত অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। যাঁহার কোন শরীক নাই। যাঁহার সমতুল্য কেহ নাই। আল্লাহ্ পবিত্র, এক প্রবল পরাক্রমশালী সত্তা। তাঁহার সৃষ্টির নিকট তিনি প্রশংসনীয়। তিনি তো সকল কাজে-কর্মে প্রশংসার পাত্র। তিনি অদ্বিতীয় এবং তাঁহার সমকক্ষও আর কেহই নাই।

(৭) عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَ اللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(৮) لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

(৯) اِنَّمَا يَنۡهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيۡنَ قٰتَلُوۡكُمۡ فِى الدِّيۡنِ وَاَخۡرَجُوۡكُمۡ مِّنۡ دِيَارِكُمۡ وَظٰهَرُوۡا عَلٰٓى اِخۡرَاجِكُمۡ اَنۡ تَوَلَّوۡهُمۡ‌ۚ وَمَنۡ يَّتَوَلَّهُمۡ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ○

৭. যাহাদের সহিত তোমাদের শত্রুতা রহিয়াছে সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮. দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করে নাই, তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করিতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

৯. আল্লাহ্ কেবল তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন যাহারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়াছে। উহাদের সহিত যাহারা বন্ধুত্ব করে তাহারা তো জালিম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের সহিত শত্রুতা রাখার নির্দেশ প্রদানের পর, এখন মু'মিনদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতাংশে তোমাদের মাঝে বিদ্বেষের পর ভালবাসা, বিষণ্ণতার পর বন্ধুত্ব ও বিচ্ছেদের পর শীঘ্রই অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে ঝগড়া-বিবাদ, বিরোধ ও অভিন্ন দুই বস্তুকে একত্রে মিলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পরস্পরে শত্রুতা ও কঠোর বিরোধিতার পরে হৃদয়ের মাঝে অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দিলেন। ফলে তোমরা একটি সমাজে পরিণত হইলে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বলেন ঃ اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ.........فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।

আনসারদিগকে লক্ষ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "আমি কি তোমাদিগকে বিপথগামী পাই নাই ? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদিগকে সঠিক

পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আর তোমরা বিক্ষিপ্ত ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদিগকে একত্রে মিলাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ - وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ - لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ - اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

আল্লাহ্ তিনিই যিনি আপনাকে নিজ সাহায্য ও মু'মিন দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন। এবং মু'মিনদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীর সবকিছু যদি আপনি ব্যয় করেন তবুও তাহাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করিতে পারিবেন না। কিন্তু আল্লাহ্ই তাহাদের পরস্পরে প্রীতি সঞ্চার করিয়াছেন। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, বন্ধুর সহিত বন্ধুত্বের সময় এইদিকেও লক্ষ্য রাখিবে যে, ঐ বন্ধু তোমার কোন এক সময় শত্রু হইয়া যাইবে এবং কাহারো সহিত শত্রুতায় সীমালংঘন করিও না, হইতে পারে সে একদিন তোমার বন্ধু হইয়া যাইবে।

আরবের এক কবি বলেন ঃ

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما
يظنان كل الظن ان لاتلاقيا

দুইটি দূরবর্তী বস্তুর মাঝে পরস্পরে মিলনের ধারণা না থাকিলেও আল্লাহ্ কোন সময় উভয়কে একত্র করিয়া দেন।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ কাফির যদি তওবা করে তাহলে আল্লাহ্ তাহার তওবাকে কবূল করেন। আর যদি সে আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়া আসে, তাহলে আল্লাহ্ তাহাকে সুশীতল ছায়াতলে তাহার জন্য জায়গা করিয়া দেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু, প্রত্যেক তাওবাকারীর তাওবাকে তিনি কবূল করেন।

মুকাতিল (র) বলেন ঃ উক্ত আয়াত আবূ সুফিয়ান, সখর ইব্ন হরব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আর এই বিবাহই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাহার মধ্যে ভালবাসার কারণ হয়।

কিন্তু মুকাতিলের এই উক্তিটি যুক্তির বহির্ভূত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মে হাবীবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ফত্‌হে মক্কার পূর্বে আর আবূ সুফিয়ান সর্বসম্মতিক্রমে ফত্‌হে মক্কার রাত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্ন শিহাব (র) হইতে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সুফিয়ানকে ইয়ামনের কিছু এলাকায় আমেল নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

হযরতের ইন্তেকালের পরে মদীনায় আসার সময় 'জুলখিমার' নামক স্থানে এক মুরতাদের সহিত দেখা হয়। আবূ সুফিয়ান তাহার সহিত যুদ্ধ করে তাহাকে হত্যা করেন। ইসলামে মুরতাদ হত্যাকারী প্রথম ব্যক্তিই হইলেন আবূ সুফিয়ান (রা)।

ইব্ন শিহাব বলেন ঃ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً এই আয়াতটি আবূ সুফিয়ান (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

মুসলিম শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণের পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার তিনটি বিষয়ে দরখাস্ত। যদি অনুমতি হয় তাহলে আমি বলতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

আবূ সুফিয়ান আরয করিলেন ঃ

১. আমি কাফির থাকা অবস্থায় মুসলমানদের সহিত যেইরূপ করিয়াছি, এখন মুসলমান হইয়া আমি কাফিরদের সহিত সেইরূপ যুদ্ধ করিতে চাই। হযরত (সা) আবেদনটি মঞ্জুর করিলেন।

২. আমার ছেলে মু'আবিয়াকে আপনার কাতিব বা লেখক হিসাবে নিযুক্ত করুন। হযরত এই আবেদনটিও মঞ্জুর করিলেন।

৩. আরবের রূপসী আমার কন্যা উম্মে হাবীবাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করুন। হুযূর (সা) তাঁহার এই আবেদনটিও মঞ্জুর করিলেন। এই প্রেক্ষিতে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ -

যে সকল কাফির তোমাদিগকে বহিষ্কার করিতে সাহায্য করে নাই, বা ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই। যেমন–মহিলা, দুর্বল ও বৃদ্ধ।

اَنْ تَبَرُّوْهُمْ তাহাদের প্রতি ইহসান বা সদ্ব্যবহার কর।

وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ এবং তাহাদের প্রতি ন্যায় বিচার কর।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায় বিচারকগণকে পছন্দ করেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আসমা (রা) বলেন ঃ কাফিরদের সহিত সন্ধিচুক্তি থাকাকালীন আমার জননী মুশরিক অবস্থায় মদীনায় আগমন করিলেন। অতঃপর আমি হযরতের দরবারে উপস্থিত

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জননী ইসলাম গ্রহণ করিতে খুবই ইচ্ছুক। আমি কি তাহার সহিত মাতৃত্ব সম্পর্ক বহাল রাখিব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি তাহার সহিত মাতৃত্ব সম্পর্ক বহাল রাখ। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়ের (রা) বলেন ঃ (উপরোক্ত হাদীসে যে মহিলাটির বিষয় আলোচনা হইয়াছে, তাহার নাম এই হাদীস অনুযায়ী জানা যায় যে, কাবীলা ছিল।) কাবীলা তাহার মেয়ে আসমা বিনতে আবূ বকরের জন্য উপঢৌকন স্বরূপ খরগোশ, চর্ম পরিশুদ্ধকরণ বস্তু বিশেষ এবং ঘি লইয়া মুশরিক অবস্থায় মক্কা হইতে মদীনায় আগমন করিল। হযরত আসমা (রা) তাহার উপঢৌকন গ্রহণ ও ঘরে প্রবেশ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন।।

হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার আম্মার উপঢৌকন ও ঘরে প্রবেশ করাইতে আদেশ প্রদান করিলেন।

অনুরূপ ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) মুসআব ইব্‌ন ছাবিতের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর ও ইমাম আহমদ (র) রিওয়ায়াত অনুযায়ী জানা যায় যে, মহিলাটির নাম কতীলা বিনতে আব্দুল উজ্জা ইব্‌ন সা'দ, বনী মালেক ইব্‌ন হাসল গোত্রের।

উপরোল্লিখিত ইব্‌ন আবূ হাতিমের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কুরাইশদের মাঝে সন্ধি চুক্তির সময়কে সংযোজন করিয়াছেন।

আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্দুল খালেক আল-বজার .... আয়িশা ও আসমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা ও আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কুরাইশদের মাঝে সন্ধিচুক্তির সময় আমাদের জননী মদীনায় আমাদের নিকট আগমন করিলেন। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাদের জননী আমাদের নিকট আগমন করিয়াছে। আমরা কি তাহার সহিত মাতৃত্ব সম্পর্ক বহাল রাখিব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, ঠিক রাখ।

অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন ঃ যুহরী (র) আয়িশা (রা) হইতে উরওয়ার এই সূত্র ব্যতীত আর অন্য কোন সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন কি না আমাদের জানা নাই।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন ঃ আমার নিকট এই সূত্রে হাদীসটি منكر বা অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আয়িশা (রা)-এর মাতার নাম উম্মে রুম্মান। আর তিনি হিজরতকারিণী ও একজন মুসলমান। আর আসমা (রা)-এর মাতার নাম ভিন্ন। যেমনটি উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায়। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ইহার তাফসীর সূরায়ে হুজুরাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ المقسطين। ঐ সমস্ত লোক যাহারা ইনসাফের সহিত রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ পরিচালনা করেন। তাহারা আরশের ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর অধিষ্ঠিত হইবেন।

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ۔

অর্থাৎ ঃ যাহারা তোমাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, তোমাদিগকে হত্যা করিয়াছে, নির্বাসিত করিয়াছে ও তোমাদের নির্বাসনের পিছনে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তো তাহাদের সহিত শত্রুতা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সহিত বন্ধুত্বের উপর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন ঃ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রেক্ষিতে অন্যত্র বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদিগকে একে অপরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমাদের মধ্যে যে এটা করে সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়ত প্রদান করেন না।

(١٠) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

(١١) وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

১০. হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা দেশত্যাগী হইয়া আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও, আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন তবে তাহাদিগকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাইও না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নহে এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নহে। কাফিররা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহা উহাদিগকে ফিরাইয়া দিও।

অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না, যদি তোমরা তাহাদের মোহর তাহাদিগকে দিয়া দাও। তোমরা কাফির নারীদের সহিত দাম্পত্য জীবন বজায় রাখিও না। তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ তাহা ফেরত চাহিবে এবং কাফিররা ফেরত চাহিবে যাহা তাহারা ব্যয় করিয়াছে। ইহাই আল্লাহ্র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ; প্রজ্ঞাময়।

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেহ হাতছাড়া হইয়া কাফিরদের নিকট চলিয়া যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাহাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে, তাহারা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে, ভয় কর আল্লাহ্কে, যাঁহাতে তোমরা বিশ্বাসী।

তাফসীর ঃ মক্কার কাফির ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে একটি শান্তিচুক্তি সম্পর্কে সূরায়ে ফাত্হের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। উক্ত চুক্তির একটি শর্ত এই ছিল যে, কোন কাফির মুসলমান হইয়া আপনার নিকট গেলে, তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিতে হইবে। অপর এক বর্ণনায় এই শর্তও রহিয়াছে যে, আমাদের কোন লোক আপনার নিকট পৌছিলে তাহাকে ফেরত পাঠাইতে হইব। যদিও সে মুসলমান হয়।

আর ইহাই উরওয়া, যাহ্হাক, আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ, যুহরী, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, সুদ্দী (র)-এর উক্তি। এই উদ্ধৃতি অনুযায়ী আয়াতটি সুন্নাহ্র সহিত খাস হইয়া যায়। এবং এটাই সর্বোত্তম সূত্র। তবে কিছুসংখ্যক পূর্ব মনীষীর নিকট আয়াতটি উক্ত হাদীসকে منسوخ বা রহিত করিয়া দিয়াছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, যখন তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করিয়া আগমন করিবে, তখন তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লও, যদি তোমরা জানিতে পার যে, হিজরতকারিণী মহিলা মু'মিন, তাহলে তাহাকে কাফিরগণের নিকট প্রত্যর্পণ করিও না। তাহারা কাফিরের জন্য হালাল নহে এবং কাফিররাও তাহাদের জন্য হালাল নহে।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন জাহশের সংকলন 'মুসনাদে কবীর' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আহমদ (র) হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আহমদ

বলেন ঃ শান্তিচুক্তির সময় উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইব্ন আবূ মুআইত হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলে, তাহার দুই ভাই ওমারা ও ওয়ালীদ তাহাকে ফিরাইয়া আনার জন্য বাহির হইল। তাহারা হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া উম্মে কুলসুমকে ফেরত পাঠাইবার জন্য আলোচনা করিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ করে মহিলাদের ফেরত পাঠাইবার ব্যাপারে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করিয়া দিলেন এবং এই পরীক্ষার আয়াতসমূহ নাযিল করেন।

ইব্ন জারীর (র) .... আবূ নসর আসাদী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ নসর আসাদী (র) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদিগকে কিভাবে পরীক্ষা করিতেন ?

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদিগকে এইভাবে পরীক্ষা করিতেন যে, সে কি স্বামীর বিদ্বেষ বা ঘৃণায় হিজরত করিয়াছে, এক দেশ হইতে আর এক দেশের আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য, পার্থিব কোন স্বার্থের বশবর্তী হইয়া ? না-কি একান্ত আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলকে ভালবেসে সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

উক্ত হাদীসটি আগর ইব্ন সাব্বাহ্ (র) ছাড়া ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে।

বায্যার (র)-ও অনুরূপ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি কিয়দাংশ সংযোজন সহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্-এর নির্দেশক্রমে মহিলাদিগকে পরীক্ষাকালে শপথ গ্রহণ করাইতেন।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ -

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আওফী (র) আয়াতাংশের অর্থ বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সা) মহিলাদিগকে এই মর্মে পরীক্ষা করিতেন যে, তাহারা সাক্ষী দিত; আল্লাহ্ এক, হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা এবং রাসূল।

فَامْتَحِنُوْهُنَّ এর অর্থ মুজাহিদ (র) বলেন ঃ মহিলাদিগকে পরীক্ষা করা হইত যে, তাহারা স্বামীর বিদ্বেষ বা ঘৃণার কারণে হিজরত করিয়াছে আর ঈমান আনয়ন করে নাই। তাহলে তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠানো হইত।

ইকরিমা (র) বলেন ঃ فَامْتَحِنُوْهُنَّ এর মর্ম হইল, সে কি একমাত্র আল্লাহ্কে ও তাঁহার রাসূলকে ভালবেসে হিজরত করিয়াছে, কোন পুরুষের প্রেমে বা স্বামী হইতে পালাইয়া নহে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ মহিলাদিগকে এই কথার উপর শপথ করানো হইত যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল (সা)-কে ভালবেসে হিজরত করিয়াছে, তাহলে তাহাদিগকে মু'মিন বলিয়া আখ্যায়িত করা হইত।

فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ এই আয়াতাংশে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, ঈমান সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত হওয়া সম্ভব।

لَاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ইসলামের প্রথম যুগে মুশরিকগণ মুসলমান মহিলাদিগকে বিবাহ করা বৈধ ছিল। এই আয়াতাংশ অবতীর্ণ হওয়ার পরে উহা হারাম হইয়া গিয়াছে। আর এই কারণেই আবুল আস ইবনু রবী‘ অমুসলিম থাকা অবস্থায় নবী কন্যা যয়নাব (রা)-কে বিবাহ করিয়াছিল। বদর যুদ্ধে আবুল আস বন্দী হইলে যয়নাব (রা) তাহাকে বন্দী মুক্তি করার লক্ষ্যে খাদীজা (রা)-এর গলার হার প্রেরণ করিয়াছিলেন। যখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) যয়নাব (রা)-কে দেখিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহ সহকারে মুসলমানদিগকে বলিলেন, তোমরা যয়নাবের দিকে তাকিয়ে আবুল আসকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে ছাড়িয়া দিতে পার।

অতঃপর মুসলমানগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং হযরত হযরত নবী করীম (সা) বলিয়া দিলেন যে, তোমাকে এই শর্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইল যে, তুমি যয়নাব (রা)-কে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। আবুল আস এই শর্ত পূর্ণ করিল এবং যায়দের সহিত হযরত যয়নাব (রা)-কে হযরতের নিকট প্রেরণ করিয়া দিল।

যয়নাব (রা) মদীনায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইদিকে আবুল আস অষ্টম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার নিকট যয়নাব (রা)-কে পূর্বের বিবাহের উপর কেন্দ্র করিয়া সোপর্দ করিলেন এবং নতুন কোন মোহর নির্ধারণ করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) এই প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নাব (রা)-কে আবুল আসের নিকট প্রথম বিবাহের উপর ভিত্তি করিয়া, নতুন মোহর বা সাক্ষী ব্যতিরেকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অথচ যয়নাব (রা) আবুল আসের ইসলাম গ্রহণের ৬ বৎসর পূর্বে হিজরত করিয়াছিলেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ্)

আর যাহারা দুই বৎসরের উক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদের উক্তিও সঠিক। কেননা, মুসলমান মহিলাদের বিবাহ কাফিরদের সহিত হারাম হওয়ার দুই বৎসর পরে আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটির সনদে কোন ত্রুটি নাই। এই হাদীসের সূত্র আমাদের জানা নাই। তবে ইহা সম্ভবত দাঊদ ইব্‌ন হুসাইনের সংরক্ষণের মাধ্যমে আসিয়াছে এবং আমি উক্ত হাদীস আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদকে বলতে শুনিয়াছি। তিনি ইয়াযিদ ইব্‌ন হারূনকে ইব্‌ন ইসহাকের নিকট উক্ত হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করিতে শুনিয়াছেন।

ইব্‌ন আরতাতের হাদীস আমর ইব্‌ন শুয়াইবের সূত্রে তাঁহার পিতা শুয়াইব এবং তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যয়নাবকে আবুল আসের নিকট নতুন বিবাহ ও নতুন মোহর নির্ধারণ করিয়া সোপর্দ করিয়াছিলেন।

ইয়াযিদ (র) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসটির সনদ বেশী মজবুত। তবে আমর ইব্‌ন শুয়াইবের হাদীসের উপর আমল রহিয়াছে।

আমর ইব্‌ন শুয়াইবের সূত্রে ইব্‌ন আরতাতের হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম আহমদ (র) ইব্‌ন আব্বাসের (রা) হাদীসটিকে দুর্বল বলিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে জমহুর বলেন ঃ উক্ত সংশয়পূর্ণ ঘটনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ উলামাগণ বলেন, যখন যয়নাব (রা)-এর ইদ্দত শেষ হইয়া গেল, আর আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করে নাই তখন উভয়ের বিবাহ ছিন্ন হইয়া যায়।

অন্যান্য উলামাগণ বলেন ঃ যখন যয়নাব (রা)-এর ইদ্দত শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি চাহিলে প্রথম বিবাহকে চলমান রাখিতে পারেন বা বিবাহ ছিন্ন করিয়া নতুন স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন এবং উলামাগণ ইব্‌ন আব্বাসের হাদীসের ব্যাখ্যা এতটুকুর উপর ক্ষান্ত করিয়াছেন।

وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী ও অন্যরা এই আয়াতাংশের মর্ম বর্ণনা করেন যে, হিজরতকারিণী মহিলাদের স্বামীগণ মুশরিকগণের মোহর ফেরত দিয়া দিবে।

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ অর্থাৎ যখন তোমরা মুশরিকদের ব্যয়কৃত সম্পদ প্রদান করিবে তখন তোমরা তাহাদের হিজরতকারিণী মহিলাদিগকে ইদ্দত শেষ, ওয়ালী বা অভিভাবক এবং অন্যান্য শর্তে সাপেক্ষে বিবাহ করিতে পারিবে।

وَلَاتُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা চিরতরের জন্য মু'মিনদিগকে কাফির মহিলাদের সহিত বিবাহকে হারাম করিয়া দিয়াছেন।

যুহরী (র) .... মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কিছু সংখ্যক মহিলা হিজরত করিয়া আসিলে তাহার প্রেক্ষিতে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ـ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ـ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاٰتُوْهُمْ مَّا اَنْفَقُوْا ـ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَلَاتُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর হযরত উমর (রা) তাঁহার কাফির দুই স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন। উহাদের একজনকে মু'আবিয়া ইব্‌ন সুফিয়ান বিবাহ করে, অপরজনকে সফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা বিবাহ করেন।

ইব্‌ন সাওর (র) যুহরী (র) হইতে মা'মারের সূত্রে বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার পাদদেশে কাফিরদের সাহিত এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, কাফিরদের মধ্য

হইতে কেহ মদীনায় আসিলে তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিতে হইবে, তখন কিছু সংখ্যক মহিলা হিজরত করিয়া আসে এবং তাহাদের প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর তিনি মুসলমানদিগকে আদেশ করিলেন তাহাদের কাফির স্বামীদের ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত দিয়া দাও এবং তিনি মুশরিকদেরকেও অনুরূপ বলিয়াছিলেন যে, যখন কোন মুসলমান মহিলা তোমাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে তখন তাহার স্বামীর ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত পাঠাইয়া দিবে।

ইব্‌ন সাওর (র) বলেন وَلَاتُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ -এর অর্থ আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) অনুরূপ বলিয়াছেন এবং ইব্‌ন সাওর (র) বলেন, এই নির্দেশ উভয়ের মাঝে সন্ধি ছিল বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করিয়াছেন।

যুহরী (র) সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ ঐ দিনই হযরত উমর (রা) কুরাইবা বিনতে আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগিরাকে তালাক প্রদান করেন এবং তাহাকে মু'আবিয়া বিবাহ করেন এবং তিনি উম্মে কুলসুম নামক এক স্ত্রীকেও তালাক প্রদান করিয়াছিলেন যাহাকে আবূ জাহম ইব্‌ন হুযাইফা বিবাহ করেন। উল্লেখ্য, মু'আবিয়া ও আবূ জাহম তখন উভয়ই মুশরিক ছিল।

তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) আরওয়া বিনতে রাবীয়াকে তালাক দিয়াছিলেন, যাহাকে পরবর্তীতে খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস বিবাহ করিয়াছিল।

وَسْـئَـلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلَيَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا অর্থাৎ তোমাদের যে সকল স্ত্রীগণ কাফিরদের নিকট চালিয়া গিয়াছে, তাহাদের উপর ব্যয়কৃত সম্পদে কাফিরদের নিকট হইতে চাহিয়া লও এবং কাফিরদের যে সকল স্ত্রী তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তাহাদের ব্যয়কৃত সম্পদ তোমরা ফেরত দিয়া দাও।

ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ـ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ অর্থাৎ সন্ধির ব্যাপারে ও হিজরতকারিণী মহিলাদের ব্যাপারে যেই নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল, সবই আল্লাহ্ তা'আলার বিধান। তিনি বিধান অনুযায়ী সৃষ্ট জীবের মাঝে মিমাংসা করিয়া থাকেন।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ সন্ধির ব্যাপারে তিনি তাঁহার বান্দাদের যেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্যাপারে তিনি সম্যক জ্ঞাত আছেন এবং এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ
ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوْا ـ

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যে, যাহাদের সহিত তোমাদের কোন সন্ধি চুক্তি করা হয় নাই এমন কাফিরদের নিকট তোমাদের স্ত্রীগণ পালাইয়া চলিয়া গেল, আর তাহাদের স্বামীর ব্যয়কৃত সম্পদ মোহর ইত্যাদি কিছু ফেরত পাঠাইল না। আর যখন তাহাদের কোন স্ত্রী তোমাদের নিকট আসিবে তখন তাহার স্বামীকে কিছুই করিতে হইবে না যতক্ষণ হস্তচ্যুত স্বামীর ব্যয়কৃত সমপরিমাণ সম্পদ ফেরত না পাঠাইবে।

ইব্‌ন জারীর (র) .... যুহরী (র) হইতে বলেন ঃ কাফির স্বামীদের নিকট তাহার স্ত্রীর উপর ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত পাঠাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন. উহা মু'মিনগণ পুরাপুরি পালন করিয়াছে, আর কাফিরগণ উহা অস্বীকার করিয়াছে।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَاۤ اَنْفَقُوْا ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ـ

তোমাদের মধ্য হইতে যদি কোন মহিলা কাফিরদের নিকট চলিয়া যায়। আর কাফিরগণ তোমাদের ব্যয়কৃত সম্পদ না দেয়, তাহলে উহাদের কোন স্ত্রী তোমাদের নিকট আসিলে তোমরা তোমাদের হস্তচ্যুত স্ত্রীর উপর ব্যয়কৃত সম্পদ কর্তন করিয়া অবশিষ্ট থাকিলে উহা তাহাদের নিকট ফেরত পাঠাইয়া দাও।

এই আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আওফী (র) বলেনঃ মুসলমানদের কোন স্ত্রী কাফিরদের সহিত মিলিত হইয়া যায়। আর কাফিরগণ তাহার স্বামীকে কিছুই প্রদান করিল না। তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে আপনি তাহাদের স্ত্রীর উপর ব্যয়কৃত সম্পদ প্রদান করুন। সুতরাং فَعَاقَبْتُمْ এর অর্থ এই হইল যে, যখন তোমরা কুরাইশ বা যে কোন কাফির দল হইতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করিবে, তখন স্ত্রী হস্তচ্যুত স্বামীকে তাহার ব্যয়কৃত সম্পদের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে।

فَاٰتُوْا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَاۤ اَنْفَقُوْا অর্থাৎ মোহরে মিছ্‌ল।

মসরুক, ইব্‌রাহীম, কাতাদা, মুকাতিল, যাহ্‌হাক, সুফিয়ান ইব্‌ন হুসাইন ও যুহরী (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। প্রথম পন্থা যদি অবলম্বন করা যায় তাহলে উত্তম। আর যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কাফিরদের নিকট হইতে যুদ্ধলব্ধ অর্জিত সম্পদ প্রদান করিবে। এই বিশ্লেষণকে ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) পছন্দ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

(١٢) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট আসিয়া বায়'আত করে এই মর্মে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন শরীক স্থির করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, তাহারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করিয়া রটাইবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করিবে না, তখন তাহাদের বায়'আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) .... উরওয়াহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, মু'মিন নারীগণ হিজরত করিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এই আয়াত দ্বারা পরীক্ষা করিতেন।

আয়িশা (রা) হইতে উরওয়া (র) বলেন ঃ যে মহিলা আয়াতে বর্ণিত কথাগুলি মানিয়া লইত, তাহাকে নবী (সা) মুখে বলিয়া দিতেন قد بايعتك (আমি তোমাকে বায়'আত করিলাম) হযরত (সা) কখনো মহিলার হাতে হাত রাখিয়া বায়'আত নিতেন না। তিনি মহিলাদিগকে মৌখিকভাবে বায়'আত নিতেন। قَدْ بَايَعْتُكَ عَلٰى ذٰلِكَ বুখারী শরীফে অনুরূপ উদ্ধৃতি রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ....উমাইমা বিনতে রকীকা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উমাইমা (রা) বলেন, আমি মহিলাদের একটি দলের সহিত হযরতের দরবারে বায়'আত হইবার জন্য উপস্থিত হইলাম। হযরত আমাদের সামনে اَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا আয়াতটি পূর্ণ তিলাওয়াত করিলেন এবং তিনি বলিলেন فما استطعتن واطقتن (এই ব্যাপারে তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করিবে।) আমরা বলিলাম, আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদের নিকট আমাদের জানের চেয়ে অধিক প্রিয়।

আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের সহিত মুসাফাহা (করমর্দন) করিবেন না? নবী (সা) উত্তরে বলিলেন, আমি কোন মহিলার সহিত মুসাফাহা করি না। একজন মহিলার জন্য আমার যে কথা, শত মহিলার জন্যও আমার একই কথা। হাদীসটির সনদ সহীহ্।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী ও ইমাম মালিক (র) প্রত্যেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদিরের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলিয়াছেন। এবং তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদিরের সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্র আমাদের জানা নাই। ইমাম আহমদ (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর হাদীস হইতে উমাইমার সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আরও এক অংশ বেশী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

وَلَمْ يُصَافِحْ مِنَّا امْرَأَةً (আমাদের মধ্য হইতে কাহাও সহিত তিনি মুসাফাহা করেন নাই।)

অনুরূপ ইব্‌ন জারীর (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র) হইতে মূসা ইব্‌ন উকবার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আবূ জা'ফর রাজী (র)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র) বলেন ঃ আমাকে উমায়মা বিনতে রকীকা (রা) যিনি খাদীজা (রা)-এর বোন ও ফাতিমা (রা)-এর খালা, তিনি আমাকে সরাসরি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... সালমা বিনতে কায়েস (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খালা, উভয় কিবলাভিমুখ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত নামায পড়িয়াছেন, এবং বনূ আদী ইব্‌ন নাজ্জাব গোত্রীয় এক মহিলা হইতে তিনি বর্ণনা করেন। সালমা বিনতে কায়েস (রা) বলেন ঃ আনসার মহিলাদের সহিত নবী (সা)-এর দরবারে বায়'আত হইবার জন্য আমিও উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে এই মর্মে বায়'আত নিলেন যে, 'আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, চুরি, ব্যভিচার, জীবিত সন্তান হত্যা, কাহাকেও প্রকাশ্যে অথবা অগোচরে মিথ্যা অপবাদ লাগাইবে না। সৎকর্মে নাফরমানী করিবে না। স্বামীদিগকে ধোঁকা দিবে না। অতঃপর তিনি আমাদের সকলকে বায়'আত করিলেন। বায়'আত শেষে প্রত্যাবর্তন কালে আমি এক মহিলাকে বলিলাম, তুমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর যে, স্বামীকে ধোঁকা দেওয়ার অর্থ কি ? উক্ত মহিলা তাহাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, تاخذ ماله فتحافى له غيره (স্বামীর মাল আত্মসাৎ করিয়া তাহা দ্বারা অন্যের সাথে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা।)

এই প্রেক্ষিতে ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন মাযউন (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাযউন (রা) বলেন ঃ আমি আমার মা রায়িআ বিনতে আবূ সুফিয়ান খুজাইয়্যার সহিত বায়'আত গ্রহণকারিণী মহিলাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর নবী (সা) পূর্বের ন্যায় শর্তাবলী উল্লেখ করিলেন। আর সকল মহিলাগণ সে শর্তাবলী ইকরার করিল। আমার আম্মার বলার কারণে আমিও সেইগুলি স্বীকার করিলাম।

বুখারী (র) .... উম্মে আতিয়্যা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ আমরা উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষে বায়'আত গ্রহণ করিলাম। এমতাবস্থায় এক মহিলা হাত টানিয়া লইল এবং বলিল, আমি বিলাপ হইতে বিরত থাকিবার উপর বায়'আত গ্রহণ করিতে পারিব না। এই কারণে যে, আমাকে এক মহিলা বিলাপের উপর সাহায্য করিয়াছিল। আমি তাহার প্রতিদান পরিশোধ করিব। অতঃপর মহিলাটি চলিয়া গেল; অবশ্য পরে আসিয়া বায়'আত গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলিম শরীফেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে— তবে মুসলিম শরীফে ইহাও রহিয়াছে যে, উক্ত মহিলা ও উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহাম (রা) ব্যতীত আর কেহ এই শর্তটি পূরণ করে নাই।

বুখারী শরীফের অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঁচজন মহিলা ব্যতীত আর কেহ উক্ত শর্তাবলীর স্বীকৃতি প্রদান করে নাই। তাহারা হইল উম্মে সুলায়েম, উম্মুল আ'লা, মু'আয-এর স্ত্রী আবূ সুবরা-এর মেয়ে অপর দুইজন মহিলা অথবা মু'আযের স্ত্রী আবূ সুবা-এর মেয়ে ও অপর এক মহিলা।

নবী (সা) এই বায়'আত ঈদের দিনেও লইতেন। ইমাম বুখারী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি ঈদুল ফিত্‌রের নামায রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সহিত আদায় করিয়াছি। সকলে খুৎবার পূর্বে নামায পড়াইতেন। এরপর নামায শেষে খুৎবা পাঠ করিতেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুৎবা পাঠ শেষে মিম্বর হইতে অবতরণ করিলেন, সে দৃশ্যটি আমার সামনে এখনো ভাসমান। তিনি লোকদের মধ্য হইতে তাশরীফ নিয়া বিলাল (রা) সহ মহিলাদের নিকট পৌঁছিলেন। এরপর তিনি يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَيَسْرِقْنَ وَلاَيَزْنِيْنَ وَلاَيَقْتُلْنَ اَوْلاَدَهُنَّ وَلاَيَاتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ আয়াতটি পূর্ণ তিলাওয়াত করিলেন। তিনি মহিলাটিকে বলিলেন, তোমরা কি এই আয়াতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবে? জবাবে একজন মহিলা 'হ্যাঁ' বলিলেন। আর কেহ জবাব প্রদান করে নাই। বর্ণনাকারী হাসান (রা) জানে না সে মহিলাটি কে? নবী (সা) বলিলেন ঃ তোমরা সাদকা কর। বিলাল (রা) কাপড় গলায় ঝুলানো হাড়ছড়া জাতীয় বস্তু ও আংটি ফেলিল।

ইমাম আহমদ (র) ..... আমরের দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া বিনতে রকীকা (রা) ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। এরপর নবী (সা) পূর্বের ন্যায় বায়'আতের সকল শর্তাবলী বর্ণনা করিলেন।

ইমাম আহমদ (র) .... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন ঃ আমরা এক মজলিসে হযরতের দরবারে উপস্থিত ছিলাম।

হযরত (সা) বলিলেন– তোমরা আমাকে اَنْ لاَتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ .... وَلاَتَقْتُلُوْا
اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ .... فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ বলিয়া اَوْلاَدَكُمْ
তিলাওয়াত করিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদা (রা) বলেন ঃ আমি আকাবায়ে উলায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলাম এবং আকাবায়ে উলায় মোট বারজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। যুদ্ধ ফরয হওয়ার পূর্বে আমাদিগকে তিনি মহিলাদের ন্যায় বায়'আত করিলেন। আর তিনি বলিয়া দিলেন, যদি তোমরা এই সকল শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদায় করিতে পার তাহলে তোমাদের জন্য রহিয়াছে বেহেশ্‌ত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) সূত্রে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে আদেশ করিলেন, তুমি মহিলাদিগকে বলিয়া দাও, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদিগকে এই শর্তে বায়'আত করিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করিতে পারিবে না। বায়'আত গ্রহণকারিণী মহিলাদের মধ্যে উতবা ইব্‌ন রবী'আর মেয়ে হিন্দাও ছিল। যে অমুসলিম থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হামযা (রা)-এর পেট ফাঁড়িয়া দিয়াছিল। ফলে মহিলাদের মধ্যে তিনি এমন লুক্কায়িত অবস্থায় ছিলেন যেন কেহ তাহাকে চিনিতে না পারেন। উক্ত নির্দেশ শুনার পরে বলিলেন, আমি কিছু বলিতে চাই কিন্তু যদি বলি তাহলে হুযূর (সা) আমাকে চিনিয়া ফেলিবেন। আর যদি তিনি আমাকে চিনিতে পারেন, তাহলে আমাকে হত্যার নির্দেশ দিবেন। সকল মহিলা নিশ্চুপ। তাহার কথাগুলি বলিতে সবাই অস্বীকার করিয়া দিল। পরিশেষে হিন্দা বলিল, মহিলাদের হইতে এমন কিছুর বায়'আত গ্রহণ করিতেছেন যাহা পুরুষদের হইতে নেন নাই? তাহা কিরূপে— এই কথা বলার পরে নবী (সা) তাহার দিকে চাইলেন এবং তিনি কিছুই বলিলেন না। এরপর উমর (রা)-কে বলিলেন। উহাদিগকে বলিয়া দাও।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ চুরি করিবে না। হিন্দা (রা) বলিলেন। আমি তো আবূ সুফিয়ানের সাধারণ জিনিস পত্র লইয়া থাকি, এটাও কি চুরির মধ্যে পরিগণিত হইবে? এবং এটা আমার জন্য হালাল হইবে কি না?

আবূ সুফিয়ান উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি আমার সংসার হইতে যাহা কিছু নিয়াছ, তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে বা যায় নাই সবই তোমার জন্য হালাল করিয়া দিলাম।

নবী (সা) এখন তাহাকে স্পষ্টরূপে চিনিতে পারিলেন যে, এই সেই হিন্দা, যে আমার চাচা হামযার কলিজা ফাঁড়িয়াছিল এবং উহা বাহির করিয়া চিবাইয়াছিল। নবী (সা) তাহার কথাবার্তা শুনিয়া মুসকি হাসি দিলেন এবং তাহাকে কাছে ডাকিলেন। এরপর হিন্দা অগ্রসর হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হযরত (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি কি সেই হিন্দা?

হিন্দা (রা) উত্তরে বলিলেন ঃ পিছনের গুনাহ আল্লাহ্ তা'আলা যেন ক্ষমা করিয়া দেন। এরপর নবী (সা) চুপ করিলেন এবং পুনরায় বায়'আতের কাজ শুরু করিলেন।

তৃতীয় শর্ত ঃ ব্যভিচার করিবে না। হিন্দা (রা) বলিলেন ঃ কোন আযাদ মহিলা কি ব্যভিচার করিতে পারে?

নবী (সা) বলিলেন ঃ আযাদ মহিলাগণ উহা করিতে পারে না।

চতুর্থ শর্ত ঃ জীবিত সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না।

হিন্দা (রা) বলিলেন, আপনি তো বদরের দিন হত্যা করিয়াছিলেন। আপনি আর তাহারা ভাল জানেন।

পঞ্চম শর্ত ঃ প্রকাশ্যে ও অগোচরে কাহাকেও মিথ্যা অপবাদ লাগাইতে পারিবে না।

ষষ্ঠ শর্ত ঃ সৎকর্মে আমার আদেশ অমান্য করিবে না।

সপ্তম শর্ত ঃ মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করিতে পারিবে না।

বর্বরতার যুগে মহিলাগণ কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিত, মুখাবয়বে নখ দিয়া আঁচড়াইত, মাথার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিত এবং ধ্বংস ও ক্ষতির জন্য বিলাপ করিত। হাদীসটি গরীব। কেননা আবূ সুফিয়ান ও তাহার স্ত্রী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নবী (সা) তাহাদিগকে ক্ষমার ঘোষণা বর্ণনা করিলেন এবং তাহাদিগকে স্নেহ করিতেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিবসে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। নবী (সা) পুরুষদিগকে সাফা পাহাড়ের উপর বায়'আত গ্রহণ করিতেছিলেন। পরবর্তী বর্ণনা পূর্বের ন্যায়। তবে জীবিত বাচ্চাদের হত্যা করা নিষেধ এ কথা বলার সাথে সাথে হিন্দা (রা) বলিলেন, আমরা তাহাদিগকে শৈশবে লালন-পালন করিয়াছি, আর আপনারা তাহাদিগকে বয়স্ক অবস্থায় হত্যা করিয়াছেন। একথা শুনা মাত্রই হযরত উমর (রা) হাসিতে হাসিতে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। "যখন হিন্দা (রা) বায়'আতের উদ্দেশ্যে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হইলেন। নবী (সা) তাহার হাতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমার হাতে রং লাগাইয়া আস। এরপর হিন্দা (রা) তাহার হাতে মেহেদী লাগাইয়া আসিলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে এই মর্মে বায়'আত করিতেছি যে, হিন্দার হাতে স্বর্ণের দু'টি চুড়ি ছিল। তিনি নবী (সা)-কে বলিলেন, এই চুড়ি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলিলেন ঃ "জাহান্নামের আগুনের দু'টি টুকরা।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শা'বী (র) বলেন ঃ বায়'আতের সময় নবী (সা)-এর হাতে একটি কাপড় ছিল। এরপর তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না। একটি মহিলা বলিল, সন্তানদের বাপ-দাদাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে আর আপনি সন্তানদের ব্যাপারে আমাদের নসিহত করিতেছেন। মহিলাগণ আগমন করিলে তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া বায়'আতের শর্তাবলী তিনি পেশ করিতেন। তাহারা সেইগুলি মানিয়া লইত এবং প্রত্যাবর্তন করিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ “হে নবী! আপনার নিকট মু'মিন মহিলাগণ আগমন করিলে তাহাদিগকে উল্লেখিত শর্তানুযায়ী বায়'আত গ্রহণ করিবেন। এরপর নবী (সা) এই মর্মে বায়'আত লইতেন যে, “আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, অন্য লোকের সম্পদ চুরি করিবে না। হ্যাঁ যদি তাহার স্বামী সামর্থ্যানুযায়ী খরচ না করে, তবে সে তাহার স্বামীর সম্পদ হইতে প্রয়োজন মোতাবেক লইতে পারে। যদিও উহা তাহার অজান্তে হইয়া থাকে। কেননা হিন্দার স্বামী আবূ সুফিয়ান কৃপণ প্রকৃতির লোক ছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করিত না। হিন্দা নবী (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিলে, তিনি বলিলেন ঃ তাহার সম্পদ হইতে এই পরিমাণ সম্পদ লইতে পারিবে যাহা তোমার এবং তোমার সন্তানদের খরচের জন্য যথেষ্ট হইয়া যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا يَزْنِيْنَ অর্থাৎ ব্যাভিচার করিবে না। তিনি অন্যত্র আরও বলিয়াছেন ঃ

وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হইও না। কেননা উহা অশ্লীল ও অসৎ পথ।

হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণিভ হাদীসে যিনার পরিণতি সম্পর্কে জাহান্নামের কঠিন আযাবের হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন ঃ ফাতিমা বিনতে উতবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়'আত হইতে আগমন করিলে, তিনি তাহাকে اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَايَسْرِقْنَ وَلَايَزْنِيْنَ এই আয়াত শুনাইলেন। ইহা শুনিয়া তিনি লজ্জায় মস্তকে হাত উত্তোলন করিলেন। তিনি তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। আয়িশা (রা) বলিলেন, সকলে এই শর্তের উপর বায়'আত হইয়াছে। উক্ত মহিলা ইহার স্বীকৃতি প্রদান করিলে হযরত (সা) তাহাকে বায়'আত গ্রহণ করাইলেন। শা'বী (র) হইতে বায়'আতের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যাহা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَايَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ সন্তান হত্যা করিবার অর্থটি অতি ব্যাপক। ভুমিষ্ঠ হওয়ার পরে হত্যা করা, যেমন বর্বরতার যুগে করিত। তাহারা অভাব-অনটনের ভয়ে ব্যাপকভাবে হত্যা করিত। অথবা গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিয়া দেওয়াও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَايَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ ইব্ন আব্বাস (রা) মিথ্যা অপবাদ না লাগানোর অর্থ এই বর্ণনা করিয়াছেন যে, অন্য স্বামীর সন্তানকে নিজ স্বামীর সহিত মিলিত না করা। মুকাতিল (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। আবূ দাঊদ শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই উক্তির সপক্ষে রিওয়ায়েত রহিয়াছে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যখন মুলা'আনার (একে অন্যের প্রতি অভিসম্পাত করা) আয়াত অবতীর্ণ হয়। যে মহিলা কাহাকে এমন সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করে যে, বাস্তবে সে সম্প্রদায়ের নয়। সে আল্লাহ্র গণনায় পরিগণিত হইবে না এবং আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইবেন না। আর যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে অস্বীকার করিবে অথচ সে সন্তান তাহার, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সামনে যবনিকা ফেলিয়া দিবেন এবং আগে ও পরে আগত সকল মানুষের সামনে তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ অর্থাৎ সৎকর্মে আপনার আদেশ মানিবে এবং নিষেধ কর্ম হইতে বিরত থাকিবে।

ইমাম বুখারী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত শর্ত মহিলাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন।

মায়মুন ইব্‌ন মিহরান (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে সৎকর্মে অনুসরণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আর সৎকর্মই হইল ইবাদত। ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন ঃ সৃষ্টির সেরা মানবের অনুসরণ ও আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্ম করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস, আনাস ইব্‌ন মালিক, সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ, আবূ সালিহ্ (রা) প্রমুখ বলেন ঃ বায়'আত দিবসে নবী করীম (সা) মহিলাদের বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে উম্মে আতিয়্যা (রা)-এর হাদীস পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন। কাতাদা (র) বলেন ঃ বায়'আত দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদিগকে বিলাপ করিতে ও মহরম ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত কথা-বার্তাও বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের অনুপস্থিতিতে বাড়ী মেহমান আসিলে তাহাদের সহিত কি মহিলাগণ কথা বলিবে না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে। আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (র) বলেন ঃ বায়'আত দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদিগকে মহরম ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত কথা বলিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। কেননা অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের সহিত কথোপকথনের সময় এমন পর্যায় পৌঁছাইয়া যায় যে, কাম রসের সূত্রপাত ঘটিয়া যায়।

ইব্‌ন জারীর (র) .... উম্মে আতিয়্যা আনসারিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ বায়'আতের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বিলাপ করিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। এরপর কোন এক গোত্রের মহিলা বলিলেন, বিপদকালে

একটি কাওম আমার সহিত বিলাপে সহমর্মিতা করিয়াছিল। অতএব আমিও সেই গোত্রের বিলাপের শরীক হইয়া ইহার প্রতিদান দিতে চাই। এই বলিয়া মহিলাটি চলিয়া গেলেন এবং উক্ত গোত্রের বিলাপ ধ্বনিতে অংশগ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বায়‘আত গ্রহণ করিল। বর্ণনাকারী বলেনঃ এই মহিলা ও উম্মে সুলায়ম (আনসারীর মা) ব্যতীত আর কেহ এই শর্ত পালন করে নাই।

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার গ্রন্থে হাদীসটি উম্মে আতিয়্যা (রা) হইতে হাফসা বিনতে সিরীনের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি ইহা ব্যতীত ভিন্ন সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন

ইব্ন জারীর ও ইমাম বুখারী (র) ...... মুস‘আব ইব্ন নূহ আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মুস‘আব (রা) বলেন ঃ আমরা বায়‘আত গ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা মহিলার সাথে সাক্ষাত পাইলে মহিলা বলিলেন, আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এরপর এক বৃদ্ধা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বহুলোক আমাকে বিলাপে সাহায্য করিয়াছে। এখন তাহারা বিপদে আক্রান্ত, আমিও তাহাদিগকে উহার প্রতিদান হিসাবে তাহাদের বিলাপে অংশগ্রহণ করিতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তুমি যাইয়া উহার প্রতিদান পুরা কর। এরপর মহিলা চলিয়া গেলেন এবং উহার প্রতিদান পুরা করিয়া বায়‘আত গ্রহণ করিলেন। আর ইহাই হইল مَعْرُوْفٍ যাহা وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... উসায়দ ইব্ন আবূ উসায়েদ বযার (রা) হইতে বর্ণনা করেন। বায়‘আত গ্রহণকারিণী মহিলাদের একজনের ভাষ্য সৎকর্মে হযরতের নাফরমানী করিবার উদ্দেশ্য হইল, “আমরা যেন মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত না করি, মাথার কেশ না টানি, জামা-কাপড় ছেদন না করি, ও হায়! হায়! না বলি।”

ইব্ন জারীর (র) উম্মে আতিয়্যা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করিলেন, তখন সকল আনসারী মহিলাদিগকে একটি ঘরে জমায়েত করিলেন এবং আমাদের নিকট উমর (রা)-কে প্রেরণ করিলেন। উমর (রা) ফটকে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে সালাম করিলেন, আমরা সালামের-জবাব দিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত হিসাবে আগমন করিয়াছি। তখন সকল মহিলা বলিল, মারহাবা! হে রাসূলের দূত। তিনি এই মর্মে তাহাদিগকে বায়‘আত করিলেন যে, আল্লাহ্র সহিত শির্ক, চুরি ও ব্যভিচার করিবে না। সকলে বলিল, হ্যাঁ আমরা ইহা যথাযথ পালন করিব। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা) ফটকের বা ঘরের বাহির হইতে হস্ত প্রসারিত এবং মহিলাগণও ঘরের ভেতর হইতে হস্ত প্রসারিত করিলেন। এরপর হযরত উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকিও।

বর্ণনাকারী আরও বলেন, তিনি আমাদিগকে ইহাও আদেশ করিয়াছিলেন যে, দুই ঈদে হায়িযা মহিলাগণ ও যুবতী কুমারীগণ বাহির হইতে পারিবে, আমাদের উপর জুমু'আ ফরয নয়। এবং আমাদিগকে জানাযার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন। ইসমাঈল (র) বলেন ঃ আমি আমার নানীকে لَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ -এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, বিলাপ না করা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম বুখারী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে বিপদে মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করিবে, জামা-কাপড় ছেদন করিবে ও জাহিলী যুগের রীতি অনুযায়ী হায়! হায়!! করিবে— সে আমাদের দলের বহির্ভূত।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) .... আবূ মূসা (রা) হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ ব্যক্তির জিম্মাদারী হইতে মুক্ত, যে ব্যক্তি বিপদে চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া প্রকট ধ্বনিতে হায়! হায়!! করিবে, কেশ টানিয়া ছেদন করিবে বা মুণ্ডাইবে ও আঁচল টানিয়া ছেদন করিবে।

আবূ ইয়ালা ..... আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন। আমার উম্মতের মধ্যে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের এমন চারটি কাজ রহিয়াছে উহা তাহারা ছাড়িতে পারিবে না।

১. বংশের গৌরব, ২. একে অপরের বংশের বিদ্রূপ বা ভর্ৎসনা করা, ৩. নক্ষত্র হইতে পানি চাওয়া, ৪. মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা। তিনি বলেন ঃ বিলাপকারিণী যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তাহা হইলে তাহাকে কিয়ামতের দিবসে আলকাতরা জাতীয় জামা-কাপড় ও খুজলীযুক্ত জামা পরিধান অবস্থায় উঠান হইবে।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার গ্রন্থে হাদীসটিকে তিনি শুধু আবান ইব্ন ইয়াযীদ আত্তার (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলাপকারিণী ও বিলাপ শ্রবণকারিণী উভয়ের উপর লা'নত করিয়াছেন। এই হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ-এর মর্ম বর্ণনা করেন, বিলাপ না করা। উক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) তাফসীর অধ্যায়ে আবূ নুআইম (র) হইতে আব্দ ইব্ন হুমায়দের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) ইয়াযীদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) হইতে আবূ বকর ইব্ন আবূ শাইবা ও ওয়াকীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসকে হাসান, গরীব বলিয়াছেন।

(١٣) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝

১৩. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, উহারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। যেমন–হতাশ হইয়াছে কাফিররা সমাধিস্থদের বিষয়ে।

তাফসীর ঃ সূরার শুরুভাগে যেরূপ কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব নিষেধের ব্যাপারে আলোচনা হইয়াছিল শেষাংশেও সেই সম্পর্কে আলোচনা হইতেছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ ইয়াহুদী নাসারা তথা সকল কাফিরগণ যাহাদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত ও রুষ্ট এবং যাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও স্নেহ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহাদের সহিত তোমরা কেমনে বন্ধুত্ব বা বন্ধুত্বের আলোচনা করিবে? অথচ তাহারা আখিরাতের প্রতিদান ও নিয়ামত হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ বলেন ঃ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ। এই আয়াতাংশের দু'টি উদ্দেশ্য ঃ ১. কাফিরগণ তাহাদের সমাধিস্থ নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের পুনরায় তাহাদের সহিত একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে নৈরাশ হইয়াছে এই কারণে যে, মৃত কাফিরগণ তাহাদের মত পুনরুত্থানের বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং তাহারা যখন পুনরুত্থিত হইল না। তখন জীবিত কাফিরগণও মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইবে না।

আওফী (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ জীবিত কাফিরগণ তাহাদের মৃত কাফিরগণের ফিরিয়া আসার ব্যাপারে অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ফেরত পাঠাইবেন এই ব্যাপারে নৈরাশ হইয়া গিয়াছে। হাসান বসরী (র) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ জীবিত কাফিরগণ মৃতদের ব্যাপারে হতাশ হইয়া গিয়াছে। কাতাদা (র) বলেন ঃ যেইরূপ মৃত কাফিরগণের ফিরিয়া আসার ব্যাপারে তাহারা নৈরাশ হইয়াছে এবং যাহ্হাক (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। আর সকলে ইব্ন জারীর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

২. আয়াতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল ঃ যেরূপ সমাধিস্থ কাফিরগণ সকল প্রকারের মঙ্গল বা কল্যাণ হইতে নৈরাশ হইয়াছে। আ'মাশ (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ যেরূপ মৃত্যুবরণকারী কাফিরগণ যাহাদের প্রতিদান নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাহারা তাহাদের অবস্থা অবগত হইয়াছে। ইহা হইল মুজাহিদ, ইকরিমা, মুকাতিল, ইব্ন যায়িদ, কালবী ও মনসূর (র)-এর উক্তি। আর এই উক্তিকে ইব্ন জারীর (র)-ও সমর্থন করিয়াছেন।

সূরা সাফ্ফ

১৪ আয়াত, ২ রুকূ, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

শানে নুযূল

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা কয়েকজন সাহাবী পরস্পর আলাপ করিতেছিলাম যে, আমাদের কেহ গিয়া হুযূর (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিবে, আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে প্রিয় কাজ কোন্‌টি? আমাদের কেহ তখনও সেইজন্য দাঁড়ায় নাই। এমন সময় আমাদের নিকট হুযূর (সা)-এর এক বার্তাবহ আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাধ্যমে তিনি এক এক করিয়া আমাদের সকলকে ডাকিয়া নিলেন। আমরা যখন সকলে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি সূরা আস্ সাফ্ফ সম্পূর্ণটি আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন।

ইব্ন আবী হাতিম (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা)-হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "আমরা কতিপয় সাহাবী একত্রে বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম যে, আমাদের কেহ গিয়া রাসূল (সা)-এর নিকট জানিয়া আসিবে, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্‌টি ? ইত্যবসরে রাসূল (সা) আমাদিগকে ডাকার জন্য লোক পাঠাইলেন এবং একজন একজন করিয়া সকলকেই ডাকাইয়া নিলেন। আমরা যখন সেখানে সমবেত হইলাম, তখনই এই সূরাটি নাযিল হইল। তখন তিনি পূর্ণ সূরাটি আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন।"

আবূ সালামা (রা) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) আমাকে পূর্ণ সূরাটি পড়িয়া শুনাইয়াছেন। ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর বলেন, আবূ সালমা (রা) আমাকে পূর্ণ সূরাটি পড়িয়া শুনাইয়াছেন। আওফী (র) বলেন, ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর আমাকে পূর্ণ সূরাটি পড়িয়া শুনাইয়াছেন। আব্বাস ইবনুল ওয়ারিদ (র) বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন, সূরাটি আমাকে আওফীই পূর্ণ পড়িয়া শুনান।

ইমাম তিরমিযী (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাতিপয় সাহাবী বসিয়া নিজেরা আলাপ করিতেছিলাম যে, যদি আমরা জানিতে পাইতাম আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্টি তাহা হইলে অবশ্যই আমরা উহা কার্যকর করিতাম। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ -

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনান। আবূ সালাম বলেন, ইব্ন সালাম আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনান। ইয়াহিয়া বলেন, আমাদিগকে আবূ সালামা উহা পড়িয়া শুনান। ইব্ন কাছীর (র) বলেন, আউফাীই আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনান। আব্দুল্লাহ্ বলেন, ইব্ন কাছীর আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনান। তিরমিযী (র) বলেন, আওফীর নিকট হইতে সত্য সনদে ইব্ন কাছীর বর্ণনার ব্যাপারে ভিন্নমত রহিয়াছে। ইব্ন মুবারক আওযাঈ হইতে, তিনি ইয়াহইয়া ইব্ন কাছীর হইতে, তিনি হিলাল ইব্ন আবী মায়মুনা হইতে, তিনি আতা ইব্ন ইয়াসার হইতে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম হইতে সরাসরি কিংবা আবূ সালামার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। আমি বলিতেছি, ইমাম আহমদ ও মা'মার হইতে ইব্ন মুবারক সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম ও আওযাঈ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাঁহার বর্ণনাটি মুহাম্মদ ইব্ন কাছীরের বর্ণনার মত। আমি বলি, ওয়ালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ও আওযাঈ হইতে ইব্ন কাছীরের মতই বর্ণনা করেন।

আমি বলি, আমার উস্তাদ শায়খে মুসনাদ আবুল আব্বাস আহমদ ইব্ন আবূ তালিব আল হাজ্জার এই হাদীস আমাকে শুনাইতে গিয়া বলেন যে, তাঁহার উস্তাদ তাঁহাকে হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরাটি পড়িয়া শুনান। আওযাঈ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন কাছীরের সূত্রে পর্যায়ক্রমে ইমাম হাফিজ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ্ দারেমী, ঈসা ইব্ন উমর ইব্ন ইমরান আস্ সমরকন্দী, আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন হামুভী আস্ সারাখসী, আবুল হাসান ইব্ন আবদুর রহমান ইবনুল মুজাফফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন দাঊদ আদ্ দাউদী, আবুল ওয়াজ আবদুল আউয়াল ইব্ন ঈসা ইব্ন শুয়ায়েব আস সিজয়ী ও আবূল মানজা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর আমার উস্তাদকে হাদীসটি শুনান এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারীই পরবর্তী বর্ণনাকারীকে সূরাটি পড়িয়া শুনান। আমার উস্তাদ যেহেতু উম্মী ছিলেন, তাই তিনি আমাকে পড়িয়া শুনাইতে পারেন নাই। তবে আল্‌হামদুলিল্লাহ্ আমার অপর উস্তাদ হাফিজ জারীর আর আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন উছমান (র) স্বীয় সনদে আমাকে হাদীসটি শুনাইবার সময় সূরাটি পড়িয়া শুনান।

(١) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○
(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ○
(٣) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ○
(٤) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ○

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২. হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল ?

৩. তোমরা যাহা কর না তোমাদের তাহা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

৪. যাহারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

তাফসীর ঃ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ। ইতিপূর্বে আয়াতটির কয়েকবার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তাই উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ আয়াতটিতে যাহারা ওয়াদা করিয়া উহা পালন করে না কিংবা কথা বলিয়া কথা রাখে না, তাহাদের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই আয়াতের ভিত্তিতে পূর্বসূরী একদল আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সাধারণভাবে যে কোন ওয়াদাই পালন করা ওয়াজিব; তাহার জন্য যাহার সাহিত ওয়াদা করা হইয়াছে সে তাগাদা দিক বা না দিক। এই দলটি হাদীস হইতে দলীল পেশ করিয়াছেন। যেমন সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে রাসূল (সা) বলেনঃ মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন। যখন সে ওয়াদা করে, ওয়াদা খেলাপ করে; যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, খেয়ানত করে।

সহীহ্ বুখারীর অপর এক হাদীসে বলা হয় ঃ চারটি স্বভাব যাহার ভিতর পাওয়া যাইবে সে খালেস মুনাফিক। উহার একটি স্বভাবও যাহার ভিতরে থাকিবে তাহার ভিতর নিফাক বিদ্যমান থাকিবে, যতক্ষণ না সে উহা বর্জন করে। উহার অন্যতম হইল, ওয়াদা ভংগ করা। এই দুই হাদীস সম্পর্কে আমরা শরহে বুখারীর শুরুতে সবিস্তারে আলোচনা

করিয়াছি। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। এই জন্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত স্বভাবের উপর চরম অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন ঃ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ। মুসনাদে আহমদ ও আবূ দাউদে আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রবীআ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আামদের নিকট নবী করীম (সা) আসিলেন। আমি তখন ছোট বালক ছিলাম। খেলার জন্য যাইতেছিলাম। আম্মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, এইদিকে আস, তোমাকে কিছু দিব। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আসলে কি কিছু দিবে ? আম্মা বলিলেন, হ্যাঁ, কিছু খেজুর দিব। নবী করীম (সা) বলিলেন, তবে তো ভাল। অন্যথায় জানিয়া রাখ, কিছু না দেওয়ার নিয়ত যদি থাকিত তাহা হইলে তোমার নামে একটি মিথ্যা লিখা হইত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াদা যাহার সহিত করা হইয়াছে সে যদি ওয়াদাকারীকে ওয়াদা পালনের জন্যে তাগাদা দেয় তাহা হইলে ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব। যেমন কেহ যদি কাহাকেও বলে যে, তুমি বিবাহ করিলে আমাকে তুমি রোজ এত টাকা দিবে। সে যদি তাহাকে বিবাহ করে তাহা হইলে বিবাহ বহাল থাকা পর্যন্ত প্রতিশ্রুত টাকা দেওয়া তাহার জন্য ওয়াজিব। কারণ, ইহা বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়রূপে গণ্য। তাহাকে ইহার জন্য কঠোরভাবে জবাবদিহি করিতে হইবে।

জমহুরের অভিমত হইল, প্রতিশ্রুতিমাত্রই (ওয়াদা) রক্ষা করা ওয়াজিব নহে। কোন কোন প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রমধর্মী হইতে পারে। তাহারা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এই আয়াত তাহাদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে যাহারা জিহাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াও যখন জিহাদের আয়াত নাযিল হইল তখন জিহাদবিমুখ হইল। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ـ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ـ لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ـ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ـ اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ـ

অর্থাৎ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইল, তোমরা (আপাতত) হাত গুটাইয়া থাক এবং নামায ও যাকাতের পাবন্দী কর। অতঃপর যখন তাহাদের উপর জিহাদ ফরয করা হইল তখন তাহাদের একদল তো মানুষকে আল্লাহ্‌র মতই ভয় করিতেছিল, কিংবা তাহা হইতেও অধিক। আর তাহারা বলিল, হে আমাদের

প্রতিপালক! কেন তুমি (এখনই) আমাদের উপর জিহাদ ফরয করিলে ? যদি কিছুদিন বিলম্ব করিতে! তুমি তাহাদিগকে বল, পার্থিব মালমাত্তা তো খুবই নগন্য। আর খোদাভীরুদের জন্য আখিরাতই উত্তম এবং তোমাদের উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হইবে না তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদিগকে পাইবেই, যদিও সুদৃঢ় বন্ধ কুঠুরীতে তোমরা আবদ্ধ থাক।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَانُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ـ فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ـ

অর্থাৎ ঈমানদারগণ বলে, কেন (জিহাদের) সূরা নাযিল হয় না ? যখন জিহাদের সুস্পষ্ট সূরা নাযিল হইল তখন তুমি রুগ্ন আত্মার লোকগুলিকে দেখিতে পাইবে যেন তাহারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল দৃষ্টি নিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া আছে।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম উহাই। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (রা) বর্ণনা করেন ঃ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, জিহাদ ফরয হওয়ার আগে কতিপয় মু'মিন ব্যক্তি বলাবলি করিয়াছিল, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তঁহার সর্বাধিক প্রিয় আমল সম্পর্কে আমাদিগকে জানাইতেন তাহা হইলে আমরা উহা কার্যকর করিতাম। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলের মাধ্যমে জানাইলেন যে, তাঁহার সর্বচাইতে প্রিয় আমল নিশ্চিত ঈমান ও বেঈমানের বিরুদ্ধে জিহাদ। তখন ইহা আবার কিছু মু'মিনের জন্য অত্যন্ত কঠিন মনে হইল। তাই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করিয়া প্রশ্ন তুলিলেন, যাহা তোমরা করিবে না তাহা কেন বল ? ইমাম ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ মু'মিনগণ বলাবলি করিল, যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় কাজ জ্ঞাত করাইতেন তাহা হইলে আমরা সবাই উহা করিতাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا। অর্থাৎ যাহা করিবে না তাহা বল কেন ? অথচ ইহা জান যে, তোমাদের ভিতর সে আমার অধিক প্রিয় যে আমার রাস্তায় জিহাদ করে। একদল বলেন, এই আয়াত জিহাদ সংশ্লিষ্ট সেই সকল ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা যুদ্ধ না করিয়াও বলিয়া থাকে আমি যুদ্ধ করিয়াছি, আহত না হইয়াও বলে আহত হইয়াছি, আর ধৈর্যের সঙ্গে দৃঢ়পদ না থাকিয়াও বলিয়াছে দৃঢ়পদ ছিলাম।

কাতাদা ও যাহ্হাক (র) বলেন–এই আয়াত তাহাদিগকে সতর্ক করার জন্য নাযিল হইয়াছে যাহারা রণাঙ্গনে না গিয়াই বলিতেছে আমরা যুদ্ধ করিয়াছি, আহত হইয়াছি, বন্দী হইয়াছিলাম ইত্যাদি।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ সূরাটি মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা মুসলমানদিগকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিত। অথচ সময়মত তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে মালিক (র) বর্ণনা করেন ঃ لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ জিহাদ।

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ (র) বর্ণনা করেন ঃ

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ ـ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ – এই আয়াতসমূহ একদল আনসারের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের অন্যতম হইলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রওয়াহা (রা)। তাঁহারা এক মজলিসে বসিয়া আলোচনা করিতেছিলেন যে, কোন্ আমলটি আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয় তাহা যদি তাহারা জানিতে পারিত তাহা হইলে আমরা আমরণ উহা আমল করিতাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের উপলক্ষে আয়াত কয়টি নাযিল করিলেন। তখন তিনি শপথ করিলেন, আমি আমার জীবন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের জন্য ওয়াক্ফ করিলাম। তিনি তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির উপর মজবুত ছিলেন। এমনকি তিনি এই পথে শাহাদতবরণ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আবুল আসওয়াদ দুয়েলী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, দুয়েলী (র) বলেন ঃ আবূ মূসা আশআরী (রা) একবার বসরার ক্বারীগণকে ডাকিলেন। তিনশত ক্বারী তাঁহার নিকট আসিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ কুরআনের ক্বারী ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা বসরার ক্বারী এবং বসরাবাসীগণের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিবর্গ। শুন, আমি 'সাব্বাহা লিল্লাহে' শিরোনামের একটি সূরা পড়িতাম। এখন আমি উহা ভুলিয়া গিয়াছি। তবে এইটুকু মাত্র আমার মনে আছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! কেন তাহা বল যাহা তোমরা কর না। অতঃপর তিনি বলেন, উহা লিখিয়া তোমাদের গর্দানে লটকাইয়া দেওয়া হইবে এবং কিয়ামতের দিন এই ব্যাপারে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তাই আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা তাহারাই যাহারা তাঁহার রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করে এবং শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকে। তার ফলে যেন আল্লাহ্র চর্চা প্রসারতা পায়। ইসলাম সুরক্ষিত হয় এবং দীন বিজয়ী হয়।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের দিকে তাকাইয়া আল্লাহ্ তা'আলা হাসিবেন ঃ (১) যে ব্যক্তি রাত জাগিয়া ইবাদত করে, (২) যাহারা কাতারবন্দী হইয়া নামায পড়ে, (৩) যাহারা সারিবদ্ধ হইয়া জিহাদ করে।

আবুল ওদাক জাবির ইব্‌ন নওফ (র) হইতে মুজালিদের সূত্রে ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ও উহা বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... মুতারাবা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার নিকট আবূ যর (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস পৌছিল। তাই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আমি বলিলাম, হে আবূ যর! আমার নিকট আপনার বর্ণিত একটি হাদীস পৌছিয়াছে। সেই হইতে আমি আপনার সহিত দেখা করার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কোথায় কোন্ হাদীস শুনিয়াছ তাহা শুনাও। আমি বলিলাম উহা এই ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তিকে দুশমন ভাবেন ও তিনি ব্যক্তিকে বন্ধু ভাবেন।" তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি আমার প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ (সা)-এর নামে মিথ্যা বলিতে পারি না। তিনি সত্য সত্যই এই কথা আমার নিকট বলিয়াছেন। আমি তখন প্রশ্ন করিলাম। যেই তিনজনকে আল্লাহ্ বন্ধু ভাবেন, সেই তিনজন কাহারা ? তিনি বলিলেন, একজন তো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্কে খুশী করার জন্য তাঁহার রাস্তায় জিহাদে নামে ও শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহার সমর্থনে স্বয়ং আল্লাহ্র কালামে দেখিতে পার। এই বলিয়া তিনি তিলাওয়াত করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার সংকলনে হাদীসটি এইভাবে এতটুকু বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী সংকলনে শু'বা (র) ..... আবূ যর (রা) হইতে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। আমি অন্যত্র উহা পুরাপুরি উদ্ধৃত করিয়াছি। সব প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্য।

কা'ব আল আহবার (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে উদ্দেশ্যে বলেন, আমার উপর নির্ভরশীল প্রিয় বান্দা খারাপ চরিত্র, খারাপ ভাষণ ও বাজারে শোরগোল করা তাহার ভিতর নাই। সে অন্যায়ের প্রতিদানে অন্যায় করে না, বরং উপেক্ষা ও ক্ষমা প্রদর্শন করে। তাহার জন্মস্থান মক্কা ও হিজরতগাহ হইল তাবাহ (মদীনা)। তাহার দেশ সিরিয়া। তাহার উম্মতগণ আল্লাহ্র অধিক প্রশংসাকারী। সর্বাবস্থায় সর্বত্র তাহারা আল্লাহ্র প্রশংসা করেন। সকালে তাহাদের প্রশংসার গুঞ্জন সর্বদা শুনা যায়। উহা যেন মৌমাছির গুঞ্জন। তাহারা নখ ও গোঁফ কাটে। সাফ সাফ পোশাক পরিধান করে। রণাঙ্গনে তাহাদের যুদ্ধের সারি ঠিক তাহাদের নামাযের কাতারের মতই হয়। এখানে কা'ব (রা) এই আয়াতটি পড়েন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ

سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ - অবশেষে তিনি বলেন ঃ 'তাহারা সূর্যের দিকে খেয়াল রাখিয়া সময় আসিলেই নামায পড়ে তাহা বাহনের উপরই হউক না কেন।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র) উহাকে বর্ণনা করেন। اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর (সা) সবাইকে সারিবদ্ধ না করাইতেন ততক্ষণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হইত না। তাই মুসলমানদের সারিবদ্ধ হইয়া লড়াই করা আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষার ফল। একে অপরের সহিত যেন মিলিয়া থাকে ও দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকে। কাতাদা (র) বলেনঃ তোমরা কি দেখিতেছ না যে, সৌধ নির্মাতা পছন্দ করে না যে তাহার সৌধে কোথাও উঁচু নীচু থাকুক কিংবা বাঁকা হউক অথবা ছিদ্র থাকুক। তেমনি আল্লাহ্ পাকও চাহেন না যে, রণাঙ্গনে তাঁহার যোদ্ধাদের ভিতর কোনরূপ অসামঞ্জস্য থাকুক। নামাযের জামাতে কাতারবন্দীর ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ মানিয়া চল। যে সেইরূপ চলিবে সে সংরক্ষিত থাকিয়া পরিত্রাণ পাইবে। এই বর্ণনাগুলি সবই ইব্ন আবূ হাতিমের মুসনাদে বিদ্যমান।

ইব্ন জারীর (র) .... আবূ বাহরিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মুসলমানগণ ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করা পছন্দ করিতেন না। তাহারা ইহাই পছন্দ করিতেন যে, ভূপৃষ্ঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া সামনা-সামনি যুদ্ধ করিবেন। ইহার কারণ হইল আলোচ্য আয়াত।

আবূ বাহরিয়া (রা) বলিতেন ঃ তোমরা কখনও যদি আমাকে যুদ্ধের সারিতে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক খেয়াল করিতে দেখ তাহা হইলে ভর্ৎসনা করিও এবং ভালমন্দ দুই চারি কথা শুনাইও।

(٥) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

(٦) وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৫. স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিতেছ ? অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল।' অতঃপর উহারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে বাঁকা করিয়া দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

৬. স্মরণ কর, মরিয়াম তনয় ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল। আর আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাহার সুসংবাদদাতা। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আসিল, তাহারা বলিতে লাগিল, ইহা তো স্পষ্ট যাদু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন, তাঁহার রাসূল ও বান্দা মূসা ইব্ন ইমরান (আ) নিজ সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন ঃ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমরা কেন আমাকে অহেতুক কষ্ট দিতেছ, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।

এই আয়াতের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্য হইল রাসূল (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া এবং নিজ সম্প্রদায় হইতে আসা সকল আঘাত ও দুঃখ-কষ্ট ধৈর্য সহকারে বরণ করা। বস্তুত রাসূল (সা) নিজ সম্প্রদায়ের দেওয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণপূর্বক বলিতেন—আল্লাহ্ পাক মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন। তিনি তো ইহা হইতেও অনেক বেশী দুঃখ-কষ্ট নিজ সম্প্রদায় হইতে পাইয়াছেন। তারপরও তিনি ধৈর্যধারণ করিয়াছেন।

এই আয়াতের মাধ্যমে মু'মিনগণকে উপদেশ দেওয়া হইল যেন তাহারা কোনক্রমে রাসূল (সা)-কে কোনরূপ কষ্ট না দেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ـ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ـ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা মূসা (আ)-কে কষ্টদাতা তাহার সম্প্রদায়ের মত হইও না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সেই মর্যাদাশীল বান্দাকে সর্ববিধ অপবাদ হইতে পবিত্র করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ অর্থাৎ যখন তাহারা জানিয়া শুনিয়া সত্যানুসরণে বিমুখ হইল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরসমূহকে সত্যবিমুখ

করিলেন এবং উহাতে সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্ধকে স্থায়ী করিয়া দিলেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ـ

অর্থাৎ আমি তাহাদের অন্তর ও চোখ বিপরীতমুখী করিব যেভাবে তাহারা প্রথমবারে ঈমান আনে নাই, তখনও আনিতে পারিবে না। আর আমি তাহাদিগকে নাফরমানীর পথে অবাধ বিচরণের সুযোগ দিব।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا ـ

অর্থাৎ হিদায়েতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনগণের পথ পরিহার করিয়া বিপথে চলে, আমি তাহাকে সেই দিকেই চালাইব, যেদিকে সে চলিতে চাহে ও পরিশেষে তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দিব।

তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাপাচারীকে পথ প্রদর্শন করেন না। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْۤ اِسْرَاۤئِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ ـ

অর্থাৎ ঈসা ইব্‌ন মরিয়াম বলিল, আমার পূর্বেকার আসমানীগ্রন্থ তাওরাতে আমার সুসংবাদ দান করিয়াছে এবং আমিই তাওরাতের উদ্দিষ্ট নবী। তেমনি আমি আমার পরবর্তী রাসূলের সুসংবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি হইবেন উম্মী আরবী মক্কী নবী ও তাঁহার নাম হইবে আহমদ (সা)।

ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলের শেষ নবী এবং মুহাম্মদ (সা) আম্বিয়াকুলের শেষ নবী। সুতরাং বনী ইসরাঈলদের নবূওতের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া তিনি খাতেমুল আম্বিয়া আহমদ (সা)-এর সুসংবাদ দিলেন। তাঁহার পর নবূওত ও রিসালতের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে ইহা চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

আবুল ইয়ামান (র) ...... জুবায়ের ইব্‌ন মুতইম (রা), তাঁহার পিতা হইতে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার বিভিন্ন নাম রহিয়াছে।

আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল্ মাহী, যাহা দ্বারা আল্লাহ্ কুফর বিলুপ্ত করিবেন। আমি আল্ হাশের, যাহার পদতলে মানুষ সমবেত হইবে এবং আমি আল্ আকিব, অধিক সমাপনকারী যাহার পশ্চাতে আর কোন নবী বা রাসূল আসিবে না। যুহরীর সনদে মুসলিম শরীফেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) ..... আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সামনে তাঁহার বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেন। আমার যাহা স্মরণ আছে তাহা এই যে, তিনি বলেন– আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল হাশের, আমি আল মুকাফ্ফী, আমি নবীউর রহমত, আমি নবীউত তাওবা এবং আমি নবীউল মুলহামা।

আমর ইব্ন মুররা (র)-এর সূত্রে মুসলিম শরীফে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ -

অর্থাৎ যাহারা তাহাদের তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়া সেই উম্মী নবীর অনুসরণ করে।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذَالِكُمْ اِصْرِىْ - قَالُوْاۤ اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যখন নবীগণ হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, যদি কখনও আমি তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করি, অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার কোন রাসূল আগমন করে সে তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সত্যতা ঘোষণা করে তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিবে ও তাহাকে সাহায্য করিবে। তোমরা কি ইহা স্বীকার করিতেছ এবং আমার সহিত অংগীকারাবদ্ধ হইতেছ? সকলেই বলিল, আমরা স্বীকার করিলাম। আল্লাহ্ বলিলেন, ব্যস, তোমরা পরস্পর সাক্ষী থাক এবং আমিও অন্যতম সাক্ষী হইলাম।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ দুনিয়ার বুকে এমন কোন নবী পাঠানো হয়, নাই যাহার নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হয় নাই যে, তাঁহার জীবদ্দশায় যদি মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হয় তাহা হইলে তিনি তাঁহার অনুগত হইবেন। এমনকি প্রত্যেক নবী হইতে এই প্রতিশ্রুতিও লওয়া হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার উম্মতগণ হইতেও এইরূপ ওয়াদা লইবেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ...... কতিপয় সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা বলেন ঃ আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিক আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদিগকে আপনার ব্যাপারে কিছু শুনান। তিনি বলিলেন, আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর ফসল। আমি ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ। যখন আমার মাতা গর্ভবতী আমাকে তখন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার ভিতর হইতে এমন কোন এক আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়াছে যাহার প্রভাবে সিরিয়ার, বসরা শহরের সৌধমালা উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে। এই সনদ উত্তম। অন্যান্য সূত্রেও ইহার সমর্থন মিলে।

ইমাম আহমদ (র) ..... ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তখন হইতেই শেষ নবী যখন আদম (আ) মাটির পিণ্ডমাত্র ছিলেন। আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর ফসল। আমি ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ ও আমার জননীর স্বপ্ন। নবী জননীগণকে এইরূপ স্বপ্ন দেখানো হয়।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উসামা (রা) বলেন ঃ আমি প্রশ্ন করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার শুরু কিভাবে হইল? তিনি বলিলেন, আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ ও ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ। পরন্তু আমার মাতা স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার ভিতর হইতে এমন আলো বাহির হইয়াছে যাহা সিরিয়ার সৌধমালা আলোকিত করিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ...... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট পাঠাইলেন। আমরা সংখ্যায় প্রায় আশিজন ছিলাম। আমি জা'ফর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রওয়াহা, উসমান ইব্ন মাযউন, আবূ মূসা (রা) প্রমুখ উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমাদের খবর জানিতে পাইয়া মক্কার কুরায়েশগণও বাদশাহর নিকট দুইজন দূত প্রেরণ করিল। তাহারা হইল আমর ইব্ন আস ও উমারা ইব্ন ওলীদ। তাহারা বাদশাহ্র জন্য বেশ কিছু উপঢৌকন নিয়া গেল। তাঁহার দরবারে পৌঁছিয়া বাদশাহকে সিজদা করিল ও ডানে বামে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সামনে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। অতঃপর তাহারা এই আবেদন পেশ করিল ঃ আমাদের গোত্রের ও সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক সত্যত্যাগী হইয়া, আমাদের উপর রাগ করিয়া আপনার দেশে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে। আমাদের সবিনয় নিবেদন—আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে আমাদের হাতে সোপর্দ করিবেন।

নাজ্জাশী প্রশ্ন করিলেন– তাহারা কোথায়? কুরায়েশ দূতদ্বয় বলিল, এই শহরেই আছে। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন তাহাদিগকে দরবারে হাযির করিতে। সাহাবীগণ দরবারে হাযির হইলেন। জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাঁহাদের মুখপাত্র হইলেন। অন্য সবাই

তাঁহার অনুসারী হইলেন। তাঁহারা দরবারে আসিয়া সালাম করিলেন, সিজদা দিলেন না। দরবারের লোকজন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, তোমরা বাদশাহকে সিজদা করিলে না কেন? তাঁহারা জবাব দিলেন, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও কাছে মাথা নত করি না। প্রশ্ন করা হইল, কেন? তাঁহারা জবাব দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিকট এক রাসূল পাঠাইয়াছেন। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও সিজদা করিবে না, নামায পড়িবে ও যাকাত দিবে।

আমর ইব্‌ন আস তখন চুপ থাকিতে পারিল না। তাহার ভয় হইল, সাহাবীদের কথায় হয়ত বাদশাহ প্রভাবিত হইবেন। তাই মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিল, বাদশাহ নামদার! ঈসা ইব্‌ন মরিয়াম সম্পর্কে আপনাদের ধারণার সহিত তাহাদের ধারণার কোন মিল নাই। তখন বাদশাহ প্রশ্ন করিলেন, হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার জননী মরিয়াম সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তাঁহারা জবাব দিলেন, তাঁহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কালামের মাধ্যমে আমাদিগকে ধারণা প্রদান করিয়াছেন উহাই আমাদের ধারণা। তাহা হইল এই— তিনি কালিমাতুল্লাহ্ ও রুহুল্লাহ্। আল্লাহ্ তাঁহার সেই রূহকে কুমারী মরিয়াম বতুলের গর্ভে প্রেরণ করেন। অথচ তিনি ছিলেন কুমারী এবং কোন পুরুষ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। ফলে তাঁহার সন্তান হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

বাদশাহ ইহা শুনিয়া তাঁহার পদপ্রান্তের মাটি হইতে একটি কাঠখণ্ড তুলিয়া বলিলেন, হে আবিসিনিয়াবাসী! হে আবিসিনিয়ার পাদ্রী! আলেম ও দরবেশগণ! তাহাদের ও আমাদের ধারণা ও আকীদা এক। আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের ও তাহাদের আকীদার মাঝে এই পরিমাণ পার্থক্যও নাই। হে হিজরতকারী দল! তোমাদিগকে ধন্যবাদ। আর সেই রাসূলকেও ধন্যবাদ যাঁহার নিকট হইতে তোমরা আসিয়াছ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি সেই রাসূল যাঁহার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং হযরত ঈসা (আ) যাঁহার সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন। তাই তোমাদিগকে আমি অবাধ অনুমতি প্রদান করিলাম আমার দেশে যেখানে ইচ্ছা তোমরা অবস্থান ও বিচরণ করিবে। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি রাষ্ট্রীয় ঝামেলা ও প্রতিবন্ধকতা হইতে আমি মুক্ত হইতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইতাম, তাঁহার জুতা আগাইয়া দিতাম। তাঁহার খেদমত করিতাম ও তাঁহার ওযুর পানি ঢালিয়া দিতাম।

অতঃপর তিনি কুরায়েশ দূতদ্বয়ের উপঢৌকন ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং উহা ফেরত দেওয়া হইল। উক্ত মুহাজিরগণের মধ্য হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সর্বাগ্রে হুযূর (সা)-এর খেদমতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন। যখন সম্রাট নাজ্জাশীর ইন্তিকালের খবর হুযূর (সা)-এর নিকট পৌঁছিল। তখনি তিনি তাঁহার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন।

উপরোক্ত পূর্ণ ঘটনাটি হযরত জাফর (রা) ও উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু বিধায় উহা আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নহে। তাই উহার

সংক্ষিপ্তসার শুধু উদ্ধৃত করিলাম। সবিস্তারে জানার জন্য ইতিহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। আমার উদ্দেশ্য শুধু ইহাই প্রমাণ করা যে, অতীতের নবীগণ হুযূর (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছিলেন এবং নিজ নিজ উম্মতগণকে তাঁহার গুণাবলী কিতাবের মাধ্যমে জানাইতেছিলেন। সংগে সংগে তাঁহার আনুগত্য ও সহায়তার জন্য পরামর্শক্রমে নির্দেশ দিতেছিলেন। তবে তাঁহার ব্যাপারটি প্রথমে খ্যাত হয় সকল নবীর পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর মাধ্যমে এবং সেই খ্যাতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে। হুযূর (সা) প্রশ্নকারীর জবাবে যে নিজেকে ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ ও ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য ইহাই। উহার সহিত তিনি তাঁহার মাতার স্বপ্নকে সংযুক্ত করিয়াছেন। এই জন্য যে, মক্কাবাসীগণের ভিতর তাঁহার সম্মতি লাভ ঘটে উক্ত স্বপ্নের মাধ্যমে। আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর অশেষ রহমত ও শান্তি বর্ষিত করুন।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَٰتِ قَالُوْا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের ক্রমাগত ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ জ্ঞাপন সত্ত্বেও যখন সেই রাসূল সুস্পষ্ট দলীল লইয়া তাহাদের নিকট হাযির হইলেন তখন তাহারা সাফ সাফ বলিয়া দিলেন, ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু। ইব্‌ন জুরাইজ ও ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

(٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

(٨) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○

(٩) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ○

৭. যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হইয়াও আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার অপেক্ষা আর অধিক জালিম কে? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালনা করেন না।

৮. উহারা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নিভাইতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন। যদিও কাফিরগণ উহা অপছন্দ করে।

৯. তিনিই তাঁহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন সত্য হিদায়াত ও দীনসহ, সকল দীনের উপর উহাকে প্রাধান্য দানের জন্য, যদিও মুশরিকগণ উহা অপছন্দ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ তাহার অপেক্ষা বড় জালিম আর কেহই হইতে পারে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী সৃষ্টি করে আর তাঁহার অংশীদার বানাইয়া ক্ষমতা বন্টন করে, অথচ তাহাকে নিরংকুশ ও নির্ভেজাল একত্ববাদের দিকে ডাকা হইতেছে। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ। অর্থাৎ তাহারা বাতিল দ্বারা হককে মুছিয়া ফেলিতে চাহে। ইহা যেন সূর্যের আলো ফুঁকদিয়া নিভাইবার প্রয়াস। এই প্রয়াসও যেইরূপ ব্যর্থ ও অবাস্তব প্রয়াস উহাও তেমনি ব্যর্থ ও অবাস্তব প্রয়াস বৈ নহে।

তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ - هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সিদ্ধান্ত হইল তাহার আলো তিনি পূর্ণত্বে পৌঁছাইবেন তাহাতে কাফির ও মুশরিকরা যতই নাখোশ হউক না কেন। তিনি হিদায়াত ও সত্য দীনসহ তাঁহার রাসূলকে পাঠাইয়াছেন দীনকে বিজয়ী করার জন্যই। এই দুই আয়াতের তাফসীর পূর্বে সবিস্তারে সূরা বারাআতে করা হইয়াছে।

(١٠) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

(١١) تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(١٢) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

(١٣) وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১০. হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে?

১১. উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা জানিতে!

১২. আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে জান্নাতে দাখিল করিবেন যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম নিবাসে (থাকিবে)। ইহাই মহাসাফল্য।

১৩. আর তিনি দান করিবেন তোমাদের কাঙ্ক্ষিত আরও একটি অনুগ্রহ ঃ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়, মু'মিনদেরকে ইহার সুসংবাদ দাও।

তাফসীর ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বর্ণিত হাদীসে আগেই বলা হইয়াছে যে, কতিপয় সাহাবী হুযূর (সা)-এর কাছে আল্লাহ্‌র সবচাইতে প্রিয় কাজ জানার জন্য প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিলেন, অতঃপর সেই উপলক্ষেই এই সূরাটি নাযিল করা হয়। আলোচ্য আয়াতটিতেও উক্ত প্রশ্নের জবাব বিদ্যমান। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যবসার খবর দিব যাহা তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে?

অতঃপর তিনি সেই স্থায়ী লাভজনক ব্যবসার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, উহা তোমাদের যেমন উদ্দেশ্যে সফলতা দিবে, তেমনি তোমাদের ভয়াবহ দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাইবে। তাহা হইল ঃ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

"আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর তোমরা সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিবে এবং জান-মাল দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে!" অর্থাৎ তোমাদের বহুবিদ কার্যের পার্থিব ব্যবসা হইতে ইহা অনেক উত্তম। কারণ ঃ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ অর্থাৎ আমার বাতলানো ব্যবসায় যদি তোমরা জান-মালের পুঁজি খাটাও তাহা হইলে তোমাদের সকল অপরাধ ও সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিব। আমি তোমাদিগকে জান্নাতের সুরম্য সৌধে ও সুউচ্চ বালাখানায় পৌছাইয়া দিব।

وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ـ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

অর্থাৎ তোমাদের স্থায়ী বালাখানা ও বাগ-বাগিচার পাদদেশে স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হইবে। আর উহাই হইবে শ্রেষ্ঠতম সাফল্য।

অতঃপর তিনি আরও বলেন ঃ وَأُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا অর্থাৎ ইহা ছাড়াও তোমাদিগকে এমন কিছু দিব যাহা তোমাদের অত্যন্ত প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত। আর তাহা হইল ঃ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমরা জিহাদ করিবে ও তাঁহার দীনকে সাহায্য করিবে, তখন আল্লাহ্ পাক তোমাদের নিজেদের জিম্মাদারী গ্রহণ করিবেন। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র দীনের মদদ কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে মদদ করিবেন এবং রণাঙ্গনে তোমাদিগকে দৃঢ়পদ করিবেন।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করিবেন, যে তাঁহার দীনকে সাহায্য করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অসীম শক্তিশালী ও অবিনশ্বর মর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ অর্থাৎ এই পার্থিব আশু বিজয় ও পারলৌকিক মহাসাফল্যের অজস্র অফুরন্ত স্থায়ী নিয়ামত শুধু তাহাদের জন্য, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে এবং আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যার্থে জান-মাল দ্বারা জিহাদ করিবে।

পরিশেষে তিনি বলেন ঃ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি মু'মিনগণের নিকট আমার ঘোষিত এই সুসংবাদ পৌঁছাইয়া দিন, যেন তাহারা ইহ ও পারলৌকিক বিজয় ও মহাসাফল্য অর্জন করিতে পারে।

(١٤) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۟

১৪. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন করিয়া মরিয়াম তনয় ঈসা বলিয়াছিল তাহার উম্মতগণকে, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে? শিষ্যগণ বলিয়াছিল, আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলগণের একদল ঈমান আনিল এবং একদল কুফরী করিল। অতঃপর আমি

মুমিনগণকে শক্তিশালী করিলাম তাহাদের শত্রুগণের মুকাবিলায়; ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে নির্দেশ দিতেছেন কথায় ও কাজে ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আল্লাহ্ দীনের সাহায্যকারী হওয়ার জন্য। ঈসা (আ)-এর সাহায্যকারীরা যেভাবে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছিল তাহারাও যেন তদ্রূপ আগাইয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় মানুষকে ডাকার কাজে কে আমার সহায়ক হইবে? قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ। অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর অনুরসারীরা বলিলেন ঃ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ। অর্থাৎ আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে দায়িত্ব দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা পালনের ক্ষেত্রে আমরা আপনার সহায়ক হইব। তাহাদের এই তাৎক্ষণিক সাড়ায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগকে সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে গ্রীক ও ইসরাঈলীগণকে হিদায়াতের জন্য পাঠাইলেন।

তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও হজ্জের সময় উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন– কেউ কি এমন রহিয়াছে, যে আমাকে আল্লাহ্‌র দেওয়া রিসালতের কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য আশ্রয় দিবে। মক্কার কুরায়শরা তো আমাকে বাধা দিতেছে। তখন মদীনার আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদের আল্লাহ্ পাক এই ডাকের সাড়া দানের তওফীক দিলেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হতে বায়'আত গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন যে, আপনি যদি মদীনায় আশ্রয় নেন তাহা হইলে জান-মাল দিয়া আমরা আপনাকে সাহায্য করিব এবং সেখানে এমন কোন শক্তি নাই, যে আপনাকে স্পর্শ করিবে কিংবা কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দিবে।

অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাজির সংগীগণকে লইয়া তাহাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন, তখন তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। তাই আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁহাদিগকে আনসার নামে আখ্যায়িত করিলেন। অতঃপর তাঁহারা এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাই আল্লাহ্ তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁহারাও আল্লাহ্ পাকের উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَاٰمَنَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّائِفَةٌ অর্থাৎ যখন ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে রিসালাতের দায়িত্ব লাভ করিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যদিগকে বিভিন্ন এলাকায় নিজ সম্প্রদায়ের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করিলেন। ইহার ফলে বনী ইসরাঈলের কিছু লোক তো হিদায়াতপ্রাপ্ত হইল। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোক তাঁহাকে ও তাঁহার পূত-পবিত্র জননীকে নানারূপ অপবাদ দিয়া তাঁহার নবূওতকে চ্যালেঞ্জ করিল। আল্লাহ্‌পাক সেই ইয়াহুদীগণকে অভিশপ্ত করিয়াছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাহারা কোথাও শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে না।

যাহারা তাঁহাকে মান্য করিল তাহাদের একদলও বাড়িয়া গিয়া সীমালংঘন করিল। তাহারা ঈসা (আ)-কে শুধু আল্লাহ্র প্রেরিত নবী মানিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাঁহাকে আরও উপরে নিয়া গেল। এই দলও আবার কয়েক দলে বিভক্ত হইল। একদল বলিল, তিনি আল্লাহ্র পুত্র। অপর একদল বলিল, তিনি তিনজনের একজন। বাপ, ছেলে ও রুহুল কুদ্দুস। একদল তো তাঁহাকে খোদাই বানাইয়া ছাড়িল। সূরা নিসায় এই ব্যাপারগুলি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ অর্থাৎ যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ঈমান আনিল আমি তাহাদিগকে তাহাদের বেঈমান নাসারাদের উপর বিজয়ী থাকার জন্য সাহায্য করিলাম। ফলে তাহারা জয়ী হইল। তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা শেষ নবী (সা) প্রদানের মাধ্যমেই সাহায্য করেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-কে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখন ঈসা (আ) ওযু গোসল সারিয়া শিষ্যবর্গের নিকট আসিলেন। তখনও তাঁহার মাথার চুল হইতে পানি টপকাইতে ছিল। সেই ঘরে তখন তাঁহার বারজন শিষ্য বসা ছিল। তিনি আসিয়া বলিলেন, তোমাদের ভিতর সেই লোকও বিদ্যমান যে আমার উপর ঈমান আনার পরেও সে আবার আমার সংগে কুফরী করিবে এবং একবার নহে বারোবার করিবে।

অতঃপর তিনি বলিলেন– তোমাদের ভিতরে কে রাজী আছ যাহাকে আমার আকৃতি দেওয়া হইবে এবং আমার বদলে নিহত হইয়া জান্নাতে আমার মর্যাদায় পৌঁছিয়া আমার সাথী হইবে। তখন তাহাদের মধ্যকার সবচাইতে কম বয়সী এক তরুণ দাঁড়াইয়া বলিল, আমি রাজী আছি। তিনি তাহাকে বসাইয়া দিয়া আবার আহ্বান জানাইলেন। তখনও সেই তরুণ দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে বসাইয়া দিয়া আবার একই আহ্বান জানাইলেন। তৃতীয়বারও সেই তরুণই দাঁড়াইল। তখন তিনি বলিলেন, অতি উত্তম। সংগে সংগে সে ঈসা (আ)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত হইল। আর তখনই ঈসা (আ)-কে ঘরের ছিদ্র দিয়া ঊর্ধ্বাকাশে উত্তোলন করা হইল।

এবারে ইয়াহুদীদের পালা আসিল। তাহারা সেই তরুণকে ঈসা (আ) ভাবিয়া গ্রেফতার করিল এবং শূলীতে চড়াইয়া হত্যা করিল। অবশিষ্ট যে এগারজন ছিল তাহাদের কেহ কেহ ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক একে একে বারোবার কুফরী করিল। অথচ শুরুতে ঈমানদার ছিল।

ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ অবশেষে তিন দলে বিভক্ত হইল। একদল বলিল, স্বয়ং আল্লাহ্ মসীহ্রূপে আমাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন। যতক্ষণ থাকার মর্জী ছিল ছিলেন। অতঃপর আকাশে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই ফির্কার নাম ইয়াকুবিয়া।

দ্বিতীয় ফির্কার বিশ্বাস হইল, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র সন্তান ছিলেন। যতদিন আল্লাহ্‌র মর্জী ছিল দুনিয়ায় ছিলেন। যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইয়াছে তাঁহার কাছে ফিরাইয়া নিয়া গেছেন। এই ফির্কার নাম হইল নাস্তুরিয়া।

তৃতীয় ফির্কাটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের আকীদা ছিল ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। তিনি আমাদের ভিতর ততদিন ছিলেন যতদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার থাকা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে নিজের কাছে নিয়া গেলেন। এই ফির্কাটি ছিল মুসলমান।

পরবর্তীকালে প্রথমোক্ত দুই দলের শক্তি বাড়িয়া গেল। তাহারা মুসলমান ফির্কাকে হত্যা করিত ও নানারূপ নির্যাতন-নিপীড়ন চালাইয়া দমাইয়া রাখিত। অবশেষে আল্লাহ্ পাক আখেরী নবী মুহাম্মদ (সা)-কে পাঠাইলেন। তখন সেই পরাভূত ও নির্যাতিত মুসলমান ঈসায়ীরা শেষ নবীর কাছে দ্বিতীয়বার ইসলামের দীক্ষা নিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। পক্ষান্তরে কাফির দুই ফির্কা আখেরী নবীর সংগেও কুফরী করিল। অতঃপর যখন ইসলাম ও কুফরের লড়াই হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানগণকে সাহায্য করিলেন। ফলে কাফিরগণ সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও পরাভূত হইল।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) তাঁহার তাফসীরে তাবারীতে এই বিশ্লেষণই প্রদান করেন। ইমাম নাসায়ী (র) তাঁহার সুনানে আবূ মু'আবিয়া (র) হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা ও আবূ কুরাইবের সনদে আয়াতের অনুরূপ তাফসীর উদ্ধৃত করেন।

তাই এই আখেরী নবীর শেষ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া তাহারা সর্বদা বিজয়ী থাকিবে ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এমনকি কিয়ামত ঘনাইয়া আসিবে। এই উম্মত শেষ পর্যায়ে ঈসা (আ)-এর নেতৃত্বে মসীহ্ দাজ্জালের সংগে লড়াই করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিবে। সহীহ হাদীসসমূহে ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত।

সূরা জুমু'আ

১১ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক জুমু'আর নামাযে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকূন পাঠ করিতেন।

(١) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

(٢) هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٣) وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(٤) ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

১. নভোমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র, যিনি অধিপতি, পরম পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী ও অসীম প্রজ্ঞাময়।

২. তিনিই উম্মীগণের মধ্য হইতে তাহাদেরই একজনকে পাঠাইয়াছেন রাসূলরূপে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াত, তাহাদিগকে পবিত্র

করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে যদিও তাহারা ছিল সুস্পষ্ট ঘোর বিভ্রান্তিতে।

৩. আর তাহাদের অন্যান্যের জন্যও (রাসূল), যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতি প্রজ্ঞাময়।

৪. ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ্ তো অশেষ অনুগ্রহশীল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীতে প্রাণী কিংবা জড়বস্তু যাহা কিছুই বিদ্যমান সমস্তই তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে। যেমন– তিনি অন্যত্র বলেন ঃ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ এমন কোন বস্তু নাই যাহা তাঁহার মহিমা ঘোষণা করে না।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسِ অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মহান অধিপতি তাঁহার নির্দেশেই সকল কিছু হয় এবং তিনি সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁহার কর্ম কুশলতা সর্বাংগীনভাবে নিখুঁত ও উৎকৃষ্ট।

اَلْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ আয়াতাংশের বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে বহুবার করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الاُمِّيِّنَ رَسُوْلاً অর্থাৎ আরবের নিরক্ষর লোকগণের মধ্য হইতে একজন নিরক্ষর লোককে তিনি রাসূল বানাইয়াছেন। যেমন–আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَقُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ـ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ ـ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ـ

অর্থাৎ তুমি আহলে কিতাব ও নিরক্ষর লোকদিগকে বলিয়া দাও, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিবে? অবশ্য যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর তাহা হইলে তো হিদায়াত প্রাপ্ত হইলে। আর যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, আমার কাজ তো হইল তোমাদের কাছে পৌঁছানো মাত্র এবং আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের ভাল-মন্দের পর্যবেক্ষক।

এখানে আরব উম্মীদের উল্লেখের অর্থ এই নহে যে, অন্যান্য উম্মীরা উম্মীর অন্তর্ভুক্ত নহে। বরং এখানে বিশেষভাবে তাহাদের উল্লেখের উদ্দেশ্য হইল এই যে, তাহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার ইহসান অনেক বেশী এবং তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ অর্থাৎ ইহা তোমার জন্য উপদেশ এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্যও।

এখানেও তাহার সম্প্রদায় কে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। কারণ, কুরআন তো সারা দুনিয়ার সকল সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। তেমনি আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاَنْذِرْ

عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ তোমার পরিবারবর্গ ও আপনজনকে সতর্ক কর। এখানেও আদৌ এই উদ্দেশ্য নয় যে, হুযূর (সা) শুধু তাঁহার পরিবার-পরিজনকেই সতর্ক করিবেন। বরং এই সতর্কীকরণ সকলের জন্য। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ বল, হে মানব সম্প্রদায়! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের জন্য মনোনীত আল্লাহ্র রাসূল।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ অর্থাৎ ইহা দ্বারা আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিব এবং যাহাদের নিকট ইহা পৌঁছিবে তাহাদিগকেও। তেমনি কুরআনের ব্যাপারে তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় যদি কুরআনকে অস্বীকার করে তাহা হইলে জাহান্নাম সেই সম্প্রদায়ের জন্য অবধারিত।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ প্রকাশ করে যে, হুযূর (সা) দল, মত, শ্রেণী, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমগ্র সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্র রাসূল। এই সম্পর্কিত আয়াতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে সূরা আন'আমে বিভিন্ন আয়াত ও বিশদ হাদীস দ্বারা করা হইয়াছে। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত।

এখানে যে উম্মী আরবদের মধ্য হইতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূল মনোনয়ন করিলেন তাহা এই জন্য যে, তাঁহার বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করিলেন। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীগণের ভিতর হইতে রাসূল পাঠান তাহাদের হিদায়াতের জন্য। সেই রাসূল তাহাদিগকে আল্লাহ্র কালাম পাঠ করিয়া শুনাইবেন। আল্লাহ্র কিতাব শিক্ষা দিবেন, আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি বা হিকমাত শিখাইবেন ও তজ্জন্য তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার সেই প্রার্থনা কবূল করেন। গোটা সৃষ্টি জগতের যখন নবীর প্রয়োজন তীব্রতর হইল এবং মুষ্টিমেয় ঈসায়ী ছাড়া সারা দুনিয়ার মানুষ পথহারা হইল ও সত্য দীন সর্বতোভাবে বিস্তৃত হইল; এমনকি খোদাদ্রোহী কাজে লিপ্ত হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া আরবের পরস্পর পথহারা মানুষগুলিকে আল্লাহ্র কালাম পাঠ করিয়া শুনাইলেন, আল্লাহ্র কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিলেন এবং তাহাদিগকে দৈহিক ও মানসিকভাবে পূতঃ পবিত্র করিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -

মূলত এই আরবরাই দীনে ইবরাহীমের পতাকাবাহী ছিল। পরবর্তীকালে তাহারা উহা বিস্মৃত। উহাতে নানারূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন বিয়োজন ঘটাইয়াছে। তাহারা তাওহীদকে ও ঈমানকে সংশয়ে বদল করিল। যাহার ফলে ইসলাম পূর্বকালে

পথহারা বিভ্রান্তির অতলান্তে নিমজ্জিত হইয়াছিল। অথচ এখনও তাহারা দীনে ইবরাহীমের দাবীদার ছিল।

তেমনি আহলে কিতাবও তাহাদের কিতাবে অনেক পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। কোথাও অর্থ বদলাইয়াছে। কোথাও বাক্য বদল করিয়াছে। মোটকথা সত্য দীনের চেহারা বদলাইয়া ফেলিয়াছে। আল্লাহ্ পাক এই সব বিভ্রান্ত মানবগোষ্ঠীকে পথে আনার ও সত্য দীন পূর্ণতা দানের জন্য শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করেন। এই পূর্ণ দীনে গোটা মানব জাতির পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও পারলৌকিক জীবনের মুক্তির পথ নির্দেশনা রহিয়াছে। আল্লাহ্র দীনের যাবতীয় মৌল নীতিমালা উহাতে বিদ্যমান। আল্লাহ্ কিসে খুশী বা অখুশী হন, কোন্ পথে জান্নাত আর কোন্ পথে জাহান্নাম এমনকি পার্থিব জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে কোন্টি করণীয় আর কোন্টি বর্জনীয় এক কথায় সকল ব্যাপারে সুনিশ্চিত ও সংশয়-মুক্ত বিধান নিয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। এ বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁহার ভিতরে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা গুণাবলীর সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। এত গুণ ও যোগ্যতা না অতীতে তিনি কাহাকে দিয়াছেন, না ভবিষ্যতে কাহাকেও দিবেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর সদাসর্বদা দরূদ ও সালাম নাযিল করুন। আমীন!

অতঃপর আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ আল বুখারী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁহার উপর সূরা জুমুআ নাযিল হয়। তখন সাহাবাগণ আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাহাদের কথা বুঝানো হইয়াছে তাহা জানিতে চাহিয়া প্রশ্ন করেন। কিন্তু একে একে দুইবার প্রশ্ন শুনিয়াও তিনি তাহাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তৃতীয়বারে তিনি তাঁহার সামনে উপবিষ্ট হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর মাথার উপর হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন, ঈমান যদি আজ সুরাইয়া নক্ষত্রেও থাকিত তথাপি তাহাদের এক বা একাধিক লোক উহা লাভ করিত।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আবুল লাইছ ও হাতিবের সূত্রে বিভিন্ন সনদে মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীস প্রমাণ করে যে, সূরাটি মাদানী এবং ইহাও প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু আরবের উম্মীদের জন্যে নহে বরং আরব-আজম তথা সারা দুনিয়ার মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। কারণ তিনি আয়াতের وَالَّذِيْنَ مِنْهُمْ অংশের ব্যাখ্যায় পারস্যবাসীর কথা বলিয়াছেন। আর এই একই কারণে তিনি পারসিয়ান ও রোম সম্রাটসহ বিভিন্ন জাতির কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়া পত্র পাঠাইয়াছেন, যেন তাহারা আল্লাহ্র দীন অনুসরণ করে। একই কারণে মুজাহিদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ আলোচ্য

আয়াতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন ঃ তাহারা হইল আজমী ও সারা দুনিয়ার অনারব উম্মতে মুহাম্মদী (সা)।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... সাহ্ল ইব্ন সাদ আস সায়াদী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এখন থেকে তিন পুরুষ পরে আমার যেসব উম্মত সৃষ্টি হইবে তাহারা বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদী (সা)-এর পরবর্তী স্তরের লোকগণ। وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ তিনি মহামর্যাদাবান ও মহাকুশলী। তিনি নিজ প্রবর্তিত বিধি-বিধান ও ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ও প্রজ্ঞাবান।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ মহানবী (সা)-কে এইরূপ সঠিক দীন ও নবুওতের গুরুদায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা এবং তাঁহার উম্মতকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ বৈ নহে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা এইরূপ বিশেষ অনুগ্রহে অভিষিক্ত করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

(٥) مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٦) قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٧) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

(٨) قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৫. যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল, অতঃপর উহা বহন করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত কিতাব বহনকারী গর্দভ! কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৬. বল, 'হে ইয়াহুদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নহে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

৭. কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বহস্তে যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে উহার কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না। আল্লাহ্ জালিমদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত।

৮. বল, 'তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন কর, সেই মৃত্যুর সহিত তোমাদের সাক্ষাত হইবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট এবং তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা তাওরাতের দায়িত্ব নিয়াছিল উহা আমল করার জন্য অথচ তাহারা উহার আমল বর্জন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের দৃষ্টান্ত হইল ভারবাহী গাধা। গাধার পিঠে কিতাব রাখিলে যেমন সে কিতাবে কি আছে বা না আছে উহার খবর রাখে না, শুধু কিতাব বহনই উহার কাজ হয়, ইয়াহুদীদের অবস্থাও তাহাই। মূলত তাহারা গাধা হইতেও অধম। কারণ গাধা কিতাবটি যথাযথভাবে বহন করে। উহা বদলায় না, বিকৃত করে না, উল্টাপাল্টা ব্যাখ্যাও করে না। তেমনি উহা মুখস্ত করে না, বুঝে না, আমলও করে না। পক্ষান্তরে ইয়াহুদীরা উহা তিলাওয়াত করে, মুখস্ত করে, বুঝে অথচ আমল করে না। পরন্তু জানিয়া-বুঝিয়া তাহারা উহা বদলায়, বিকৃত করে ও উল্টা ব্যাখ্যা শুনায়। তাই আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

أُولَـٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ অর্থাৎ তাহারা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের মত, বরং তাহা হইতেও অধম। তাহারাই চূড়ান্ত পর্যায়ের উদাসীন।

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِايٰتِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায় কতই নিকৃষ্ট! আর আল্লাহ্ কখনও আত্মপীড়নকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ জুমু'আর খুতবার সময় যে লোক কথা বলে সে ভারবাহী গাধার মত, শুধুই কিতাব বহন করে। তেমনি যে লোক তাহাকে চুপ থাকিয়া শুনিতে বলে তাহারও জুমু'আ আদায় করা হয় না।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

অর্থাৎ তোমাদের ধারণা যদি ইহাই হয় যে, তোমরাই হিদায়াত প্রাপ্ত এবং মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার অনুসারীরা গোমরাহ, তাহা হইলে এই দুই দলের যাহারা গোমরাহ

তাহাদের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা কর। তোমরা যদি তোমাদের ধারণা মতে সত্যানুসারীই হও তাহা হইলে এই কাজ করিতে তোমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَايَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তোমরা কুফর, জুলুম ও শিরক কুফরীর যেমন কাজ অহরহ করিয়া চলিয়াছ, তাহাতে কখনও তোমরা বিভ্রান্তদের জন্য মৃত্যু প্রার্থনা করিবে না।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ জালিমদের খবর আল্লাহ্ই বেশী রাখেন। সূরা বাকারায় ইয়াহুদীদের নিকট মুসলমানদের এই মুবাহিলার আহ্বান সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ - وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ - وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ - وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ - وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ যদি পরকালের সাফল্য আল্লাহ্ তা'আলা অন্য সকল মানুষকে বাদ দিয়া শুধু তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা তোমাদের ধারণা মতে সত্য হও। অথচ তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না তাহাদের স্বহস্তে উপার্জিত কর্মফলের কারণেই। আল্লাহ্ জালিমদের সব খবরই রাখেন। পক্ষান্তরে তুমি তাহাদিগকে ও মুশরিকগণকে সকল মানুষ হইতে বেশী আকাঙ্ক্ষী দেখিতে পাইবে দীর্ঘজীবি হওয়ার। তাহারা এক একজন এক হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। তবে তাহাদের সেই দীর্ঘ জীবনও তাহাদিগকে নির্ধারিত আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আর তাহারা যাহা করিতেছে তাহা আল্লাহ্ দেখিতেছেন।

মোটকথা এই ব্যাপারে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সেখানে ইহার বিশ্লেষণে বলা হইয়াছে যে, কাহারা বিভ্রান্ত তাহা মৃত্যু প্রার্থনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হউক।

নাসারাদের সহিত মুবাহালার ব্যাপারে সূরা আলে ইমরানে আলোচিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ -

অর্থাৎ তোমার নিকট সত্য ইলম পৌঁছার পরও যাহারা তোমার সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তাহাদিগকে বল, আইস, আমরা আমাদের ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও

নিজদিগকে বাজী রাখিয়া এই মুবাহালা করি যে, যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ নামিয়া আসুক।

মুশরিকদের সহিত মুবাহালার ব্যাপারটি সূরা মরিয়মে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا অর্থাৎ হে নবী! আপনি তাহাদিগকে বলুন, যাহারা বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে আল্লাহ্ যেন তাহাদিগকে আরও বাড়াইয়া দেন। যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করিবে।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ জাহল ঘোষণা করিল, যদি আমি মুহাম্মদ (সা)-কে কা'বা ঘরের কাছে দেখিতে পাই তাহা হইলে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। হুযূর (সা)-এর কাছে যখন এই খবর পৌছিল তখন তিনি বলিলেন, যদি সে উহা করে তাহা হইলে সকলের চোখের সামনে ফেরেশতারা তাহাকে গ্রেফতার করিবে। যদি ইয়াহুদীরা আমার সহিত মুবাহালায় মৃত্যু কামনা করিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা মারা যাইত এবং নিজেদের স্থান তাহারা জাহান্নামে দেখিতে পাইত। তেমনি নাসারারা যদি নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান বাজী রাখিয়া মুবাহালা করিত তাহা হইলে ঘরে ফিরিয়া আর তাহাদিগকে পাইত না। এমনকি কোন সম্পদও দেখিত না।

হাদীসটি বুখারী, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফেও বিদ্যমান। তাঁহারা আব্দুর রায্যাকের সনদে মা'মার এর সূত্রে আব্দুর রায্যাক (র) থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমর ইব্ন খালিদের সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (র) আব্দুল করীম (র) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম নাসায়ীও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য ঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি তাহাদিগকে বলুন, যে মৃত্যু হইতে তোমরা পালাইয়া বেড়াইতেছ উহা অবশ্যই তোমাদের সহিত দেখা করিবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল কিছু যিনি জানেন তাঁহার নিকট। তখন তোমরা কি কাজ করিতেছিলে তাহা তোমাদিগকে জানানো হইবে।

উপরোক্ত বক্তব্য সূরা নিসার এই বক্তব্যের মত ঃ

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদিগকে পাইবেই, যদি তোমরা রুদ্ধদ্বার কুঠরীতেও অবস্থান কর।

মুজামে তাবারানী গ্রন্থে সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মৃত্যু হইতে যাহারা পালাইতে চাহে তাহাদের অবস্থা হইল সেই শৃগালের মত যে ভূমিতে বিচরণ করিয়া ভূমির ঋণ আদায়ের ভয়ে ভূমির উপর ছুটিয়া পালাইতেছে। যখন সে হয়রান হইয়া ভূমিরই কোন গর্তে ঠাঁই নিতেছে তখন গর্তের ভূমিই তাহাকে ঋণের তাগাদা দিতেছে। অগত্যা আবার সেখান হইতে লেজ গুটাইয়া দৌড়াইতেছে। এইভাবে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল।

(৯) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○

(১০) فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

৯. হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি করিতে পার।

১০. সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করিবে যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

তাফসীর ঃ জুমুআ শব্দটি 'জমআ' শব্দ হইতে উৎপন্ন। কারণ, মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য বড় বড় মসজিদে জমা হয়। অন্য কারণ এই যে, সেইদিন আসমান ও পৃথিবীসহ সকল মখলুকাতের সৃষ্টিকার্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সৃষ্টিকার্য সম্পাদনে আল্লাহ্ পাক ছয়দিন লাগাইয়াছেন এবং সপ্তাহের সেইদিন ছিল ষষ্ঠ দিন। সেইদিন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেইদিন তাঁহাকে জান্নাতে ঠাঁই দেওয়া হইয়াছিল এবং সেইদিনটিতেই তাঁহাকে জান্নাত হইতে বাহির করা হইয়াছিল। সেইদিনই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। সেইদিনের ভিতর এমন একটি মুহূর্ত রহিয়াছে যখন মু'মিনগণ ভাল যাহা প্রার্থনা করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই মঞ্জুর করিবেন। সহীহ্ হাদীসসমূহে এইগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল কাসিম (সা) বলেন, হে সালমান! ইয়াওমুল জুমুআ কি ? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমার বাপ-মাকে (আদম-হাওয়া) একত্রিত করিয়াছেন অথবা তিনি বলেন, তোমার পিতাকে

সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

প্রাচীন ভাষায় উহাকে 'ইয়াওমুল আরূবা' বলা হইত। পূর্বেকার উম্মতকেও একটি সাপ্তাহিক দিন নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জুমুআর দিনের নির্দেশনা কোন উম্মতই পায় নাই। ইয়াহুদীরা শনিবারকে পছন্দ করিয়াছে। সৃষ্টি সেইদিন শুরুই হয় নাই। আর আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য শুক্রবার মনোনীত করিয়াছেন। কারণ, সেইদিন সৃষ্টিকার্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। নাসারাদের পছন্দ হইল রবিবার। সেইদিন সবেমাত্র সৃষ্টি শুরু হইয়াছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমরা পৃথিবীতে সকলের শেষে আসিয়াছি বটে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সকলের আগে থাকিব। তেমনি আল্লাহ্র কিতাব অন্যরা আগে পাইয়াছে বটে, কিন্তু সাপ্তাহিক দিন নির্বাচনে তাহারা মতান্তরের শিকার হইয়াছে। অথচ আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সেক্ষেত্রেও অন্যারা আমাদের পিছনে রহিয়াছে। ইয়াহুদীদের হইল আগামীকাল (শনিবার) ও নাসারাদের হইল পরশু (রবিবার)।

বুখারীর বর্ণনায় এতটুকুই রহিয়াছে। মুসলিমের বর্ণনায় আরও বলা হয়, 'আমাদের পূর্ববর্তী সকলকে আল্লাহ্ তা'আলা শুক্রবারের সন্ধান দেন নাই। তাই ইয়াহুদীগণ শনিবার ও নাসারাগণ রবিবার পছন্দ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আবির্ভাব ঘটান এবং আমাদিগকে শুক্রবারের সন্ধান দেন। ফলে তিন উম্মতের পরপর তিনটি দিন সাপ্তাহিক অবকাশ ও ইবাদতের বিশেষ দিনরূপে নির্ধারিত হইল। মুসলমানদের জন্য শুক্রবার, ইয়াহুদীদের জন্য শনিবার ও নাসারাদের জন্য রবিবার। এভাবেই কিয়ামতের দিনও অন্যান্য উম্মতকে আমাদের অনুবর্তী করা হইবে। পৃথিবীতে সকলের শেষে আসিলেও কিয়ামতের দিন আমাদের বিচার মীমাংসা সর্বাগ্রে হইবে।

এই কারণেই এই সূরায় আল্লাহ্ পাক শুক্রবার মু'মিনকে বিশেষ ইবাদতে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ তোমরা সেইদিন নির্ধারিত সময়ে ইবাদতের ক্ষেত্রে সমবেত হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান কর ও সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ কর। 'সাঈ' শব্দ দ্বারা এখানে দৌড়ানোর কথা বলা হয় নাই। বরং গুরুত্ব প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। যেমন– আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ যে ব্যক্তি পারলৌকিক মুক্তির ইচ্ছা পোষণ করে ও উহার জন্য গুরুত্ব সহকারে প্রয়াস চালায় এবং সে মু'মিন হয়।

উমর ফারুক (রা) ও ইব্‌ন মাসঊদ (রা) فَاسْعَوْا স্থলে فَامْضُوْا (গমন কর) পাঠ করিতেন। মূলত নামাযের জন্য দৌড়াইয়া যাওয়া সহীহ্ হাদীসে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহ্ হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত আছে ঃ

"যখন তোমরা ইকামাত শুনিবে তখন তোমরা ধীর স্থীরভাবে নামাযের জন্য যাইবে। পূর্ণ নামায পাওয়ার জন্য দৌড়াইয়া যাইও না। নামাযের যতটুকু ছুটিয়া যাইবে, নামায শেষে দাঁড়াইয়া পূর্ণ করিবে।"

বুখারী শরীফের ভাষ্য এতটুকুই। আবূ কাতাদা (র) বলেন ঃ "আমরা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে নামায পড়িতাম। যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, লোকজন নামাযে দৌড়াইয়া আসিয়া শরীক হইতেছে, তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের ব্যাপার কি ? তাহারা বলিল, আমরা পূর্ণ নামায ধরার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, উহা করিও না। তোমরা ধীরে সুস্থে নামাযে আস। যতটুকু পাও ততটুকু শরীক হও। বাকীটুকু পরে পূর্ণ কর। এই ভাষ্য হাদীসদ্বয়ের।

আব্দুর রায্‌যাক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যখন নামায দাঁড়াইয়া যায়, তখন তোমরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া নামাযে আসিও না; বরং ধীরে সুস্থে আসিয়া নামাযে শরীক হও। যতটুকু পাও আদায় কর। বাকীটা পরে পূর্ণ কর।

আব্দুর রায্‌যাকের এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র)-ও বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অপর একটি সূত্রেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! কেন ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করা হইতেছে? অথচ ছুটাছুটি করিয়া নামাযে আসিতে বারণ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, নামাযে ধীরে-সুস্থে ভাব-গম্ভীরতা সহকারে খালেস নিয়তে বিনীতভাবে আসিবে।

فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা (র) বলেন ঃ তোমরা অন্তরকে চঞ্চল কর ও প্রস্তুতিতে ক্ষিপ্ততা আন এবং যথাসময়ে নামাযের জন্য বাহির হও। এই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ এই আয়াতাংশেও السعى শব্দটি المشى (স্বাভাবিক চলার) অর্থ প্রকাশ করিয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) প্রমুখও অনুরূপ বলেন। জুমুআর দিন নামাযে যাবার আগে গোসল করা মুস্তাহাব। সহীহ্দ্বয়ে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমাদের কেহ যখন জুমুআর নামায পড়িতে আসে তখন যেন গোসল করিয়া আসে।

সহীহ্দ্বয়ে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক বালিগের জন্য জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রতি সাপ্তাহিক দিবসে গোসল করা মু'মিনের জন্য নির্ধারিত অন্যতম হক্কুল্লাহ্। সে দিন সে মাথাসহ সর্বাঙ্গ ধৌত করিবে। (মুসলিম)

জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে সপ্তাহে প্রত্যেক শুক্রবার গোসল করা অপরিহার্য। নাসায়ী, আহমদ ও ইব্‌ন হাব্বানে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ..... আওস ইব্‌ন আওস মুছকাফী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আওস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার ভালভাবে গোসল কলিয়া সকাল সকালই বাহন ছাড়া পায়ে হাঁটিয়া মসজিদে গিয়া ইমামের কাছে বসে তাহার খুৎবা শুনে ও মনোনিবেশ সহকারে উহা খেয়াল করে, তাহার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের নফল রোযা ও ইবাদতের সওয়াব মিলে।

এই হাদীসটি বিভিন্ন সনদে শব্দের কিছু তারতম্য সহ বর্ণিত হইয়াছে। চার সুনানের সংকলকরা ইহা সংকলন করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে 'হাসান' বলিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ফরয গোসলের মত ভালভাবে গোসল করিয়া প্রথম পর্বেই মসজিদে হাযির হয়, সে যেন একটি উট কুরবানী করিল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্বে গেল, সে যেন একটি গরু কুরবানী করিল। যে ব্যক্তি তৃতীয় পর্বে গেল, সে যেন একটি ছাগল কুরবানী করিল। যে ব্যক্তি চতুর্থ পর্বে গেল, সে যেন একটি মোরগ সাদকা করিল। যে ব্যক্তি পঞ্চম পর্বে গেল, সে যেন একটি ডিম সাদকা দিল। অতঃপর যখন ইমাম খুতবার জন্য বাহির হয় তখন ফেরেশতারা খুতবা শোনার জন্য সমবেত হয়।" বুখারী ও মুসলিমে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

জুমুআর দিন উত্তম পোশাক পরা, খোশবু লাগানো, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া মুস্তাহাব। আবূ সাঈদ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে, "প্রত্যেক সাবালেগ মুসলমানের জন্য জুমুআর দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা ও খোশবু লাগানো ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ আইয়ূব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করিল, খোশবু ব্যবহারের সামর্থ্য থাকিলে খোশবু লাগাইল ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করিল, অতঃপর বাহির হইয়া মসজিদে আসিয়া সময় থাকিলে নামায পড়িল, কাহাকেও কষ্ট দিল না, যখন ইমাম আসিলেন মনোনিবেশ সহকারে খুতবা শুনিল ও তাহার সহিত নামায আদায় করিল, পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত সম্ভাব্য অপরাধের জন্য উহা কাফ্‌ফারা হইয়া গেল।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) হইতে ইব্ন মাজাহ্ ও সুনানে আবূ দাঊদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলেন ঃ তোমাদের কি ক্ষতি যদি তোমরা প্রতিদিনের কাজে ব্যবহৃত কাপড় জোড়া ছাড়া জুমুআর দিনের জন্য এক জোড়া কাপড় খরিদ কর?

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক জুমুআর খুতবা পাঠের সময় লোকদিগকে নিত্য ব্যবহৃত মলিন পোশাক দেখিতে পাইয়া বলিলেন ঃ তোমাদের ক্ষতি কি যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায় তো নিত্য ব্যবহৃত পোশাক ছাড়া জুমুআর জন্য আলাদা এক জোড়া পোশাক খরিদ কর? হাদীসটি ইব্ন মাজাহ্ সংকলনে বর্ণিত হইয়াছে।

إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ আয়াতের আযান দ্বারা ছানী আযান বুঝানো হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খুতবার জন্য বাহির হইয়া আসিয়া মিম্বরে বসিতেন, তখন তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া যে আযান দেওয়া হইত উহাই ছানী আযান। কারণ, পরবর্তীকালে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান জিননূরাইন (রা) দূর-দূরান্ত হইতে বহু মুসল্লীর আগমন নিশ্চিত করার জন্য আলাদা আযান প্রবর্তন করেন।

ইমাম বুখারী (র) ..... ইয়াযিদ ইব্ন সায়িব (রা) হইতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে জুমু'আর আযান দেওয়া হইত ইমাম খুৎবা পড়ার জন্য মিম্বরে আসিয়া বসার পর। আবূ বকর ও উমর (রা)-এর কালেও ইহা অব্যাহত ছিল। হযরত উসমান (রা)-এর সময় মুসল্লী অনেক বাড়িয়া গেল। ফলে যাওরা নামায গৃহে দাঁড়াইয়া আরেকবার আযানের ব্যবস্থা করেন। সেই ঘরটি ছিল মদীনার সর্বোচ্চ ঘর এবং মসজিদেরও কাছাকাছি ছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... মাকহুল (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "জুমুআর দিনে মুয়ায্যিনের আযান একবারই ছিল। যখন ইমাম বাহির হইয়া আসিয়া জুমুআর নামায কায়েমের আয়োজন করিতেন, তখন যেই আযান দেওয়া হইত এবং উহার পর বেচাকেনা হারাম হইয়া যাইত। অতঃপর হযরত উসমান (রা) নির্দেশ দিলেন, ইমাম জুমুআ কায়েমের জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়ার আগেই যাহাতে বিভিন্ন এলাকার সব মুসল্লী সমবেত হইতে পারে তজ্জন্য আরেকবার আযান দিতে।"

জুমুআর নামায পড়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে স্বাধীন পুরুষ পক্ষান্তরে ক্রীতদাস ও কিশোরগণ নহে। জুমুআ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে মুসাফির, রুগ্ন, সেবা শুশ্রূষাকারী ও অনুরূপ ধরনের মাজুর ব্যক্তিগণ। ফিকাহের কিতাবে ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

وَذَرُوا الْبَيْعَ অর্থাৎ যখন জুমুআর আযান হয় তখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি নাও এবং কেনা-বেচা বন্ধ কর। সকল সাহাবী (রা) এই ব্যাপারে একমত যে, দ্বিতীয় আযানের পর বেচাকেনা করা হারাম। মতান্তর দেখা দিয়াছে এই ক্ষেত্রে যে, তখন যদি

কেহ কিছু দেয় তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবে কিনা? আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ লেনদেনও নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝা যায়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া নামাযের জন্যে যাওয়ার ভিতরই তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা উহা উপলব্ধি করিতে পার।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ অর্থাৎ যখন তোমাদের নামায শেষ হয়।

فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ যেহেতু আযান শুনিয়া সকলে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া নামাযের জন্য মসজিদে সমবেত হইয়াছে, তাই নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাহাদিগকে আবার ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে হালাল রুজী-রোজগারের জন্য ছড়াইয়া পড়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হইল।

তাই ইরাক ইব্ন মালিক (রা) জুমুআর নামায শেষ করিয়াই মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُجِبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا اَمَرْتَنِىْ فَارْزُقْنِىْ مِنْ فَضْلِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়াছি। তোমার ফরয নামায আদায় করিয়াছি। এখন তোমার নির্দেশ মতেই রুজীর জন্য বাহির হইলাম। অতএব, তোমার অনুগ্রহের ভাণ্ডার হইতে আমাকে রুজী দান কর আর তুমিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।" এই হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন পূর্বসূরী হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন নামায শেষে ক্রয়-বিক্রয়ে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপার্জনে সত্তর গুণ বরকত দান করেন— শুধুমাত্র আল্লাহ্র আয়াত অনুসরণের কারণে। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন সর্বকাজের মাঝে আল্লাহ্র যিকির করিতে থাক এবং তোমাদের পার্থিব কাজকর্ম যেন আল্লাহ্র স্মরণ হইতে তোমাদিগকে দূরে না রাখে। কারণ উহাই তোমাদের আখিরাতের পুঁজি। তাই হাদীসে আছে ঃ "যে ব্যক্তি কোন বাজারে ঢুকিয়া 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হামদ্ ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শায়ইন কাদীর' দু'আটি পাঠ করে আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য দশ লাখ সওয়াব লিখান ও দশ লাখ পাপমোচন করেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ কোন বান্দাই অধিক যিকিরকারী হইতে পারিবে না যতক্ষণ না সে দাঁড়াইয়া কিংবা বসা অথবা শোয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকিরে মগ্ন থাকিবে।

(١١) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوٓا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

১১. যখন তাহারা দেখিল, ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তাহারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রাখিয়া উহার দিকে ছুটিয়া গেল। বল, আল্লাহ্র কাছে যাহা আছে তাহা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছেন যাহারা জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খুৎবারত অবস্থায় দণ্ডায়মান রাখিয়া সেইদিন মদীনায় আগাম ব্যবসায়ের মালামালের জন্য ছুটিয়া গেল। তাই তিনি বলেন ঃ

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا অর্থাৎ তাহারা হুযূর (সা)-কে খুতবারত অবস্থায় মিম্বরে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখিয়া ব্যবসায়ের মালামালের দিকে ছুটিয়া গেল।

কাতাদা, যায়েদ ইব্ন আসলাম, হাসান, আবুল আলিয়া (র) সহ অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) মনে করেন, উক্ত ব্যবসায়ের মাল ছিল দিহয়াহ্ ইব্ন খলীফার। সে তখন ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তবলা রাজাইয়া সে মাল পৌছার খবর জানাইল। ফলে তাড়াহুড়া করিয়া মাল কেনার জন্য মুসল্লীরা অধিকাংশই হুযূর (সা)-কে খুতবারত অবস্থায় মিম্বরে দাঁড়ান অবস্থায় রাখিয়া ছুটিয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মাত্র বারজন সাহাবী ব্যতীত সকলেই সেই ব্যবসায়ী কাফেলার কাছে ছুটিয়া গিয়াছিল। হুযূর (সা) তখন মিম্বরে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতেছিলেন।"

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) .... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জুমুআর খুতবা দিতেছিলেন, তখন মদীনায় এক ব্যবসায়ী কাফেলা পৌছিল। অমনি সাহাবীগণ প্রায় সবাই একযোগে সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। শুধুমাত্র বারজন রহিয়া গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম! যদি আমার কাছে কেহই অবশিষ্ট না থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই মদীনার এই প্রান্তর আগুনে পরিণত হইয়া তোমাদিগকে গ্রাস করিত। ঠিক তখনই এই আয়াত নাযিল হইল – وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ

قَآئِمًا সেই অবশিষ্ট বার সাহাবীর ভিতর হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) ছিলেন।"
وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا আয়াতাংশ দলীল হইল যে, ইমামকে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতে হইবে।

হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হইতে ইমাম মুসলিম (র) এক বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। উহাতে হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) জুমুআর দুই খুতবা পড়িতেন। দুই খুতবার মাঝে তিনি বসিতেন। খুতবায় তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করিতেন ও লোকদিগকে উপদেশ দিতেন।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, কারো মতে এই ঘটনা তখন ঘটে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযান্তে খুতবা পড়িতেন। আবূ দাঊদের কিতাবুল মারাযীলে এই বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) .... মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই ঈদের মতই জুমুআর খুতবাও নামাযের পরে পাঠ করিতেন। একবার তিনি সেভাবে নামাযান্তে খুতবা পড়িতেছিলেন। এমন সময় দিহয়্যা ইব্‌ন খলীফা ব্যবসায়ের মালামাল নিয়ে আসিল। এক ব্যক্তি যখন আসিয়া এই খবর দিল তখন মুষ্টিমেয় সাহাবী ছাড়া সকলেই চলিয়া গেলেন। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ مَاعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট পরকালে যে সকল পুরষ্কার রহিয়াছে তাহা পার্থিব এই ব্যবসায়ের মালামাল ও আনন্দ-কৌতুক হইতে অনেক উত্তম। তিনিই উত্তম রিয্‌কদাতা। যাহারা তাঁহার উপর ভরসা রাখিয়া তাঁহার নির্ধারিত সময়ে ও নির্দিষ্ট পথে রুজীর সন্ধান করিবে তাহাদের জন্যে পরপারের সেই সব পুরস্কার ও ইহকালের উত্তম রিয্‌ক মজুদ রহিয়াছে।

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত।

সূরা মুনাফিকূন

১১ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ

(٢) اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(٣) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

(٤) وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

১. যখন তোমার নিকট মুনাফিকগণ আসে তাহারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, 'আপনি নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র রাসূল।' আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদী।

২. তাহারা তাহাদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে এবং তাহারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তাহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ!

৩. তাহা এই জন্য যে, তাহারা ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছে। ফলে তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরিণামে তাহারা বোধশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

৪. তুমি যখন তাহাদের দিকে তাকাও তাহাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং উহারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে তাহাদের কথা শুন, যদিও তাহারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভের মত। তাহারা যে কোন শোরগোলকেই মনে করে তাহাদেরই বিরুদ্ধে। তাহারাই শত্রু, অতএব তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন। তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া কোথায় চলিয়াছে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকগণ সম্পর্কে জানাইতেছেন যে, তাহারা শুধু মুখে মুখেই ইসলাম কবূল করিতেছে। আর তাহাও তখন করিতেছে যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাযির হয়। অথচ তাহারা আন্তরিকভাবে ইসলাম কবূল করে নাই। পরন্তু অন্তরে বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ অর্থাৎ শুধু যখন তাহারা তোমার নিকট উপস্থিত হয় তখন তাহারা মুখে এইরূপ কথা বলে বটে, অন্তরে তাহারা তদ্রূপ নহে। তাই আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলকে মুনাফিকদের অবস্থা অবগত করাইলেন এবং জানাইলেন যে, মুনাফিকরা যাহাই ভাবুক আর যাহাই করুক না কেন, তিনি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল। তাই বলিলেন ঃ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ জানেন যে, নিশ্চয়ই আপনি তাঁহার রাসূল। অতঃপর তিনি আরও বলিলেন ঃ

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ অর্থাৎ তাহারা যাহা বলিতেছে মিথ্যা বলিতেছে। তাহাদের বাহ্যিক কথাটি মিথ্যা নহে বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহার আলোকে বলা যায়, তাহাদের বাহ্যিক কথাটি ভাওতা বা মিথ্যা। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ অর্থাৎ তাহাদের মিথ্যা শপথে মানুষ প্রতারিত হয়। তাহারা পাপাচারী লোকের দ্বারা নিজেদের বক্তব্যকে সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া চালায়। যাহারা তাহাদের চরিত্র সম্পর্কে জানে না ও যাহাদের সাধারণ পরিচয়ও রাখে না, তাহারা তাহাদিগকে মুসলমানই ভাবে। ফলে তাহারা যাহা করে তাহা অনুকরণ করে এবং যাহা বলে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। ফলে ইহা ইসলাম ও মুসলমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হইয়া দেখা দেয়। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ এইভাবে ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতির মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষে বাধা সৃষ্টির যে কাজ তাহারা করিতেছে তাহা বড়ই জঘন্য কাজ।

এই কারণেই যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) পড়িতেন : اِتَّخَذُوْا اِيْمَانَهُمْ جُنَّةً অর্থাৎ তাহাদের মৌখিক ঈমানের প্রকাশকে তাহারা আত্মরক্ষার ঢাল বানাইয়াছিল। ইহা ছিল তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য 'তাযিয়া' অবলম্বন নীতি।

অবশ্য জমহুরের পাঠ হইল : اَيْمَانَهُمْ অর্থাৎ তাহাদের শপথসমূহকে তাহারা তাহাদের কথা ও কাজের বিশ্বস্ততা প্রমাণের ঢাল বানাইত।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَيَفْقَهُوْنَ অর্থাৎ ইহা সন্দেহাতীত সত্য যে, ইসলাম হইতে কুফরে প্রত্যাবর্তনের কারণে, নিফাক তাহাদের ভাগ্যলিপি হইয়াছে। তাহারা হিদয়াতকে গোমরাহীতে পরিণত করার কারণে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তর্দৃষ্টিকে সিল করিয়া অন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে তাহাদের সত্য উপলব্ধির কোন ক্ষমতাই রহিল না। তাই হিদায়াত ও কল্যাণের পথ তাহাদের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল এবং বিভ্রান্তি তাহাদের ভাগ্যলিপি হইয়া দেখা দিল।

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ - وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ অর্থাৎ তাহারা দেখিতে আকর্ষণীয় তাহাদের কথা ও ভাষা প্রশংসনীয়। যখন কোন শ্রোতা তাহাদের কথা শুনিবে তখন তাহাদের ভাষার চমৎকার আকর্ষণ ও বর্ণনার মোহনীয়তায় বিমুগ্ধ হইবে। এত কিছু সত্ত্বেও তাহাদের ভিতর রহিয়াছে সংশয় দুলিটা, কুটিলতা, হতাশা, সন্দেহ পরায়ণতা। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন : يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ কোথাও কোন গণ্ডগোল বা শোরগোল দেখা দিলেই তাহারা ভাবে যে, হয়ত তাহাদের ব্যাপারেই কিছুই ঘটিয়া থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন :

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ - فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ - اُوْلٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ - وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا -

অর্থাৎ তোমাদের ব্যাপারে তাহারা কার্পণ্য দেখায়। তারপর যখন ভয়ের সময় আসে তখন তাহারা তোমাদের দিকে এমনভাবে চোখ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাকায়—যেন তাহাদের উপর মৃত্যুর বিভীষিকা চাপিয়া রহিয়াছে। অতঃপর যখন ভয়ের পালা শেষ হয় তখন তোমাদিগকে কর্কশ ভাষায় কথা শুনায় এবং গনীমতের সম্পদ পাইবার লালসায় আজে-বাজে কথা বলে। ইহারা বেঈমান। আল্লাহ্ তাহাদের আমল বরবাদ করিয়া দেন। আল্লাহ্র জন্য ইহা করা খুবই সহজ। সুতরাং তাহাদের হাঁকডাক ও বাগাড়ম্বর শূন্য ঢোলকের বেজায়বাদ্য বৈ নহে।

তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ـ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ অর্থাৎ ইহারা তোমাদের শত্রু। তাহাদিগকে বর্জন কর। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় ভুলিও না। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন। একটু ভাবিয়া দেখ, তাহারা সরল পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে কোথায় যাইতেছে?

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ "নিশ্চয়ই মুনাফিকগণকে চিনিবার বহু আলামত রহিয়াছে, তাহার সালাত হইল অভিশপ্ত, তাহাদের রুজী হল লুটপাট, তাহাদের গনীমাত হইল হারাম ও খেয়ানত, তাহাদের অপছন্দনীয় হইল মসজিদের নৈকট্য, তাহাদের নামায হইল শেষ ওয়াক্তে, তাহারা অহংকারী ও দাম্ভিক হয়, নম্রতা, বিনয় ও আত্মনিবেদন তাহাদের ধাতে সহে না, তাহারা নিজেরা তো উহা করেই না, অপরের করাকেও পছন্দ করে না, দিনে খুব মউজ করে ও রাতে মরা কাঠের মত পড়িয়া ঘুমায়।

(٥) وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَ رَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

(٦) سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

(٧) هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

(٨) يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৫. যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা আইস, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। তখন উহারা মাথা ফিরাইয়া নেয় এবং তুমি উহাদিগকে পাইবে যে, উহারা দম্ভভরে ফিরিয়া যায়।

৬. তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর উভয়ই উহাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ উহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

৭. উহারা বলে, 'আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করিও না, যতক্ষণ না উহারা সরিয়া পড়ে।' আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন ভাণ্ডার তো আল্লাহ্‌রই; কিন্তু মুনাফিকগণ তাহা বুঝে না।

৮. উহারা বলে, 'আমরা মদীনায় প্রবত্যাবর্তন করিলে তথা হইতে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করিবেই।' কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্‌রই, আর তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগের। তবে মুনাফিকগণ ইহা জানে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে খবর দিয়েছেন ঃ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ অর্থাৎ তাহাদিগকে যাহা বলা হয় তাহারা দম্ভভরে তাহা হইতে ঘাড় ফিরাইয়া নেয় এবং অবজ্ঞা ভরে উহা প্রত্যাখ্যান করে। মোটকথা, যথার্থ মুসলমানরা যখন তাহাদিগকে পরামর্শ দিল যে, চল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা দম্ভভরে ঘাড় ফিরাইয়া নিল এবং তাহাদের পরামর্শ উপেক্ষা করিল। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছ যে, তাহারা দম্ভভরে ঘাড় বাঁকাইয়া সদুপদেশ হইতে বিরত থাকে। ফলে তাহাদের ক্ষমার দুয়ার বন্ধ হইয়া যায়। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ - لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

অর্থাৎ তাহাদের জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা আর না করা সমান কথা। কারণ, আল্লাহ্ উহাদিগকে কোন অবস্থায়ই ক্ষমা করিবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও পাপাচারীকে পথ দেখান না।

সূরা বারাআতে এই ধরনের আয়াতের তাফসীর সবিস্তারে করা হইয়াছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট সব হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ উমর আদনী (র) হইতে আবূ হাতিমের সূত্রে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন ঃ

"আবূ সুফিয়ান সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাকে ক্ষমা প্রার্থনা জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আনার পরামর্শ দেওয়া হইলে সে দম্ভভরে উহা অস্বীকার করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া নিল এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বাঁকা চোখে পরামর্শদাতার দিকে তাকাইল।"

তবে অধিকাংশ পূর্বসূরীর মতে, এই আয়াত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূলের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। ইনশাআল্লাহ্ উহা আলোচিত হইতে যাইতেছে । মূলত ইহাই সঠিক মত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ "আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল তাহার গোত্রের সর্দার ও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। জুমুআর দিন যখন নবী করীম (সা) খুতবা প্রদানের জন্য মিম্বরের উপর বসিতেন, তখন সে দাঁড়াইয়া বলিত, 'হে লোক সকল ইনি আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি তোমাদের ভিতর আছেন বলিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাই তোমাদের জন্য অপরিহার্য হইল তাঁহাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। তোমরা তাঁহাকে সম্মান দিও, তাঁহার কথা শুনিও এবং তিনি যাহা বলেন তাহা অনুসরণ করিয়া চলিও।" ইহা বলিয়া সে বসিয়া যাইত।

ওহুদের যুদ্ধের সময় তাহার নিফাক প্রকাশ পাইল। সে সেখান হইতে হুযূর (সা)-এর ফরমান অমান্য করিয়া এক তৃতীয়াংশ সৈন্য লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিল। হুযূর (সা) যখন যুদ্ধ শেষে বহাল তবিয়তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং জুমুআর দিন খুতবা দানের জন্য মিম্বরে বসিলেন, তখন পূর্বের মতই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই দাঁড়িয়া কিছু বলার উপক্রম করিল। তখন এখান ওখান হইতে কয়েকজন সাহাবী দাঁড়াইয়া গেলেন ও তাহার জামা টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র দুশমন! বসিয়া যাও। তোমার এমন আর কথা বলার অধিকার নাই। তুমি যাহা কিছু করিয়াছ তাহা কাহারও অজানা নাই। সুতরাং তোমার এখন আর কোন কিছু বলার অধিকার নাই।'

ইহাতে সে অত্যন্ত নারাজ হইয়া সকলকে ডিঙ্গাইয়া বাহির হইয়া গেল এবং যাবার পথে বলিতে ছিল, আমি কি কোন খারাপ কথা বলিতে দাঁড়াইয়াছিলাম? বরং আমিতো তাঁহার কাজ আরও জোরদার করার কথাই বলিতাম। কতিপয় আনসার তাহাকে মসজিদের দরজায় ঘিরিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, কি হইয়াছে। সে বলিল, আমি তো তাঁহার কথা জোরদার করার জন্য দুই কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম। অথচ তাঁহার কতিপয় সহচর লাফাইয়া উঠিয়া আমার জামা টানিয়া ধরিল ও হুমকি-ধমকি দিয়া বসাইয়া দিল। আমি কি খারাপ কিছু বলিতাম? আমার তো উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাকে সাহায্য-সহায়তা দানের কথা বলিব। তাহারা বলিলেন, ঠিক আছে এখন তুমি আমাদের সাথে সিরিয়া চল। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ করিব তোমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে। সে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "উহার কোন প্রয়োজন আমার নাই।"

কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ এই আয়াত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঘটনাটি ছিল এই ঃ

তাহার আত্মীয়দের এক তরুণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাহার কিছু খারাপ কথাবার্তা সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিয়া সে সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে সে উহার সত্যতা অস্বীকার করিল এবং কসম করিয়া বলিল, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আনসারগণ তাহার কথা বিশ্বাস করিল এবং তরুণ সাহাবীকে অনেক মন্দ

কথা শুনাইল খুব করিয়া ধমকাইয়া এমনকি তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল। তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। উহাতে যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকের মিথ্যা শপথের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিলেন এবং তরুণ লোকটির অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হইল, তখন তাহাকে বলা হইল, চল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে। তিনি তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। সে মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল এবং তাঁহার কাছে গেল না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুণ্য অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন মনযিলে অবতরণ করিতেন, তখন সেখানে নামায না পড়িয়া রওয়ানা হইতেন না। তাবূকের যুদ্ধে তিনি খবর পাইলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই বলিয়া বেড়াইতেছে যে, আমরা মদীনার প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ দুর্বল লোকগুলোকে মদীনায় গিয়াই তাড়াইয়া দিব। তাই হুযূর (সা) দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া তিনি রওয়ানা হইলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে বলা হইল, তুমি হুযূর (সা)-এর নিকট গিয়া আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও। আলোচ্য আয়াতে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

এই হাদীসের সনদ সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (রা) পর্যন্ত তো ঠিক আছে। কিন্তু তিনি যে ঘটনাটিকে তাবূকের যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন এই ব্যাপারে প্রশ্ন রহিয়াছে। বরং ইহা ঠিক নহে। কারণ তাবূকের যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল ছিলই না। সে তো একদল সৈন্য নিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থেসমূহে দেখা যায় যে, এই ঘটনা হইল বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধের সময়কার ঘটনা।

বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধের উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন হাব্বান হইতে ইব্ন ইসহাকও তাঁহার নিকট হইতে ইউনুস ইব্ন বুকায়ের বর্ণনা করেন ঃ "এই যুদ্ধের সময় হুযূর (সা) এক জায়গায় অবস্থান নিয়াছিলেন। সেখানে হযরত জুহজাহ ইব্ন সাঈদ গিফারী ও হযরত সাঈদ ইব্ন সিনানের ভিতর পানি লইয়া ঝগড়া চলিতেছিল। জুরজাহ ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কর্মচারী। ঝগড়াটি দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিতেছিল। অবশেষে সিনান আনসারগণের ও জুহজাহ মুহাজিরগণের সাহায্য কামনা করেন। এই ঘটনা প্রবাহের সময় হযরত যায়েদ, ইব্ন আব্বাস (রা) সহ একদল আনসার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর নিকট বসা ছিলেন। সে যখন এই ঘটনা শুনিল, তখন বলিল, দেখ তো, আমাদেরই শহরে মুসলিমরা আমাদের উপর হামলা চালাইয়াছে। আল্লাহ্র কসম! আমাদের ও কুরাইশ মুহাজিরদের সম্পর্ক এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমাকে কামড়ানোর জন্যই যেন আমরা কুকুরকে ঘি, ননী খাওয়াইয়া মোটা তাজা করিয়াছি। আল্লাহ্র শপথ! মদীনায় ফিরিয়া গিয়া আমরা সবলরা সেই সব ছিন্নমূল দুর্বলগণকে তাড়াইয়া দিব।

অতঃপর সে ধীরে ধীরে তাহার নিকট সমবেত আনসারগণকে বুঝাইতে লাগিল যে, দেখ, এই সব আপদ তোমরা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়াছ। তোমরাই তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া নিজের শহরে স্থান দিয়াছ। তাহাদিগকে তোমাদের বাড়ী ঘর ও সম্পদের আধাআধি হিস্সা দান করিয়াছ। এখনও যদি তোমরা তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য দান বন্ধ কর, তাহা হইলে অভাবে পড়িয়া তাহারা মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

হযরত যায়েদ ইব্ন আকরাম (রা)-এর বয়স তখন কম ছিল। তিনি এই সব কথা শুনিয়া সোজাসুজি হুযূর (সা)-এর কাছে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার কাছে সব কথা তুলিয়া ধরেন। তখন সেখানে উমর ফারুক (রা) বসা ছিলেন। তিনি উত্তেজিত হইয়া আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আব্বাদ ইব্ন বিশরকে নির্দেশ দিন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর গর্দান উড়াইয়া দিতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহা হইলে এই কথাই জনসাধারণের ভিতর রটিয়া যাইবে যে, মুহাম্মদ (সা) তাহার সংগীদের গলাকাটা শুরু করিয়াছে। এই কাজটি ঠিক হইবে না। যাও, এখনই সবাইকে মদীনায় রওয়ানা হইবার কথা ঘোষণা করিয়া দাও।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই খবর জানিতে পাইল যে, তাহার সব কথা ফাঁস হইয়া গিয়াছে তখন সে অস্থির হইয়া পড়িল। সংগে সংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছুটিয়া গেল এবং ইনাইয়া বিনাইয়া মিথ্যা বাহানা করিয়া নিজের কথা নির্দোষ প্রমাণের প্রয়াস পাইল। এমনকি শপথ করিয়া সে বলিল, ওই সব কথা সে আদৌ বলে নাই। যেহেতু সে নিজ গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি ছিল, তাই উপস্থিত সবাই বলিল, হুযূর (সা)! যায়েদ ছোট মানুষ। সে হয়ত ভুল শুনিয়া ও ভুল বুঝিয়া ওই সব কথা বলিয়াছে। এখন তো অন্যরকম প্রমাণ হইল।

হুযূর (সা) সংগে সংগেই নির্ধারিত সময়েই আগেই সকলকে মদীনায় রওয়ানা হইতে নির্দেশ দিলেন। পথে হযরত উসায়েদ ইব্ন হুমায়ের (রা)-এর সহিত দেখা হইল। তিনি হুযূরের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নির্ধারিত সময়ের আগেই ফিরিয়া যাইতেছেন কেন? হুযূর (সা) বলিলেন, তোমরা কি শুনিতে পাও নাই যে, তোমাদের সাথী আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই কি বলিয়াছে? সে তো বলিতেছে, মদীনায় ফিরিয়া গিয়া সবলরা দুর্বলগণকে শহর হইতে বহিষ্কার করিবে। হযরত উসায়েদ (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সবল তো আপনিই। সেই তো দুর্বল। আপনি তাহার কথার কোনই মূল্য দিবেন না। মূলত লোকটি বড়ই অন্তর্জ্বালায় ভুগিতেছে। সকল মদীনাবাসী একমত হইয়াছিল তাহাকে সর্দার হিসাবে বরণ করার জন্য। তাহার মাথার তাজ প্রস্তুত করা হইতেছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আপনাকে নিয়া আসিলেন। ফলে তাহার হাত হইতে রাজ্য খসিয়া গেল। ফলে সে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে।

তথাপি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগাইয়া চলিলেন। দ্বি-প্রহরে চলা শুরু করিয়া বিকাল হইল, রাত্রি হইল, সকাল হইল, এমনকি রৌদ্রের প্রখরতা বাড়িল, তখন তিনি ছাউনি ফেলিয়া বিশ্রামের অনুমতি দিলেন, যেন মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া ইহা লইয়া কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়। যেহেতু সাহাবাগণ ক্রমাগত বিনিদ্র পথ চলার কারণে অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাই বিশ্রামের সাথে সাথে গভীর ঘুমে মগ্ন হইলেন। ইত্যবসরে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"আমি হুযূর (সা)-এর সংগে যুদ্ধে গিয়াছিলাম। জনৈক মুহাজির এক আনসারকে পাথর মারিয়াছিল। ইহা লইয়া ঝগড়ার সূত্রপাত হইল। এমনকি উভয়েই নিজ নিজ দলের সাহায্য চাহিল। হাঁকডাক শুরু হইল। হুযূর (সা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, ইহা কোন্ জাহেলীপনা শুরু হইল ? এই সব বাজে অভ্যাস ছাড়। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তদুত্তরে বলিল, আজ মুহাজিররা এই কাজ শুরু করিয়াছে ? আল্লাহ্র কসম! আমরা মদীনায় ফিরিয়া গিয়া সম্ভ্রান্তগণ ইতরজনকে তাড়াইয়া দিব।

তখন মদীনায় স্বভাবতই আনসারগণ সংখ্যায় মুহাজিরগণ হইতে বহুগুণে বেশী ছিল। পরে অবশ্য মুহাজিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হযরত উমর (রা) যখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর ঘোষণার খবর পাইলেন, তখন হুযূর (সা)-এর কাছে তাহাকে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া থামাইয়া দিলেন যে, লোকে বলিবে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার সহচর হত্যা করিতেছে।

সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (রা) হইতে হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আস মারওযী (র)-এর সূত্রে ইমাম আহমদ (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। হুমায়দীর সূত্রে ইমাম বুখারী(র)-ও উহা বর্ণনা করেন। সুফিয়ান হইতে আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) প্রমুখের সনদে ইমাম মুসলিম (র)-ও উহা বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) .... যায়েদ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"তাবূকের যুদ্ধে আমি হুযূর (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই বলিল, যদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাই তাহা হইলে অবশ্যই আমরা সবলরা মিলিয়া দুর্বলদের বহিষ্কার করিব। তখন আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া ইহা বলিলাম। তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই আসিয়া শপথ করিয়া বলিল, এরূপ কোন কথা সে বলে নাই। তখন আমার গোত্র আমাকে ভর্ৎসনা করিল ও অনেক মন্দ কথা শুনাইল। আমাকে তাহারা এই বলিয়া শাসাইল যে, কেন আমি এই কাজ করিলাম। আমি অত্যন্ত ব্যথা-ভারাক্রান্ত চিত্তে বিষণ্ন মুখে সেইখান হইতে চলিয়া আসিলাম। অতঃপর হুযূর (সা) আমাকে ডাকিয়া নিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অভিযোগের

সপক্ষে আয়াত নাযিল করিয়াছেন ও তোমার সত্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। তখন এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল ঃ

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَتُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا - وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لاَيَفْقَهُوْنَ - يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ -

এই আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীও শু'বা হইতে আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াসের সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) ...... নবী করীম (সা) হইতে তাহা বর্ণনা করেন। তিরমিযী ও নাসায়ীও উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে শু'বা হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

অপর হাদীস ঃ

ইমাম আহমদ (র) .... যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আমি আমার চাচার সহিত হুযূর (সা)-এর পরিচালনাধীন এক অভিযানে অংশ নিয়াছিলাম। তখন আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সলূলকে তাহার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলিতে শুনিলাম যে, রাসূলের সহচরগণকে কোন আর্থিক সাহায্য দিও না, আমরা মদীনায় ফিরিয়া সবলরা জুটিয়া দুর্বল লোকগুলিকে তাড়াইয়া দিব। আমি এই কথা আমার চাচাকে জানাইলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা জানাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ডাকাইয়া নিলেন। আমি তাঁহার কাছে সব কথা বলিলাম। তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ও তাহার সঙ্গীগণকে ডাকাইয়া নিলেন। তাহারা আসিয়া আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিল, তাহারা উহা বলে নাই। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমি মিথ্যুক প্রমাণিত হইলাম এবং সে সত্যবাদী হইল। তখন আমি এত দুঃখ পাইলাম যাহা জীবনে কখনও পাই নাই। বেদনাহত চিত্ত নিয়া তাঁবুকে ফিরিয়া আসিলাম। আমার চাচাও আমাকে বকাবকি করিলেন যে, এমন কাজই করিয়াছ যাহাতে হুযূর (সা)-এর কাছে মিথ্যাবাদী ও ভর্ৎসনার যোগ্য হইয়াছ। আমি লজ্জায় কোথাও বাহির হইতাম না। ইত্যবসরে এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ - وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ -

তখন রাসূল (সা) আমাকে ডাকাইয়া নিয়া উহা পড়িয়া শুনাইলেন। অতঃপর বলিলেন, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সত্যতা প্রকাশ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আমরা এক সফরে গিয়াছিলাম। সেখানে সাহাবায়ে কিরাম

অত্যন্ত আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইলেন। তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তাহার গোত্রীয় লোকগণকে বলিল, উহাদিগকে ততক্ষণ কোন আর্থিক সহায়তা করিবে না, যতক্ষণ না তাহারা মুহাম্মদের পার্শ্ব হইতে সরিয়া আসে। সে আরও বলিল, মদীনায় ফিরিয়া গিয়া আমরা বিত্তবানরা এই বিত্তহীন লোকগুলিকে তাড়াইয়া দিব।

আমি তাহার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়া উহা বলিলাম। তখন তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে খুব সকালে তলব করিলেন। সে আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে শপথ করিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যায়েদ মিথ্যা বলিয়াছে, আমি উহা বলি নাই। তাহাদের কথায় আমার অন্তরে খুব আঘাত লাগিল। তখন আমার সত্যতা ঘোষণা করিয়া এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِذَا جَاۤءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ـ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ـ

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে আহ্বান জানাইলেন আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য। কিন্তু সে মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ অর্থাৎ তাহাদের সুন্দর নাদুস-নুদুস দেহাকৃতি দেখিলে মনে হয় দেয়ালে জড়ানো কাছের স্তম্ভ।

যুহায়রের সনদে বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইসরাঈল সূত্রে ইমাম তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম তিরমিযী (র) যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আমি এক যুদ্ধে হুযূর (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তাঁহার সহিত কতিপয় বদ্দু আরবও ছিল। তাহারা জলাশয়ের কাছে আগে ভাগেই পৌঁছিতে চেষ্টা করিত। আমরাও অনুরূপ চেষ্টা করিতাম। একবার এক বৃদ্ধ গিয়া পূর্ণ জলাশয়টি একাই দখল করিয়া বসিল। উহার চারিপার্শ্বে পাথর বসাইয়া উপরে চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। এক আনসার আসিয়া সেই হাউজে নিজের উটকে পানি পান করাইতে চাহিল। সে বাধা দিল। আনসার লোকটি জোর করিয়া পানি পান করাইতে চাহিল। তখন সেই বৃদ্ধ এক খণ্ড কাঠ দিয়া আনসার লোকটির মাথায় আঘাত করিল। ফলে তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। আনসার লোকটি যেহেতু আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর গোত্রের ছিল, তাই সে সোজাসুজি তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল এবং তাহার কাছে ঘটনাটি বিবৃত করিল। আব্দুল্লাহ্ ভয়ানক উত্তেজিত হইল এবং বলিল, এই বদ্দুগুলিকে কিছুই দিও না। কিছুদিন খাইতে না পাইলেই তাহারা ভাগিয়া যাইবে। যেহেতু সেই বদ্দুরা হুযূর (সা)-এর সঙ্গে বসিয়া খাইত, তাই সে

বলিল, তোমরা রাসূলের খানা এমন সময় পৌঁছাইবা যখন বদ্দুরা তাঁহার কাছে না থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন উপস্থিত অন্যান্য সহচর নিয়া খানা খাইবেন। তাহারা বাদ পড়িয়া যাইবে। এইভাবে দুই চারিদিন চলিলেই অনশন-উপবাসে কষ্ট পাইয়া উহারা ভাগিয়া যাইবে। তারপর আমরা মদীনায় গিয়া এই ইতর লোকগুলিকে বাহির করিয়া দিব।

আমি তখন হুযূর (সা)-এর নিকট উহা জানাইবার জন্য আমার চাচার কাছে সব কিছু বলিলাম। তিনি হুযূর (সা)-এর কাছে উহা বলিলেন। হুযূর (সা) তাহাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলে সে শপথ করিয়া উহা অস্বীকার করিল। ফলে হুযূর (সা) তাহাকে সত্যবাদী ও আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিলেন। চাচা আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, তুমি ইহা কি করিলে ? হুযূর (সা) তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি এবং উপস্থিত সকলেই তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া মনে হইল যেন আমার মাথার উপর দুঃখের পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমি দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তে লজ্জায় মাথা নত করিয়া হুযূর (সা)-এর সহিত চলিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পর হুযূর (সা) আসিয়া কাছাকাছি আসিয়া কান ধরিলেন। আমি মুখ তুলিয়া হুযূর (সা)-এর দিকে তাকাইতেই তিনি মুচকি হাসি দিয়া আগাইয়া চলিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! তখন আমার এত আনন্দ দেখা দিল যে, সারা দুনিয়ার আবাদ এলাকা যদি আমাকে দান করা হইত তাহা হইলেও আমি তত আনন্দ পাইতাম না আর পরক্ষণেই আবূ বকর (রা) আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে হুযূর (সা) কি কথা বলিলেন ? আমি বলিলাম, তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। শুধু আমার কান ধরিয়া টান দিয়াছেন এবং আমার দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসি দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ব্যস, তুমি খুশী হও। তারপর উমর ফারূক (রা) আগাইয়া আসিয়া একই প্রশ্ন করিলেন। আমিও পূর্বানুরূপ জবাব দিলাম। পরদিন সকাল বেলায়ই সূরা মুনাফিকূন নাযিল হইল ও হুযূর (সা) উহা পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইলেন।

এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) এককভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ্' বলিয়াছেন।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) হইতে হাকিমের সূত্রে ইমাম বায়হাকী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি উপরোক্ত বর্ণনার 'সূরা মুনাফিকুন' ব্যাক্যাংশের সহিত اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ হইতে لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا পর্যন্ত আয়াত কয়টির সংযোজন ঘটাইয়াছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন লাহিআ ও মূসা ইব্‌ন উকবা তাঁহাদের মাগাযী গ্রন্থে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর খবর হুযূর (সা)-এর কাছে পৌঁছাইয়াছেন আওস ইব্‌ন আকরাম (রা)। তিনি হারিছ ইব্‌ন খাযরায

গোত্রের লোক। হযরত যায়েদ ইব্ন আরকাম ও আওস ইব্ন আরকাম উভয়ই খবর পৌছাইয়াছেন। ইহাও হইতে পারে যে, কোন বর্ণনাকারী নাম শুনিয়া ভুল করিয়াছিল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আমর ইব্ন সাবিত আল আনসারী ও উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট যুদ্ধটি ছিল মুরায়সিয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধেই হুযূর (সা) খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা)-কে পাঠাইয়া মুসাল্লাল ও সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 'মানাত' প্রতিমাটি ধ্বংস করাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধেই আনসারদের মিত্র কাহাফ গোত্রের এক ব্যক্তি ও এক মুহাজিরের মাঝে ঝগড়া হইয়াছিল। বাহাসী সাহায্যের জন্য আনসারগণকে ও মুহাজির লোকটি মুহাজিরগণকে আহ্বান জানাইয়াছিল। উভয় গ্রুপ হইতেই কিছু লোক জড়ো হইয়া ঝগড়ায় লিপ্ত হইল। ঝগড়া শেষ হইলে দুর্বল ঈমানের ও মুনাফিক চরিত্রের কিছু আনসার আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর কাছে সমবেত হইল। তাহারা তাহাকে বলিল, আমরা তো তোমার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিতেছিলাম। তুমি আমাদিগকে শত্রুর হাত হইতে হেফাজত করিতে। এখন তো দেখি তুমি নিষ্কর্মা হইয়া গিয়াছ। না আমাদের কল্যাণ নিয়া ভাবিতেছ, না আমাদের ক্ষতি ঠেকাইতেছ। তুমিই 'জালাবীব'গণকে এতখানি বাড়াইয়াছ যে, এখন তাহারা আমাদিগকে হামলা করিতেছে। নতুন মুহাজিরগণকে আনসাররা জালাবীব বলিত।

তখন আল্লাহ্র দুশমন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তাহাদিগকে বলিল—আল্লাহ্র কসম! আমরা বনেদী লোকেরা মদীনায় ফিরিয়া গিয়া এই ইতর লোকগুলিকে তাড়াইয়া দিব। অন্যতম মুনাফিক মালিক ইব্ন দুখশন বলিল, আমি তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছিলাম যে, এই লোকগুলিকে টাকা পয়সা দিও না। তাহা হইলেই তাহারা না খাইতে পাইয়া ভাগিয়া যাইবে।

এইসব কথা হযরত উমর ফারূক (রা) শুনিতে পাইলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন এইসব ফিতনার মূল নায়ক আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে খতম করিয়া ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রশ্ন করিলেন, আমি অনুমতি দিলে কি তুমি তাহাকে হত্যা করিবে ? উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এই হাতেই তাহার গর্দান উড়াইব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে বলিলেন, বস! ইত্যবসরে হযরত উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের (রা)-ও অনুরূপ দাবী নিয়া হাযির হইলেন। তিনি একজন আনসার ও বনূ তালহা গোত্রীয় লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকেও পূর্বানুরূপ প্রশ্ন করিলে তিনিও উমর (রা)-এর মতই জবাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকেও বসাইলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই তিনি

মদীনায় রওয়ানা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাই সবাই নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই রওয়ানা দিল। তাহারা একাধারে একদিন এক রাত ও পরদিন রৌদ্র প্রখর হওয়া পর্যন্ত চলিতে লাগিলেন। প্রখর রৌদ্রের কারণে কিছুক্ষণের জন্য তাঁবু ফেলিয়া বিশ্রাম নিলেন। বেলা ঢলিয়া পড়ার সাথে সাথে আবার চলা শুরু করিলেন। এইভাবে ক্রমাগত চলিয়া তৃতীয় দিন সকালে কাফা মুশাল্লাল হইতে মদীনায় পৌছিলেন।

অতঃপর হুযূর (সা) হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যদি তোমাকে অনুমতি দিতাম তাহা হইলে কি তাহাকে হত্যা করিতে ? উমর (রা) বলিলেন, নিশ্চয়, আমি তাহার শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতাম। হুযূর (সা) বলিলেন, তুমি যদি সেদিন তাহার শিরোচ্ছেদ করিতে তাহা হইলে অনেকের নাসিকাই ধূলিমাখা হইয়া যাইত। আজও আমি যদি অনুমতি দেই তাহাকে হত্যা করার তাহা হইলে সবাই ঝাঁপাইয়া পড়িবে তাহাকে হত্যা করিতে। তখন মানুষ এই কথা বলার সুযোগ পাইত যে, মুহাম্মদ (সা) তাহার সঙ্গী-সাথীগণকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এই ঘটনা উপলক্ষেই সূরা মুনাফিকূনের আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে।

এই বর্ণনাটি অত্যন্ত গরীব। তবে ইহাতে কিছু মূল্যবান কথা রহিয়াছে যাহা অন্য সব বর্ণনায় পাওয়া যায় না। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) এক বর্ণনায় বলেন ঃ

মুনাফিক আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রা) পাক্কা মুসলমান ছিলেন। এই ঘটনার পর তিনি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া সবিনয়ে আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জানিতে পাইলাম, আমার পিতা আবোল তাবোল যাহা কিছু বলিয়াছে তাহার প্রতিদান স্বরূপ আপনি তাহাকে হত্যার অনুমতি দিতে চাহেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সেই অনুমতি অন্য কাহাকেও না দিয়া আপনি আমাকেই দিন। আমি নিজেই গিয়া তাহার মাথা কাটিয়া আপনার পদপ্রান্তে উৎসর্গ করিব। আল্লাহ্র কসম! খাযরাজ গোত্রের প্রতিটি লোক জানে যে, আমার চাইতে বেশী কোন পুত্র তাহার পিতাকে শ্রদ্ধা করে না ও ভালবাসে না। তথাপি আমি আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশে আমি আমার প্রিয়তম পিতার গর্দান নিতেও প্রস্তুত রহিয়াছি। পক্ষান্তরে আপনি যদি এই দায়িত্ব অন্য কাহাকেও দেন এবং সে তাহাকে হত্যা করে, তাহা হইলে আমার ভয় হয়, হয়ত পিতৃহত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায় অন্ধ হইয়া আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। সেক্ষেত্রে ইহা সুস্পষ্ট যে, এক কাফিরের বদলা নিতে গিয়া আমি এক মুসলমানকে হত্যা করিয়া জাহান্নামী হইব। তাই আপনি দয়া করিয়া আমার পিতাকে হত্যার দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না, আমি তাহাকে হত্যা করিতে চাহি না; তাহার সহিত আরও নম্র ও উদার ব্যবহার চাই। কারণ, সে যতদিন আমাদের সাথী হিসাবে থাকিবে ততদিন তাহার সহিত এই ব্যবহার করিতে হইবে।

ইকরামা ও ইব্ন যায়েদ বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সসৈন্য মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন মুনাফিক আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা) খোলা তরবারি হাতে লইয়া মদীনার প্রবেশ দ্বারে অবস্থান নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গীগণ দলে দলে মদীনায় প্রবেশ করিতেছিলেন। অবশেষে যখন তাহার পিতা মদীনায় প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইল, তখন তিনি বলিলেন, এখানে দাঁড়াও, মদীনায় প্রবেশ করিও না। সে বলিল, কেন, কি হইয়াছে। আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন ? হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত মদীনায় তোমার প্রবেশাধিকার নাই। তিনিই বনেদী লোক আর তুমিই ইতর লোক। এই বলিয়া তিনি তাঁহার পিতাকে ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাযির হইলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল তিনি সেনাবাহিনীর সব সময় পশ্চাদ্ভাগে থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তাঁহার কাছে নিজ পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে প্রশ্ন করিলেন, তাহাকে বাধা দিতেছ কেন ? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি যতক্ষণ অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ সে ঢুকিতে পারিবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ফলে আব্দুল্লাহ্ (রা)-ও তাহাকে শহরে প্রবেশ করিতে দিলেন।

ইমাম হুমাইদী (র) .... আবূ হারূন আল মাদানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ উবাই ইব্ন সলূল তাহার পিতাকে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! 'সম্ভ্রান্ত রাসূল (সা), ও ইতর আমি এই কথা না বলা পর্যন্ত আমি তোমাকে কখনও মদীনায় প্রবেশ করিতে দিব না।' অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার উপর আমার পিতার প্রভাব এত বেশী যে, আমি কখনও তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলি না। তথাপি যদি আপনি তাহার উপর নারাজ হইয়া থাকেন তাহা হইলে হুকুম করুন আমি তাহার মাথা কাটিয়া আপনার খেদমতে পেশ করি। তবে দয়া করিয়া অন্য কাহাকেও এই কাজের অনুমতি দিবেন না। এমন না হউক যে, সেক্ষেত্রে আমি আমার পিতৃ-হন্তাকে চোখের সামনে চলাফেরা করিতে দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হই।

(٩) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ○

(١٠) وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ○

(١١) وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

৯. হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে উদাসীন না রাখে। যাহারা উদাসীন হইবে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

১০. আমি তোমাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে দান করিবে তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিবার আগে, অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান সাদকা করিতাম এবং নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

১১. কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হইবে, আল্লাহ্ কখনও তাহাকে অবকাশ দিবেন না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে বেশী বেশী করিয়া আল্লাহ্র যিক্র ও স্মরণে নিমগ্ন থাকার নির্দেশ দিতেছেন। পক্ষান্তরে যাহাতে তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়া যেন তাহাদিগকে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে গাফেল করিতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখিতে বলিতেছেন। তিনি আরও জানাইতেছেন যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়া ব্যস্ত থাকিয়া যেন তাহারা তাহাদের মূল কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন না হয়। কারণ, এই ঔদাসীন্য তাহাদিগকে কিয়ামতে সপরিবারে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বান্দাগণকে দান-খয়রাত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে গিয়া বলেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِىْ اِلٰىٓ اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

অর্থাৎ মৃত্যু আসার আগেই দান-খয়রাত কর। অন্যথায় মৃত্যুকালীন অসহায় অবস্থায় আক্ষেপ করা ও দান-খয়রাত করিয়া মরার সুযোগ ও সময় প্রার্থনা করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে। মৃত্যুর বিধান এইরূপ অমোঘ যে, হাজার কাকুতি-মিনতিতেও তাহা টলিবার নহে। তখন আর সময় কোথায়, যে বিপদ আসার ছিল তাহা আসিয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে কাফিরগণও এইরূপ বলে—যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰىٓ اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ـ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ـ

অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ) লোকদিগকে সেইদিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যেদিন তাহাদের সামনে মহাশাস্তি উপস্থিত হইবে এবং তখন সেই আত্মপীড়করা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে কিছু সময় দাও যেন আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি ও তোমার রাসূলকে অনুসরণ করিতে পারি ...।'

এই আয়াতে তো কাফিরগণকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। অপর এক আয়াতে যাহাদের পুণ্যের পাল্লা কম হইবে তাহাদের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

حَتّٰى اِذَا جَاۤءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلاَّ ـ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ـ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ

অর্থাৎ যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, হে প্রভু! আমাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে ফিরাইয়া দাও তাহা হইলে আমরা পুণ্য কাজ করিব .... ইত্যাদি।

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاۤءَ اَجَلُهَا ـ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ যাহার নির্ধারিত সময় আসিয়া যাইবে তাহাকে আর কোনক্রমেই সময় দেওয়া হইবে না। কারণ, আল্লাহ্ পাক খুব ভালভাবেই জানেন, মৃত্যুকালে প্রদত্ত ওয়াদা সময় দেওয়া হইলে কে কতটুকু পালন করিবে, দেখা যাইবে সময় পাইয়া তাহারা অভ্যস্ত সেই পাপের কাজেই লিপ্ত হইতেছে। তাই আল্লাহ্ বলিলেন, তোমরা যাহা করিবে তাহা আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন।

ইমাম তিরমিযী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"যে ব্যক্তি বিত্তবান হইয়াও হজ্জ করিল না ও যাকাত দিল না, সেই লোক মৃত্যুর সময় আসিল শুনিয়া আরও কিছুদিন থাকার আব্দার করে।" তখন এক ব্যক্তি বলিল, হে ইব্ন আব্বাস! আল্লাহ্কে ভয় কর। একমাত্র কাফিরই দুনিয়ায় থাকার আব্দার জানায়। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, দুনিয়া হইতে তাড়াতাড়ি যাইতে চাও কেন ? শুন, আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلاَ اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَ

اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا ـ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

লোকটি তখন প্রশ্ন করিল, কতটুকু সম্পদ হইলে যাকাত ফরয হয় ? তিনি বলেন, দুই শত কিংবা তদুর্ধ্ব হইলে। সে আবার প্রশ্ন করিল, হজ্জ কখন ফরয হয় ? তিনি উত্তর দিলেন, পথ খরচ ও বাহন ব্যবস্থা থাকিলে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য সনদে তিরমিযী (র) উহা বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাক ও আবূ জানাব কালবীর সঙ্গে সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনাও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি সহীহ্ বলেন। তবে আবূ জানাব কালবী (র) তিনি দুর্বল রাবী বলিয়াছেন।

আমার কথা হইল, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাকের বর্ণনার সূত্রে অবিচ্ছিন্ন নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ দারদা (রা) বলেন ঃ "আমরা রাসূল (সা)-এর নিকট আয়ু বৃদ্ধির ব্যাপারে আলোচনা করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক নির্ধারিত মৃত্যুকাল বিলম্বিত করেন না। তবে যাহার নেক সন্তান থাকে সে কবরে বসিয়া সন্তানের দোয়ার সুফল ভোগ করে। আয়ু বৃদ্ধির তাৎপর্য ইহাই।"

সূরা তাগাবুন

১৮ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(٢) هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

(٣) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

(٤) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সার্বভৌম মালিকানা তাঁহারই এবং প্রশংসা তাঁহারই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং কেহ মু'মিন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক্‌দ্রষ্টা।

৩. তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন–তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুশোভন; আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁহারই নিকট।

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন যাহা তোমরা গোপন কর ও যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।

তাফসীর ঃ তাবারানী (র) ...... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ

"এমন কোন শিশু জন্ম নেয় না যাহার মাথার জোড়ার মাঝখানে সূরা তাগাবুনের পাঁচটি আয়াত লিপিবদ্ধ থাকে না।"

ইব্ন আসাকির আল ওয়ালিদ ইব্ন সালেহ্র জীবনী গ্রন্থে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। তবে বর্ণনাটি গরীব ও মুনকার।

আল 'মুসাব্বাহাত' শীর্ষক সূরাগুলির ইহাই শেষ সূরা।

বারী তা'আলা ও মালিকুল মুলকের প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায় সমগ্র সৃষ্টি জাতি যে সদা মুখর এই সম্পর্কেই পূর্বেই বলা হইয়াছে।

তাই আল্লাহ্ পাক পরক্ষণেই বলেন ঃ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির সার্বভৌম মালিকানা তাঁহারই। ফলে তিনি সকলের প্রশংসিত সত্তা। কারণ সৃষ্টিও তিনি করিয়াছেন এবং সকল আকৃতি, প্রকৃতি ও পরিমিতি তিনিই নির্ধারণ করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কেহ তাহা ঠেকাইতে পারে না, কেহ বাধা দেয়ারও ক্ষমতা রাখে না। তিনি যাহা চাহেন না, তাহার কিছুই হইতে পারে না।

তারপর তিনি বলেন ঃ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ অর্থাৎ তিনিই সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে কিছু লোক কাফির হইতেছে ও কিছু লোক মু'মিন হইতেছে। তিনি ভালভাবেই জানেন, হিদায়াত লাভের উপযোগী কে? তেমনি তিনি ইহাও জানেন যে, বিভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য কে ? তিনি প্রতিটি কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন।

তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ অর্থাৎ তোমরা যাহা কিছু করিতেছ তাহা তিনি দেখিতেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ তিনি পূর্ণ ভারসাম্য সৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত নিপুণতা সহকারে নভোমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অর্থাৎ তোমাদিগকে তিনি অত্যন্ত চমৎকার গড়ন দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ ـ فَعَدَلَكَ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاءَ رَكَّبَكَ ـ

অর্থাৎ হে মানব! তোমাকে তোমার সদয় প্রতিপালক হইতে কোন বস্তু উদাসীন করিয়াছে ? তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তারপর সুষম করিয়াছেন এবং যেভাবে যাহাকে তিনি গড়িতে চাহিয়াছেন সেইভাবেই গড়িয়াছেন।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসস্থান ও আকাশকে ছাদ বানাইয়াছেন এবং তিনিই তোমাদিগকে চমৎকার আকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ অবশেষে তোমাদিগকে তাঁহার কাছেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং তিনিই তোমাদের শেষ আশ্রয়স্থল।

পরিশেষে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتُسِرُّوْنَ وَمَاتُعْلِنُوْنَ অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রত্যেকটি বস্তু বা ব্যক্তির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। এমনকি তিনি অন্তর্যামী হিসাবে সকলের অন্তরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

(٥) اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٦) ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَ تَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○

৫. তোমাদের নিকট কি পৌছে নাই পূর্ববর্তী কাফিরগণের বিবরণ ? উহারা উহাদের কর্মের মন্দ ফল আস্বাদন করিয়াছিল এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬. উহা এই জন্য যে, উহাদের নিকট উহার রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিত। তখন উহারা বলিত, 'মানুষই কি আমাদিগকে পথের সন্ধান দিবে ?' অতঃপর উহারা কুফরী করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু ইহাতে আল্লাহ্র কিছুই আসে যায় না। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা অতীতের জাতিসমূহের আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁহার প্রচারিত সত্য দীনের বিরোধীতা ও উহার মর্মান্তিক করুণ পরিণতি সম্পর্কে আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ তোমরা কি অতীতের কাফিরগণের কর্মফল ও তাহাদের করুণ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত নহ ?

فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ অর্থাৎ তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের জন্যে পৃথিবীতেই অনেক দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনার শিকার হইয়াছে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ পরকালেও তাহাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।

অতঃপর তিনি উহার কারণ বর্ণনা করেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّه كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ অর্থাৎ উহা এই কারণে যে, তাহাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সহ সত্য উপস্থাপন করার পর তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহারা সন্দিগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন তুলিয়াছে ঃ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا অর্থাৎ তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের মত একটি লোক আল্লাহ্র রাসূল হইয়া তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে এই কথা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا অর্থাৎ এই অবিশ্বাস হইতেই তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বিপথে চলিয়া গেল ও পরিণামে চরম লাঞ্ছনার শিকার হইল।

وَاسْتَغْنَى اللّٰهُ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র ব্যাপারে বেপরোয়া হইল ও তাঁহার রাসূল ও সত্য বিধানকে উপেক্ষা করিল।

وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না, তিনি তো সদা প্রশংসিত সত্তা।

(٧) زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

(٨) فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

(٩) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝
(١٠) وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৭. কাফিরগণ মনে করে যে, তাহারা কখনও পুনরুত্থিত হইবে না। বল, নিশ্চয়ই হইবে, 'আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হইবে। অতঃপর তোমরা যাহা করিতে সেই ব্যাপারে অবশ্যই তোমাদিগকে অবহিত করা হইবে। ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

৮. অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও যে নূর বা আলো আমি অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

৯. স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে, সেদিন হইবে প্রকৃত লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর আস্থাশীল ও সৎকর্মের অনুসারী, তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে; যাহার পাদদেশে নহর-নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। ইহাই মহাসাফল্য।

১০. কিন্তু যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। কতই মন্দ সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফির, মুশরিক ও মুলহিদগণের ভ্রান্ত ও অবিশ্বাসমূলক ধারণার অপনোদন ঘটাইয়া বলিতেছেন, তাহারা অবশ্যই পুনরুত্থিত হইবে। তাই তিনি তাঁহার রাসূলকে বলেন ঃ

قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ অর্থাৎ আপনি বলুন, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমরা উত্থিত হইবে এবং তোমাদের ছোট-বড় সকল কার্যকলাপের ফিরিস্তি তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ অর্থাৎ তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করিয়া তোমাদের কর্মফল প্রদান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খুবই সহজ কাজ।

আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলকে দিয়া তিন জায়গায় তাঁহার নামে শপথ করাইয়াছেন। ইহা হইল তৃতীয় স্থানটি। শপথের বিষয়বস্তু হইল পরকাল ও তাঁহার অস্তিত্বের সত্যতা। প্রথম আয়াত হইল সূরা ইউনুস। যেমন ঃ

وَيَسْتَنْبِؤُنَكَ اَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْ اِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ـ

(১) তাহারা কি তোমাকে উহার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে ? বল, আমার প্রভুর শপথ! উহা সত্য, তোমরা আল্লাহ্‌কে বিরত রাখিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় আয়াত হইল সূরা সাবায়। যেমন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَتَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ـ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ

(২) কাফিররা বলে, তাহারা কিয়ামতের সম্মুখীন হইবে না। বল, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম! কিয়ামত অবশ্যই ঘটিবে।

তৃতীয় আয়াত হইল আলোচ্য আয়াত ঃ

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ـ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَلِمْتُمْ ـ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ـ

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْ اَنْزَلْنَا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর, আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর ও তাঁহার উপর অবতীর্ণ নূর অর্থাৎ কুরআনের উপর ঈমান আন।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ তোমাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গোপন কাজও আল্লাহ্ অবহিত থাকেন।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সেইদিন যেহেতু আগের ও পরের সকল লোককে একসঙ্গে জমা করা হইবে এইজন্য সেইদিনের নাম দেওয়া হইল 'ইয়াওমুল জম'ঈ'। সেদিন একই সময় তাহাদের উত্থান ঘটিবে এবং একই সময় আহ্বানকারীর আহ্বান শুনিয়া চোখ খুলিবে। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ অর্থাৎ ইহা হইল লোকদিগকে হাযির করার ও সমবেত করার দিন। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে আগের ও পরের সকল লোক জমা করা হইবে।

আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ সেইদিন হইবে লাভ-লোকসানের দিন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'ইয়াওমুত তাগাবুন'-ও কিয়ামতের দিনের অপর নাম। কারণ সেইদিন জান্নাতীগণ জাহান্নামীগণকে প্রতিযোগিতায় পরাভূত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবে।

কাতাদা ও মুজাহিদ (র) এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ জাহান্নামীদের জন্য ইহা হইতে ক্ষতি ও ঠকের ব্যাপার কি হইতে পারে যে, জান্নাতীদের চোখের সামনে জাহান্নামীগণকে জাহান্নামে ও জাহান্নামীদের চোখের সামনে জান্নাতীগণকে জান্নাতে পৌছানো হইবে।

আমি বলিতেছি পরবর্তী আয়াতে তাগাবুনেরই ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। যেমন ঃ

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ـ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ـ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

অর্থাৎ মু'মিনগণের নেক আমলের কারণে তাহাদের গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে এবং তাহারা প্রবাহমান ঝর্ণাধারা বিশিষ্ট জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে। ফলে তাহা হইবে বিরাট সাফল্য। পক্ষান্তরে কাফির সম্প্রদায় আল্লাহ্র নিদর্শন অস্বীকার করার কারণে জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে। কতই জঘন্য সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!

ইতিপূর্বে এই ধরনের আয়াত কয়েকবার আসিয়াছে এবং সেইগুলির তাফসীরও কয়েকবার করা হইয়াছে।

(١١) مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(١٢) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

(١٣) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১১. আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং আল্লাহ্র উপর যে ঈমান আনে আল্লাহ্ তাহার অন্তরকে সঠিক পথে চালান। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

১২. আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা ঘাড় ফিরাইয়া লও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

১৩. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং মু'মিনগণের আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা উচিত।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই জানাইতেছেন, যাহা তিনি সূরা হাদীদে জানাইয়াছেন। যেমন ঃ

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ـ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ـ

অর্থাৎ পৃথিবীতে কিংবা মানুষের নিজের উপর যাহা কিছু বিপদাপদ আসে তাহা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই আসে এবং উহা সকলের অদৃষ্টলিপি বৈ নহে। আল্লাহ্‌র জন্য উহা আগাম জানিয়া লিপিবদ্ধ করা সহজ ব্যাপার। তাই বিপদাপদে সকলের ধৈর্যধারণ করিয়া আল্লাহ্‌র মর্জির উপর দৃঢ়পদ থাকা চাই এবং তাঁহার নিকট উহার বিনিময়ে সওয়াব ও ভাল কিছু পাওয়ার আশা রাখা চাই।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন–অর্থাৎ উহা পূর্ব নির্ধারিত ও আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত ব্যাপার।

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ـ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাহারই ইচ্ছায় আসিয়াছে আর সেইজন্য সে ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহ্‌র ব্যবস্থায় রাজী থাকে, আল্লাহ্ তাহার অন্তরকে সঠিক পথ নির্দেশনা দান করেন। আল্লাহ্ তো সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তাই তিনি তাহার এই ধৈর্য ও দৃঢ়তার উপযুক্ত সওয়াব ও উত্তম বিনিময় দান করেন।

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বলেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান তাহাদিগকে এই বুঝ দান করে যে, তাহার উপর যে বিপদ আসিয়াছে তাহা ভুলক্রমে আসে নাই এবং যাহা আসে নাই তাহাও ভুলের জন্য বাদ পড়ে নাই। আসা ও না আসা সবই আল্লাহ্‌র মর্জিতে হইয়াছে।

আ'মাশ (র) আবূ যবিয়ান সূত্রে আলকামা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَه অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিপদে অধীর না হইয়া আল্লাহ্‌র মর্জী হিসাবে ইহা সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইল আল্লাহ্ তাহার অন্তরকে সর্বাধিক পথ প্রদর্শন করিল।

ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম তাহাদের তাফসীরে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃতি করেন। وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের ও

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ অর্থাৎ বিপদ আসিলে সে 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পড়ে।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে ঃ মু'মিনের ক্ষেত্রে বিনয়ের ব্যাপার হইল এই যে, তাহার জন্য আল্লাহ্র তরফ হইতে যে ব্যবস্থাই আসে তাহাতেই সে লাভবান হয়। যদি তাহার উপর খারাপ কিছু আপতিত হয় তাহা হইলে সে ধৈর্যধারণ করিয়া সওয়াব ও উত্তম বিনিময় লাভ করে। পক্ষান্তরে যদি তাহার জন্য আল্লাহ্ পাক ভাল কিছু মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া লাভবান হয়। এই সৌভাগ্য মু'মিন ছাড়া আর কাহারও দেখা দেয় না।

ইমাম আহমদ (র) .... জুনাদাহ ইব্ন আবূ উমাইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! উত্তম কাজ কোন্টি ? তিনি বলেন, আল্লাহ্র উপর আস্থা রাখা, উহার সত্যতা ঘোষণা করা ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ইহা হইতে কোন সহজ কাজ চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্র তরফ হইতে তোমার কিসমতের যে ফয়সালা হয় তাহা সানন্দে মানিয়া লও এবং সেই ব্যাপারে কোন অভিযোগ তুলিও না।

ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহই ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যে বিধি-বিধান প্রদান করিয়াছেন উহা অনুসরণ করার ও যে সকল বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন তাহা পরিহার করিয়া চলার নির্দেশ দান করা হইতেছে।

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ যদি তোমরা ইহা অমান্য করিয়া বিপথে চল তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমার রাসূলের কাজ হইল তোমাদিগকে খোলাখুলিভাবে জানাইয়া দেওয়া আর তোমাদের কাজ হইল তাহা শুনিয়া কার্যকর করা।

ইমাম যুহ্রী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাকের দায়িত্ব রাসূল পাঠানো। রাসূলের দায়িত্ব বিধান পৌঁছানো ও আমাদের দায়িত্ব হইল মান্য করা।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ একক ও মুখাপেক্ষীহীন। তিনি ভিন্ন বিকল্প কোন প্রভু নাই। সুতরাং মু'মিনগণের তাঁহারই উপর নির্ভর করা চাই। কারণ, আল্লাহ্র একক ক্ষমতার উপর তাহাদের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা থাকা চাই।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا অর্থাৎ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রতিপালক তিনিই। তিনি ভিন্ন কোন প্রভু নাই। সুতরাং তাঁহাকেই অভিভাবক বানাও।

(١٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(١٥) اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

(١٦) فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

(١٧) اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

(١٨) عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১৪. হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কেহ কেহ তোমার শত্রু; অতএব তাহাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকিও। তোমরা যদি উহাদিগকে মার্জনা করা, উহাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং উহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তা তোমাদের জন্য পরীক্ষা; আল্লাহ্‌রই নিকট রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

১৬. তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁহার কথা শুন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে; যাহারা অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত তাহারাই সফলকাম।

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে কর্জে হাসানা দান কর, তিনি তোমাদের জন্য উহা বহুগুণ বৃদ্ধি করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল।

১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে জানাইতেছেন যে, তাহাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কেহ কেহ শত্রুতার কাজ করে অর্থাৎ তাহাদের কারণে নেক কাজ হইতে তাহারা গাফেল থাকে। যেমন তিনি বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে গাফেল না করে। যাহারা উহার কারণে গাফেল হইবে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।' তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ

فَاحْذَرُوْهُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়েদ (র) বলেন ঃ তাহাদিগকে তোমাদের দীনের লোকসানের ক্ষেত্রে এড়াইয়া চল।

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং ধন-সম্পদের মহব্বতে অনেকে অনেক সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মত আল্লাহ্র নাফরমানি কাজে লিপ্ত হয়। ফলে সে নিজের দীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী কিছু লোক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় হিজরত হইতে বিরত ছিলেন। মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের যখন সুদিন দেখা দিল, তখন তাহারা আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলেন। ইত্যবসরে পূর্বের মুহাজিরগণ দীনি ইলম ও আমলে অনেক আগাইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী মুহাজিরগণ ইহা দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং তাহাদের এই পশ্চাদপদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানগণকে দায়ী করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। এই উপলক্ষেই ফরমান আসিল ঃ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ এবারে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাক।

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল ফরিয়াবী হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহিয়া (র) সূত্রে ইমাম তিরমিযী (র)-ও ইহা বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনাটিকে হাসান সহীহ্ বলিয়াছেন।

ইসরাঈলের সূত্রে ইমাম ইব্ন জারীর ও তাবারানী (র) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামাও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ - وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ। অর্থাৎ তোমাদের মাল ও আওলাদ দান করা হয় তোমাদিগকে পরীক্ষা করার জন্য। কে উহার মায়ায় পাপে লিপ্ত হয় আর কে উহার মায়ার উপর আল্লাহ্র আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয় তাহাই পরীক্ষা করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তো কিয়ামতে আল্লাহ্র কাছে পাইবে। সুতরাং তোমাদের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ থাকা চাই। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ -

অর্থাৎ পরীক্ষার স্বরূপ মানুষের জন্য স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ, আকর্ষণীয় অশ্ব ও গৃহপালিত জীব ও ক্ষেত খামারের ফল-ফসলের মায়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইগুলি হইল পার্থিব সীমিত জীবনের সম্বল। অথচ স্থায়ী জীবনের সম্মানের আশ্রয়স্থল তো আল্লাহ্র নিকটই রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা দিতেছিলেন। এমন সময় হাসান ও হুসাইন (রা) আসিলেন। তাহাদের উভয়ের দেহে লাল জামা ছিল। দু'জনই শিশু ছিলেন। কোনমতে হেলিয়া দুলিয়া হাঁটিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে আসিতেছিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া নিলেন এবং নিজের সামনে নিয়া বসাইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য এবং তাঁহার রাসূলও সত্য বলিয়াছেন যে, "মাল ও আওলাদ ফিতনা। ইহাদিগকে হেলিয়া দুলিয়া উঠিয়া পড়িয়া আগাইতে দেখিয়া ধৈর্য ধরা সম্ভব হইল না। তাই খুতবা বন্ধ করিয়া তুলিয়া আনিতে হইল।"

সুনান প্রণেতাগণ হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। আমরা শুধু এই একটি সূত্রেই হাদীসটি জানিতে পাই।

ইমাম আহমদ (র) .... আশআছ ইব্ন কায়স (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "কিন্দা গোত্রের প্রতিনিধি দলের সহিত আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, তোমার কি কোন ছেলে মেয়ে রহিয়াছে ? আমি জবাব দিলাম; হ্যাঁ, এখানে আসার প্রাক্কালে আমার একটি ছেলে হইয়াছে। হায়! উহার বদলে যদি কোন হিংস্র জানোয়ার হইত। তিনি বলিলেন, খবরদার, এরূপ বলিও না। সন্তান আঁখি ঠাণ্ডা করে। যদি সে মারা যায় তাহা হইলে সওয়াব মিলে। তারপর বলেন, কেহ ইহার ফলে ভগ্নহৃদয়ে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়।" এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমদই সংকলন করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সন্তান অন্তরের কামনার ফসল। উহা মানুষকে কাপুরুষ বানায়, দুঃখ দেয় ও কৃপণ বানায়।

অতঃপর আল বায্যার (র) বলেন ঃ এই সূত্র ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে এ হাদীসটি আমার জানা নাই।

তাবারানী (র) .... আবূ মালিক আল আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমার শত্রু শুধু সেই লোকই নহে, যে কুফরীর উপর দৃঢ় থাকিয়া তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে আসিয়াছে। কারণ, তুমি যদি তাহাকে হত্যা

কর, তাহা হইলে তাহা তোমার জন্য সাফল্য সৃষ্টি করিবে। আর সে যদি তোমাকে হত্যা করে তাহা হইলে তো তুমি নির্ঘাত জান্নাতী হইবে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমার শত্রু তো তোমার সেই সন্তান যে তোমার ঔরসে জন্ম নিয়া তোমার শত্রু হইয়াছে। অতঃপর বলেন, যাহাদের দায়িত্ব তোমার উপর সেই পরিবার-পরিজনদের ব্যাপারে সতর্ক থাক, তাহাদিগকে আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচাও।"

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলার জন্য আপ্রাণ প্রয়াসী হও।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি তোমাদিগকে যে নির্দেশ দান করি, সাধ্যমত তাহা পালন কর এবং যাহা নিষেধ করি তাহা হইতে বিরত থাক।

যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতটি সূরা আলে ইমরানের নিম্ন আয়াতটি মানসূখ করিয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে যেভাবে ভয় করা উচিত সেভাবে ভয় কর।

অর্থাৎ বর্তমান আয়াতে বলা হইয়াছে, তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যখন اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াতটি নাযিল হইল তখন মানুষ এত ঘাবড়াইয়া গেল যে, নামাযে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিত যাহাতে পদদ্বয় ভারী হইয়া যাইত। তেমনি তাহারা এত লম্বা সিজদা দিত যে, কপালে ঘা হইয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া তাহাদের কাজ সহজ করিয়া দিলেন। পূর্ব আয়াত মানসূখ হইল।

আবুল আলীয়া, যায়েদ ইব্ন আসলাম, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ফরমাবরদার হইয়া যাও। তাঁহাদের নির্দেশের এক চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম করিও না। উহা হইতে বিন্দুমাত্র ডানে কি বামে অথবা সম্মুখে কিংবা পশ্চাতে যাইও না। যাহা তাঁহারা আদেশ করেন তাহা পালন কর ও যাহা নিষেধ করেন তাহা বর্জন কর।

وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে যে রিয্ক দান করিয়াছেন উহা হইতে তোমাদের আপনজন, ফকীর, মিসকীন ও অভাবী লোকদের জন্য

ব্যয় কর। আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর যেরূপ ইহসান করিয়াছেন তোমরাও সৃষ্টিকুলের উপর সেরূপ ইহসান কর। উহা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বহিয়া আনিবে। পক্ষান্তরে উহা যদি না কর তাহা হইলে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের অকল্যাণ দেখা দিবে।

وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এই আয়াতের তাফসীর সূরা হাশরে সবিস্তারে করা হইয়াছে। আয়াতের তাৎপর্য সংশ্লিষ্ট সকল হাদীস সেখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।)

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ অর্থাৎ যখন তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিবে আল্লাহ্ তখন তোমাদিগকে উহার কয়েকগুণ বিনিময় দান করিবেন। তোমরা গরীব-মিসকীনকে যাহা দান করিবে উহা আল্লাহ্কে কর্জ দান করার শামিল হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তোমাদের ভিতর কোন ব্যক্তি এমন কাহাকেও কর্জ দিতে পার যিনি জালিম নহেন, দরিদ্র নহেন এবং সর্বহারাও নহেন ? পরন্তু তিনি তোমাদিগকে বহুগুণে বাড়াইয়া উহা ফেরত দিবেন।"

সূরা বাকারায়ও বলা হইয়াছে ঃ

فَيُضٰعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিনিময় বহুগুণ বাড়াইয়া তাহাকে দান করিবেন।

وَيَغْفِرْ لَكُمْ অর্থাৎ উহার সাথে সাথে তিনি তোমাদিগকে ক্ষমাও করিবেন। উহা তোমাদের পাপের কাফ্ফারা হইবে।

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তো গুণের কদর করিয়া থাকেন। অল্প দানের বিনিময়ে প্রচুর প্রতিদান দিয়া থাকেন।

حَلِيْمٌ অর্থাৎ তিনি অসীম ধৈর্যশীল। তিনি ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ খাতা উপেক্ষা করেন, ক্ষমা করেন, উহা দেখিয়াও দেখেন না।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কিছুই ভালভাবে জানেন। তিনি সর্বত্র আধিপত্য বিস্তারকারী ও সর্বাধিক বিজ্ঞ। এই আয়াতের তাফসীর পূর্বে বহুবার করা হইয়াছে। আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গিত।

সূরা তালাক

১২ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗ لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝

১. হে নবী! তোমরা যখন তোমাদিগের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর উহাদিগকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তোমরা ইদ্দতের হিসাব রাখিও এবং তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করিও। তোমরা উহাদিগকে উহাদিগের বাসগৃহ হইতে বহিষ্কার করিও না এবং উহারাও যেন বাহির না হয়, যদি না তাহারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এইগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, যে আল্লাহ্র সীমালংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ্ ইহার পর কোন উপায় করিয়া দিবেন।

তাফসীর : এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম সম্মানার্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করিয়াছেন। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে উম্মতদেরকে সম্বোধন করিয়া তালাকের মাসআলা বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর, উহাদিগকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাফসা (রা)-কে তালাক প্রদান করেন। ফলে তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন। সেই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ الخ এই আয়াত নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হইল যে, আপনি তাহাকে পুনরায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন। কারণ সে পাকা নামাযী ও পাকা রোযাদার। দুনিয়াতেও সে আপনার স্ত্রী, জান্নাতেও আপনার স্ত্রী থাকিবে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সনদ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাফসা (রা)-কে তালাক দিয়া পরে আবার রজ'আত (তালাক প্রত্যাহার করা) করিয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) .... সালিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালিম (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি তাঁহার এক স্ত্রীকে ঋতুকালে তালাক প্রদান করিয়াছেন। উমর (রা) এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে দিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলেন ঃ "যাও তাহাকে বল, সে যেন রজ'আত করিয়া স্ত্রীকে রাখিয়া দেয়। অতঃপর যখন ঋতু হইতে পাক হইয়া আবার ঋতুবতী হইবে এবং পাক হইয়া যাইবে তখন যদি ইচ্ছা হয় তো পবিত্রাবস্থায় সহবাস না করিয়া তালাক প্রদান করে। এই সেই ইদ্দত, আল্লাহ্ তা'আলা যাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই কথাটি বুখারী শরীফে এইভাবে বলা হইয়াছে যে, এই সেই ইদ্দত স্ত্রীদিগকে যাহাতে তালাক দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করিয়াছেন। হাদীসের বহু কিতাবে অসংখ্য সনদে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

আ'মাশ (র) ...... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন ঃ فَطَلِّقُوهُنَّ بِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীগণকে সেই তুহরে তালাক দাও যাহাতে সহবাস করা হয়নি।

ইব্ন উমর (রা), আতা, মুজাহিদ হাসান ইব্ন সীরীন, কাতাদা, মায়মূন ইব্ন মিহরান এবং মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইকরিমা এবং যাহ্হাক হইতেও একটা বর্ণনা এইরূপ পাওয়া যায়।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় এবং যেই তুহরে সহবাস করা হইয়াছে তাহাতে তালাক দেওয়া যাইবে না। যদি তালাক দিতে হয়, তাহলে পুনরায় যখন ঋতু হইয়া পাক হইয়া যায় তখন এক তালাক দিলে তালাক দেওয়া যায়।

ইকরিমা (র) বলেন عِدَّةٌ অর্থ তুহ্র এবং قُرْءٌ অর্থ হায়েয। আর সেই তুহরে তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ, যাহাতে সহবাস করা হইয়াছে। ফলে একথা অস্পষ্ট যে, মহিলা গর্ভবতী কিনা।

এই আয়াত হইতেই মুজতাহিদগণ তালাকের আহকাম আহরণ করিয়াছেন এবং তালাককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

সুন্নত তালাক ও বিদআত তালাক। সুন্নত তালাক হইল ঋতু বন্ধ হইবার পর সহবাস না করিয়া পবিত্রাবস্থায় তালাক দেওয়া কিংবা গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়া; যে গর্ভ স্পষ্ট বুঝা যায়। আর বিদআত তালাক হইল ইহার বিপরীত। অর্থাৎ ঋতু অবস্থায় কিংবা যেই তুহরে স্ত্রী-সহবাস করা হইয়াছে সেই তুহরে তালাক দেওয়া।

উল্লেখ্য যে তালাকের আরো একটি প্রকার রহিয়াছে। উহা সুন্নতও নহে, বিদআতও নহে। উহা হইল, অপ্রাপ্ত বয়স্কা না বালিগা স্ত্রীকে এবং সেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাহার ঋতু হইবার বয়স পার হইয়া গিয়াছে কিংবা যেই স্ত্রীর সহিত বিবাহের পর এখনো সহবাস করা হয়নি তাহাকে তালাক দেওয়া। এই বিষয়ে ফিকহের কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ। অর্থাৎ ইদ্দত কখন শুরু হয় এবং কখন শেষ হয় ভালোভাবে হিসাব রাখিতে হইবে। এমন যেন না হয়, যে ইদ্দত অযথা দীর্ঘ হওয়ার কারণে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার ব্যাপারে স্ত্রীর বিলম্ব হইয়া যায়।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ। অর্থাৎ এইসব বিষয়ে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় কর।

وَلَاتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ অর্থাৎ তালাকের ইদ্দত পালনকালে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা স্বামীর দায়িত্বে। সুতরাং সেই সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে বাহির করিয়া দেওয়া স্বামীর জন্য বে-আইনী। আবার স্বামীকে তাহার দায়িত্ব আদায় করিবার সুযোগ প্রদানার্থে স্ত্রীও চলিয়া যাইতে পারিবে না। কারণ স্ত্রী চলিয়া গেলে স্বামী তাহার দায়িত্ব পালন করিবে কি করিয়া?

اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ। অর্থাৎ আসল বিধান তো হইল স্ত্রীকে তাহার বাসগৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। কিন্তু যদি স্ত্রী স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। তাহলে তাহা হইলে স্ত্রীকে বিদায় করিয়া দেওয়া স্বামীর জন্য বৈধ। 'স্পষ্ট অশ্লীলতার' মধ্যে ব্যভিচারও অন্তর্ভুক্ত। যেমন : ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, শা'বী, হাসান ইব্ন সীরীন, মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবূ কিলাবা, আবূ সালিহ, যাহ্হাক, যায়েদ ইব্ন আসলাম, আতা খুরাসানী, সুদ্দী, সাঈদ ইববে আবূ হিলাল (র) প্রমুখ এইমত পোষণ করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া স্বামীর সহিত দুর্ব্যবহার, স্বামীর অবাধ্যতা এবং আচার-আচরণে স্বামীর মাতা-পিতা ও অন্যদেরকে কষ্ট দেওয়া 'স্পষ্ট অশ্লীলতার' শামিল। এইমতের সপক্ষে রহিয়াছেন উবাই ইব্ন কা'ব, ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা (র) প্রমুখ।

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه অর্থাৎ এইসব হইল আল্লাহ্র বিধান। যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান লংঘন ও অমান্য করিয়া মানব রচিত অন্য কোন বিধান গ্রহণ করিবে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করিল। অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান অমান্য করা আর নিজেই নিজের মাথায় আঘাত করা সমান কথা।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَاتَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا অর্থাৎ তালাকের পর ইদ্দত পালনের সময়ে স্ত্রীকে স্বামীর ঘরে অবস্থান করিবার বিধান এইজন্য দেওয়া হইল যে, হইতে পারে এই সময়ের মধ্যে স্বামীর মনোভাব পরিবর্তন হইয়া যাইবে; তালাক দেওয়ার কারণে অনুতপ্ত হইবে এবং তালাক প্রত্যাহার করিয়া পুনরায় ঘর-সংসার করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকিলে এই সব সহজে আঞ্জাম দেওয়া যাইবে।

যুহরী (র) উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্র সূত্রে ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) বলেন ঃ لَاتَدْرِىْ لَعَلَّ। الخ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রজ'আত বা তালাক প্রত্যাহার। শাবী, আতা, কাতাদা, যাহ্হাক, মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান ও সুফিয়ান সওরী (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-সহ অনেকের মত হইল যে, যেই তালাকের পর স্ত্রীর সহিত রজ'আত করিবার অধিকার থাকিবে না, সেইরূপ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব নয়। ফাতিমা বিনতে কায়স ফিহরিয়া সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ পেশ করিয়া থাকেন। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

আবূ আমর ইব্ন হাফস (রা) তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়স ফিহরিয়াকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করেন। তখন তিনি ইয়ামানে অবস্থান করিতেছিলেন। সেথা হইতে তিনি দূত মারফত তালাকনামা প্রেরণ করেন। দূতের সংগে তিনি সামান্য কিছু যবও পাঠাইয়া দেন। ইহাতে ফাতিমা বিনতে কায়স রাগান্বিত হইয়া যান। দূত বলিলেন ঃ রাগ করিতেছ কেন? তোমাকে খোরপোষ প্রদান করাতো আমাদের দায়িত্ব নহে। অতঃপর মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া নালিশ করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ 'ঠিকই তোমার খোরপোষ তাহার দায়িত্ব নহে।' মুসলিম শরীফে ইহাও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমার বসবাসের ব্যবস্থা করাও তাহার দায়িত্ব নহে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে তাহাকে উম্মে শরীফের ঘরে ইদ্দত পালন করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া আবার বলিলেন ঃ "উম্মে শরীফের ঘরে তো আমার সাহাবীরা আসা-যাওয়া করে। আচ্ছা, তুমি ইবন উম্মে মাকতূমের কাছে ইদ্দত পালন কর। সে অন্ধ মানুষ। তুমি সেখানে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারিবে।"

ইমাম আহমদ (র) .... আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমির (রা) বলেন, একদা আমি মদীনায় আগমন করি। তখন ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) আসিয়া আমার নিকট বর্ণনা করিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে তাহার স্বামী তাহাকে তালাক দিয়া দেয়। ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে সে বলিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার স্বামীকে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর তাহার ভাই আসিয়া আমাকে বলিল যে, (তোমার স্বামী তোমাকে তালাক দিয়াছে) তুমি ঘর ছাড়িয়া চালিয়া যাও। আমি বলিলাম, কেন আমি তো ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান পাওনা আছি। সে বলিল, না, তাহা তুমি পাইবে না। তখন নিরুপায় হইয়া আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি জানাই। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার স্বামীর ভাইকে ডাকিয়া ঘটনাটি জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হুযূর! আমার ভাই তো তাহাকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করিয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ শোন হে কায়স গোত্রের মেয়ে! স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য তখনই ওয়াজিব হইবে যখন তালাকের পর স্বামীর রজ'আত করিবার সুযোগ থাকে। অতএব যদি রজ'আতের সুযোগ না থাকে তাহা হইলে স্ত্রীর স্বামীর নিকট খোরপোষ ও বাসস্থান কিছুই পাইবে না। এখন তুমি স্বামীর ঘর ছাড়িয়া আসিয়া অমুক মহিলার কাছে থাক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, না, তাহার ঘরে তো আমার সাহাবীরা আসা-যাওয়া করে, ঠিক তুমি ইব্ন উম্মে মাকতূমের ঘরে থাক। সে অন্ধ বিধায় তোমাকে দেখিতে পাইবে না.... ।

আবুল কাসিম তাবারানী (র)....... আমির শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন যাহ্হাক ইব্ন কায়স কুরায়শীর বোন ও আবূ আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরা মাখযামীর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়স (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন সে আমাকে বলিল যে, আবূ আমর ইব্ন হাফস হঠাৎ করিয়া একদিন আমার নিকট আমার তালাকনামা প্রেরণ করে। তখন তিনি যুদ্ধ অভিযানে ইয়ামান অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তখন তাহার অভিভাবকের কাছে খোরপোষ ও বাসস্থান দাবী করি। তাহারা বলিল, না, তোমার স্বামী এই বাবদ আমাদের কাছে কিছু পাঠানও নাই এবং কিছু বলেনও নাই। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! (আমার স্বামী) আবূ আমর ইব্ন হাফস আমার কাছে আমার তালাকনামা প্রেরণ করে। ফলে আমি তাহার অভিভাবকদের কাছে ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান দাবী করিলে তাহারা বলিল যে, সে তো এই যাবত আমাদের কাছে কিছু পাঠান নাই। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "স্ত্রী খোরপোষ ও বাসস্থান তো তখনই পাইবে যখন স্বামীর রজ'আত করিবার সুযোগ থাকিবে। অতএব যদি রজ'আতের সুযোগ না থাকে তাহা হইলে স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থান প্রদান করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব নহে।"

ইমাম নাসায়ী (র) .... সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢) فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۬ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ

(٣) وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ○

২. উহাদিগের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হইলে তোমরা যথাবিধি উহাদিগকে রাখিয়া দিবে, না হয় উহাদিগকে যথাবিধি পরিত্যাগ করিবে এবং তোমাদিগের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; আর তোমরা আল্লাহ্র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও। ইহা দ্বারা তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে; যে কেহ আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার পথ করিয়া দিবেন,

৩. এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিয্ক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; আল্লাহ্ তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিবেনই; আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, ইদ্দত পালনকারী মহিলার ইদ্দতের মেয়াদ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিবে; তখন স্বামীর কর্তব্য হইল দুই পদক্ষেপের যে কোন একটা গ্রহণ করা। হয়ত বিধিসম্মত উপায়ে তালাক প্রত্যাহার করিয়া তাহাকে পুনরায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবে এবং রীতিমত তাহাকে লইয়া ঘর-সংসার করিবে কিংবা কোন প্রকার কটু কথা না বলিয়া গালিগালাজ না করিয়া, ধিক্কার না দিয়া ভদ্রতার সহিত তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ তালাক প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত নিতে হইলে তখন দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিতে হইবে।

যেমন ঃ আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল, যে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করিয়া পুনরায় স্ত্রীর সহিত সহবাস করে কিন্তু তালাক বা রজ'আত কোনটির সময়ই কোন সাক্ষী রাখে নাই। উত্তরে ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলিলেন ঃ এইভাবে তালাক

দেওয়াও সুন্নত পরিপন্থী, রজ'আত করাও সুন্নত পরিপন্থী। তালাক ও রজ'আত উভয়টির সময়ই সাক্ষী রাখা আবশ্যক। এই ধরনের সুন্নত পরিপন্থী কাজের পুনরাবৃত্তি যেন আর না হয়।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, আতা (র) বলিতেন ঃ দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ, তালাক রজ'আত কোনটিই জায়েয নহে। তবে বিশেষ কোন ওযর থাকিলে তাহা ভিন্ন কথা।

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ এই যে আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখিবার এবং সত্য সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দিলাম; উহা সেই ব্যক্তিই পালন করিবে, যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র শরীয়াতের পাবন্দী করে, পরকালে আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করে।

এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন ঃ বিবাহের সময় যেমন সাক্ষী রাখা ওয়াজিব তেমনি রজ'আতের সময়ও সাক্ষী রাখা ওয়াজিব। একদল আলিমও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। আর যাহারা এই মতের সপক্ষে রহিয়াছেন তাহারা বলেন যে, রজ'আতের কথাটি স্পষ্টভাবে মুখে বলিয়া দিতে হইবে। অন্যথায় অন্যরা সাক্ষী থাকিবে কেমন করিয়া? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করিবে ও নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকিবে। আল্লাহ্ তাহার সকল সমস্যা সমাধান করিয়া দিবেন এবং তাহাকে এমন রিযক দান করিবেন যে, সে নিজেই ঠিক পাইবে না যে, উহা কোন্ দিক হইতে আসিয়াছে। এমনকি তা তাহার কল্পনায়ও জাগ্রত হইবে না।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূযর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূযর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনাইতে ছিলেন। শেষে তিনি বলিলেন ঃ "হে আবূ যর! সকল মানুষই যদি এই আয়াতটির উপরই আমল করিত তাহা হইলে আর কোন কিছুর প্রয়োজন হইত না।" আবূ যর (রা) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ বারবার এই আয়াতটি পাঠ করিতে লাগিলেন। এমনকি আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হে আবূযর! যখন তোমাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে তখন তুমি কি করিবে? আমি বলিলাম, তখন ইহার চেয়ে আরো প্রশস্ত ও বরকতময় স্থানে গিয়া মক্কার কবুতর সমূহের একটি কবুতর হইয়া বসবাস করিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ যখন মক্কা হইতে ও বাহির করিয়া দেওয়া হইবে; তখন কি করিবে?" আমি বলিলাম, তখন দেশে চলিয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ যখন সেখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে তখন? আমি বলিলাম, সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি,

যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন; তখন আমি কাঁধে তরবারী ঝুলাইয়া যাহা প্রয়োজন হয় তাহাই করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমি কি তোমাকে ইহা অপেক্ষা আরো উত্তম পন্থা বলিয়া দিব কি? আমি বলিলাম, হুযূর! ইহার অপেক্ষাও ভালো পন্থা আর কি হইতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "শাসকের কথা মানিয়া চলিবে ও আনুগত্য করিবে। যদিও হয় সে হাবশী ক্রীতদাস।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... শিত্তির ইব্‌ন শাক্‌ল হইতে বর্ণনা করেন যে, শিত্তির (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত হইল إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ الخ এবং স্বচ্ছলতার দিক হইতে সবচেযে বড় আয়াত হইল وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ الخ

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যেই ব্যক্তি বেশী পরিমাণে ইস্তিগফার করিবে; আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে যে কোন পেরেশানী হইতে মুক্ত রাখিবেন এবং সর্বপ্রকারের অস্বচ্ছলতা দূর করিয়া স্বচ্ছলতা দান করিবেন এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত রিয্‌ক দান করিবেন।"

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবেন।

রবী ইব্‌ন খুছাইম (র) বলেন ঃ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا অর্থ– মানুষের জন্য কষ্টকর যে কোন বিষয় হইতে আল্লাহ্ তাহাকে রক্ষা করিবেন।

ইকরিমা (র) বলেন ঃ তালাকের ব্যাপারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধান মানিয়া চলিবে; আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পথ খুলিয়া দিবেন। ইব্‌ন আব্বাস (র) এবং যাহ্‌হাক (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও মাসরূক (র) বলেন ঃ যেই ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করিলে ছিনাইয়া নিতে পারেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য পথ খুলিয়া দেন এবং তাহাকে এমনভাবে জীবিকা দান করেন যে, সে টেরও পায় না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে; আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে যাবতীয় দ্বিধা-সন্দেহ এবং মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দান করিবেন এবং তাহাকে তাহার আশাতীত রিয্‌ক দান করিবেন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ এইখানে আল্লাহ্‌কে ভয় করিবার অর্থ হইল, সুন্নত অনুযায়ী তালাক দেয়া এবং সুন্নত অনুযায়ী রজ'আত করা।

হযরত আওফ ইব্‌ন মালিক আশজায়ী (রা)-এর এক ছেলেকে কাফিররা বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ফলে আওফ ইব্‌ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ছেলের বন্দীর ও কাফির কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনাটি বর্ণনা করিতেন আর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ধৈর্যধারণ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া বলিতেন, চিন্তা করিও না অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য একটি ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।" ইহার অল্প কিছুদিন পরই ছেলেটি কাফিরের হাত হইতে ছুটিয়া আসিয়া উহাদিগের অনেকগুলি ছাগল লইয়া বাপের কাছে চলিয়া আসে। সুদ্দীর ধারণা মতে তখনই وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ الخ এই আয়াতটি নাযিল হয়।

ইমাম আহমদ (র) ....ছাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ছাওবান (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ গুনাহের কারণে রিযক হইতে বঞ্চিত হয়। দু'আ ব্যতীত কোন কিছুই তাকদীর খণ্ডন করিতে পারে না এবং আয়ু বৃদ্ধি করিতে পারে কেবল সৎকর্ম ও আত্মীয়তা বজায় রাখা।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ মালিক আশজায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া ছেলের বন্দী সম্পর্কে অবহিত করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "তোমার ছেলের কাছে এই সংবাদ পাঠাও যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অধিক পরিমাণ লা-হাওলা পড়িবার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিতেছেন।' কাফিরা তাহাকে রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু একদিন আপনা আপনিই তাহার হাতের বাঁধন খুলিয়া যায়। ফলে সে ছুটিয়া পালাইয়া আসে। পথিমধ্যে কাফিরদের একটি উষ্ট্রী পাইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া সে রওয়ানা করে। আরো অগ্রসর হইয়া আরো কতিপয় উট পাইয়া পালসুদ্ধ সমস্ত উট সংগে করিয়া বাড়িতে চলিয়া আসে। বাড়ি পৌঁছিয়া দরজায় আওয়াজ দেওয়ার সংগে সংগে তাহার পিতা বলিল, শপথ আল্লাহ্‌র! আমার আউফ আসিয়া গিয়াছে। তাহার মা বেদনার নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তাহা হয় কি করিয়া সে তো শত্রুদের হাতে বন্দী। অতঃপর সকলে দরজা খুলিয়া দেখিতে পাইল যে, আউফ দরজায় দাঁড়াইয়া। আর উঠান ভরা অনেকগুলি উট। অতঃপর স্থির হইয়া সে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিল। শুনিয়া পিতা বলিল, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি উটের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছেলের এবং উটের কাহিনী বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন "এই সবই তোমার সম্পদ। তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।" এই প্রসংগে وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ الخ আয়াতটি নাযিল হয়। [ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)]

ইবন আবূ হাতিম (র)....... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে গ্রহণ করে তাহার সকল সমস্যার সমাধানের জন্য তিনিই যথেষ্ট হইয়া যান। এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত রিযক দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করিয়া শুধু দুনিয়ার পিছনে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুনিয়ারই হাতে সোপর্দ করেন।"

ইমাম আহমদ (র).......আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) একদিন বাহনের উপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে বসা ছিলেন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখাইয়া দিই। তুমি আল্লাহ্কে (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধানকে) হেফাজত কর, আল্লাহ্ তোমাকে হেফাজত করিবেন। আল্লাহ্কে হেফাজত কর; তাহা হইলে তাহাকে তুমি তোমার চোখের সামনে দেখিতে পাইবে, যখন কিছু প্রার্থনা করিবে তো আল্লাহ্রই নিকট প্রার্থনা করিও আর যখন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে তো আল্লাহ্র শরণাপন্ন হইও। মনে রাখিও, সমস্ত মানুষ একত্রিত হইয়াও যদি তোমার উপকার করিতে চায় আল্লাহ্র মঞ্জুরী ব্যতীত তাহারা তোমার কোনই উপকার করিতে পারিবে না আর যদি তাহারা তোমার ক্ষতি করিতে চায় তখনও আল্লাহ্র মঞ্জুরী ব্যতীত কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। কলম উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে এবং সহীফা শুকাইয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ যখন যাহা হইবার আল্লাহ্ তাহা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।)

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যদি কোন ব্যক্তি সমস্যায় পড়িয়া মানুষের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রবল সম্ভাবনা যে, তাহার সমস্যা আরো বাড়িয়া যাইবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র শরণাপন্ন হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সমস্যা সমাধান করিয়া দেন। হয়ত মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতে নতুবা মৃত্যুর পর আখিরাতে।"

اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মাঝে তাহার ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী নিজের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বিধান বাস্তবায়ন করিবেনই।

قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা ও পরিমাপ স্থির করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ আল্লাহ্র নিকট সব কিছুই এক পরিমিত অবস্থায় রহিয়াছে।

(٤) وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ○

(٥) ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ○

৪. তোমাদিগের যে সকল স্ত্রীর ঋতুমতী হইবার আশা নাই তাহাদিগের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করিলে তাহাদিগের ইদ্দতকাল হইবে তিন মাস এবং যাহারা এখনও রজঃস্বলা হয় নাই তাহাদিগেরও এবং গর্ভবতী নারীদিগের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার সমস্যা সমাধান করিয়া দিবেন।

৫. ইহা আল্লাহ্‌র বিধান যাহা তিনি তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে তিনি তাহার পাপমোচন করিবেন এবং তাহাকে দিবেন মহাপুরস্কার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, বার্ধক্যের কারণে যে মহিলার ঋতু আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তালাকপ্রাপ্তা হইলে তাহা তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে। অনুরূপভাবে যেই মেয়েরা এখনও ঋতুবতী হয় নাই তাহাদিগের ইদ্দতও তিন মাস।

إِنِ ارْتَبْتُمْ (যদি তোমাদের সন্দেহ হয়) এই আয়াতাংশের দুইটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রথমত, বার্ধক্যে উপনীত হইবার পর যদি রক্ত দেখা দেয় আর তোমাদের এই সন্দেহ হয় যে, ইহা কি ঋতুর রক্ত না কি রোগের। ইহা পূর্বসূরী এক জামাআতের উক্তি, যেমন মুজাহিদ যুহরী ও ইবন যায়দ (র)। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের মহিলাদের ইদ্দতের ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে এবং উহা তোমাদের জানা না থাকে তো এখন জানিয়া নাও যে, উহাদিগের ইদ্দত হইল তিন মাস। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত এবং ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন। বস্তুত আয়াতাংশের স্পষ্ট অর্থ ইহাই।

ইব্‌ন জারীর (র) আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন সায়িব (র)....... আমর ইব্‌ন সালিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন সালিম (র) বলেন যে ঃ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) একদিন বলিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অনেক মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে তো কুরআনে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে বৃদ্ধা ও গর্ভবতী নারী, তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ الخ আয়াতটি নাযিল করেন। এই হাদীস দ্বারা ইব্‌ন জারীর (র) দলীল পেশ করেন।

ইবন আবূ হাতিম (র).......উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, আমি বলিলাম যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে সূরা বাকারার সেই আয়াত নাযিল হইবার পর মদীনার কতিপয় লোকেরা বলিল যে, কিছু মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে তো কুরআনে কিছুই বলা হইল না। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্কা, বৃদ্ধা, গর্ভবর্তী নারী। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

وَاُولاَتُ الاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তা হওয়ার সময় কিংবা স্বামীর মৃত্যুকালে যে মহিলা গর্ভবতী থাকে, তাহা হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত সে ইদ্দত পালন করিবে। এমনকি তালাক কিংবা মৃত্যুর সামান্য পরেও যদি প্রসব হইয়া যায় তবুও তাহাতে তাহার ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। পূর্ববতী ও পরবর্তী গরিষ্ঠসংখ্যক উলামার মত ইহাই। তবে হযরত আলী ও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা বলিতেন, মহিলা গর্ভবতী হইলে দুই ইদ্দতের যেটি পরে শেষ হইবে উহাই তাহার ইদ্দত অর্থাৎ তিন মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি সন্তান প্রসব হয় তাহা হইল তিন মাস এবং তিন মাসের পূর্বে সন্তান প্রসব না হইলে সন্তান প্রসব হইবে তাহার ইদ্দত।

ইমাম বুখারী (র)......আবূ সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ সালামা (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি একদিন হযরত ইব্ন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট বসা ছিল। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল যে, আচ্ছা বলুন তো, স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ রাত পর কোন মহিলা সন্তান প্রসব করিলে তাহার ইদ্দতের ব্যাপারে ফতোয়া কি হইবে? উত্তরে ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ দুই ইদ্দতের যেটি পরে শেষ হইবে উহা তাহার ইদ্দত। অর্থাৎ এই মহিলাকে তিনমাস ইদ্দত পালন করিতে হইবে। আবূ সালামা (রা) বলেন, শুনিয়া আমি বলিলাম, তাহা হয় কি করিয়া? আল্লাহ্ তো বলেন, وَاُولاَتُ الاَحْمَالِ الخ অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত হইল গর্ভ প্রসব পর্যন্ত। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, আমি আমার চাচাতো ভাই আবূ সালামার মতে একমত।

অতঃপর এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইব্ন আব্বাস (রা) স্বীয় গোলাম ইব্ন কুরায়বকে উম্মে সালামার নিকট প্রেরণ করেন। উম্মে সালামা (রা) বলিলেন ঃ সুবায়আ আসলামিয়া নাম্নী মহিলার স্বামী যখন নিহত হয় তখন সে ছিল গর্ভবতী। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তাহার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার পরই বিবাহের প্রস্তাব আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বিবাহ দিয়াছেন। আবূ সানাবিলও তাহাদেরই একজন, যে তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব দিয়াছিল।

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেও ইমাম মুসলিমসহ অন্য গ্রন্থকাররা অনেক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মিসওয়ার (রা) বলেন সুবায়'আ আসলামীর স্বামীর মৃত্যুর কয়েক রাত পরই তাহার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর নিফাস হইতে পবিত্র হইবার পর বিবাহের প্রস্তাব আসিলে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহের অনুমতি দিলে তাহার বিবাহ হইয়া যায়।

ইমাম মুসলিম (র).......উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উতবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহর পিতা উমর ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আরকাম

যুহরীর নিকট এই নির্দেশ লিখিয়া পাঠান, যেন সে সুবায়'আ আসলামিয়ার নিকট যাইয়া তাহার স্বামীর মৃত্যু ও পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে কী বলিয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আসে। পরবর্তীতে উমর ইব্ন আব্দুল্লাহ নির্দেশদাতার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে, সুবায়'আর বক্তব্য অনুযায়ী সে বদরী সাহাবী হযরত সাদ ইব্ন খাওলার স্ত্রী ছিল। বিদায় হজ্জের সময় যখন স্বামী মারা যায় তখন সে গর্ভবর্তী। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরই তাঁহার পেটের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর নিফাস হইতে পবিত্র হইবার পরই সাজসজ্জা করিয়া বিবাহের সপ্তাহের অপেক্ষা করিতে থাকে। একদিন আবূ সানাবিল ইব্ন বা'কাক তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, ব্যাপার কি এত সাজগোছ কেন? মনে হয় বিবাহের অপেক্ষায় রহিয়াছ? কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! চারমাস দশদিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিবাহ করিতে পার না। সুবায়'আ বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া এই ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, সন্তান প্রসবের সংগে সংগেই তোমার ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। এবং তিনি আমাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) শুনিতে পাইলেন যে, আলী (রা) বলেন, গর্ভবর্তী মহিলার ইদ্দত হইল দুই ইদ্দতের 'যেইটি' পরে শেষ হইবে তাহা শুনিয়া ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন ঃ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ الخ এই আয়াতটি সূরা নিসার আয়াতের পরে নাযিল হইয়াছে। এই ব্যাপারে আমি প্রয়োজনে মুলাআনাও করিতে পারি। (মুলাআনা অর্থ বিতর্কিত বিষয়ে উভয়পক্ষ এই কথা বলা যে, আমার মত যদি মিথ্যা হয় তো আমার উপর আল্লাহ্র লা'নত হউক)

ইমাম আবূ দাউদ এবং ইব্ন মাজাহ্ আবূ মুআবিয়া ও আ'মাশের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমদ (র).......উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ الخ এই আয়াতে কাহার ইদ্দতের কথা বলা হইয়াছে? তা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার নাকি যাহার স্বামী মারা গিয়াছে তাহার? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উভয়ের ইদ্দতের কথাই বলা হইয়াছে। এই হাদীসটি খুবই গরীব বরং মুনকার। কারণ ইহার সনদের মধ্যে মুছান্না ইব্ন সাব্বাহর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে। তবে ইব্ন আবূ হাতিম অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আবূ হাতিম (র) ..... উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, এই আয়াতটি গর্ভবর্তী ও তালাকপ্রাপ্তা উভয়ের ইদ্দতের ব্যাপারে সমানভাবে প্রযোজ্য কি-না তা এখানে অস্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আয়াতটি অর্থাৎ

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ উভয়ের জন্য। অনুরূপ ইব্ন জারীর (র)... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, গর্ভবতী তাহার গর্ভ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহার ইদ্দত সমাপ্ত হইবে। এই সনদে আব্দুল করীম দুর্বল। তিনি উবাই এর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করিবে আল্লাহ্ তাহার যাবতীয় সমস্যা সমাধান করিয়া দেন। তারপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ - وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا -

অর্থাৎ ইহা আল্লাহ্র বিধান যাহা তিনি তাহার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে তোমাদিগের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার যাবতীয় অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন এবং তাহাকে অল্প আমলের বিনিময়ে দান করিবেন মহাপুরস্কার।

(٦) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ أُخْرٰى ۝

(٧) لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

৬. তোমরা তোমাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী যেই স্থানে বাস কর তাহাদিগকে সেই স্থানে বাস করিতে দিও, তাহাদিগকে উত্যক্ত করিও না সংকটে ফেলিবার জন্য, তাহারা গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদিগের জন্য ব্যয় করিবে, যদি তাহারা তোমাদিগের সন্তানদিগকে স্তন্য দান করে তবে তাহাদিগকে পারিশ্রমিক

দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজদিগের মধ্যে পরামর্শ করিবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও, তাহা হইলে অন্য নারী তাহার পক্ষে স্তন্য দান করিবে।

৭. বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন উহাদিগের কেহ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করিলে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত যেন যে তাহার বসবাসের ব্যবস্থা করে। তিনি বলেন ঃ

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে তোমরা তোমাদিগের কাছে তোমাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী বাস করিতে দিও।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেন ঃ مِّنْ وُّجْدِكُمْ অর্থ من سعتكم অর্থাৎ তোমাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী।

কাতাদা (র) বলেন ঃ যদি আর না হয় তো তোমরা গৃহের এক কোনায় হইলেও তাহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিও।

وَلَاتُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে তোমরা এমনভাবে উত্যক্ত করিও না যাহাতে তাহারা মাহরের দাবী ছাড়িয়া দিতে কিংবা স্বামীর ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুফিয়ান সওরী (র) মানসূর (র) সূত্রে আবুয যোহা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুয যোহা (র) বলেন, وَلَاتُضَارُّوْهُنَّ الخ। অর্থাৎ উত্যক্ত করার অর্থ হল ইদ্দত শেষে হইবার দুই একদিন পূর্বেই রজ'আত করিয়া লওয়া।

وَاِنْ كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদিগের জন্য ব্যয় করিতে হইবে।

ইবন আব্বাস (রা) সহ পূর্ববতী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিমের মত হইল, আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী (যাহার আর রজ'আত করিবার সুযোগ থাকে না) তালাকের সময় গভবর্তী হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। ইহারা বলেন, তালাকে রজয়ীর ক্ষেত্রে

স্ত্রী গর্ভবতী হউক বা না হউক উভয় অবস্থাতেই তাহার জন্য ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং এইখানে গর্ভবতী হইবার কথা উল্লেখ করায় বুঝা গেল যে, এইখানে তালাক রজয়ীর ক্ষেত্রে নয় বরং তালাকে বায়েনের ক্ষেত্রের জন্যই এই বিধান দেওয়া হইয়াছে।

পক্ষান্তরে অন্যান্য আলিমগণ বলেন ঃ পূর্ববতী বর্ণনার ন্যায় এইখানেও তালাকে রজয়ীর কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যেই তালাকের পর তালাক প্রত্যাহার করিয়া পুনরায় তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবার সুযোগ থাকে সেইরূপ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্যই এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গর্ভবতী হওয়ার কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার কারণ হইল যে, সাধারণত সন্তান প্রসব করিতে দীর্ঘ সময় লাগিয়া যায়। এমতাবস্থায় কেহ এই ধারণা করিয়া বসিতে পারে যে, তালাকের ইদ্দত পালনের সময়কাল পর্যন্তই স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। সন্তান হইতে আরো বিলম্ব হইলে সেই অতিরিক্ত সময়ে আর ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছেন যে, রজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা গর্ভবতী হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্তই স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে।

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ অর্থাৎ সন্তান প্রসবের সংগে সংগে স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। অতঃপর সে ইচ্ছা করিলে শিশুকে দুধ পান করাইবার দায়িত্ব নিতেও পারে আবার ইচ্ছা করিলে নাও নিতে পারে। তবে প্রথম প্রথম শিশুর জীবন রক্ষা করিবার জন্য দুধ পান করানো মায়ের জন্য আবশ্যক। ইহার পর যদি সে দুধ পান করাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে চুক্তি মাফিক পারিশ্রমিক তাহাকে প্রদান করিতে হইবে। বস্তুত শিশুর পিতা বা অভিভাবকের সহিত চুক্তি করিয়া শিশুকে দুধপান করানো মহিলার ন্যায়সঙ্গত অধিকার।

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ অর্থাৎ একে অপরের প্রতি সদ্ব্যবহার করিও। কেহ কাহারো কোন প্রকার অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করিও না বা একজন আরেকজনের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিও না। যেমন সূরা বাকারায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ অর্থাৎ কোন জননীকে তাহার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না।

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى অর্থাৎ যদি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। অর্থাৎ স্ত্রী যেই পরিমাণ পারিশ্রমিক দাবী করে স্বামী তাহাতে সম্মত না হয় কিংবা স্বামী যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে চাহে স্ত্রী তাহাতে রাজী না হয় এমতাবস্থায় শিশুকে দুধ পান করাইবার জন্য অন্য ধাত্রী নিয়োগ করিবে। অন্য মহিলা যেই পরিমাণ পারিশ্রমিকে সম্মত হয়, স্ত্রী যদি তাহাতে রাজী হইয়া যায়; তাহা হইলে সন্তানকে দুধ পান করাইবার ব্যাপারে তাহাকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ অর্থাৎ সন্তানের বিত্তবান পিতা বা অভিভাবকের নিজ সন্তানের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইবে।

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ - لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ مَا اٰتٰهَا। অর্থাৎ এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ কাহারো উপর তাহার সাধ্যাতীত কষ্টদায়ক দায়িত্ব চাপান না। হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আবূ উবায়দা (রা) সম্পর্কে জানিতে পারিলেন যে, তিনি মোটা কাপড় পরিধান করেন ও নিম্নমানের খাদ্য খান। ফলে তিনি তাঁহার নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইয়া দেন এবং দূতকে বলিয়া দেন যে, তুমি লক্ষ্য করিও তিনি দীনারগুলি দ্বারা কি করে। দূত দীনারগুলো তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিলে কালবিলম্ব না করিয়াই তিনি উহা দ্বারা নরম পোষাক খরীদ করিয়া পরিধান করেন এবং উত্তম খাদ্য আহার করেন। দূত ফিরিয়া আসিয়া উমর (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তাহার উপর রহম করুন তিনি لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ الخ এই আয়াতের উপর আমল করিয়াছেন।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী.......শুরাইহ ইব্ন উবায়দ, ইব্ন আবূ মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শুরাইহ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তিন ব্যক্তির একজন দশ দীনারের মালিক। সে উহা হইতে এক দীনার সাদকা করিল। আরেকজন দশ উকিয়ার মালিক। সে সাদকা করিল এক উকিয়া। অপরজন একশত উকিয়ার মালিক, সে দান করিল দশ উকিয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এই তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই সমান সওয়াব পাইবে। কারণ, সকলেই নিজ অর্থের এক দশমাংশ দান করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ الخ এই হাদীসটি এই সূত্রে গরীব।

سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। ইহা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি। বস্তুত আল্লাহ্ কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থাৎ কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি। অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।

ইমাম আহমদ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি সফর হইতে বাড়িতে আসিয়া দেখিল যে, পরিবারের সকলেই ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া তিনি জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গেলেন। স্ত্রী তাহার স্বামীর অস্থিরতা দেখিয়া যাতা ঠিকঠাক করিতে লাগিলেন। চুলায় আগুন

জ্বালাইয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে খাবার দাও। ইহার পর চাহিয়া দেখিতে পাইল যে, পাতিল গোশতে পরিপূর্ণ, যাতা হইতে আটা বাহির হইতেছে চুলার উপর রুটি তৈয়ার হইতেছে। কিছুক্ষণ পর স্বামী ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমি যাওয়ার পর কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি? স্ত্রী বলিল, হ্যাঁ, আল্লাহ্ অনেক কিছু দিয়াছেন। দেখিয়া লোকটি যাতা উঠাইয়া ফেলে। অতঃপর লোকটির রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি উল্লেখ করিল। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন যাতাটি যদি তুমি না উঠাইতে তাহা হইলে কিয়ামত পর্যন্ত উহা ঘুরিতে থাকিত। অন্য সনদে ঘটনাটি আরো বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে।

(٨) وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ○

(٩) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ○

(١٠) أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓأُولِي الْأَلْبٰبِ ۚ الَّذِينَ اٰمَنُوا ۛ قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ○

(١١) رَّسُولًا يَّتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا ○

৮. কত জনপদ উহাদিগের প্রতিপালক ও তাঁহার রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল দম্ভভরে। ফলে, আমি উহাদিগের নিকট হইতে কঠোর হিসাব লইয়াছিলাম এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম কঠিন শাস্তি।

৯. অতঃপর উহারা উহাদিগের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিল, ক্ষতিই ছিল উহাদিগের কর্মের পরিণাম।

১০. আল্লাহ্ উহাদিগের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যাহারা ঈমান আনিয়াছ। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উপদেশ—

১১. প্রেরণ করিয়াছেন এমন এক রসূল যে তোমাদিগের নিকট আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্ম পরায়ণ তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিবার জন্য। যে কেহ আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ তাহাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা রাসূলগণকে অমান্য করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য মতাদর্শ অনুসরণ করে উহাদিগকে সাবধান করিয়া এবং এই অপরাধে পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি কিরূপ শাস্তি ভোগ করিয়াছে উহার সংবাদ প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا - فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا

অর্থাৎ কত জনপদ অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য ও অহমিকাবশত আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, ফলে আমি উহাদিগের নিকট হইতে কঠোর হিসাব লইয়াছিলাম এবং উহাদিগকে কঠিন ও ভয়ানক শাস্তি দিয়াছিলাম। ফলে তাহারা নিজদিগের কৃতকর্মের ও অবাধ্যতার শাস্তি ভোগ করিয়াছিল এবং লজ্জিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা কোন প্রকার উপকারে আসে না।

وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا অর্থাৎ ক্ষতিই ছিল উহাদিগের কর্মের পরিণাম।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا অর্থাৎ দুনিয়ার এই নগদ শাস্তির সাথে সাথে উহাদিগের জন্য আল্লাহ্ আখিরাতেও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ অতএব হে সঠিক বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চল। তোমরা উহাদিগের ন্যায় হইও না। অন্যথায় উহারা যেই শাস্তি ভোগ করিয়াছে তোমাদিগকেও সেইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا অর্থাৎ ওহে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাসী বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের প্রতি যিক্‌র তথা কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অর্থাৎ আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহা সংরক্ষণ করিব।

رَسُوْلاً يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ অর্থাৎ তিনি প্রেরণ করিয়াছেন এমন এক রাসূল, যে তোমাদিগের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন ঃ এই আয়াতে رسولا শব্দটি الذكر। এর বদলে ইশ্তিমাল হিসাবে মানসূব হইয়াছে। কারণ রাসূল তিনিই যিনি মানুষের কাছে কুরআনের বাণী পৌছাইয়া দেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ সঠিক সিদ্ধান্ত হইল এই যে, الذكر। -এর তাফসীর।

لِيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অর্থাৎ আমি রাসূল এই জন্য প্রেরণ করিয়াছি যেন তিনি ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে বাহির করিয়া আনেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ অর্থাৎ আমি তোমার নিকট কিতাব এই জন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর পথে নিয়া আস। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে; আল্লাহ্ তাহাদিগের অভিভাবক, তিনি তাহাদিগকে কুফর ও অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া ঈমানের ও ইলমের আলোতে নিয়া আসেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত ওহীকে নূর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এই ওহী দ্বারা হিদায়াত লাভ হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ওহীকে রূহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এই ওহী দ্বারা মানুষের অন্তর জীবনী শক্তি লাভ করে।

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا

অর্থাৎ যে কেহ আল্লাহ্তে ঈমান আনিবে ও সৎকর্ম করিবে আল্লাহ্ তাহাকে এমন জান্নাত দান করিবেন, যাহার পাদদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। তথায় তাহার চিরকাল থাকিবে। আল্লাহ্ তাহাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন। এই মর্মের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা উপরে একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(১২) اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ۠

১২. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও, উহাদের অনুরূপভাবে উহাদের মধ্যে নামিয়া আসে তাঁহার নির্দেশ, ফলে তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দীন ও বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য নিজের নিখুঁত শক্তির ও পূর্ণ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ। অর্থাৎ আল্লাহ্ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ) সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তিনি তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন ঃ

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا। তোমরা দেখ না যে, আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশকে কিভাবে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন? অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ অর্থাৎ সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং সেইগুলির মধ্যে যাহা আছে সবই আল্লাহ্র মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে।

وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ অর্থাৎ সপ্ত আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতটি সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের আধা হাত জমি জবর দখল করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সাত তবক যমীনের নীচে ধসাইয়া দিবেন।

বুখারী শরীফে আছে যে, কারূনকে সাত তবক যমীনের নীচে ধসাইয়া দিয়েছেন।

অনেকে মনে করেন যে, সাত যমীন অর্থ সাতটি রাজ্য। ইহা তাহাদিগের মনগড়া কথা। যাহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ও তাহা কুরআন ও হাদীস পরিপন্থী।

সূরা হাদীদে هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ الخ আয়াতের তাফসীরে সাত যমীনের কথা এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব ও গভীরতা পাঁচশত বৎসরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইব্ন মাসউদ (রা) ও সাহাবীগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সপ্ত আকাশ এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে সাত যমীন এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্র কুরসীর তুলনায় সেই সব কিছু জনমানবহীন মরুভূমিতে ফেলিয়া রাখা একটি আংটির ন্যায় মাত্র।

ইব্ন জারীর (র).......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) سَبْعَ سَمٰوٰتٍ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আমি যদি তোমাদিগকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়া শুনাই তবে তোমরা উহা অস্বীকার করিবে।

ইব্ন জারীর (র).......সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি যদি ইহার ব্যাখ্যা বলি তো তুমি উহা স্বীকার করিবে না।

ইব্ন জারীর (র).......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ পৃথিবীর অন্যান্য স্তরেও হযরত ইবরাহীম (আ) এবং পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি বসবাস করে।

ইমাম বায়হাকী (র).......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সাত পৃথিবীর প্রত্যেকটিতে তোমাদিগের নবীর ন্যায় নবী আছে, আদম (আ)-এর ন্যায় আদম আছে, নূহ (আ)-এর ন্যায় নূহ আছে, ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায় ইবরাহীম আছে ও ঈসা (আ)-এর ন্যায় ঈসা আছে। অতঃপর বায়হাকী অন্য এক সনদে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, প্রত্যেক যমীনেই ইবরাহীমের লোক আছে।

আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)......উছমান ইব্ন আবূ দাহরাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উছমান ইব্ন আবূ দাহরাস (রা) বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন কতিপয় সাহাবার কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহারা সকলেই চুপচাপ বসিয়া আছেন। কেহ কোন কথা বলিতেছেন না। দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার, তোমরা নিশ্চুপ কেন?" উত্তরে তাহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহ্র সৃষ্টি লইয়া চিন্তা করিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "ঠিক আছে তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টি লইয়া চিন্তা কর। কিন্তু আল্লাহ্কে লইয়া গবেষণায় মাতিও না। শোন, এই পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে আরেকটি একটি শুভ্র পৃথিবী আছে উহার আলোই হইল উহার শুভ্রতা। কিংবা বলিলেন, উহার শুভ্রতাই হইল উহার আলো। তথায় আল্লাহ্র এমন সৃষ্ট জীব আছে যাহারা পলকের সময়ও আল্লাহ্র নাফরমানী করে না।" শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে শয়তান কি তাহাদিগকে ধোঁকা দেয় না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ শয়তান কি জিনিষ উহা তো তাহারা জানে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কি আদম সন্তান? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আদমের সৃষ্টি সম্পর্কেই উহাদিগের কোন খবর নাই।" এই হাদীসটি মুরসাল ও মুনকার।

সূরা তাহ্‌রীম

১২ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٢) قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

(٣) وَ اِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَ اَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَ اَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

(٤) اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ○

(٥) عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّ اَبْكَارًا ○

১. হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তুমি তাহা নিষিদ্ধ করিতেছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদিগের সন্তুষ্টি চাহিতেছ।-আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২. আল্লাহ্ তোমাদিগের শপথ হইতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আল্লাহ্ তোমাদিগের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৩. স্মরণ কর— নবী তাহার স্ত্রীদিগের একজনকে গোপনে কিছু বলিয়াছিল। অতঃপর যখন সে উহা অন্যকে বলিয়া দিয়াছিল এবং আল্লাহ্ নবীকে উহা জানাইয়া দিয়াছিলেন, তখন নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করিল এবং কিছু অব্যক্ত রাখিল; যখন নবী উহা তাহার সেই স্ত্রীকে জানাইল তখন সে বলিল, 'কে আপনাকে ইহা অবহিত করিল?' নবী বলিল, 'আমাকে অবহিত করিয়াছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।'

৪. যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেহেতু তোমাদিগের হৃদয় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে— আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জানিয়া রাখ আল্লাহ্ই তাঁহার বন্ধু এবং জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও, উপরন্তু অন্যান্য ফিরিশতাগণও তাহার সাহায্যকারী।

৫. যদি নবী তোমাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তাহার প্রতিপালক সম্ভবত তাহাকে দিবেন তোমাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী—যাহারা হইবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।

তাফসীর ঃ এই সূরাটির প্রথমাংশের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলেন ঃ উহা হযরত মারিয়া (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সময় তাহাকে নিজের জন্য হারাম করিয়া লইয়াছিলেন। সেই প্রসংগে يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ الخ নাযিল হয়।

ইমাম নাসায়ী (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক দাসী ছিল, যাহার সহিত তিনি সহবাস করিতেন। কিন্তু হযরত আয়িশা ও হাফসা (রা)-এর আপত্তির কারণে তিনি তাহার কাছে গমনাগমন বন্ধ করিয়াছেন। সেই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ الخ নাযিল করেন।

ইবন্ জারীর (র).......যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার জনৈকা স্ত্রীর ঘরে ইবরাহীমের মায়ের (মারিয়া (রা)-এর সহিত মিলিত হন। সংবাদ পাইয়া সেই স্ত্রী বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ঘরে আবার আমারই বিছানায় এই কাজ? তখন রাসূলুল্লাহ্

(সা) তাহাকে নিজের জন্য হারাম করিয়া নেন। শুনিয়া স্ত্রী বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যাহা আপনার জন্য হালাল তাহা আবার হারাম হইবে কি করিয়া? রাসূলুল্লাহ্ (সা) শপথ করিয়া বলিলেন যে, আর কখনো তাহার সহিত মিলিত হইবেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا النَّبِىُّ الخ নাযিল করেন। যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, হালাল হওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ কাহারো সম্পর্কে বলে যে, তুমি আমার জন্য হারাম তবে এই কথাটি অনর্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইবন্ জারীর (র) ..... যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মারিয়াকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার জন্য হারাম। আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার সহিত আর আমি সহবাস করিব না।"

মাসরূক (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈলা করিয়াছিলেন এবং (হালালকে) হারাম করিয়াছিলেন। ফলে হালালকে হারাম করিবার কারণে তিরস্কার করা হয় এবং শপথের জন্য কাফ্‌ফারা প্রদান করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

যাহ্‌হাক, হাসান, কাতাদা, মুকাতিল, ইবন্ হাইয়ান প্রমুখ অনেক পূর্ববতীগণ এইরূপ বলিয়াছেন। ইবন্ জারীর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি একদিন হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আলোচ্য ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুই স্ত্রী কাহারা? উত্তরে তিনি বলেন, আয়িশা ও হাফসা (রা)। ঘটনাটি এইরূপ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হাফসা (রা)-এর পালায় তাহারই ঘরে মারিয়ার সংগে সহবাসে লিপ্ত হন। হাফসা (রা) উহা টের পাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার দিনে, আমার পালায়, আমারই বিছানায় আপনি এমন একটি আচরণ করিলেন, যাহা আপনি অন্য স্ত্রীর প্রতি করেন নি! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আচ্ছা, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে যে, আমি তাহাকে আমার জন্য হারাম করিয়া নিব। ফলে আর তাহার কাছে যাইব না?" হাফসা (রা) বলিলেন, হ্যাঁ। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে নিজের জন্য হারাম করিলেন এবং হাফসা (রা)-কে বলিলেন, এই কথা কাহারো নিকট বলিও না।" কিন্তু হাফসা (রা) তাহা আয়িশা (রা)-এর কাছে বলিয়া দেন। পরে আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে প্রকাশ করিয়া আয়াত নাযিল করেন ঃ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ الخ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরে কসমের কাফ্‌ফারা প্রদান করিয়া পুনরায় মারিয়ার সহিত মিলিত হন।

হাইসাম ইবন্ কুলাইব (র)....... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাফসা (রা)-কে বলিয়াছিলেন, আমি মারিয়াকে আমার জন্য হারাম করিয়া নিলাম। কিন্তু খবরদার এই কথা কাহারো কাছে প্রকাশ করিও না।" হাফসা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য যাহা হালাল করিয়াছেন আপনি

কি তাহা হারাম করিতেছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তাহার কাছেও আর যাইব না। বর্ণনাকারী বলেন, সত্যিই তিনি কিছুদিন আর তাহার সহিত সহবাসে লিপ্ত হন নাই। ইত্যবসরে হাফসা (রা) আয়িশা (রা)-এর নিকট ঘটনাটি বলিয়া দেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ الخ নাযিল করেন। এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। হাফিজ যিয়া মাকদিসী (র) ইহাকে পছন্দ করিয়াছেন। তবে এই হাদীসটি সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবে বর্ণনা করা হয় নাই।

ইবন্ জারীর, তাবারী (র).......ইবন্ আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন হালাল বস্তুকে হারাম করিলে উহা কসম হইয়া যায় এবং ইহার কাফ্ফারা দিতে হইবে। ইহার পর ইবন্ আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ । রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাসীকে হারাম করিয়াছিলেন, ইহার উপর আবার বলেন ঃ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ الخ তখন তিনি কসমের কাফ্ফারা আদায় করেন। এখানে হারাম করাকে কসম গণ্য করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)...... ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন হালাল বস্তুকে হারাম করিলে কসম বলিয়া গণ্য হইবে এবং কাফ্ফারা দিতে হইবে। অতঃপর ইবন্ আব্বাস (রা) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ পাঠ করেন। ইমাম মুসলিম (র)-ও উক্ত হাদীসটি হিশাম দস্তওয়াই সূত্রে বর্ণনা করেন।

ইমাম নাসায়ী (র).......ইবন্ আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তো আমার স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করিয়া ফেলিয়াছি, এখন আমি কি করি? উত্তরে ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ তুমি হারাম করিয়াছ বলিয়াই হারাম হইয়া যায় নাই। অতঃপর তিনি يَاَيُّهَا النَّبِىُّ الخ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ তোমাকে কাফ্ফারা দিতে হইবে। কাফ্ফারার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হইল গোলাম আযাদ করা। উহাই তোমাকে করিতে হইবে।

ইমাম আহমদ সহ অনেক আলিমের মত হইল যে, যে কোন হালাল বস্তু যেমন স্ত্রী, দাসী, খাদ্য, পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নিজের উপর হারাম করিয়া নিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত হইল, শুধু স্ত্রী ও দাসী হারাম করিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে, অন্য কিছুতে নহে। তিনি বলেন, স্ত্রীকে হারাম করা দ্বারা যদি তালাক উদ্দেশ্য হয় তবে তালাক হইয়া যাইবে এবং দাসীকে হারাম করা দ্বারা দাসী আযাদ করা উদ্দেশ্য হইলে, আযাদ হইয়া যাইবে।

ইবন্ আবূ হাতিম (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ الخ এই আয়াতটি সেই মহিলা

সম্পর্কে নাযিল হয়, যে নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য উৎসর্গ করিয়াছিল। কিন্তু এই হাদীসটি গরীব। সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধুপান হারাম করা প্রসংগে এই আয়াতটি নাযিল হয়। যেমন ঃ

ইমাম বুখারী (র) ..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর ঘরে মধু পান করিতেন এবং তাহার মনোরঞ্জনের জন্য কিছুক্ষণ তাহার কাছে অবস্থান করিতেন। একদিন আমি এবং হাফসা (রা) এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার এবং আমার যাহার ঘরেই আসিবেন আমরা বলিব যে, মনে হয় আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন, আপনার মুখে তো উহার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। ঠিক তাহাই করা হইল। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না মাগাফীর খাই নাই। তবে আমি যয়নব (রা)-এর ঘরে মধু পান করিতাম। তবে এখন হইতে আর তাহা করিব না। তুমি কাহারো কাছে এই কথা বলিও না।

কসম ও মান্নত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র)....... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর ঘরে প্রায়শই মধু পান করিতেন এবং তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য কিছুক্ষণ তথায় অবস্থান করিতেন। ফলে আমি আর হাফসা (রা) এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আজ তিনি আমাদের দুইজনের যাহার ঘরেই আসিবেন আমরা বলিব যে, কি ব্যাপার আপনার মুখে মাগাফীরের গন্ধ পাইতেছি, আপনি মাগাফীর খাইয়া আসিয়াছেন বোধহয়। অতঃপর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহা করিলাম। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, মাগাফীর খাই নাই। তবে যয়নবের ঘরে মধু খাইয়াছিলাম। আর খাইব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ الخ। আয়াতটি নাযিল করেন। এইখানে আয়াতে اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا। দ্বারা আয়িশা ও হাফসা (রা)-কে বুঝানো হইয়াছে আর وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ الخ বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা 'বরং আমি মধু খাইয়াছি' এর প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।

হিশাম (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আর কখনো তাহা করিব না। তবে তুমি কাহারো নিকট এই ব্যাপারে কিছু বলিও না। উষ্ট্রী যে সকল গাছপালা ভক্ষণ করে সে সবের মধ্যে মিষ্ট দুর্গন্ধ জাতীয় আঠালো এক বস্তুকে মাগাফীর বলা হয়। তাহার একবচন মাগফুর এবং বহুবচন হইয়া মাগাফীর। উক্ত হাদীসটি মুসলিম (র) তালাক অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবন্ হাতিম (র)...... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধু ও হালুয়া খুব পছন্দ করিতেন। প্রতিদিন তিনি আসর নামাযের পর

বাড়িতে আসিয়া কোন একজন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিতেন। নিয়মানুযায়ী তিনি একদিন হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেইদিন স্বাভাবিক নিয়মের চেয়ে বেশী অবস্থান করেন। ইহাতে আমার মনে ঈর্ষা জাগে। ফলে আমি হাফসাকে এই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহার বংশের জনৈকা মহিলা তাহাকে কিছু মধু হাদিয়া দিয়াছিল। উহা দ্বারা শরবত বানাইয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পান করান। আর ইহাতেই তাঁহার একটু বেশী বিলম্ব হইয়া যায়। শুনিয়া আমি মনে মনে বলিলাম, আচ্ছা কোন এক কৌশলে রাসূলুল্লাহকে ইহা হইতে ফিরাইতে হইবে। ফিরিয়া আসিয়া আমি সাওদা বিনতে যামআ (রা)-কে বলিলাম, খুব সম্ভব রাসূলুল্লাহ্ (সা) আজ তোমার কাছে আসিবেন। আসিলে তুমি বলিবে যে, বোধহয় আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন। তখন তিনি অস্বীকার করিবেন। তুমি বলিবে, তাহা হইলে আপনার মুখে ইহা কিসের দুর্গন্ধ? তখন তিনি বলিবেন যে, হাফসা (রা) আমাকে মধুর খাওয়াইয়াছিল। ইহা তাহারই ঘ্রাণ। তখন তুমি বলিবে, তাহা হইলে বোধহয় মৌমাছি কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ যাহা হইতে মাগাফীর তৈরি হয় সেই বৃক্ষ হইতে রস চুষিয়াছে, যাহার ফলে মধুর মধ্যেও সেই দুর্গন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। আমার কাছে আসিলে আমিও এইরূপ বলিব। অতঃপর আমি সফিয়্যা (রা)-কে বলিলাম, তোমার কাছে আসিলে তুমিও এইরূপ বলিবে।

বস্তুত ঘটনা উহাই ঘটিল। সাওদা (রা) বলেন ঃ আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছে আসিলে আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি মাগাফীর খাইয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না তো। আমি বলিলাম, তবে আপনার মুখ হইতে ইহা কিসের গন্ধ পাইতেছি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হাফসা (রা) আমাকে মধুর শরবত পান করিয়াছে। আমি বলিলাম, তাহা হইলে মৌমাছি মাগাফীর নামক দুর্গন্ধ বৃক্ষে মুখ লাগাইয়াছে; বোধহয় যাহার ফলে মধুর মধ্যে দুর্গন্ধ হইয়াছে।

আয়িশা (রা) বলেন, আমার কাছে আসিলে আমিও উহাই বলিলাম। সফিয়্যার কাছে গেলে সেও একই কথা বলিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় হাফসা (রা)-এর ঘরে গেলে সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আরেকটু শরবত দিব কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, দরকার নাই। আয়িশা (রা) বলেন ঃ ইহা শুনিয়া সাওদা (রা) বলিলেন, তবে কি আমরাই রাসূলের উপর উহা হারাম করিয়া দিলাম? আমি বলিলাম, চুপ কর তুমি।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুর্গন্ধকে অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন। এই জন্যই তাঁহারা সকলে বলিয়াছিলেন যে, আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন? কেননা ইহাতে দুর্গন্ধ রহিয়াছে। যখন তিনি বলিলেন, আমি মধু খাইয়াছি। তাঁহারা বলিলেন, মৌমাছি ওরফুয বৃক্ষ যাহা হইতে মাগাফীর তৈরি হয়, তাহা হইতে রস চুষিয়াছে, এই জন্যই মধুর মধ্যে সেই দুর্গন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, মধুপানের ঘটনায় পান করানোর ব্যাপারে দুইজনের নাম পাওয়া যায়। একজন হইলেন হযরত হাফসা ও যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)। ইহাতে বুঝা যায় যে, ঘটনা আসলে একটি নয় বরং দুই সময়ে পৃথক পৃথকভাবে এই ধরনের দুইটি ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে এবং উভয় ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র).......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ الخ। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেই দুই স্ত্রীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহারা কাহারা, এই কথাটি হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমারা অনেক দিন যাবত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। ঘটনাক্রমে এক বছর তিনি হজ্জে গেলেন। আমিও তাঁহার সংগে ছিলাম। পথিমধ্যে এক সুযোগে আমি কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাহারা দুইজন হইলেন আয়িশা ও হাফসা (রা)।

ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি বিস্তারিত এইভাবে বর্ণনা করেন ঃ উমর (রা) বলেন, আমরা কুরাইশগণ আমাদের স্ত্রীদের উপর প্রবল থাকিতাম। যখন আমরা হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলাম, দেখিলাম যে, মদীনাবাসীদের স্ত্রীগণ তাদের ওপর প্রবল। ইহা হইতে আমাদের স্ত্রীগণ অনুরূপ প্রথা শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলেন, উমাইয়া ইবন্ যায়দ এর বাড়ীর কাছে মদীনার উপরিভাগে আমার আবাস ছিল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হইলাম। আমার স্ত্রী আমার সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করিলেন। আর আমি ইহাকে অত্যন্ত অপছন্দ করিলাম। আমার স্ত্রী বলিল, আপনি আমার প্রতিউত্তরকে কেন অপছন্দ মনে করিতেছেন। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণও এইরূপ প্রতিউত্তর দিয়া থাকেন। কোন কোন সময় ইহার ফলে দিন রাত কথাবার্তা বর্জন করিয়া থাকেন। উমর (রা) বলেন, আমি এই কথা শুনিয়া হাফসা (রা)-এর ঘরে গেলাম এবং বলিলাম, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁহার কথার উত্তর দিয়া থাক। তিনি বলিলেন যে, নিশ্চয়ই। আমি পুনরায় বলিলাম, তোমরা দিনরাত তাঁহার সাথে কথাবার্তা বর্জন করিয়া থাক। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ নিশ্চয়। আমি বলিলাম, তোমাদের মধ্যে যে এইরূপ করিবে নিশ্চয়ই সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তোমরা কি নিরাপদ মনে করিতেছে যে, তোমাদের এহেন কার্যকলাপের ফলে আল্লাহ্র রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ও তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। সে তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। হে হাফসা! সাবধান তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন কথার উত্তর দিও না এবং কোন কিছু প্রশ্ন করিও না, অর্থ সম্পদ কোন কিছু চাওয়ার থাকে আমার নিকট চাহিবা এবং তোমার সাথী অর্থাৎ আয়িশা (রা) তোমার চাইতে অধিক সুন্দরী ও সুশ্রী এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অধিক প্রিয় হইয়াছেন বলিয়া তুমি ঈর্ষান্বিত হইও না।

উমর (রা) বলেন, আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিল এবং আমরা পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসা-যাওয়া করিতাম। একদিন তিনি যাইতেন এবং সেই দিনের নাযিলকৃত কুরআনের আয়াতসমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া আমাকে শুনাইতেন। এবং একদিন আমি যাইতাম আমিও অনুরূপ করিতাম। উমর (রা) তখনকার সময় আমাদের মধ্যে একটি খবর প্রকাশ হইয়াছিল যে, গাস্সান গোত্রের লোকজন আমরা মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে আগমন করিবে। এই সময় একরাতে আমার প্রতিবেশী বন্ধু ইশার সময় আসিয়া সজোরে আমার ঘরের দরজায় আঘাত করিলেন এবং আমাকে ডাক দিলেন। আমি বাহির হইলাম। তিনি বলিলেন, বিরাট দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, আর কি গাস্সানরা আক্রমণ করিয়াছে? তিনি বলিলেন, না বরং ইহার চাইতে অধিক বড় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়াছেন। আমি মনে মনে বলিলাম, হাফসা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমি ইহাই পূর্ব হইতে ভাবিতেছিলাম যে, এইরূপ ঘটিতে পারে। পরিশেষে ফজরের নামায শেষ করিয়া জামা কাপড় পরিধান করিয়া হাফসা (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কাঁদিতেছিলেন। আমি বলিলাম, হে হাফসা! তোমাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তালাক দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি জানি না। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের হইতে পৃথক হইয়া এই তোশাখানায় অবস্থান করিতেছেন।

আমি তখন সেখানে যাইয়া তাঁহার হাবশী গোলামকে বলিলাম যে, তুমি উমরের ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আস। সেই গোলাম ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া বলিল, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তোমার প্রবেশের অনুমতি চাহিয়াছিলাম; তিনি নীরব রহিয়াছেন। আমি তখন এখান হইতে চলিয়া আসিলাম এবং মসজিদের মিম্বরের কাছে গেলাম। সেখানেও একদল বসিয়া আছেন। তাহাদের কেহ কেহ কাঁদিতেছেন। আমি তাহাদের নিকট কিছু সময় অতিবাহিত করিলাম। ইহার পর আমার অন্তরে আবার প্রবল ইচ্ছা আসিল। আমি পুনরায় সেই গোলামের নিকট আসিয়া বলিলাম, তুমি উমরের প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। সে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, আমি তোমার কথা উল্লেখ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব রহিয়াছেন। আমি আবার বাহির হইয়া আসিয়া মিম্বরের কাছে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর আবার উৎসাহ জাগে। আমি আসিয়া গোলামকে উমরের জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিতে বলিলাম। সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া বলিল, তোমার উল্লেখ করি কিন্তু তিনি চুপ করিয়া রহিয়াছেন। তখন আমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি হঠাৎ করিয়া গোলাম ডাকিতেছে যে, হে উমর! তুমি ভিতরে প্রবেশ কর। তোমাকে নবী (সা) অনুমতি দিয়াছেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করিলাম। তিনি তখন একটি খালি চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া ছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) অপর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, চাটাইয়ের বেতের দাগ নবী (সা)-এর শরীরে প্রকাশ পাইয়াছিল। উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন? এই কথা শুনিয়া তিনি আমার দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন, না তো! তখন আমি বলিলাম, আল্লাহু আকবর! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো জানেন, আমরা কুরাইশগণ স্ত্রীগণের উপর প্রবল থাকিতাম। যখন আমরা মদীনায় আগমন করিলাম এখানে দেখিতে পাইলাম যে, মদীনার পুরুষগণের উপর স্ত্রীগণ প্রবল এবং আমাদের স্ত্রীগণ ইহা দেখিয়া তাহা শিক্ষা করিয়া নিয়াছে। আমি একদিন আমার স্ত্রীর উপর রাগ করিলাম। সে আমার কথার উত্তর দিতে লাগিল এবং ইহাকে আমি অপছন্দ করিলাম। সে বলিল, তুমি কি আমার প্রতিউত্তরকে অপছন্দ মনে করিতেছ। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিগণ তাঁহার কথার উত্তর দেন এবং কেউ কেউ দিনরাত কথাবার্তা বর্জন করিয়া থাকেন। আমি তখন বলিলাম, এইরূপ যে করিবে নিশ্চয়ই সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহারা কি নিরাপদ হইয়া গিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। সে তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হাসি দিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাফসার নিকট যাইয়া বলিয়াছি, হে হাফসা তোমার সাথী অর্থাৎ আয়িশা যদি তোমার চাইতে সুন্দরী হয় অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অধিক প্রিয় হয়, সাবধান তুমি ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইও না। ইহা শুনিয়া তিনি দ্বিতীয়বার মুচকি হাসিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিছু মন ভুলানো আলোচনা করি। তিনি বলিলেন, কর। আমি বলিলাম, মাথা তুলে ঘরের সামান পত্রের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, ঘরে আরাম করার মত সামান্য সামান ব্যতীত আর কোন কিছু নাই। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দু'আ করুন আল্লাহ্ যাহাতে আপনার উম্মতকে ধন-সম্পদে প্রশস্ততা প্রদান করুক। আল্লাহ্ পারস্যবাসী ও রোমবাসীদের উপর প্রশস্ততা দান করিয়াছেন অথচ তাহারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না। এই কথা শুনিয়া হেলান হইতে সোজা হইয়া বসিয়া পড়েন এবং বলেন, হে উমর! আমার সম্পর্কে তোমার কি কোন সন্দেহ আছে? তাহারা তো এমন এক সম্প্রদায় যাহাদেরকে আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। আখিরাতে তাহারা শূন্য হাত। তখন আমি বলিলাম, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বস্তুত তিনি বিবিগণের উপর ভীষণ রাগান্বিত হইয়া এক মাস পর্যন্ত তাহাদের কাছে যাইবেন না বলিয়া কসম করিয়াছিলেন। এই হাদীসটি বুখারী মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) বিভিন্ন সূত্রে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম (র)....... ইবন্ আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ এক বৎসর যাবত অপেক্ষা করিতেছিলাম একটি আয়াত সম্পর্কে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিব কিন্তু তাঁহার ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলাম না। পরিশেষে তিনি হজ্জে রওয়ানা হইলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত হজ্জে রওয়ানা হইলাম। হজ্জ শেষে

ফিরে আসার পথে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার একপার্শ্বে বাবুল গাছের দিকে গেলেন। আমি অপেক্ষা করিলাম। তিনি প্রয়োজন সেরে আসিলেন এবং রওয়ানা দিলেন। আমি তাঁহার সাথে চলিলাম। কিছুক্ষণ পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সেই দুইজন মহিলা যাহারা পরস্পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তাহার হইলেন আয়িশা ও হাফসা (রা)। অতঃপর তাঁহার হাদীসটি বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

ইমাম মুসলিম (র) ....উমর ইবন্ খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) বিবিগণ হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন আমি তখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম লোকজন কংকর খুঁজিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন। সেই সময় পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা হাফসা ও আয়িশার কাছে তাহার প্রবেশের কথা হাদীসে বর্ণনা করা হয়। ইহার পর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাহার তোশাখানায় উপস্থিত হইলাম। আমি ডাক দিয়া বলিলাম, হে রাবাহ! তুমি আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। পূর্বের মত ঘটনা বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিবিগণের ব্যাপারে আপনার কিসের চিন্তা ? যদি আপনি তাহাদেরকে তালাক দিয়া দেন তবে আল্লাহ্, তাঁহার ফিরিশ্তারা, জিবরাঈল, মিকাঈল, আমি, আবূ বকর ও সমস্ত মুমিনগণ আপনার সাথে রহিয়াছেন। আমি যখনই কোন কথা বলি, আমি আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ্ আমার কথার সত্যায়ন করিবেন। তখন এই ইখতিয়ার প্রদানের আয়াত অবতীর্ণ হয়। আমি বলিলাম, আপনি তাহাদেরকে তালাক দিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, না তো। তখন আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করিয়া দেই যে, নবী (সা) বিবিগণকে তালাক দেন নাই। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান ও যাহ্হাক প্রমুখ বলেন, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ দ্বারা আবূ বকর ও উমর (রা)-কে বুঝানো হইয়াছে। হাসান বসরী (র)-এর সংগে উছমান (রা)-এর নামও যোগ করিয়াছেন। লায়ছ ইব্ন আবূ সুলায়ম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ আলী (রা)।

ইমাম বুখারী (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ একদিন একযোগে সকলে অভিমান করিয়া বসিয়াছিল। তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, নবী করীম (সা) যদি তোমাদিগকে তালাক দিয়া দেন তো তাঁহার প্রতিপালক তাঁহাকে তোমাদিগের পরিবর্তে আরো উত্তম স্ত্রী দান করিবেন। তখন عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ الخ আয়াতটি নাযিল হয়।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রা) কয়েকটি ব্যাপারে কুরআনের অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়া ছিলেন। অর্থাৎ তিনি যেমন বলিয়াছিলেন ওহীও হুবহু তেমনই নাযিল হইয়াছে। যেমন পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার ব্যাপারে, বদরের বন্দীদের ব্যাপারে এবং উমর (রা) বলিয়াছিলেন وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى অর্থাৎ হুযূর! আপনি যদি আকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাইয়া লইতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى নাযিল করেন।

ইবন্ আবূ হাতিম (র)......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং উম্মাহাতুল মুমিনীদের মধ্যকার মনোমালিন্যের সংবাদ পাইয়া তাহাদিগের নিকট গিয়া আমি বলিলাম যে, দেখ, রাসূলুল্লাহ্ যদি তোমাদিগকে তালাক দিয়া দেন তো আল্লাহ্ তাঁহাকে তোমাদিগ হইতে উত্তম স্ত্রী দান করিবেন। সবশেষে যাঁহাকে এই কথাটি বলিলাম, উত্তরে তিনি আমাকে বলিল, দেখ উমর! রাসূল তোমার চেয়ে ওয়াজ কম জানেন না যে, আমাদিগকে তোমার নসীহত করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি আর কথা বলিলাম না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

উল্লেখ্য যে, নবী পত্নীদিগকে নসীহত না করিবার ব্যাপারে যে মহিলা হযরত উমর (রা)-এর কথার উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি হইলেন উম্মে সালামা (রা)। ইহা বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

তাবারানী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ হাফসা (রা) একদিন নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাসী মারিয়ার সহিত সংগমরত দেখিতে পাইলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন, "তুমি আয়িশার কাছে ইহা বলিও না। তোমাকে আমি সুসংবাদ দিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর আবূ বকর (রা)-এর পরে তোমার পিতা খলীফা হইবেন। কিন্তু হাফসা (রা) আয়িশা (রা)-এর কাছে ঘটনাটি বলিয়া দিলেন। শুনিয়া আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে ইহা কে জানাইয়াছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমাকে ইহা তিনি অবহিত করিয়াছেন যিনি সর্বজ্ঞ সম্যক অবগত। কিন্তু আয়িশা (রা) বলিলেন, মারিয়াকে আপনি নিজের জন্য হারাম করিয়া না নেয়া পর্যন্ত আমি আপনার দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইব না। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মারিয়াকে হারাম করিয়া নিলেন। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ الخ নাযিল করেন। ইহার সূত্রে দুর্বলতা রহিয়াছে।

سَائِحَاتٌ আবূ হুরায়রা, আয়িশা, ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমা, মুজাহিদ, সাঈদ্ ইব্ন জুবায়র, আতা, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, আবূ আব্দুর রহমান সুলামী, আবূ মালিক

ইবরাহীম নাখয়ী, হাসান, কাতাদা, হাসান যাহ্হাক, রবী ইব্ন আনাস ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন ঃ سَائِحَاتٌ অর্থ صَائِمَاتٌ অর্থাৎ সিয়াম পালনকারী। সূরা বারাআতে السَّائِحُوْنَ। -এর ব্যাখ্যায় একটি মারফু হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ سياحة هذه الامة الصيام এই হাদীসে সিয়ামকে সিয়াহাত বলা হইয়াছে। সেখান হইতেই سَائِحَاتٌ শব্দের উৎপত্তি।

যায়েদ ইব্ন আসলাম ও তাঁহার পুত্র আবদুর রহমান (র) বলেন, سَائِحَاتٌ অর্থ مهاجرات অর্থাৎ হিজরতকারিণী। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই উত্তম।

ثَيِّبَاتٍ وَّاَبْكَارًا অর্থাৎ উহাদিগের কেহ হইবে কুমারী আর কেহ হইবে অকুমারী; যাহাতে অধিক আনন্দ লাভ করা যায়।

তাবারানী (র).......বুরায়দা (রা) হইতে মু'জামে কাবীরে বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কুমারী ও অকুমারী স্ত্রী দান করিবার ওয়াদা করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে অকুমারী হইল ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং কুমারী হইল ইমরানের কন্যা (মরিয়ম (আ)।

ইবন্ আসাকির (র).......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, জিবরীল (আ) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করেন। হযরত খাদীজা (রা)-ও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। জিবরীল (আ) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা খাদীজার নিকট সালাম পাঠাইয়া সুসংবাদ দিয়াছেন যে, জান্নাতে তাঁহাকে মুক্তার তৈরি এমন একটি ঘর দান করিবেন যাহা ঠাণ্ডাও নয় গরমও নয়। যেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট ও হাঁক-ডাকের বালাই নাই। উহার অবস্থান হইবে ইমরান তনয়া মরিয়ম এবং মুযাহিম তনয়া স্ত্রী আসিয়ার ঘরের মধ্যখানে।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, খাদীজা! তোমার সতীনদের সংগে তোমার সাক্ষাৎ হইলে আমার সালাম বলিও। খাদীজা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযুর! আমার পূর্বে কি আপনি কাউকে বিবাহ করিয়াছিলেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, আমি কাহাকেও বিবাহ করি নাই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইমরান তনয়া মরিয়ম, ফিরআউন পত্নী আসিয়া এবং মূসার বোন কুলসূমকে আমার সংগে বিবাহ দিয়া রাখিয়াছেন। এই হাদীসটি দুর্বল।

আবূ ইয়ালা (র).......আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমাকে অবহিত করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে ইমরান তনয়া মরিয়ম, মূসার বোন কুলসূম ও ফিরআউন পত্নী আসিয়াকে আমার সংগে বিবাহ দিয়াছেন। আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ এই সংবাদ শুনিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম যে, ধন্য আপনি, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই হাদীসটিও দুর্বল।

(٦) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ
مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝

(٧) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى
رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ
نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا
نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৬. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদিগের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হইতে। যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর; যাহাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয় কঠোরস্বভাব— ফিরিশতাগণ, যাহারা অমান্য করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা আদেশ করেন তাহা এবং তাহারা যাহা করিতে আদিষ্ট হয় তাহাই করে।

৭. হে কাফিরগণ! আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করিও না। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

৮. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌রই নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা, সম্ভবত তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের মন্দকর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ্ নবী এবং তাহার মুমিন সংগীদিগকে অপদস্থ করিবেন না। তাহাদিগের জ্যোতি তাহাদিগের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হইবে। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

তাফসীর ঃ সুফিয়ান সওরী (র) আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ নিজেকে অগ্নি হইতে বাঁচাও এবং পরিবার-পরিজনকে দীনী আদব ও শিক্ষা প্রদান কর।

আলী ইবন্ আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশ পালন কর, তাঁহার নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাক এবং পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্র রিযকের তাকীদ কর; তাহা হইলে আল্লাহ্কে তোমাদিগকে জাহান্নাম হইতে রক্ষা করিবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ তাহার অর্থ নিজে খোদাভীতি অর্জন এবং পরিবার-পরিজনকে খোদাভীতি অর্জনের উপদেশ দিতে থাক।

কাতাদা (র) বলেন ঃ পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিবার আদেশ দাও, আল্লাহ্র নাফরমানী হইতে বারণ কর; নেক কাজে তাহাদেরকে সাহায্য কর এবং মন্দ কাজ করিতে দেখিলে প্রতিরোধ কর।

যাহ্হাক ও মুকাতিল (র) বলেন ঃ আত্মীয়-স্বজন দাস-দাসী ও অন্যান্য অধীনস্থদেরকে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকার শিক্ষা প্রদান করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে বর্ণিত আছে। সাবুরা (র) হইতে আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সাত বছর বয়সে উপনীত হইলে শিশুদেরকে নামাযের আদেশ দাও। দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য প্রয়োজন হইলে প্রহার কর। ফকীহগণ বলেন যে, এই নির্দেশ শুধু নামাযের জন্যই নহে, বরং রোযা ইত্যাদির জন্য এই নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে। যেন প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্বেই ছেলে-মেয়েরা নামায-রোযা ইত্যকার ইবাদত করিতে, যাবতীয় অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিতে অভ্যস্ত হয়।

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ অর্থাৎ জাহান্নামের ইন্ধন হইবে মানুষ এবং প্রস্তর।

আলোচ্য আয়াতের حِجَارَةُ শব্দের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন ঃ উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল প্রতিমা যাহার পূজা করা হয়। যেমন অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَطَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাহার তোমরা পূজা কর উহা জাহান্নামের ইন্ধন হইবে। ইব্ন মাসঊদ (র) মুজাহিদ, আবূ জাফর বাকির ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ حِجَارَةُ অর্থ গন্ধকের পাথর যা মরা পঁচা লাশের চেয়েও দুর্গন্ধযুক্ত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আব্দুল আযীয ইব্ন আবূ দাউদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল আযীয (র) বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ الخ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন।

তখন সেখানে কতিপয় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোকও উপস্থিত ছিলেন। আয়াতটি শুনিয়া বৃদ্ধ লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাহান্নামের পাথর কি দুনিয়ার পাথরের ন্যায় হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জাহান্নামের একটি পাথর খণ্ড গোটা দুনিয়ার সকল পাহাড়ের চেয়েও বড় হইবে। শুনিয়া লোকটি বেহুঁশ হইয়া সংগে সংগে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। রাসূল্লাহ (সা) তাহার বুকে হাত দিয়া লোকটি জীবিত আছে বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ডাক দিয়া বলিলেন, হে বৃদ্ধ! পড় 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' লোকটি মুখে কলেমা পড়িলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! এই সুসংবাদ কি কেবল তাহারই জন্য? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন।

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدَ অর্থাৎ এই জান্নাত তাহার জন্য যে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং আমার ধমকীকে ভয় করে। ইহা মুরসাল ও গরীব হাদীস।

عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ অর্থাৎ জাহান্নামে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাব ফিরিশতাগণ, যাহারা কাফিরদের প্রতি সামান্যতম দয়াও দেখাইবে না। সৃষ্টিগতভাবেই উহাদিগের স্বভাব বড় কঠোর এবং আকৃতি বড় ভয়ানক।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) বলেন, জাহান্নামীরা যখন জাহান্নামের নিকট দরজায় পৌঁছিবে তখন প্রথম দরজায় চার লক্ষ ফিরিশতা দেখিতে পাইবে যাহাদিগের চেহারা হইবে কালো ও দাঁতগুলি হইবে বড় ও ভয়ানক। আল্লাহ্ তাআলা উহাদিগের অন্তর হইতে দয়া-মায়া উঠাইয়া নিয়াছেন। উহাদিগের একজনের অন্তরেও অণু পরিমাণও দয়া থাকিবে না। একটি পাখি দ্রুত দুই মাস উড়িয়াও এই কাঁধ হইতে আরেক কাঁধে পৌঁছিতে পারিবে না। অতঃপর তাহারা দরজায় কুরআনে বর্ণিত উনিশজন ফিরিশতা দেখিতে পাইবে। উহাদিগের এক একজনের বুক হইবে সত্তর বছর দূরত্বের পরিমাণ চওড়া। অতঃপর উহাদিগকে এক দরজা হইতে আরেক দরজার দিকে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহাতে পাঁচশত বছর সময় লাগিয়া যাইবে। প্রত্যেক দরজায় প্রথম দরজার ন্যায় ফিরিশতা দেখিতে পাইবে। এভাবে সর্বশেষ দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে।

لَايَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র কোন নির্দেশই অমান্য করে না। আদেশ দেওয়া মাত্রই তাহারা উহা পালন করে। এবং আল্লাহ্র যে কোন আদেশ পালনে তাহারা সম্পূর্ণ সক্ষম। ইহাদিগের নাম হইল যাবানিয়া।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَعْتَذِرُوْا الْيَوْمَ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিরদিগকে বলা হইবে, তোমরা আজ অপরাধ

স্খালনের চেষ্টা করিও না। কারণ তোমাদিগের কোন প্রচেষ্টাই আজ কবূল করা হইবে না। আজ কেবল তোমাদিগকে তোমাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সঠিকভাবে দৃঢ়তার সহিত এমনভাবে খাঁটি তওবা কর, যাহা তোমাদিগের পূর্বকৃত অপরাধ মোচন করিয়া দেয় এবং যাবতীয় অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি হইতে তোমাদিগকে পবিত্র করিয়া তোলে।

ইবন জারীর (র)....... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ الخ এর বাখ্যায় বলেন تَوْبَةً نَّصُوْحًا অর্থাৎ ভুলবশত কোন অপরাধ হইয়া গেলে পুনরায় উহা আর না করা।

সুফিয়ান সাওরী (র) .... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন, تَوْبَةً نَّصُوْحًا অর্থ কোন গুনাহ হইয়া গেলে তওবা করা এবং পুনরায় উহা না করা কিংবা পুনরায় করিবার ইচ্ছা না করা।

আবুল আহওয়াস (র) প্রমুখ নুমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা)-কে تَوْبَةً نَّصُوْحًا এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, মন্দ কাজ হইতে তাওবা করা এবং জীবনে আর কখনো উহার পুনরাবৃত্তি না করা।

আ'মাশ (র) ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ تَوْبَةً نَّصُوْحًا অর্থ "গুনাহ হইতে তাওবা করা এবং পুনরায় উহা না করা।"

এই সব বর্ণনার ভিত্তিতে উলামায়ে কিরাম বলেন, তওবাতুন নাসূহা অর্থ ঃ যে গুনাহ হইয়া গিয়াছে উহা ত্যাগ করা, কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে না করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। তাহা ছাড়া কৃত অপরাধ যদি কাহারো হক সম্পর্কিত হয়, তাহা হইলে যথানিয়মে যাহার হক তাহার কাছে ফিরাইয়া দিবে।

ইমাম আহমদ (র).......ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা। ইব্ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র).......উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন ঃ আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, শেষ যমানায় কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে কয়েকটি অপরাধ সংঘটিত হইবে। মানুষ নিজের স্ত্রী বা দাসীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করিবে অথচ ইহা এমন একটি কাজ যাহা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) হারাম করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) উহাতে অসন্তুষ্ট হন। (২) পুরুষ পুরুষের

সহিত এবং নারী নারীর সহিত সমকামিতায় লিপ্ত হইবে। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) উহা হারাম করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল উহাতে অসন্তুষ্ট হন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এই অপরাধে লিপ্ত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহাদিগের কোন নামায কবুল হইবে না, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা নাসূহা করে।

যির ইব্‌ন হুবাইশ (র) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাওবা নাসূহা কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তওবা নাসূহা কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, তাওবা নাসূহা হইল কোন অপরাধ হইয়া গেলে সংগে সংগে অনুতপ্ত হওয়া এবং পরে আর উহা পুনরাবৃত্তি না করা।

ইবন আবূ হাতিম (র).......হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাওবা নাসূহা হইল কৃত অপরাধকে ঘৃণা করা ও উহা হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করা। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত তাওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বকৃত পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। যেমন সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইসলাম পূর্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয় এবং তওবাও পূর্বকৃত পাপ মোচন করিয়া দেয়।

উল্লেখ্য যে, পূর্বকৃত অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাওবা করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত উহার পুনরাবৃত্তি না করা শর্ত, নাকি পুনরায় সেই অপরাধ না করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেই যথেষ্ট হইবে ইহাতে দ্বিমত রহিয়াছে। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলমান হইয়া যে ব্যক্তি ভালো কাজ করিবে জাহেলী যুগের কৃতকর্মের জন্য তাহাকে পাকড়াও করা হইবে না আর যে ব্যক্তি মুসলমান হইয়াও মন্দ কাজ করে, তাহাকে পূর্বের ও পরের সকল অপরাধের জন্যই পাকড়াও করা হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাওবার পরে পুনরায় গুনাহ্ করিলে পূর্বের গুনাহ মাফ হইবে না, কারণ ইসলাম গ্রহণ করা তাওবা অপেক্ষা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যখন এমন হয় তাহা হইলে তাওবার ব্যাপারে তো কোন কথাই নেই।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَايُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ـ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ ـ

অর্থাৎ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের মন্দ কর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেইদিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা নবী এবং তাঁহার ঈমানদার সংগীদিগকে অপদস্ত করিবেন না। উহাদিগের সম্মুখে ও ডানে জ্যোতি প্রধাবিত হইতে থাকিবে।

সূরা হাদীদে বর্ণিত আছে, তাহারা বলিবে ঃ

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ উহারা সেই দিন বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের জ্যোতি পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মুজাহিদ, যাহ্হাক ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলেন ঃ ঈমানদারগণ এই কথাটি কিয়ামতের দিন তখন বলিবে, যখন দেখিতে পাইবে যে, মুনাফিকদের জ্যোতি নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র).......বনু কিনানার জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, বনু কিনানার লোকটি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে নামায পড়িয়াছিলাম। তখন তাঁহাকে আমি এই দু'আ করিতে শুনিয়াছি যে, 'হে আল্লাহ্! তুমি কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে অপদস্ত করিও না।'

মুহাম্মদ ইবন নাসর মারওয়াযী (র).......আব্দুর রহমান ইব্ন জুবায়র ইব্ন নুফায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান ইব্ন জুবায়র (র) আবূ যর ও আবুদ্দারদা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমিই প্রথম ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যাহাকে সিজদা করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে এবং আমাকেই সর্বপ্রথম সিজদা হইতে মাথা তুলিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। তখন সিজদা হইতে মাথা তুলিয়া আমি সম্মুখে ডানে ও বামে তাকাইয়া আমি আমার উম্মতকে চিনিয়া লইব।

শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! উম্মতের মধ্যে হইতে আপনি আপনার উম্মতকে কিভাবে চিনিতে পারিবেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ প্রথমত, আমার উম্মতের ওযূর অংগগুলি নূরে চমকাইতে থাকিবে। দ্বিতীয়ত, উহাদিগের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে। তৃতীয়ত, উহাদিগের কপালে সিজদার চিহ্ন দেখা যাইবে। চতুর্থত, উহাদিগের নূর উহাদিগের সম্মুখে প্রধাবিত হইবে।

(٩) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

(١٠) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّ قِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝

৯. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদিগের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং উহাদিগের প্রতি কঠোর হও। উহাদিগের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা কত-নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

১০. আল্লাহ্ কাফিরদিগের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছেন। উহারা ছিল আমার বান্দাদিগের মধ্যে দুই সৎকর্ম পরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু উহারা তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল; ফলে নূহ ও লূত উহাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না এবং উহাদিগকে বলা হইল, 'জাহান্নামে প্রবেশকারীদিগের সহিত তোমরাও উহাতে প্রবেশ কর।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিতেছেন যে, يَاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ হে নবী! আপনি কাফিরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা লড়াই করুন এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে শরীয়াতের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করিয়া জিহাদ করুন আর দুনিয়াতে উহাদিগের প্রতি কঠোর হউন।

وَمَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ - وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আখিরাতে উহাদিগের আশ্রয়স্থল হইল জাহান্নাম। এই জাহান্নাম বড় নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ - كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ -

অর্থাৎ ঈমান আনয়ন না করা পর্যন্ত শুধু মুমিনদিগের সহিত চলাফেরা ও উঠানামা করিলেই কাফিরদিগের কোন লাভ হইবে না। মুক্তির জন্য পূর্বশর্ত হইল ঈমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ) ছিলেন আল্লাহ্র সৎপরায়ণ দুই বান্দা, ইহাদিগের দুই সহধর্মিণী যাহারা সর্বক্ষণ ইহাদিগের সাহচর্যে বসবাস করিতেন, একত্রে জীবনযাপন করিতেন, এমনকি স্ত্রী হিসাবে পরম অন্তরঙ্গতার সহিত একই বিছানায় শয়ন করিতেন। কিন্তু ঈমান না থাকার এবং উহাদিগকে রাসূল হিসাবে স্বীকার না করার দরুন এই সাহচর্য তাহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

وَقِيْلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ অর্থাৎ উহাদিগের কুফরীর কারণে উহাদিগকে বলা হইল যে, প্রবেশকারীদিগের সহিত তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর।

বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতে فَخَانَتَاهُمَا অর্থ এই নয় যে, তাহারা স্বামীদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অশ্লীল ও অপকর্মে লিপ্ত হইয়াছিল বরং ইহার অর্থ হইল তাহারা দীনের ব্যাপারে নবী স্বামীদের অবাধ্যতা করিয়াছিল। কারণ নবীদের

স্ত্রীগণ নবীদের সম্মানার্থে সর্বদা অশ্লীল ও অপকর্ম হইতে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। যেমন সূরা নূরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুফিয়ান সাওরী (র) সুলায়মান ইব্ন কারম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান (র) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে فَخَانَتَاهُمَا এর ব্যাখ্যায় বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, এই মহিলাদ্বয় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই বরং নূহ (আ)-এর স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা এই ছিল যে, সে জনসমাজে প্রচার করিয়া বেড়াইত যে, নূহ (আ) পাগল। আর লূত (আ)-এর স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা হইল এই যে, লূত (আ)-এর ঘরে কোন মেহমান আসিলে উহাদিগকে অপদস্ত করিবার জন্য সে সমাজের লোকদিগের সংবাদ প্রদান করিত।

আউফী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই দুই মহিলার বিশ্বাসঘাতকতা ছিল এই যে, তাহারা নূহ ও লূত (আ)-এর দীনের বিরোধিতা করিত। নূহ (আ)-এর স্ত্রী নূহ (আ)-এর গোপনীয় খবরা-খবর জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিত। কোন ব্যক্তি গোপনে ঈমান আনয়ন করিলে সে সমাজের প্রভাবশালী লোকদের নিকট তাহা ফাঁস করিয়া দিত। আর লূত (আ)-এর স্ত্রীর কাজ ছিল এই যে, লূত (আ)-এর ঘরে কোন মেহমান আসিলে উহাদিগের সহিত অপকর্ম করিবার জন্য শহরবাসীকে সংবাদ প্রদান করিত।

যাহ্হাক (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই। এই দুই মহিলার বিশ্বাসঘাতকতা ছিল দীনের ব্যাপারে।

এই আয়াতের ভিত্তিতে বহু সংখ্যক আলিমের মত হইল এই যে, "কোন ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংগে বসিয়া আহার করিলে তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়" বাজারে প্রচলিত এই হাদীসটি সঠিক নহে। ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

জনৈক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি বলিয়াছিলেন যে, কোন ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংগে বসিয়া আহার করিলে তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।' উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ না বলি নাই, তবে এখন বলিতেছি।

(١١) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

(١٢) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝

১১. আল্লাহ্ মুমিনদিগের জন্য উপস্থিত করিতেছেন ফিরাউনের পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তাহার দুষ্কৃতি হইতে এবং আমাকে উদ্ধার কর জালিম সম্প্রদায় হইতে।'

১২. আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন ইমরান তনয়া মারয়ামের— যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল; ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সে ছিল অনুগতদিগের একজন।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, ঠেকাবশত কাফিরদিগের সহিত উঠা-বসা ও মেলামেশা করা ঈমানদারদিগের জন্য ক্ষতিকর নহে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً অর্থাৎ ঈমানদারগণ যেন ঈমানদারদের ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে তাহার সংগে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক নাই। তবে আত্মরক্ষার জন্য হইলে তাহা ভিন্ন কথা।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ফিরআউন আল্লাহ্‌র এই দুনিয়ার সেরা কাফির খোদাদ্রোহী ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, সে তাহার স্ত্রীর বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করিতে পারে নাই। একদিকে স্বামী কুফরী করিয়া বেড়াইত অপরদিকে সে অক্ষরে অক্ষরে আপন প্রতিপালকের আনুগত্য করিয়া চলিত। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহা প্রজ্ঞাময় ও ন্যায় বিচারক। একজনের অপরাধের জন্য তিনি অন্যকে শাস্তি দেন না।

ইবন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান (র) বলেন, ফিরআউন তাহার স্ত্রীকে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে ফেলিয়া শাস্তি দিত। শাস্তি প্রদান করিয়া সে চলিয়া গেলে ফিরিশতাগণ ডানা দ্বারা তাহাকে ছায়াদান করিতেন। তখন তিনি জান্নাতে নিজের ঘর দেখিতে পাইতেন।

ইবন জারীর (র).......কাসিম ইব্ন আবূ বায্যা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাসিম ইব্ন বায্যা (র) বলেন, ফিরআউনের স্ত্রী শুধু এই কথা জিজ্ঞাসা করিত যে, কে জয়লাভ

করিল। ফিরাআউন, না মূসা ও হারূন। উত্তরে বলা হইত যে, মূসা ও হারূন (আ) জয়লাভ করিয়াছে। তখন তিনি বলিতেন, আমি মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের উপর ঈমান রাখি। এই সংবাদ ফিরআউনের কানে দেওয়া হইলে তাহার কর্মকর্তাদের এই নির্দেশ দিত যে, বড় বড় পাথর খণ্ড সংগ্রহ করিয়া তাহার সামনে উপস্থিত করিয়া তাহাকে এই ধ্যান-ধারণা হইতে ফিরিয়া আসিতে বল, যদি তিনি ফিরিয়া আসেন তো তিনি আমার স্ত্রী। অন্যথায় পাথর চাপা দিয়া তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান কর। তাহা করা হইলে তিনি উপরের দিকে মাথা তুলিয়া জান্নাতে তাঁহার গৃহ দেখিতে পাইলেন। ফলে তিনি তাঁহার ঈমানের উপর অটল থাকেন। সংগে সংগে তাহার দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপাখী উড়িয়া যায়। আর ফিরআউনের সহচররা তাহার প্রাণহীন দেহের উপর পাথর চাপা দিয়া রাখে।

رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ অর্থাৎ শহীদ হইবার সময় সে এই দু'আ করিয়াছিল যে, তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও। এইখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ফিরআউনের স্ত্রী গৃহ নির্মাণের দরখাস্ত করিবার পূর্বে প্রতিবেশী নির্বাচন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি আগে বলিয়াছেন, তোমার নিকটে, অতঃপর গৃহনির্মাণের দরখাস্ত করিয়াছেন। এক মরফু হাদীস দ্বারাও জানান যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহ নির্মাণের পূর্বে প্রতিবেশী যাচাই করিয়া লইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ ফিরাআউনের স্ত্রী এই দু'আ করিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ফিরআউন ও তাহার কার্যকলাপ হইতে মুক্তি দাও। কারণ তাহার এই সব কুফরী কর্মকাণ্ডের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আর আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কবল হইতে মুক্তি দাও। উল্লেখ্য যে, ফিরাআউনের এই স্ত্রীর নাম ছিল আসিয়া বিনতে মুযাহিম (রা)।

আবূ জাফর রাযী (র).......আবুল আলিয়া হইতে বর্ণনা করেন যে, ফিরআউনের খাযিনের স্ত্রীর পূর্বে তাহার স্ত্রী ঈমান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনা ছিল এইভাবে যে, তাহার স্ত্রী ফিরআউনের একটি মেয়ের মাথার চুল আঁচড়াইতেছিলেন। হঠাৎ হাত হইতে চিরুনী পড়িয়া গিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, যে আল্লাহ্র প্রতি কুফরী করিয়াছে সে ধ্বংস হউক। তাহাকে ফিরআউনের মেয়েটি বলিল, আমার পিতা ছাড়া কি আর কোন রব আছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমার ও তোমার পিতার এবং প্রত্যেক বস্তুর রব হইলেন আল্লাহ্। তখন সে তাহাকে চপেটাঘাত করিল এবং তাহার পিতাকে সেই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিল। ফিরআউন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি আসিলে বলিল, আমি ছাড়া কি আর কোন রব আছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমার ও তোমার এবং প্রত্যেক

বস্তুর রব হইলেন আল্লাহ্ এবং আমি তাঁহারই ইবাদত করি। এই কথা শুনিয়া ফিরআউন তাহাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিল। তাহার জন্য পেরেক তৈরি করাইল। এবং হাত পা বাঁধিয়া শাস্তি দিল। এবং তাহার উপর সাপ ছাড়িয়া দিল। এইভাবে শাস্তি দিতে লাগিল। ইহার পর একদিন ফিরআউন দেখিতে আসিল এবং বলিল, এখনও তুমি কি পূর্বের কথা পরিত্যাগ কর নাই ? তিনি বলিলেন, আমার ও তোমার এবং সমস্ত বস্তুর রব হইলেন আল্লাহ্। ফিরআউন বলিল, তুমি যদি তোমার কথা হইতে বিরত না হও তবে তোমার সম্মুখে তোমার ছেলেকে যবাই করিব। তিনি বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি করিতে পার। অতঃপর তাহার সম্মুখে তাহার ছেলেকে হত্যা করিল। তখন ছেলেটির রূহ তাহাকে সুসংবাদ দিল আর বলিল, হে মা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকট এইরূপ সওয়াব রহিয়াছে। তখন সেই মহিলা ধৈর্যধারণ করিলেন। অতঃপর আরো একদিন ফিরআউন আসিয়া পূর্বের মত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনিও পূর্বের মত উত্তর প্রদান করিলেন। তখন ফিরআউন তাহার ছেলেকে তাহার সম্মুখে হত্যা করিল। এইবারও তাহার ছেলের রূহ তাহাকে সুসংবাদ দিল এবং ধৈর্যধারণ করিতে বলিল। আল্লাহ্র নিকট তোমার জন্য এমন এমন সওয়াব রহিয়াছে।

বিবি আসিয়া (রা) মহিলার বড় ছেলে ও ছোট ছেলে উভয়ের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া ফিরআউনের স্ত্রী বিবি আসিয়া ঈমান আনয়ন করিলেন। আর খাযিনের স্ত্রী সেই মহিলার মৃত্যু হইয়া গেল। আর সেই মহিলার জন্য জান্নাতে যে সওয়াব, মর্যাদা ও সম্মান রহিয়াছে তাহা বিবি আসিয়ার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া গেল এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ইহাতে তাঁহার ঈমান আরো শক্তিশালী হইল এবং ইয়াকীন বৃদ্ধি পাইল। যখন ফিরআউন বিবি আসিয়ার ঈমান আনার সংবাদ পাইল, তখন তাহার সভাসদগণকে বলিল, তোমরা আসিয়া বিনতে মুযাহিম সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর? তাহারা বিবি আসিয়ার প্রশংসা করিল। ফিরআউন বলিল, সে তো আমি ছাড়া অপর রবের ইবাদত করে। তখন তাহারা বলিল, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা কর। অতঃপর তাঁহার জন্য পেরেক তৈরি করিয়া হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিল। এই সময় বিবি আসিয়া আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! আমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করুন। এই সময় ফিরআউন উপস্থিত হইয়া গেল। তিনি জান্নাতে তাহার জন্য তৈরি ঘর প্রত্যক্ষ করিয়া হাসিয়া পড়িলেন। তখন ফিরআউন বলিল, তোমরা কি বিবি আসিয়ার পাগলামী দেখিতেছ না? আমি তাহাকে শাস্তি দিতেছি আর সে হাসিতেছে। তৎক্ষণাৎ বিবি আসিয়ার মৃত্যু হইয়া গেল।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا অর্থাৎ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হইল ইমরান তনয়া মারয়ামের। সে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল।

فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا অর্থাৎ আমি তাহার মধ্যে জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম। ঘটনাটি এইরূপ যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত জিবরীল (আ) একজন সুঠাম মানুষের আকৃতিতে হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট আসিয়া নিজের মুখ দ্বারা তাহার বুকের মধ্যে ফুঁক প্রদান করে। ইহাতেই তাঁহার গর্ভে হযরত ঈসা (আ) আগমন করে।

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ অর্থাৎ হযরত মরিয়ম (আ) আল্লাহ্র তাকদীর ও শরীয়াতের পূর্ণ অনুগত ছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মাটিতে কয়েকটি বৃত্ত আঁকিয়া বলিলেন ঃ তোমরা কি জান এইগুলি কী? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "জান্নাতী রমণীদের মধ্যে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ তাহারা হইল, যথাক্রমে খাদীজা বিনতে খুয়ায়লিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ, মরিয়ম বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মুযাহিম ফিরআউনের স্ত্রী।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে বহুলোকই মনীষা সম্পন্ন হইতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে এইরূপ মনীষা অর্জন করিয়াছে মাত্র তিনজন। ফিরআউন পত্নী আসিয়া, ইমরান তনয়া মরিয়ম, খুয়ায়লিদ তনয়া খাদীজা (রা)। আর সকল খাদ্যের উপর ছারীদের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, সকল নারীর উপর আয়িশার শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমন। 'বিদায়া ও নিহায়া' গ্রন্থে ঈসা ইব্‌ন মরিয়মের কাহিনীতে আমি এই হাদীসগুলির সনদ ও শব্দসহ উল্লেখ করিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। উপরে আমরা এই কথা প্রমাণ করিয়াছি যে, ইমরান তনয়া-মরিয়ম ও ফিরআউন পত্নী আসিয়া জান্নাতে রাসূল (সা)-এর স্ত্রী হইবেন।

উনত্রিশতম পারা

সূরা মুল্‌ক

৩০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কুরআন মজীদে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট এমন একটি সূরা আছে, যা উহা পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিবে। ফলে তাহাদের ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। সূরাটি হইল সূরা মুল্‌ক। ইমাম তিরমিযী (র)-এর মতে হাদীসটি হাসান।

ইব্‌ন আসাকির (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমাদের পূর্বেকার যুগের এক ব্যক্তি মারা গেল। তাহার তাবারকাল্লাযী সূরা কণ্ঠস্থ ছিল। তাহাকে কবরে দাফন করার পর ফিরিশ্‌তা আসিলে সেই সূরাটি আসিয়া ঝাঁপিয়া পড়িল। ফিরিশ্‌তা বলিলেন, তুমি যেহেতু আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ। আমি তোমাকে পেরেশান করিতে চাই না এবং আমি তোমার ও আমার কোন প্রকার লাভ-ক্ষতির মালিক নই। তুমি যদি এই ব্যক্তির নাজাত চাও তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নিকট যাইয়া সুপারিশ কর। তখন সেই সূরাটি আল্লাহ্‌র নিকট যাইবে আর বলিবে, অমুক ব্যক্তি তোমার কিতাব হইতে আমাকে শিখিয়াছে এবং আমাকে তিলাওয়াত করিয়াছে। আমি তাহার অন্তরে থাকাকালীন তুমি কি তাহাকে আগুন দিয়ে জ্বালাইবে এবং তাহাকে শাস্তি দিবে? যদি তুমি তাহা করিতে চাও তবে তোমার কিতাব হইতে আমাকে মিটাইয়া ফেল। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, তুমি কি রাগান্বিত হইয়াছ? সূরাটি বলিবে, আমার জন্য রাগ করার অধিকার আছে। আল্লাহ্ বলিবেন, যাও, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করিলাম। সেই সূরাটি আসিয়া কবরের সেই ফিরিশ্‌তাকে হাঁকাইয়া বাহির করিয়া দিবে। অতঃপর সে মৃত ব্যক্তির মুখে আসিয়া বলিবে, ধন্যবাদ তোমার, তুমি আমাকে তিলাওয়াত করিয়াছিলে। ধন্যবাদ বক্ষের, যে আমাকে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। ধন্যবাদ এই যুগলপদের, যে আমাকে নিয়ে

দাঁড়াইয়াছিল। এইভাবে সেই সূরাটি মৃত ব্যক্তিকে কবরের ফেরেশান মুক্ত রাখিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হাদীসটি বর্ণনা করিলেন, তখন ছোট-বড়, গোলাম ও আযাদ সকলেই এই সূরাটিকে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাই এই সূরাকে নাজাত দানকারী নামকরণ করেন। ইব্‌ন কাছীর বলেন, আমি বলি, এই হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

তাবারানী ও যিয়া মাকদেসী (র)...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কুরআনে এমন একটি সূরা আছে যাহা আল্লাহ্‌র সহিত ঝগড়া করিয়া তাহার পাঠকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়াছে। উহা হইল সূরা মুল্‌ক। ইমাম তিরমিযী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, জনৈক সাহাবী কোন এক বনে তাঁবু ফেলে। পরক্ষণে সে টের পাইল যে, উহা একটি মানুষের কবর এবং কবরের মধ্যে লোকটি সূরা মূল্‌ক পাঠ করিতেছে। পাঠ করিতে করিতে সে সূরাটি সমাপ্ত করিয়া ফেলে। ফিরিয়া আসিয়া সেই সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘটনাটি অবহিত করিলে তিনি বলিলেন ঃ 'সূরাটি' প্রতিরোধকারী ও মুক্তি দানকারী। উহা পাঠকারীকে কবর আযাব হইতে মুক্তি দান করে।"

ইমাম তিরমিযী (র) .... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলিফ লাম মীম তানযীল ও তাবারাকাল্লাযী না পড়িয়া কখনো ঘুমাইতেন না। লায়ছ (র) তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই দুইটি সূরার ফযীলত কুরআনের অন্যান্য সূরার তুলনায় সত্তরগুণ বেশী।

তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি চাই যে, এই সূরাটি (সূরা মুল্‌ক) আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে গাঁথিয়া থাকুক।"

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হুমাইদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস শুনাইব, যাহা শুনিয়া তুমি খুশী হইবে? উত্তরে সে বলিল, হ্যাঁ শুনান। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ তুমি নিজে সূরা মুল্‌ক পড়, এবং পরিবারের সকলকে ও প্রতিবেশীকে উহা শিক্ষা দাও। কারণ, উহা মুক্তিদানকারী ও ঝগড়াকারী। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সহিত ঝগড়া করিয়া উহার পাঠকারীকে সে জাহান্নামের আযাব হইতে রক্ষা করিবে এবং কবর আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার একান্ত কামনা যে, এই সূরাটি আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে গাঁথিয়া থাকুক।"

(١) تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۨ ۝

(٢) الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝

(٣) الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۖ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○

(٤) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ○

(٥) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ○

১. মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার করায়ত্ব; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য— কে তোমাদিগের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

৩. যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহ্র সৃষ্টিতে তুমি খুঁত দেখিতে পাইবে না; আবার তাকাইয়া দেখ, কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি?

৪. অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।

৫. আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি। প্রদীপমালা দ্বারা এবং উহাদিগকে করিয়াছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং উহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নিজের প্রশংসা বর্ণনা পূর্বক এই সংবাদ দিতেছেন যে, গোটা সৃষ্টি জগতের কর্তৃত্ব তাঁহারই করায়ত্বে। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তাঁহার প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও ন্যায় পরায়ণতার কারণে তিনি যাহা করিতে চাহেন উহা ঠেকাইবার এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ অর্থাৎ যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যু অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব লাভ করা একটি বস্তু। কারণ উহা মাখলূক। আয়াতটির অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট জগতকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন।

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি জগতকে এইজন্য অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন যে, তিনি পরীক্ষা করিবেন কাহার আমল বেশী উত্তম।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ অর্থাৎ তোমরা কিভাবে আল্লাহ্‌র সহিত কুফরী কর, অথচ তোমরা ছিলে মৃত। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রাথমিক অবস্থা তথা অনস্তিত্বকে মৃত্যু এবং অস্তিত্ব দানকে জীবন নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে এক সময় মৃত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। অতঃপর পার্থিব জগতকে জীবন বসবাস করিবার এবং আখিরাতকে প্রতিদান ও চিরকাল অবস্থান করিবার স্থান বানাইয়াছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً অর্থাৎ তিনি পরীক্ষা করিবেন যে, তোমাদিগের মধ্যে কাহার আমল ভালো। এখানে اَيُّكُمْ اَكْثَرُ عَمَلاً অর্থাৎ কে বেশী আমল করে বলেন নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আমল বেশী করা নয় বরং ভালো আমল করাই আল্লাহ্‌র কাম্য। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَالْعَزِيْزُالْغَفُوْرُ আল্লাহ্ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী ও মহাপ্রতাপশালী। তাহা সত্ত্বেও কেহ তাঁহার নাফরমানী করিয়া ও তাঁহার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার কাছে তাওবা করিলে তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا অর্থাৎ তিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তাকাশ। অনেকের মতে, এই সপ্তাকাশ উপরে নীচে একটির সহিত মিলিত। দুই আকাশের মাঝে কোন ফাঁক নাই। আবার অনেকের মতে, একটির সহিত অপরটি মিলিত নহে বরং প্রতি দুই আকাশের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। তবে দ্বিতীয় মতটিই সঠিক। মি'রাজের হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত।

مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে এমন নিখুঁত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, উহাতে কোন প্রকার বৈপরীত্য ও দোষ বা ত্রুটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ অর্থাৎ আকাশের দিকে তাকাইয়া চিন্তা করিয়া তুমি দেখ যে, উহাতে কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি দেখিতে পাও কিনা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্হাক ও সওরী (র) প্রমুখ বলেন, আলোচ্য আয়াতের فطور شقوق অর্থাৎ ছিদ্র বা ফাটল। কাতাদা (র) বলেন ঃ هَلْ تَرٰى مِنْ

فُطُوْرٍ অর্থাৎ হে আদম সন্তান! তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি আকাশে কোন খুঁত দেখিতে পাও কি?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ অর্থাৎ একবার তাকাইয়া যদি নিশ্চিত হইতে না পার তাহা হইলে আবারো চোখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখ। দেখিবে সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ক্লান্ত হইয়া তোমারই দিকে ফিরিয়া আসিবে। অর্থাৎ কোন প্রকারেই তোমরা আমার সৃষ্টিতে কোন খুঁত আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ كَرَّتَيْنِ অর্থ مَرَّتَيْنِ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ كَرَّتَيْنِ অর্থ ذَلِيْلاً অর্থাৎ অপদস্ত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর মতে حَسِيْرٌ অর্থ كَلِيل অর্থাৎ ক্লান্ত। মোটকথা আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যতবারই তোমরা আকাশের দিকে তাকাও, চিন্তা গবেষণা কর কিন্তু কোন প্রকার খুঁত ও ত্রুটি বাহির করিতে তোমাদিগের দৃষ্টি ব্যর্থই হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির নৈপুণ্য ও শোভা সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়া বলিতেছেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ অর্থাৎ আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা তথা নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি। এই নক্ষত্রসমূহের কতিপয় এমন আছে, যেইগুলি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায় আবার কতিপয় এমন আছে যেইগুলি সর্বদা একস্থানেই স্থির বসিয়া থাকে।

وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ অর্থাৎ নক্ষত্ররাজির আরেকটি উপকার হইল এই যে, উহাকে আমি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ বানাইয়াছি। অর্থাৎ নক্ষত্র হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া শয়তানদের গায়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এই তো গেল শয়তানদের জন্য দুনিয়ার অপমান।

وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ অর্থাৎ আখিরাতেও আমি উহাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। যেমন সূরা সাফ্‌ফাতের শুরুর দিকে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ ـ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ـ لاَيَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ـ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ـ اِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

অর্থাৎ আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি এবং রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে। ফলে উহারা উর্ধ্বজগতের কিছু শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হইতে বিতাড়নের জন্য

উপকরণ এবং উহাদিগের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেহ হঠাৎ শুনিয়া ফেলিলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।

ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন, আকাশের নক্ষত্ররাজিকে আল্লাহ্ তিনটি উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আকাশকে সুশোভিত করা, শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ ও দিক নির্ণয়ের নির্দর্শন।

(٦) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

(٧) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ○

(٨) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ○

(٩) قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ○

(١٠) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ○

(١١) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ○

৬. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি; উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

৭. যখন উহারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন উহারা জাহান্নামের শব্দ শুনিবে, আর উহা হইবে উদ্বেলিত।

৮. রোষে জাহান্নাম যেন ফাটিয়া পড়িবে, যখনই উহাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হইবে, উহাদিগকে রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমাদিগের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই?'

৯. উহারা বলিবে, 'অবশ্যই আমাদিগের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, আমরা উহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।'

১০. এবং উহারা আরো বলিবে, 'যদি আমরা শুনিতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করিতাম তাহা হইলে আমরা জাহান্নামবাসী হইতাম না।'

১১. উহারা উহাদিগের অপরাধ স্বীকার করিবে। অভিশাপ জাহান্নামীদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্য আমি জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। উহাদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল কত নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয়।

اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ অর্থাৎ যখন কাফিরদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা উহার গর্জন ও চিৎকার শুনিতে পাইবে। আর তখন উহা টগবগ করিতে থাকিবে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, شَهِيْقٌ অর্থ صياح অর্থাৎ গর্জন চিৎকার। وَّهِىَ تَفُوْرُ -এর ব্যাখ্যায় সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ গরম ফুটন্ত অনেক পানির মধ্যে অল্প কিছু চাউল বা অন্য কোন দ্রব্য যেমন টগবগ করে, তেমনি জাহান্নামীরাও জাহান্নামের মধ্যে টগবগ করিতে থাকিবে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ অর্থাৎ জাহান্নামীদের প্রতি তীব্র রোষে জাহান্নামের একাংশ অপর অংশ হইতে ছিন্ন হইয়া ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ - قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ - فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না এবং দলীল দ্বারা সত্যকে প্রমাণিত না করিয়া ও মানুষের প্রতি রাসূল না পাঠাইয়া কাহাকেও শাস্তি প্রদান করেন না। তাই জাহান্নামীদের কোন একটি দলকে যখনই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, তখনই জাহান্নামের রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে যে, তোমাদিগের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসিয়াছিল না? উত্তরে তাহারা স্বীকার করিয়া বলিবে, হ্যাঁ, আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা উহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কোন কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً অর্থাৎ রাসূল প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত আমি কাহাকেও শাস্তি প্রদান করি না।

অতঃপর জাহান্নামীরা নিজদিগের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া নিজদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবে ঃ

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ অর্থাৎ হায়! যদি আমাদিগের বিবেক থাকিত এবং যদি আমরা আল্লাহ্র ওহী শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে

আমরা কুফরীও করিতাম না আর এখন জাহান্নামেও নিক্ষিপ্ত হইতাম না। কিন্তু উহাদিগের তখনকার এই অনুতাপ কোন কাজে আসিবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحٰبِ السَّعِيْرِ অর্থাৎ সেই দিন তাহারা নিজদিগের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইবে। অভিশাপ জাহান্নামীদিগের জন্য।

ইমাম আহমদ (র)....... আবুল বুহতারী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল বুহতারী (র) বলেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে শুনিয়াছেন, তিনি আমাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র বিধান হইতে বিরত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাহাকে ধ্বংস করেন না।

অপর এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রমাণ দ্বারা এই কথা না বুঝিবে যে, জান্নাতের তুলনায় জাহান্নামই তাদের জন্য বেশী উপযোগী। অর্থাৎ উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া তবে মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

(١٢) اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

(١٣) وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(١٤) اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○

(١٥) هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ○

১২. যাহারা দৃষ্টির অগোচরে তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১৩. তোমরা তোমাদিগের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল তিনি তো অন্তর্যামী।

১৪. যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

১৫. তিনিই তো তোমাদিগের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হইতে আহার্য গ্রহণ কর। পুনরুত্থান তো তাঁহারই নিকট।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্র নিকট দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে নির্জনে ও নিরালায় পাপকার্য হইতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকে আল্লাহ্ তা'আলা সুসংবাদ দিতেছেন যে, তাহাদিগের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা

করিয়া দেওয়া হইবে এবং বিনিময়ে তাহাদিগকে মহা পুরস্কার প্রদান করা হইবে। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, যেই দিন আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না, সেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা সাত শ্রেণীর লোককে তাঁহার আরশের নীচে ছায়া দান করিবেন। তন্মধ্যে একজন হইল, সেই পুরুষ যাহাকে কোন অর্থশালী রূপসী নারী ব্যভিচারের জন্য আহ্বান করার পর এই বলে তাহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল যে, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। আরেকজন হইল সেই ব্যক্তি এমন গোপনে দান করিল যে, ডান হাতে কি দান করিল বাম হাত তাহা টের পাইল না।

আবূ বকর বায্যার (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কাছে বসিলে আমাদিগের মনে যেই স্বভাব সৃষ্টি হয় আপনার হইতে দূরে সরিয়া গেলে আর তাহা থাকে না। ব্যাপার কি? শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদিগের রব সম্পর্কে তোমাদিগের ধারণা কি? উত্তরে তাহারা বলিলেন, কেন, গোপনে প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায়ই তিনি আমাদিগের প্রতিপালক! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'এই বিশ্বাস থাকিলে তোমাদিগের মনের পরিবর্তন নিফাকের অন্তর্ভুক্ত নহে।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِاجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল, আল্লাহ্ সবই জানেন। তিনি হইলেন অন্তর্যামী, কাহারো মনের কোন কল্পনাও তাঁহার অগোচর থাকে না।

اَلاَيَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؟ অর্থাৎ যিনি স্রষ্টা তিনি সৃষ্টির সর্ববিষয়ে অবগত থাকিবেন না, ইহা হইতেই পারে না।

وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবগত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ

অর্থাৎ আল্লাহ্ই তোমাদিগের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ও দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পার। তাতে স্মরণ রাখিও যে, আল্লাহ্ মঞ্জুর না করিলে তোমাদিগের কোন প্রচেষ্টাই সফল হইতে পারিবে না। আর তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা হইতে আহার কর। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। যেমন ঃ

ইমাম আহমদ (র) ... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ 'তোমরা যদি যথাযথভাবে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল কর, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তোমাদিগকে রিয্ক দান করিবেন, যেমন দান করেন পক্ষীকুলকে। পক্ষীকুল সকালে

ক্ষুধা নিয়া খালি পেটে বাহির হয় আর সন্ধ্যাকালে পেট ভরিয়া ফিরিয়া আসে।" হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পাখী যেমন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া বাসায় বসিয়া থাকে না বরং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল সত্ত্বেও তাহাকে সকালে জীবিকার সন্ধানে বাহির হইতে হয়, তেমনি মানুষেরও তাওয়াক্কুল করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না বরং তাওয়াক্কুলের সংগে সংগে উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে। পাখীর জীবিকার সন্ধানে বাহির হওয়া যেমন তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নহে, তেমনি মানুষেরও উপায় অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নহে।

وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকলকে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (র) মুজাহিদ, সুদ্দী কাতাদা (র) বলেন ঃ مناكبها এর অর্থ যমীনের দিগ-দিগন্ত ও সকল প্রান্ত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেন, مناكبها অর্থাৎ পর্বতের উপর আরোহণ করা। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... বশীর ইব্‌ন কা'ব (রা) এই আয়াত পাঠ করিয়া তাহার উম্মে ওলাদকে বলিলেন, তুমি যদি مناكبها এর অর্থ বর্ণনা করিতে পার তাহা হইলে তুমি আযাদ সে বলিল, ইহার অর্থ পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করা। তিনি পরে আবুদ্দারদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও তাহাই বলিলেন, যে পর্বতের উপর বিচরণ করা।

(١٦) ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ○

(١٧) اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ○

(١٨) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ○

(١٩) اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ ۢ بَصِيْرٌ ○

১৬. তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে সহ ভূমিকে ধ্বসাইয়া দিবেন না আর উহা আকস্মিকভাবে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে।

১৭. অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কি রূপ ছিল আমরা সতর্কবাণী!

১৮. ইহাদিগের পূর্ববর্তীগণ মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল; ফলে কিরূপ হইয়াছিল আমার শাস্তি।

১৯. উহারা কি লক্ষ্য করে না উহাদিগের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যাহারা পক্ষ বিস্তার করে ও সঙ্কুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্ই উহাদিগকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ ইহাও সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ যে, শিরক ও কুফরীর কারণে কাফির মুশরিকদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যধারণ করেন এবং তাহাদিগকে সুযোগ প্রদান করেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَاتَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি মানুষকে তাহাদিগের কৃতকর্মের শাস্তি প্রদান করিতেন, তাহা হইলে ভূ-পৃষ্ঠে একটি প্রাণীও বাঁচিয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত সময় দেন। অতঃপর যখন নির্ধারিত সময় আসিয়া পড়িবে তখন আল্লাহ্ উহার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ অর্থাৎ তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে সহ ভূমিকে ধ্বসাইয়া দিবেন না আর উহা আকস্মিকভাবে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে।

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا অর্থাৎ অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না। অর্থাৎ তিনি এই সব করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু তবুও তিনি অনুগ্রহবশত শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ধমক প্রদান করিয়া বলেন

فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ অর্থাৎ আমার সতর্কবাণী এবং উহা প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম কিরূপ ছিল অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ অর্থাৎ ইহাদিগের পূর্ববর্তীরাও আমার সতর্কবাণী অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আমি উহাদিগকে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম।

তাহার পর আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ

অর্থাৎ মানুষ কি উহাদিগের উর্ধ্বদেশে পক্ষীকুলের প্রতি লক্ষ্য করে না, যাহারা শূন্য আকাশে কখনো ডানা বিস্তার করে আবার কখনো সংকুচিত করে। আল্লাহ্ তো উহাদিগকে এইভাবে শূন্যে স্থির করিয়া রাখেন। ইহাও তো আল্লাহ্র কুদরত ও অনুগ্রহের একটি অন্যতম নিদর্শন।

اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ بَصِيْرٌ বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

(٢٠) اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ ۚ

(٢١) اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ○

(٢٢) اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

(٢٣) قُلْ هُوَ الَّذِىْۤ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

(٢٤) قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

(٢٥) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٢٦) قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(٢٧) فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ○

২০. দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি যাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? কাফিররা তো বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

২১. এমন কে আছে যে, তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দান করিবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করিয়া দেন? বস্তুত উহারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রহিয়াছে।

২২. যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে সেই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে ঋজু হইয়া সরল পথে চলে?

২৩. বল, 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

২৪. বল, 'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদিগকে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

২৫. উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, 'এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে?'

২৬. বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

২৭. যখন উহা আসন্ন দেখিবে তখন কাফিরদিগের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া পড়িবে এবং উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহাই তো তোমরা চাহিতেছিলে।'

তাফসীর ঃ মুশরিকরা ধারণা করিত যে, আল্লাহ্‌র সংগে তাহারা যাহাদিগের পূজা করিতেছে বিপদাপদে তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ও জীবিকা দান করিতে সক্ষম। তাহাদিগের এই অলীক ধারণা খণ্ডন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

أَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের এমন কোন সৈন্যবাহিনী কাছে কি যাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক, রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী নাই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلاَّ فِىْ غُرُوْرٍ অর্থাৎ কাফিররা বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তোমাদিগের জীবিকা বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে এমন কেহ আছে, যে তোমাদিগকে জীবিকা দান করিবে? অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কেহ নাই, যে তোমাদিগকে জীবিকা দিতে পারে বা বন্ধ করিতে পারে বা বিপদাপদে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে। তিনি এক তাঁহার কোন শরীক নাই। বস্তুত এই সব কিছু জানিয়া বুঝিয়াও মুশরিকরা প্রতিমা পূজা করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ অর্থাৎ ইহার পরও এই মুশরিকরা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রহিয়াছে। কোন সত্য কথা তাহার শ্রবণ করে না ও উহা অনুসরণ করে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖ اَهْدٰى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে সেই সঠিক পথে চলে, না সেই ব্যক্তি যে সোজা হইয়া সরল পথে চলে.

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার ও কাফিরদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াছেন। কাফিরদের দৃষ্টান্ত হইল সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে ঝুঁকিয়া মুখে ভর করিয়া চলে। অর্থাৎ বরাবর সোজা পথে নয় বরং এদিক-ওদিক আঁকাবাঁকা হইয়া চলে। তাহার নিজেরই খবর নাই যে, কোথায় যাইতেছে। আর ঈমানদারদের দৃষ্টান্ত হইল সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সোজা হইয়া সরল পথে চলে। অর্থাৎ সে নিজেও চলে সঠিকভাবে এবং তাহার পথও হইল সরল সঠিক। এই হইল ঈমানদার ও কাফিরদের জাগতিক দৃষ্টান্ত। আখিরাতেও উহাদিগের অবস্থা একই রূপ হইবে। ঈমানদার তো সরল-সঠিক পথ ধরিয়া বরাবর জান্নাতে চলিয়া যাইবে। আর কাফিররা উপুড় হইয়া মুখের উপর ভর করিয়া জাহান্নামে পৌঁছিয়া যাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اُحْشُرُوْا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ - مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ-

অর্থাৎ অত্যাচারী এবং তাহাদিগের সমমনা ও আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা যাহাদিগের উপাসনা করিত তাহাদিগকে সমবেত করা হইবে। বলা হইবে যে, এইবার তাহাদিগকে জাহান্নামের পথ দেখাইয়া দাও।

ইমাম আহমদ (র)....... নুফাই' হইতে বর্ণনা করেন যে, নুফাই' (র) বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামতের দিন মানুষকে কিভাবে মুখে ভর দিয়া হাঁটাইয়া সমবেত করা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ যেই আল্লাহ্ দুনিয়াতে পায়ে ভর করিয়া হাঁটাইতে পারেন, সেই আল্লাহ্ কি মুখের উপর ভর করিয়া হাঁটাইতে পারিবেন না?"

قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ অর্থাৎ আপনি বলিয়া দিন যে, আল্লাহ্ই তোমাদিগকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন এবং তোমাদিগকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধি বিবেক দান করিয়াছেন।

قَلِيْلاً مَّاتَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ অথচ আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সব শক্তি তাঁহার আনুগত্য ও বিধান পালনে ব্যয় করিয়া তোমরা তেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ আপনি বলিয়া দিন যে, আল্লাহ্ই তোমাদিগকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন স্বভাব দান করিয়া পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ এইভাবে ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রাখার পর একদিন আবার তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিকট একত্রিত করিবেন।

অতঃপর পুনরুত্থান অস্বীকারকারী কাফিরদের সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ কাফিররা বলে যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে বল, তোমরা যে কিয়ামতের কথা বলিতেছ উহার বাস্তবায়ন কখন হইবে? আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে উহা সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ বলিতে পারে না। উহা যে সুনিশ্চিতরূপে সংঘটিত হইবে, আমাকে কেবল এই সংবাদ প্রদান করিবারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব তোমরা উহাকে ভয় করিয়া চল।

وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ আমার দায়িত্ব হইল কেবল সতর্ক করা ও পৌছাইয়া দেওয়া। আর আমি সেই দায়িত্ব পালন করিয়াছি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْئَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ যখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে কাফিররা উহা প্রত্যক্ষ করিবে এবং বুঝিতে পারিবে যে কিয়ামত আসলেই নিকটবর্তী ছিল, তখন কাফিরদিগের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া পড়িবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তিরস্কার স্বরূপ বলিবেন ঃ

هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ অর্থাৎ ইহাই তাহা যাহা দেখিবার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করিতে।

(٢٨) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

(٢٩) قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٣٠) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ○

২৮. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি— যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সংগীদিগকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন তাহাতে কাফিরদিগের কি? উহাদিগকে কে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে?

২৯. বল, 'তিনি দয়াময় তাঁহাতে বিশ্বাস করিও তাঁহারই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।'

৩০. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদিগের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায় কে তোমাদিগকে আনিয়া দিবে প্রবহমান পানি।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, হে মুহাম্মদ! আপনি আমার নিয়ামত অস্বীকারকারী এই মুশরিকদেরকে বলিয়া দিন যে, তোমাদিগের চাহিদা অনুযায়ী যদি আল্লাহ্ আমাকে এবং আমার সংগীদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন অথবা আমাদিগের প্রতি তিনি দয়া করেন তো তাহাতে তোমাদিগের কোন লাভ নাই। তাওবা করিয়া আল্লাহ্র দীনের পথে ফিরিয়া আসা ব্যতীত তোমাদিগের মুক্তির কোন বিকল্প নাই এবং তোমরা যেই আযাব সংঘটিত হইবার অপেক্ষা করিতেছ, উহা আসিয়া পড়িলেও তোমাদিগের কোন উপকার হইবে না। মোটকথা তোমরা নিজেরাই নিজদিগের মুক্তির পথ বাছিয়া লও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ আপনি এই কথাও বলিয়া দিন যে, আমরা দয়াময় বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিয়াছি আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁহারই উপর আমাদিগের ভরসা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ অর্থাৎ তুমি তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার উপর ভরসা রাখ।

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, তোমাদিগের ও আমাদিগের মধ্যে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কাহাদিগের পরিণাম শুভ হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ অর্থাৎ আপনি আরো বলিয়া দিন যে, যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদিগের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কে তোমাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহমান পানি আনিয়া দিবে? অর্থাৎ তখন আল্লাহ্ ছাড়া কেহই তাহা পারিবে না।

সূরা কালাম

৫২ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ

(٢) مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ

(٣) وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ

(٤) وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

(٥) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۙ

(٦) بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ○

(٧) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

১. নূন—শপথ কলমের এবং উহারা যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার,

২. তোমরা প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ।

৩. তোমার জন্য অবশ্যই রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার,

৪. তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

৫. শীঘ্রই তুমি দেখিবে এবং উহারাও দেখিবে—

৬. তোমাদিগের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।

৭. তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাহাদিগকে যাহারা সৎপথ প্রাপ্ত।

তাফসীর ঃ হুরূফুল হিজা সম্পর্কে সূরা বাকারার শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। বিধায় পুনরায় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে ن হরফটিও ق - ص ইত্যাদি হুরূফে মুকাত্তায়ার ন্যায় একটি হরফ।

কেহ কেহ বলেন, ن বিরাটকায় একটি মৎসের নাম যাহা সাত তবক যমীনকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

যেমন ইবন জারীর (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম তৈয়ার করিয়া বলিলেন, লিখ। কলম বলিল, কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিলেন, তাকদীর লিপিবদ্ধ কর। ফলে সেই দিন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবার ছিল কলম লিখিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা نـون তথা মৎস সৃষ্টি করেন। তাহার পর পানির ফেনা হইতে আকাশ সৃষ্টি করেন ও মৎসের পিঠের উপর পৃথিবীকে বিছাইয়া দেন। ফলে মৎস নড়াচড়া করিতে আরম্ভ করে। সংগে সংগে পৃথিবীও নড়িয়া উঠে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পর্বতমালা দ্বারা পৃথিবী স্থির করেন। অন্য এক সূত্রে আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই কথা বলিয়া نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইবন জারীর (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমার প্রতিপালক সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, লিখ। ফলে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে সবই লিপিবদ্ধ করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পানির উপর মৎস সৃষ্টি করেন। তাহার পর সেই মৎসের উপর পৃথিবীকে বিছাইয়া দেন।

তারাবানী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম ও মৎস (نـون) সৃষ্টি করেন। অতঃপর কলমকে বলিলেন, লিখ, লিখ। জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত যাহা হইবে সব লিখ। অতঃপর রাসূল্লাহ্ (সা) نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ আয়াতটি পাঠ করেন।

ইবন আসাকির (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম ও নূন তথা দোয়াত সৃষ্টি করেন। অতঃপর কলমকে বলিলেন, লিখ। কলম জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে সব লিখ। نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ এই আয়াতে এই কথাই বলা হইয়াছে। অতঃপর কলমের মুখে মোহর করিয়া কথা বলিবার শক্তি রহিত করা হয়। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত আর সে কথা বলিতে পারিবে না। তাহার পর বিবেক সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, আমি আমার ইজ্জতের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার প্রিয় লোকদের মধ্যে আমি তোমাকে পরিপূর্ণতা দান করিব আর আমার অপ্রিয় লোকদের মধ্যে তোমাকে অসম্পূর্ণ রাখিব। (অর্থাৎ যাহারা আমার আপন লোক তাহাদিগকে আমি পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করিব, যাহারা আমার আপন নহে তাহাদিগের জ্ঞান হইবে অসম্পূর্ণ।)

মুজাহিদ (র) বলেন : নূন সাত তবক যমীনের নীচের বসবাসকারী বিরাটকায় একটি মাছ বলিয়া কথিত আছে।

হাসান বসরী (র) সহ একদল মুফাস্‌সির বলেনঃ এই মৎসটির পিঠের উপর আকাশ যমীন সমান মোটা একটি পাথর আছে। সেই পাথরের উপর আছে চল্লিশ হাজার শিং বিশিষ্ট একটি ষাঁড়। আর সেই ষাঁড়ের পিঠের উপর সাত তবক যমীন ও তন্মধ্যস্ত সমুদয় বস্তু অবস্থিত। কেহ কেহ এই অর্থের উপর নিম্ন বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনা আগমনের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট আসিয়া কতটি প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, আমি আপনার নিকট এমন কতক প্রশ্ন করিব যাহার উত্তর নবী ব্যতীত কেহ জানিতে পারে না। তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সর্বপ্রথম আলামত কি? জান্নাতবাসীগণ প্রথম কি বস্তু দিয়া আহার করিবেন? কি কারণে সন্তান তাহার পিতার বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করে এবং কি কারণে সন্তান তাহার মাতার বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করে? নবী (সা) বলিলেন, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়া এই মাত্র জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তখন ইব্‌ন সালাম বলিলেন, জিবরাঈল তো ফিরিশতাগণের মধ্যে ইয়াহুদীদের জন্য চিরশত্রু। নবী (সা) বলিলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সর্বপ্রথম আলামত হইল যে, একটি অগ্নি প্রকাশিত হইবে, যাহা সকল মানুষকে পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে একত্রিত করিবে এবং জান্নাতীগণ সর্বপ্রথম যাহা আহার করিবেন তাহা হইল মাছের কলিজা এবং যখন মাতার উপর পিতার বীর্য প্রবল হইবে তখন সন্তান পিতার আকৃতি ধারণ করিবে। আর যখন পিতার উপর মাতার বীর্য প্রবল হইবে তখন সন্তান মাতার আকৃতি ধারণ করিবে। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে।

মুসলিমে অপর এক সনদে সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার এক ইয়াহুদী পণ্ডিত কয়েকটি বিষয়ে নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এইগুলির মধ্যে ইহাও ছিল যে, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর সর্বপ্রথম তাহাদেরকে কি তুহফা দেওয়া হইবে? নবী (সা) বলিলেন, মাছের কলিজার একাংশ। আবার প্রশ্ন করিল, ইহার পর তাহাদের খাদ্য কি হইবে? নবী (সা) বলিলেন, তাহাদের জন্য জান্নাতের একটি ষাঁড় জবেহ করা হইবে। যে ষাঁড়টি জান্নাতের মধ্যে বিচরণ করিত। অতঃপর প্রশ্ন করিল, ইহার পর তাহাদের পানীয় কি হইবে? নবী (সা) বলিলেন, সালসাবীল নামক প্রস্রবণ হইতে পানীয় দেওয়া হইবে। কেহ কেহ বলেন, নূন হইল নূরের একটি পলক। ইবন জারীর (র)....... কুররা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন নূন হইল নূরের একটি পলক এবং কলম হইল নূর দিয়া তৈরি, কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে তাহা লিখিতে থাকিবে। এই হাদীসটি মুরসাল গরীব। ইবন জুরাইজ (র) বলেন, আমাকে বলা হইয়াছে যে, কলমটি নূরের তৈরি যাহার দৈর্ঘ্য এক শত বৎসরের পথের সমান।

কেহ কেহ বলেন ঃ ن অর্থ দোয়াত আর القلم। অর্থ কলম। ইবন জারীর (র)....... হাসান ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ ن অর্থ দোয়াত।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা نون অর্থাৎ দোয়াত সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নূন অর্থাৎ দোয়াত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কলম সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, লিখ ঃ কলম বলিল, কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে সব লিখ। যেমন ঃ ভালো-মন্দ আমল, রিয্‌ক হালাল হোক বা হারাম, কোন্ বস্তু দুনিয়াতে কোন্ দিন, কোন্ সময় কিভাবে পৌঁছিবে ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারীও এবং কিতাবের জন্য দারোগা নিয়োগ করিয়াছেন। অতঃপর যখন রিয্‌ক ও আয়ু শেষ হইয়া যায়, তখন রক্ষণাবেক্ষণকারী ফিরিশতা দারোগা ফিরিশতার নিকট আসিয়া সেই দিনের কর্মসূচী তলব করিলে সে বলে, কই তাহার জন্য তো আজ কোন কাজই পাইতেছি না। অগত্যা রক্ষণাবেক্ষণকারী ফিরিশতারা ফিরিয়া গিয়া জানে যে, তাহারা মরিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে القلم। দ্বারা নির্দিষ্ট কোন কলম নয় বরং কলম বস্তু উদ্দেশ্য। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ। الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ এইখানেও কলম দ্বারা কলম জাত উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট কোন কলম নহে। বলাবাহুল্য যে, কলমের শপথ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা এই কথা বুঝাইয়াছেন যে, মানুষের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্‌র নিয়ামত সমূহের মধ্যে ইহাও একটি নিয়ামত যে, তিনি মানুষকে লিখা শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা জ্ঞানার্জনের একটি অন্যতম উপায়। এইদিকে ইংগিত করিয়াই আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَايَسْطُرُوْنَ অর্থাৎ আর যাহা লিপিবদ্ধ করা হয়।

ইব্‌ন আব্বাস (র) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন ঃ وَمَا يَسْطُرُوْنَ অর্থ وَمَا يَكْتُبُوْنَ যাহা লিপিবদ্ধ করা হয়।

আবুযোহা (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَمَا يَسْطُرُوْنَ অর্থ وَمَا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আর যাহা তাহারা করে। সুদ্দী (র) বলেন وَمَا يَسْطُرُوْنَ অর্থ الْمَلٰئِكَةُ। وَمَايَسْطُرُوْنَ অর্থাৎ আর ফিরিশতারা যাহা লিপিবদ্ধ করে।

অনেকে বলেন, এইখানে القلم। দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সেই কলম যাহা দ্বারা আকাশ যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে বর্ণিত আছে। যেমন ইবন আবূ হাতিম (র)....... অলীদ ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, অলীদ ইব্‌ন উবাদা (র) বলেন, আমার পিতা মৃত্যুকালে

আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর বলিলেন, লিখ। কলম জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিলেন, "অনন্তকাল পর্যন্ত যাহা হইবে সব লিপিবদ্ধ কর।"

ইবন জারীর (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশে কলম সব কিছু লিপিবদ্ধ করে।

وَمَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ অর্থাৎ হে নবী! আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে আপনি উন্মাদ নহেন। আপনার সম্প্রদায়ের মূর্খ কাফিররা যাহা বলে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা। ইহাতে আপনি ঘাবড়াইবেন না।

وَاِنَّ لَكَ لاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ অর্থাৎ আপনাকে বরং আপনার এই দাওয়াত তাবলীগ ও প্রতিপক্ষের লাঞ্ছনার মুখে ধৈর্যধারণের জন্য এমন মহাপুরস্কার প্রদান করা হইবে, যাহা কখনো শেষ হইবার নহে। غَيْرَ مَمْنُوْنٍ অর্থ غَيْرَ مَصْطُوْعٍ অর্থা যাহা কখনো শেষ হইবে না।

মুজাহিদ (র) বলেন غَيْرَ مَمْنُوْنٍ অর্থ غَيْرَ مَحْسُوْبٍ অর্থাৎ বে-হিসাব।

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে এই আয়াতের অর্থ হইল اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি এক মহান দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তাহা হইল ইসলাম। মুজাহিদ, আবূ মালিক, সুদ্দী এবং রবী ইব্ন আনাস (র) এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

আতিয়্যা (র) বলেন ঃ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ অর্থ لَعَلٰى اَدَبٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। মা'মার (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে মহানবী (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র ছিল কুরআন।

সাঈদ ইব্ন আবূ 'অরূবা (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, সাঈদ ইব্ন হিশাম (র) আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি কুরআন পড় না? সাঈদ (র) বলিল, হ্যাঁ, পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ এই কুরআনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র।

ইমাম আহমদ (র).......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহার চরিত্র ছিল কুরআন।

ইমাম আহমদ (র).......বনী সাওয়াদের জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি কি কুরআন পড় না? আল্লাহ্ বলেন إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

ইবন জারীর (র).......সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন ঃ

আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহার চরিত্র ছিল কুরআন। কেন তুমি কি إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ এই আয়াতটি পড় না?

ইবন জারীর (র).......জুবাইর ইব্‌ন নুফায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুবাইর (র) বলেন, আমি একদিন আয়িশা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহার চরিত্র ছিল কুরআন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র ছিল কুরআন— হযরত আয়িশা (রা)-এর এই উক্তিটির তাৎপর্য হইল এই যে, এমনিতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সৃষ্টিগতভাবেই উত্তম ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সততা, মহানুভবতা, বীরত্ব, ক্ষমা ও সহনশীলতা ছিল তাঁহার চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তদুপরি তিনি ছিলেন কুরআনের আহকামের বাস্তব নমুনা। তিনি তাহাই করিয়াছেন যাহা করিতে কুরআন নির্দেশ দিয়াছে আর তাহাই তিনি বর্জন করিয়াছেন যাহা করিতে কুরআন নিষেধ করিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমত করিয়াছি। এই দশ বছর কোন দিন তিনি আমার কোন আচরণে বিব্রতবোধ করেন নাই। আমি কোন (অপ্রয়োজনীয়) কাজ করিয়াছি বা (প্রয়োজনীয়) কাজ করি নাই আর তিনি বলিয়াছেন, এই কাজটি কেন করিলে বা কেন করিলে না, এই দশ বছরের জীবনে এমনটি কখনো শুনি নাই। তিনি সর্বাধিক সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার হাতের তালু অপেক্ষা কোন পরম জিনিস আমি জীবনে স্পর্শ করি নাই। তাঁহার দেহের ঘাম হইতে সুগন্ধিযুক্ত কোন মিশক বা আতর বা অন্য কিছু জীবনে আমার নাকে আসে নাই।

ইমাম বুখারী (র).......বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকলের চেয়ে সুদর্শন ও চরিত্রবান ছিলেন। বেশী লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না। এই বিষয়ে অসংখ্য হাদীস রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) শামায়েল গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).......আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন "রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবনে কখনো নিজ হাতে নিজের কোন খাদেম, স্ত্রী বা অন্য

কাউকে প্রহার করেন নাই। তবে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা স্বতন্ত্র বিষয়। কখনো দুইটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হইলে, সেইটিই গ্রহণ করিতেন যাহা দুইটির মধ্যে বেশী সহজ। তবে যেটা পাপের কাজ হইত তাহা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতেন। নিজের জন্য কখনো কাহারো হইতে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। তবে আল্লাহ্র বিধান লঙ্ঘিত হইলে, আল্লাহ্র জন্য উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন।"

ইমাম আহমদ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি উত্তম চরিত্রসমূহকে পরিপূর্ণতা দান করিবার জন্য প্রেরতি হইয়াছি।"

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ - بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি এবং আপনার প্রতিপক্ষ জানিতে পারিবে যে, কে বিকারগ্রস্ত, বিভ্রান্ত। আপনি না তাহারা? যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ অর্থাৎ আগামী দিনই তাহারা জানিতে পারিবে যে, কে মিথ্যাবাদী, সন্ত্রাসী।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ আমরা অথবা তোমরা নিশ্চিত রূপে হয়ত হিদায়াতের পথে আছি কিংবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) فَسَتُبْصِرُ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অচিরেই আপনি এবং তাহারা কিয়ামতের দিন জানিতে পারিবে।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ অর্থ بِاَيِّكُمُ الْمَجْنُوْنُ অর্থাৎ তোমাদিগের মধ্যে কেউ উন্মাদ। কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন. بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ অর্থ কে শয়তানের বেশী নিকটবর্তী ও আপন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ অর্থাৎ কে বিভ্রান্ত ও কে হিদায়াতপ্রাপ্ত আল্লাহ্ই সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(৮) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

(৯) وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ○

(১০) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ○

(১১) هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ ○

(١٢) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۙ

(١٣) عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۙ

(١٤) اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۗ

(١٥) اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

(١٦) سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ○

৮. সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদিগের অনুসরণ করিও না।
৯. উহারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহা হইলে উহারাও নমনীয় হইবে,
১০. এবং অনুসরণ করিও না তাহার– যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত,
১১. পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়,
১২. যে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ,
১৩. রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।
১৪. সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।
১৫. উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, 'ইহা তো সেকালের উপকথা মাত্র।'
১৬. আমি উহার শুঁড় দাগাইয়া দিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে রাসূল! আমি আপনাকে বিপুল নিয়ামতসহ সরল-সঠিক জীবন ব্যবস্থা ও মহান চরিত্র দান করিয়াছি। অতএব আপনি মিথ্যাচারীদিগের অনুসরণ করিবেন না। উহারা চায় যে, আপনি উহাদিগের ব্যাপারে নমনীয় হন, তাহা হইলে উহারাও আপনার প্রতি নমনীয় হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ অর্থ হইল لَوْتَرْخَصُ لَهُمْ فَيَرْخَصُوْنَ অর্থাৎ আপনি নমনীয় হইলে তাহারাও নমনীয় হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তাহারা চায় আপনি যদি আপনার সত্যপথ ত্যাগ করিয়া উহাদিগের মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহা হইলে....। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ অর্থাৎ আর অনুসরণ করিও না তাহার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। বলাবাহুল্য যে, মিথ্যুক নিজের দুর্বলতা ও অপদস্ততার কারণে তাহার মিথ্যাচার প্রকাশ হইয়া যাইবার ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। ফলে কথায় কথায় শপথ করিয়া অন্যের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে এবং যখন তখন আল্লাহ্র পবিত্র নামসমূহকে অপাত্রে ব্যবহার করে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, مَّهِيْنٍ অর্থ الكاذب। অর্থাৎ মিথ্যাবাদী.। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ مَّهِيْنٍ অর্থ الضعيف القلب। অর্থাৎ দুর্বলমনা। হাসান (র) বলেন, অর্থ হটকারী, দুর্বলমনা।

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেন, همازٍ অর্থ গীবতকারী বা পশ্চাতে নিন্দাকারী। مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ অর্থ চোগলখোর। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যে একের কাছে অন্যের দোষ বলিয়া বেড়ায় এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন একদিন রাসূলুল্লাহ্ দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রমকালে বলিলেন ঃ এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। তবে এই শাস্তি বড় ধরনের কোন গুনাহের কারণে নয়। একজনের অপরাধ হইল, সে পেশাবের পর উত্তমরূপে পবিত্রতা অবলম্বন করিত না আর অপরজন চোগলখোরী করিয়া বেড়াইত।

ইমাম আহমদ (র).......হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

উক্ত হাদীসটি বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমদ (র).......আবূ ওয়ায়েল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়ায়েল (র) বলেন, হুযায়ফা (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করা হইল যে, সে চোগলখোরী করিয়া বেড়ায়। শুনিয়া হুযায়ফা (রা) বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

ইমাম আহমদ (র)....... আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্‌ন সাকান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলিলেন ঃ "আমি কি বলিয়া দিব যে, তোমাদিগের মধ্যে কে সবচেয়ে উত্তম?" সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ, বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যাহাকে দেখিলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়।" আবার বলিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহাও বলিয়া দিব কি?" সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ, বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'যে ব্যক্তি চোগলখোরী করিয়া বেড়ায়, বন্ধুদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পবিত্র ও নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়, সে তোমাদিগের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।"

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুর রহমান ইব্‌ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম বান্দা তাহারা— যাহাদিগকে দেখিলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ হয়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হইল তাহারা যাহারা চোগলখোরী করিয়া বেড়ায় এবং পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ পবিত্র লোকদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়।"

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ অর্থাৎ যাহারা নিজেরা কল্যাণের পথে চলে না এবং অন্যদেরকে কল্যাণের পথ হইতে বাধা প্রদান করে। আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমালংঘন করে এবং নিষিদ্ধ ও হারাম কাজে লিপ্ত পাপী।

عُتُلٍّ - عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ অর্থাৎ রূঢ় ও কঠোর স্বভাব অর্থাৎ তাহারা রূঢ় স্বভাবের এবং তদুপরি কুখ্যাত।

ইমাম আহমদ (র)....... হারিছা ইব্ন ওহাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিছা ইব্ন ওহাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'আমি কি জান্নাতীদের সম্পর্কে তোমাদিগকে খবর দিব? শোন, জান্নাতীরা হইল সেই সব দুর্বল লোক, যাহারা শপথ করিয়া কোন কথা বলিয়া ফেলিলে আল্লাহ্ উহা বাস্তবায়িত করিয়া দেন আর জাহান্নামীরা হইল রূঢ়-কঠোর স্বভাবের, অহংকারী।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, জাহান্নামীদের আলোচনা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "জাহান্নামী তাহারা যাহারা রূঢ়-কঠোর স্বভাবসম্পন্ন, অহংকারী ও কল্যাণের পথে বাধা দানকারী।"

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুর রহমান ইব্ন গনম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান ইব্ন গনম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে العتل الزنيم -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, "সেই ব্যক্তি যাহার স্বভাব কঠোর, অধিক পানাহারকারী, অত্যাচারী, পেটুক।"

একই সূত্রে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "রূঢ় স্বভাব ও কুখ্যাত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

ইবন জারীর (র)....... যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আকাশ সেই ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করে, আল্লাহ্ যাহাকে সুস্বাস্থ্য দান করিয়াছেন, পেট পুরে আহার করিবার সুযোগ দিয়াছেন ও দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী দান করিয়াছেন। কিন্তু সে মানুষের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়ায়। এই ব্যক্তিকেই কুরআনে العتل الزنيم বলা হইয়াছে।" মোটকথা عُتُلٍّ হইল সেই ব্যক্তি যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, শক্তিশালী ও বেশী পানাহারকারী, অত্যাচারী ব্যক্তি। আর زَنِيْمٍ অর্থ যে ব্যক্তি অপকর্মের হোতা বলিয়া প্রসিদ্ধ বা কুখ্যাত ইতর ও অপদার্থ। আরবী ভাষায় زَنِيْمٍ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যে কোন এক সম্প্রদায়ের বলে পরিচিত কিন্তু আসলে সে সেই সম্প্রদায়ের নয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ زَنِيْمٍ অর্থ الدعى الفاحش اللئم অর্থাৎ কুখ্যাত, চরিত্রহীন ও ইতর ব্যক্তি। এই প্রসংগে আরবী কবিতা উল্লেখিত আছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ زَنِيْمٍ দ্বারা আখনাস ইব্ন শুরাইককে বুঝানো হইয়াছে, যে বনী যুহরার সহিত চুক্তিবদ্ধ ছিল। অনেকের মতে زَنِيْمٍ হইল আসওয়াদ ইব্ন য়াগূছ। কিন্তু কথাটি ঠিক নহে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ সূত্রে ইব্ন আবূ নাজীহ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ধারণা হইল زَنِيْمٍ সেই ব্যক্তি বিশেষ কোন বংশের লোক হইবার দাবীদার; কিন্তু আসলে সেই বংশের নহে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... 'আমির ইব্ন কুদামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, 'আমির ইব্ন কুদামা (র) বলেন যে, ইকরিমা (রা)-কে زَنِيْمٍ এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিলেন ঃ زَنِيْمٍ অর্থ জারজ সন্তান। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ زَنِيْمٍ অর্থ যেই ব্যক্তি পাপী ও সন্ত্রাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইব্ন আব্বাস (রা) সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা আছে, তিনি বলেন زَنِيْمٍ এমন এক ব্যক্তি যাহার উপাধি হইল কুখ্যাত। কুখ্যাত তথা زَنِيْمٍ না বলিলে মানুষ যাহাকে চিনে না। এই زَنِيْمٍ এর ব্যাখ্যায় বহুজনের আরো বহু মত রহিয়াছে। মোটকথা زَنِيْمٍ সেই ব্যক্তি যে দুষ্কর্মে প্রসিদ্ধ। কুখ্যাত বা সন্ত্রাসী বলিয়াই লোক যাহাকে চিনে। সাধারণত ইহারা পিতৃ পরিচয়হীন জারজ সন্তান হইয়া থাকে। কারণ শয়তান এই ধরনের লোকদের উপরই সাধারণত বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, যাহা অন্যদের উপর পারে না। যেমন দীর্ঘ এক হাদীসের একাংশে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "জারজ সন্তানরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ জারজ সন্তান তিন দুরাচারের সমষ্টি। যদি সে মাতা-পিতার ন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হয়।

اَنْ كَانَ ذَامَالٍ وَّبَنِيْنَ - اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন ঃ ইহাদিগের এই সব অপকর্ম ও খোদাদ্রোহীতার হেতু হইল এই যে, ইহারা বিপুল ধন-সম্পদ ও জনশক্তির অধিকারী। উচিত তো ছিল নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ আমার গুণগান করা, অম্লান বদনে আমার আনুগত্য করা। কিন্তু কিসের, উল্টা তারা এই ধন ও জনশক্তিকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আমার বিধান পালন করার পরিবর্তে বরং বলিয়া বেড়ায় যে,.এই সব তো পুরাকালের উপকথা মাত্র। এই যুগে ইহা অচল। এই বে-ঈমানীর পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ 'আমি উহার শুঁড় দাগাইয়া দিব।' ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, ইহাদিগের এই সব কর্মকাণ্ড এমনভাবে প্রকাশ করিয়া দিব যে, উহারা কাহারো কাছেই গোপন থাকিবে না। যেমন হাতীর শুঁড়ের উপরে দাগ কাহারো নিকট গোপন থাকে না। কাতাদা (র)ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

আওফী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এই আয়াতে বদরের যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, বদরের দিন যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারী দ্বারা তোমাদিগকে নির্মূল করিয়া ফেলা হইবে।

অনেকে বলেন ঃ জাহান্নামীদের ন্যায় কিয়ামতের দিন তোমাদিগের মুখমণ্ডল কালো করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদিগের মতে اَلْخُرْطُوْم অর্থাৎ শুঁড় বলিয়া মুখমণ্ডল বুঝানো হইয়াছে। বস্তুত এই সব কয়টি ব্যাখ্যার একটির সহিত অপরটির কোন সংঘর্ষ নাই।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ অনেক সময় এমনও হয় যে, এক ব্যক্তি হাজার হাজার বছর ধরিয়া আল্লাহ্র দফতরে মুমিনরূপে লিখিত থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। আবার কেহ হয়তো হাজার হাজার বছর যাবত কাফির রূপেই চিহ্নিত ছিল কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লইয়া মৃত্যুবরণ করে। যে ব্যক্তি পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দাকারী ও চিহ্নিত অপরাধী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিল, কিয়ামতের দিন তাহার দুই ঠোঁটের দিক হইতে কপালে চিহ্ন দেওয়া হইবে।'

(١٧) اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَاۤ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۙ

(١٨) وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ○

(١٩) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ○

(٢٠) فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۙ

(٢١) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۙ

(٢٢) اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ○

(٢٣) فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۙ

(٢٤) اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۙ

(٢٥) وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ○

(٢٦) فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْۤا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ۙ

(٢٧) بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○

(২৮) قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ○

(২৯) قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

(৩০) فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ○

(৩১) قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ○

(৩২) عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ○

(৩৩) كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

১৭. আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি, যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম উদ্যান অধিপতিগণকে, যখন উহারা শপথ করিয়াছিল যে, উহারা প্রত্যুষে আহরণ করিবে বাগানের ফল,

১৮. এবং তাহারা 'ইনশাআল্লাহ্' বলে নাই।

১৯. অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন উহারা ছিল নিদ্রিত।

২০. ফলে উহা দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল।

২১. প্রত্যুষে উহারা একে অপরকে ডাকিয়া বলিল,

২২. 'তোমরা যদি ফল আহরণ চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল।'

২৩. অতঃপর উহারা চলিল নিম্নস্বরে কথা বলিতে বলিতে।

২৪. 'অদ্য যেন তোমাদিগের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে।'

২৫. অতঃপর উহারা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম এই বিশ্বাস লইয়া প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করিল।

২৬. অতঃপর উহারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল, উহারা বলিল, 'আমরা তো দিশা হারাইয়া ফেলিয়াছি।'

২৭.'না, আমরা তো বঞ্চিত।'

২৮. উহাদিগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই? এখনও তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছ না কেন?'

২৯. তখন উহারা বলিল, 'আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি। আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।'

৩০. অতঃপর উহারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল।

৩১.উহারা বলিল, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদিগের। আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।

৩২. 'আমরা আশা রাখি—আমাদিগের প্রতিপালক ইহার পরিবর্তে আমাদিগকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের অভিমুখী হইলাম।'

৩৩. শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি উহারা জানিত!

তাফসীর ঃ যেসব কাফিররা নবী (সা)-এর নবূওতকে অস্বীকার করিয়াছিল, এইখানে উহাদিগের জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ আমি কাফিরদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম রকমারী ফল-ফলাদি সমৃদ্ধ উদ্যান অধিপতিদেরকে।

إِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ অর্থাৎ যখন উহারা পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা বাগানের ফল রাত্রিকালে আহরণ করিবে, যাহাতে কোন গরীব-মিসকীন তথা ভিক্ষুক টের না পায়, যেন কোন দান-সাদকা করিতে না হয়। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিবার সময় তাহারা ইনশাআল্লাহ্ বলে নাই। সফলতার ব্যাপারে তাহারা এতই নিশ্চিত ও গর্বিত ছিল যে, আল্লাহ্‌র নামটি পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা ও শপথ বিফল করিয়া দেন। সেই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ

অর্থাৎ ফলে একদিন যখন তাহারা নিদ্রিত ছিল তখন আসমানী গযব আসিয়া সেই উদ্যানে হানা দিল আর উহা দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকায় বর্ণ ধারণ করিল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ كَالصَّرِيْمِ অর্থ كالليل الاسود অর্থাৎ সেই আসমানী গযবে আক্রান্ত হইয়া উদ্যানটি পুড়িয়া কালো রাতের ন্যায় হইয়া গেল। ছাওরী ও সুদ্দী (র) বলেন, كَالصَّرِيْمِ অর্থ مثل الزرع اذا حصد অর্থাৎ কাটা ফসলের ন্যায় শুষ্ক হইয়া তোলা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে দূরে থাক। অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ গুনাহের কারণে এমন রিয্ক হইতে বঞ্চিত হইয়া যায় যাহা তাহার জন্যই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ....فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলেন, এই লোকগুলি গুনাহের কারণেই উদ্যানের ফসল হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ অর্থাৎ উদ্যানের ফসল আহরণ করিবার জন্য উক্ত প্রতিজ্ঞা ও শপথের পর সকাল বেলা ফসল কাটিতে যাইবার জন্য তাহারা ডাকাডাকি শুরু করিতে লাগিল। মুজাহিদ (র) বলেন, উহাদিগের এই ফসল ছিল আঙ্গুর।

فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ اَنْ لاَّيَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ অর্থাৎ ডাকাডাকি করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া চুপিচুপি এই কথা বলিতে বলিতে রওয়ানা হইল যে, তোমরা সকলেই সাবধান থাকিও, যেন আজ কোন ভিক্ষুক বাগানে প্রবেশ করিতে না পারে।

وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ অর্থাৎ এইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া ভিক্ষুকদেরকে আগমন প্রতিরোধ করিতে সক্ষম এই বিশ্বাস লইয়া প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করিল।

মুজাহিদ (র) বলেন, عَلٰى حَرْدٍ অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া। ইকরিমা বলেন, عَلٰى حَرْدٍ অর্থ على غيظ অর্থাৎ মনে ভিক্ষুকদের প্রতি রাগ ও গোস্বা লইয়া। শা'বী (র) বলেন, عَلٰى حَرْدٍ অর্থাৎ على الْمَسَاكِيْنَ। ভিক্ষুকদের নিবৃত্ত করিতে সক্ষম এই বিশ্বাস লইয়া....। সুদ্দী (র) বলেন, উহাদিগের গ্রামের নাম ছিল হারদ্। সুদ্দীর এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَضَالُّوْنَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ অর্থাৎ এইভাবে তাহারা বাগানে পৌঁছিয়া আযাব কবলিত বাগানের এই দশা দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে, ইহা তো আমাদিগের বাগান নহে, আমরা তো পথ ভুলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু অতঃপর যখন বিপর্যয়ের কথা বুঝিতে পারিল তখন তাহারা বলিল, না ইহাই তো আমাদিগের; হায়! হায়! কি হইল? আমাদিগের সবই তো শেষ হইয়া গেল, সবই তো ধ্বংস হইয়া গেল।

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ অর্থাৎ আকস্মিক এই বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করিবার পর উহাদিগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই? এখনও তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছ না কেন?

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, রবী ইব্ন আনাস, যাহ্হাক, কাতাদা (র) বলেন : اَوْسَطُهُمْ অর্থ اَعْدَلُهُمْ ও خَيْرُهُمْ অর্থ শ্রেষ্ঠ ও নীতিবান ব্যক্তি।

মুজাহিদ, সুদ্দী ও ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন : لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ অর্থ لَوْلاَ تَسْتَثْنُوْنَ অর্থাৎ আমি তো পূর্বে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা কেন ইনশাআল্লাহ্ বল নাই? সুদ্দী (র) বলেন, সেই যুগে ইনশাআল্লাহ্ বলাই তাসবীহ বলিয়া পরিগণিত হইত।

কেহ কেহ বলেন, اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ। অর্থ আমি কি বলিয়াছিলাম না যে, তোমরা কেন আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর না এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যেই নিয়ামত দিয়াছেন তজ্জন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কথা শুনিয়া এইবার উহাদিগের চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিজের ভুল স্বীকার করিয়া বলিল, 'আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি। আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।' কিন্তু তখনকার সেই অনুতাপ কাজে আসে নাই।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ অর্থাৎ তখন অগত্যা উহারা ভিক্ষুকদের আগমন প্রতিরোধ ও আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তিরস্কার করিতে লাগিল। আর অন্যদের ভুল ও অন্যায় স্বীকার করা ব্যতীত কোন উত্তর ছিল না।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ অর্থাৎ তাহারা বলিল, হায় দুর্ভোগ আমাদিগের। আমাদিগের সীমালংঘনের কারণেই আজ আমরা এই বিপর্যয়ে আক্রান্ত হইলাম।

عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ অর্থাৎ তাহারা বলিল, 'আমরা আশা রাখি–আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগকে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উদ্যান দান করিবেন। আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের অভিমুখী হইলাম।'

অনেকের মতে, এই লোকগুলি ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন ঃ তাহারা সানআ থেকে ছয় মাইল দূরে যারওয়ান নামক একটি গ্রামের অধিবাসী ছিল। কেহ কেহ বলেন, উহারা ছিল হাবশার অধিবাসী। পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে তাহারা এই উদ্যানটি লাভ করিয়াছিল। উহারা ছিল আহলে কিতাব। উহাদিগের পিতার নিয়ম ছিল এই যে, সেই উদ্যানের উৎপন্ন ফসল হইতে এক বছরে খোরাক রাখিয়া অবশিষ্টটুকু সাদকা করিয়া দিতেন। মৃত্যুর পর ছেলেরা উহার উত্তরাধিকার লাভ করিয়া বলিল যে, আমাদিগের পিতা বোকা ছিল বলিয়া ইহার ফসল হইতে কিছু অংশ গরীবদেরকে দান করিয়া দিত। উহা না করিয়া যদি তিনি সঞ্চয় করিতেন; তাহা হইলে আজ আমরা বিপুল সম্পদের অধিকারী হইতাম। কিন্তু পিতার আদর্শ ত্যাগ করিয়া তাহারা সবই হারাইয়া সর্বশান্ত হইয়া আমও হারায় ছালাও হারায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া নিয়ামতে কৃপণতা করে উহাদিগের শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে।

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ এই তো হইল দুনিয়ার শাস্তি। আখিরাতের শাস্তি হইবে আরো কঠিনতর। যদি তাহারা উহা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে উহাদিগের জন্য কল্যাণকর হইত। বায়হাকী (র)....... আলী (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রিকালে শস্য ও ফসল কাটিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(٣٤) اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

(٣٥) اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ○

(٣٦) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○

(٣٧) اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ○

(٣٨) اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ○

(٣٩) اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ○

(٤٠) سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ○

(٤١) اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ○

৩৪. মুত্তাকীদিগের জন্য অবশ্যই রহিয়াছে ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট।

৩৫. আমি কি আত্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদিগের সদৃশ গণ্য করিব?

৩৬. তোমাদিগের কী হইয়াছে? তোমাদিগের এ কেমন সিদ্ধান্ত?

৩৭. তোমাদিগের নিকট কি কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা অধ্যয়ন কর—

৩৮. যে, তোমাদিগের জন্য উহাতে রহিয়াছে যাহা তোমরা পছন্দ কর?

৩৯. আমি কি তোমাদিগের সহিত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা নিজদিগের জন্য যাহা স্থির করিবে তাহা পাইবে?

৪০. তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, উহাদিগের মধ্যে এই দাবীর যিম্মাদার কে?

৪১. উহাদিগের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকিলে উহারা উহাদিগের দেব-দেবীগুলিকে উপস্থিত করুক— যদি উহারা সত্যবাদী হয়।

তাফসীর ঃ দুনিয়ার উদ্যানের অধিপতি এবং আল্লাহ্র নাফরমানী ও তাঁহার বিধানের বিরুদ্ধাচরণের ফলে আপতিত বিপর্যয়ের আলোচনা করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, যাহারা দুনিয়াতে আল্লাহ্র আনুগত্য করিবে ও তাকওয়া অবলম্বন করিবে আখিরাতে তাহাদিগকে ভোগ-বিলাসপূর্ণ এমন উদ্যান তথা জান্নাত দেওয়া হইবে যাহা কখনো শেষ হইবে না ও বিপর্যস্ত হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ অর্থাৎ প্রতিদানের ক্ষেত্রে কি আমি আত্মসমর্পণকারী ও আমার অনুগত বান্দাদিগকে অপরাধীদিগের সমান স্থির করিব?

কখনো না। আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা ও নাফরমানগণ কখনো সমান হইতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ অর্থাৎ কি হইল তোমাদিগের? তোমরা ইহা কি রকম ধারণা করিতেছ?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ অর্থাৎ তোমাদিগের নিকট কি এমন কোন আসমানী কিতাব আছে যাহা তোমরা অধ্যয়ন কর এবং উহাতে তোমাদিগের দাবীর সপক্ষে কোন প্রমাণ আছে? নাই।

اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ـ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ অর্থাৎ আমি তোমাদিগের সহিত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা যাহা চাইবে তাহাই পাইবে?

سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যদি উহাদিগের এমন কোন দাবী থাকে তবে সেই দাবীর যিম্মাদার কে?

اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ উহাদিগের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকিলে উহাদিগকে উপস্থিত করুক যদি তাহারা সত্যবাদী হয়।

(٤٢) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝

(٤٣) خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ۝

(٤٤) فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٤٥) وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝

(٤٦) اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

(٤٧) اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

৪২. স্মরণ কর, সেই চরম সংকটের দিনের কথা, সেই দিন উহাদিগকে আহ্বান করা হইবে সিজদা করিবার জন্য কিন্তু উহারা তাহা করিতে সক্ষম হইবে না।

عَنْ سَاقٍ অর্থাৎ যখন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ কিয়ামতের ভয়াবহ ও সংকটময় মুহূর্ত।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ যখন সকল বিষয় হইয়া যাইবে এবং মানুষের সমুদয় আমল সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে।

ইব্ন জারীর (র)...... আবূ মুসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ একটি বিরাট নূর প্রকাশিত হইবে। মুমিনগণ তাহাকে সিজদা করিবে।

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ অর্থাৎ দুনিয়ার কৃত অপরাধ ও অহংকারের পরিণামে আখিরাতে উহাদিগের দৃষ্টি অবনত হইবে ও হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে আর দুনিয়াতে যখন তাহারা সুস্থ সবল ছিল তখন তাহাদিগকে সিজদা করিতে ডাকা হইলে তাহারা সিজদা করিত না। ইহার শাস্তি এইভাবে দেওয়া হইবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন আত্মপ্রকাশ করিবেন তখন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুমিনই আল্লাহ্কে সিজদা করিবে। কিন্তু ঐ কাফির মুনাফিকরা সিজদা করিবার চেষ্টা করিলে উহাদিগের সিজদা করিবার শক্তি হরণ করিয়া নেওয়া হইবে। উহাদিগের পিঠ কাঠের ন্যায় শক্ত হইয়া যাইবে। ফলে আর সিজদা করিতে পারিবে না। মোটকথা দুনিয়াতে শক্তি থাকা সত্ত্বেও যাহারা সিজদা করে না কিয়ামতের দিন সিজদা করিবার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও শক্তি দেওয়া হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ অর্থাৎ আমাকে এবং কুরআন অস্বীকারকারীকে ছাড়িয়া দাও। সুযোগ দিয়া পরে আবার কিভাবে তাহাকে শক্তভাবে ধরিতে হইবে উহা আমিই বুঝিব।

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لاَيَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমি উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধরিব যে, উহারা টেরও পাইবে না। উহারা মনে করিবে যে, এই সুযোগ প্রদান বুঝি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সম্মান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা হইবে তাহাদিগের ভীষণ লাঞ্ছনার কারণ। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاُمْلِىْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ অর্থাৎ উহাদিগকে এই সুযোগ দেওয়া আমার একটি কৌশল মাত্র। যাহারা আমার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিবে আমার রাসূলদিগকে অস্বীকার করিবে এবং আমার নাফরমানী করিবে তাহাদিগের বিরুদ্ধে আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, "আল্লাহ্ তা'আলা অনেক সময় জালিমকে সুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু পরে যখন ধরেন তো আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন।

৪৩. উহাদিগের দৃষ্টি অবনত, হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে অথচ যখন উহারা নিরাপদ ছিল তখন তো উহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল সিজদা করিতে।

৪৪. যাহারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও আমার হাতে; আমি উহাদিগকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরিব উহারা জানিতে পারিবে না।

৪৫. আর আমি উহাদিগকে সময় দিয়া থাকি আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

৪৬. তুমি কি উহাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছে যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ দণ্ড মনে করিবে।

৪৭. উহাদিগের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, উহারা তাহা লিখিয়া রাখে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, মুত্তাকীদিগকে তিনি ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত দান করিবেন। আর এইবার সেই জান্নাত কখন দেওয়া হইবে সেই সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلاَيَسْتَطِيْعُوْنَ অর্থাৎ এই জান্নাত দেওয়া হইবে সেই সংকটের দিন, যে দিন মানুষদিগকে সিজদা করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে কিন্তু উহারা তাহা করিতে সক্ষম হইবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। (يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ এর শাব্দিক অর্থ হইল হাঁটু পর্যন্ত পা উন্মোচিত হইবে আর এইখানে উহা দ্বারা চরম সংকট বুঝানো হইয়াছে)

ইমাম বুখারী (র).......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কিয়ামতের দিন আমাদিগের প্রতিপালক স্বীয় পা হাঁটু পর্যন্ত উন্মোচিত করিবেন। তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুমিনই তাঁহাকে সিজদা করিবে। কিন্তু দুনিয়াতে যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য সিজদা করিত উহাদিগের পিঠ এক শক্ত তক্তার ন্যায় হইয়া যাইবে। ফলে তাহারা সিজদা করিতে সক্ষম হইবে না।"

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন পা উন্মোচিত হইবার এই ঘটনা বিভীষিকাময় কিয়ামতের দিন সংঘটিত হইবে।

ইব্ন জারীর (র)....... ইব্ন মাসউদ কিংবা ইব্ন আব্বাস হইতে (সন্দেহটি ইব্ন জারীরের) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ যেইদিন ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থ ভয়াবহ দিন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উহা কিয়ামত দিবসের সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ মুহূর্ত। ইব্ন জারীর (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন يَوْمَ يُكْشَفُ

وَكَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ
অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন কোন অত্যাচারী বস্তীবাসীকে ধরেন তো এইভাবেই ধরেন। নিশ্চয়ই তাহার ধরা বড় যন্ত্রণাদায়ক ও কঠোর।

اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ـ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ অর্থাৎ তুমি কি উহাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ দণ্ড মনে করিবে। উহাদিগের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, উহারা তাহা লিখিয়া রাখে?

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি তো লোকদিগকে আল্লাহ্র পথে আহ্বানের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্র নিকট প্রতিদান লাভই আপনার উদ্দেশ্য। অথচ এই কাফির মুশরিকরা নিছক অজ্ঞতা ও অবাধ্যতাবশত আপনার বিরোধিতা করে। সূরা তূরে আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(٤٨) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ م اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝

(٤٩) لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۝

(٥٠) فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(٥١) وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝

(٥٢) وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৮. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস সহচরের ন্যায় অধৈর্য হও হইও না, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করিয়াছিল।

৪৯. তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাহার নিকট না পৌঁছিলে সে লাঞ্ছিত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইত উন্মুক্ত প্রান্তরে।

৫০. পুনরায় তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহাকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

৫১. কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন উহারা যেন উহাদিগের তীক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিবে এবং বলে, 'এতো এক পাগল।'

৫২. কুরআন তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ।

তাফসীর ঃ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ আপনার জাতি আপনাকে যেই নির্যাতন করিতেছে এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে তজ্জন্য আপনি ধৈর্যধারণ করুন। অবিলম্বে আমি ইহার বিচার করিব। আর সেই বিচারে আপনি এবং আপনার অনুসারীরাই জয়লাভ করিবে। দুনিয়া ও আখিরাতের শুভ পরিণাম আপনাদেরই জন্য।

وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ অর্থাৎ আপনি মৎস সহচর তথা ইউনুস (আ)-এর ন্যায় অধৈর্য হইবেন না। তিনি স্বজাতির উপর রুষ্ট হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র রওয়ানা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে সমুদ্রে নৌকায় আরোহণ করিলেন। ঘটনাক্রমে মাঝ নদীতে পানিতে নিক্ষিপ্ত হন, একটি মৎস তাঁহাকে গিলিয়া ফেলে। তখন নদী গর্ভে মাছের পেটে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। তুমি পবিত্র। আমি তো জালিমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ ফলে আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছি এবং তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছি। আর আমি ঈমানদারদিগকে এইভাবেই মুক্তি দিয়া থাকি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَوْ لاَ اَنَّهُ كَانَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ অর্থাৎ যদি সে তাসবীহ পাঠকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত না হইত তাহা হইলে সেই মাছের পেটে সে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিত।

আর এইখানে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِذْنَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ অর্থাৎ সে বিষাদ আচ্ছন্ন হইয়া কাতর প্রার্থনা করিয়াছিল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) বলেন مَكْظُوْمٌ অর্থ مغموم অর্থাৎ বিষাদ আচ্ছন্ন। আতা খুরাসানী ও আবূ মালিক (র) বলেন, مَكْظُوْمٌ অর্থ مكروب অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত।

আমরা পূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছি যে, যখন ইউনুস (আ) لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ পাঠ করিলেন তখন সেই দু'আটি আরশের চতুষ্পার্শ্বে গুণগুণভাবে ক্রন্দন করিতে থাকে। ফিরিশ্‌তাগণ বলিলেন, হে প্রতিপালক, এই আওয়াজ তো অপরিচিত দেশের কোন দুর্বল ব্যক্তির আওয়াজ। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা কি তাহাকে পরিচয় করিতে পারিতেছ না? তাহারা বলিলেন, না। আল্লাহ্ বলেন, ইহাতো ইউনুস এর দু'আর আওয়াজ। তাহারা বলিলেন, হে প্রতিপালক!

তোমার এই বান্দার নেক আমল ও গৃহীত দু'আ সর্বদা তো উচ্চমর্যাদা পাইত! তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তাঁহারা বলিলেন, তিনি যখন শান্ত অবস্থায় নেক আমল করিতেন এখন কি বিপদের সময় তাহার ঐ সব নেক আমলের উসিলায় তাকে বিপদমুক্ত করিবেন না? ইহার পরই আল্লাহ্ মাছকে নির্দেশ দিলেন এবং সে খালি মাঠে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কাহারো পক্ষেই এই কথা বলা শোভা পায় না যে, আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ।"

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

অর্থাৎ কুরআন শ্রবণ করিলে কাফিররা বিদ্বেষবশত চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আছড়াইয়া ফেলিতে চায়। আল্লাহ্ রক্ষা না করিলে অবশ্যই তাহারা আপনাকে বিপদে ফেলিয়া দিত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের চোখের দৃষ্টি অন্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা সত্য। আল্লাহ্র নির্দেশেই ইহা হইয়া থাকে। এই প্রসংগে অসংখ্য সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ

আবূ দাউদ (র)....... আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ নজর লাগিলে, বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলে এবং অবিরাম রক্ত ঝরিলেই কেবল ঝাড়ফুঁক করা যায়।

ইবন মাজাহ্ (র)....... বুরায়দা ইব্ন হাসীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ নজর লাগিলে এবং বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলেই কেবল ঝাড়ফুঁক করা যায়।"

আবূ ইয়ালা (র) ..... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দৃষ্টি মানুষকে আল্লাহ্র হুকুমে ধ্বংস করিয়া দেয়।"

ইমাম আহমদ (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "চোখের দৃষ্টি সত্য, চোখের দৃষ্টি সত্য। উহা মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়।"

ইমাম মুসলিম (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "নজর সত্য। তাকদীর অতিক্রম করিবার মত কোন কিছু থাকিলে এই নজরই হইত। তোমাদিগকে গোসল করিতে বলিলে গোসল করিয়া লইও।

আব্দুর রায্যাক (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়িয়া হাসান ও হুসায়নের জন্য আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন।

أُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ অর্থাৎ 'তোমাদিগকে আমি প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী ও প্রত্যেক ক্রিয়াশীল দৃষ্টি হইতে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কলেমার আশ্রয়ে অর্পণ করিতেছি।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-ও ইসহাক এবং ইসমাঈল (আ)-কে এইরূপ বলিয়া আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেন। এই হাদীসটি বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে। ইবন মাজাহ্ (র) .... আবূ উমামা (রা) বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা আসআদ ইবন সাহল ইবন হুনায়ফ (রা) বলেন, 'আমির ইব্‌ন রবীয়া একদিন সাহল ইব্‌ন হুনায়ফের নিকট গিয়া দেখিতে পাইলেন গোসল করিতেছেন। দেখিয়া তিনি বলিলেন, তোমার মত এত সুদর্শন কোন নারীও আজ পর্যন্ত আমি দেখি নাই। এই কথা বলার সংগে সংগে তিনি বেঁহুশ হইয়া পড়িয়া যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যাপারে তোমরা কাহাকে সন্দেহ কর ? উত্তরে লোকেরা বলিল, 'আমির ইব্‌ন রবীয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "কেন অযথা সে তাহার একজন ভাইয়ের ক্ষতিসাধন করিল? কাহারো মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু দেখিতে পাইলে তাহার জন্য বরকতের দু'আ করা উচিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পানি আনাইয়া আমির (রা)-কে একটু ওযু করিতে বলিলেন এবং লুঙ্গির নীচও ধৌত করিতে বলিলেন। অতঃপর সেই পানি আবূ উমামার উপর প্রবাহিত করিতে বলিলেন।

ইবন মাজাহ্ (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিন ও মানুষের দৃষ্টি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। অতঃপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হইবার পর অন্য সব দু'আ ত্যাগ করিয়া এই দুই সূরাই পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, হযরত জিবরীল (আ) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ! আপনি অসুস্থ ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। জিবরীল (আ) বলিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ يَشْفِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ -

ইমাম আহমদ (র) আবূ সাঈদ বা জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ বা জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন অসুস্থ হইয়া পড়িলে জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, চোখের দৃষ্টি লাগা সত্য।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ চোখের দৃষ্টি লাগা সত্য। উহাতে শয়তান ও মানুষের হিংসা কাজ করিয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র)....... মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি রাসূলল্লাহ (সা)-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, বাসগৃহ, ঘোড়া ও নারী এই তিন বস্তুতে ফাল হইতে পারে? উত্তরে আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, না, এই কথা বলিতে শুনি নাই তবে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, "পূর্ব লক্ষণসমূহের মধ্যে ফাল সত্যয়ন করি। চোখের দৃষ্টি লাগা সত্য।"

ইমাম আহমদ (র)....... উবায়দ ইব্ন রিফায়া বুরাকী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দা (র) বলেন আসমা বিনতে উমায়স (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাফরের সন্তানদের অনেক সময়ই নজর লাগিয়া যায়। উহাদিগকে ঝাড়-ফুঁক করাইতে পারি কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, পার। তাকদীর অতিক্রম করিবার কিছু থাকিলে এই নজরই থাকিত।"

ইবন মাজাহ্ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নজর লাগার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়িশা (রা)-কে ঝাড়ফুঁক করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র)....... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কাযা ও কদরের পর আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক নজরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে।"

হাফিজ আবূ আব্দুর রহমান (র)....... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "নজর মানুষকে কবরে এবং উটকে পাতিলে পৌছাইয়া দেয়। আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক নজরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে।"

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, একজনের রোগ অপরজনের মধ্যে সংক্রমণ করে না, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা ও পেঁচা ডাকিলে বিপদ আসে বলিয়া বিশ্বাস করা ভিত্তিহীন এবং হিংসার কারণে যাহার সহিত হিংসা করা হইল তাহারা কোন ক্ষতি হয় না। তবে চোখের নজর সত্য।

হাফিজ ইবন আসাকির (র)....... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, জিবরাঈল (আ) একদিন আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিন্তিত দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ! আপনার চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখিতেছি কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হাসান-হুসায়নের উপর নজর লাগিয়াছে। জিবরাঈল (আ) বলিলেন ঃ নজর লাগাতো স্বাভাবিক। কারণ নজর সত্য। আপনি এই কলেমাগুলো

পড়িয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সোপর্দ করিলেন না? রাসূলুল্লাহ বলিলেন, সেই কলেমাগুলি কি? জিবরাঈল (আ) বলিলেন ঃ আপনি বলুন ঃ

اَللّٰهُمَّ ذَا السُّلْطَانِ الْعَظِيْمِ وَالْمَنِّ الْقَدِيْمِ ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيْمِ وَلِىُّ الْكَلِمَاتِ التَّامَّةِ وَالدَّعْوَاتِ الْمُسْتَجَبَاتِ عَافِ الْحَسنِ وَالْحُسَيْنِ مِنْ اَنْفُسِ الْجِنِّ وَاَعْيُنِ الاِنْسِ ـ

রাসূল (সা) এই দু'আটি পড়িয়া ফুঁক দেওয়ার সংগে সংগে হাসান ও হুসাইন উঠিয়া দাঁড়াইয়া খেলিতে শুরু করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেনঃ তোমরা নিজেদেরকে তোমাদিগের স্ত্রীদিগকে ও সন্তানদিগকে এই দু'আটি দ্বারা আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সোপর্দ কর। আশ্রয় প্রার্থনার ইহাই শ্রেষ্ঠ দু'আ।

وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা একদিকে চোখের দৃষ্টি দ্বারা আমার রাসূলের ক্ষতিসাধন করিতে চাহে অপরদিকে মুখের কথায় কষ্ট দেয়। তাহারা বলে, কুরআন আনয়নের ব্যাপারে সে উন্মাদ। আর কুরআন হইল তাহার প্রলাপ। উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ এই কুরআন কাহারো প্রলাপ নহে বরং সমগ্র জগতের জন্য উহা উপদেশনামা।

১. সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,
২. কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?
৩. কিসে তোমাকে জানাইবে সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী?
৪. 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছিল যাহা মহাপ্রলয়।
৫. আর ছামূদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রলংকর বিপর্যয় দ্বারা।
৬. আর 'আদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা।
৭. যাহা তিনি উহাদিগের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিতে— উহারা সেথায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।
৮. অতঃপর উহাদিগের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি?
৯. ফিরআউন, তাহার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল।
১০. উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিলেন— কঠোর শাস্তি।
১১. যখন জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল তখন আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌযানে।
১২. আমি উহা করিয়াছিলাম তোমাদিগকে শিক্ষার জন্য এবং এইজন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ উহা সংরক্ষণ করে।

তাফসীর ঃ اَلْحَاقَّةُ কিয়ামত দিবসের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। এই দিবসে আল্লাহ্‌র যাবতীয় প্রতিশ্রুতি ও শাস্তি বাস্তবায়িত হইবে বলিয়া উহাকে এই নামে নামকরণ করা হইয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উহার ভয়াবহতা ও গুরুত্বের প্রতি ইংগিত করিয়া বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحَاقَّةُ অর্থাৎ কিসে তোমাকে জানাইবে সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিভিন্ন জাতির ধ্বংস করা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা। اَلطَّاغِيَةُ অর্থ হইল, সেই প্রচণ্ড শব্দ ও ভূকম্পন যাদ্বারা ছামূদ সম্প্রদায় নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কাতাদা (র) এই অর্থই করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীরের মতও ইহাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, اَلطَّاغِيَةُ অর্থ الذنوب। অর্থাৎ পাপ। রবী ইব্‌ন আনাস ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, اَلطَّاغِيَةُ অর্থ الطغيان। অর্থাৎ অবাধ্যতা। ইব্‌ন যায়দের এই মতের সপক্ষে كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ দ্বারা দলীল প্রদান করেন।

Contents

সূরা হাক্কা

৫২ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) اَلْحَاۤقَّةُ ۙ

(٢) مَا الْحَاۤقَّةُ ۚ

(٣) وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ۗ

(٤) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ ۢبِالْقَارِعَةِ ○

(٥) فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ○

(٦) وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۙ

(٧) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ

(٨) فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ○

(٩) وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ

(١٠) فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ○

(١١) اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۙ

(١٢) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَاۤ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ○

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ অর্থাৎ আর 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা। صَرْصَرٍ অর্থ শীতল। কাতাদা সুদ্দী ও রবী ইব্‌ন আনাস ও সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন صَرْصَرٍ অর্থ ঝঞ্ঝা বায়ু। যাহ্‌হাক (র) বলেন, এই শীতল ঝঞ্ঝা বায়ু এমন ছিল যে, উহাতে দয়া ও বরকতের লেশমাত্র ছিল না।

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا অর্থাৎ এই শাস্তি উহাদিগের উপর আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ সাত রাত্রি ও আট দিন বিরামহীনভাবে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও ছাওরী (র) প্রমুখ বলেন, حُسُوْمًا অর্থ متابعات অর্থাৎ বিরামহীনভাবে। রবী (র) বলেন ঃ উহাদিগের এই বিপযয় শুরু হইয়াছিল শুক্রবার দিন। অনেকে বলেন, বুধবার দিন।

خَاوِيَةٍ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন خَاوِيَةٍ অর্থ خَرِبَةٌ অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত। অর্থাৎ প্রচণ্ড বায়ু উহাদিগের এক একজনকে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিত। ফলে সংগে সংগে উহারা মরিয়া যাইত এবং মাথাটা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া দেহটা সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় পড়িয়া থাকিত।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "পূর্বের বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হইয়াছে।"

ইবন আবূ হাতিম (র)... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বায়ুর খাজানা হইতে মাত্র একটি আংটি পরিমাণ বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বায়ু প্রথমে গ্রাম্য লোকদের ছোট-বড় নারী-পুরুষ সকল মানুষ ও জীব-জানোয়ার বিষয় সম্পত্তি সব সহ আকাশ ও যমীনের মাঝে উঠাইয়া নেয়। তখন শহ্‌রবাসীরা উপরে কালো মেঘ দেখিয়া উহাকে বৃষ্টিবাহী মেঘ মনে করিয়া উহারা আনন্দিত হইয়া যায়। ইত্যবসরে সেই বায়ু আল্লাহ্‌র নির্দেশে সব শুদ্ধ উহাদিগকে নীচে ফেলিয়া দেয়। ফলে উহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়।" মুজাহিদ (র) বলেন, সেই বায়ুর দুইটি ডানা ও একটি লেজ ছিল।

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ অর্থাৎ সেই আযাবে উহারা ঝাড়ে বংশে নিপাত হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের মধ্য হইতে একজন উত্তরসূরীও অবশিষ্ট রাখেন নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ অর্থাৎ ফিরআউন তাহার পূর্ববর্তীরা এবং রাসূলগণকে অস্বীকারকারী বিভিন্ন জাতি পাপাচারে লিপ্ত ছিল। وَمَنْ قَبْلَهُ -কে কেহ কেহ وَمَنْ قِبَلَهُ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ ফিরআউনের যুগের যাহারা

তাহার মতাদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল তথা তাহার অনুসারী কাফির গোষ্ঠী কিবতী সম্প্রদায়। কেহ কেহ وَمَنْ قَبْلَهُ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ ফিরআউনের সমমনা জাতি। مُؤْتَفِكَاتُ অর্থ সেই সব জাতি যাহারা নবীদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। خَاطِئَة অর্থ আল্লাহ্‌র বিধানকে অস্বীকার করা। রবী (র) বলেন بِالْخَاطِئَةِ অর্থ بِالمعصية অর্থাৎ পাপাচার।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের নিকট যে সব রাসূল পাঠাইয়াছেন সকলেই উহাদিগকে অমান্য করিয়াছিল। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِى অর্থাৎ উহারা সকলেই রাসূলদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। ফলে উহাদিগের উপর আমার শাস্তি বাস্তবায়িত হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, এক রাসূলকে অস্বীকার করা সকলকে অস্বীকার করারই শামিল। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ - كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِيْنَ - كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ। অর্থাৎ "নূহ এর সম্প্রদায় রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছে, 'আদ সম্প্রদায় রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছে, ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছে। অথচ প্রত্যেক উম্মতের নিকট মাত্র একজন করিয়া রাসূল আসিয়াছিলেন। এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً অর্থাৎ উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। মুজাহিদ (র) বলেন, رَّابِيَةً অর্থ شَدِيْدَةً অর্থাৎ কঠোর। সুদ্দী (র) বলেন, مُهْلِكَةً অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ। অর্থাৎ যখন জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন পানি আল্লাহ্‌র হুকুমে সীমা অপেক্ষা বাড়িয়া গেল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ طَغَا الْمَاءُ। অর্থ كَثُرَ الْمَاءُ। অর্থাৎ যখন পানি বৃদ্ধি পাইল।

এই ঘটনাটি তখনকার যখন নূহ (আ)-এর দীর্ঘ দাওয়াতের পর তাঁহার সম্প্রদায় ঈমান আনয়নের পরিবর্তে বরং উল্টা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ) ও তাঁহার অনুসারী ঈমানদারদের ব্যতীত সকলকে পানিতে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সকল মানুষই নূহ (আ)-এর বংশধর।

حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ অর্থাৎ তখন আমি তোমাদিগকে নৌযানে আরোহণ করিয়াছিলাম। جَارِيَة অর্থ নৌযান যাহা পানির উপর চলে।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً অর্থাৎ আমি নূহ-কে যেই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম, তোমাদিগের জন্য স্মৃতিস্বরূপ আমি সেই জাতীয় নৌযানও অবশিষ্ট রাখিয়াছি। ফলে আর তোমরা সমুদ্রে নৌযানে আরোহণ করিতে পার। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَاتَرْكَبُوْنَ অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের জন্য নৌযানও সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা আরোহণ কর। কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-এর নৌযানটিকে স্মৃতিস্বরূপ অক্ষত অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। এমনকি সেই নৌযানটির সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ অর্থাৎ নূহ-এর নৌযান জাতীয় নৌকা জাহাজ আমি আরো এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে শ্রুতিধর কর্ণ উহা সংরক্ষণ করে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা ভুলিয়া না যায়। অর্থাৎ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকদের আল্লাহ্র নিয়ামতকে স্মরণ রাখিবার জন্য ইহা একটি নসীহত ও উপদেশ হইয়া রহিল।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَّاعِيَةٌ অর্থ حافظة سامعة অর্থাৎ সংরক্ষণকারী ও শ্রবণকারী। যাহ্হাক (র) বলেন تَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ অর্থ সুস্থ শ্রবণশক্তি ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... মাকহুল (র) বলেন, রাসূল (সা) বলেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইবার পর উহা আলীর কর্ণে রাখিবার জন্য আমি আল্লাহ্র নিকট দরখাস্ত করিয়াছি। মাকহুল (র) বলেন, পরবর্তীতে আলী (রা) বলিতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে আমি যাহা শুনিয়াছি উহার একটি কথাও ভুলি নাই। ইহা মুরসাল হাদীস।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... সালিহ্ ইব্ন হুসায়ন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালিহ (র) বলেন, আমি ইব্ন মুররা আসলামী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আলী (রা)-কে বলিলেন ঃ "আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি তোমার কাছে রাখি, দূরে সরাইয়া না দেই এবং তোমাকে শিক্ষা দান করি আর তোমারও উচিত মনোযোগ সহকারে শিক্ষা গ্রহণ করা।"

(١٣) فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ

(١٤) وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۙ

(١٥) فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۙ

(١٦) وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۙ

(১৭) وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ؕ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ؕ

(১৮) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

১৩. যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে একটি মাত্র ফুৎকার।

১৪. পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং একই ধাক্কায় উহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

১৫. সেদিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয় এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে।

১৬. ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকিবে

১৭. এবং সেইদিন আটজন ফেরেশতা তাহাদিগের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করিবে উহাদিগের ঊর্ধ্বে।

১৮. সেই দিন উপস্থিত করা হইবে তোমাদিগকে এবং তোমাদিগের কিছুই গোপন থাকিবে না।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার সম্পর্কে বলিতেছেন যে, সর্বপ্রথম শিংগায় ফুৎকার এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করিবে। উহার পর দ্বিতীয় ফুৎকারে আকাশ ও যমীনের সমুদয় সৃষ্টি বেঁহুশ হইয়া পড়িবে। অতঃপর আরেক ফুৎকারে সকলে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে ও হাশর কায়েম হইবে। আলোচ্য আয়াতে প্রথম ফুৎকারের কথা বলা হইয়াছে। রবী (র) বলেন ঃ প্রথম ফুৎকারে নয় বরং এইখানে শেষ ফুৎকারের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম ফুৎকার হওয়াই সর্বাধিক যুক্তিসংগত। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

অর্থাৎ পর্বতমালাসহ পৃথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করা হইবে এবং এক ধাক্কায় উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। উহাকে চামড়ার ন্যায় বিছাইয়া দেওয়া হইবে ও বর্তমান পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী তৈয়ার করা হইবে। অতঃপর কিয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে।

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ সেইদিন আকাশের প্রতিটি জোড়া খুলিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যেমন সূরা নাবায় বলা হইয়াছে ঃ

وَفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا অর্থাৎ আকাশ খুলিয়া দেওয়া হইবে। ফলে উহা বহুদ্বার বিশিষ্ট হইয়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আকাশ সেই দিন ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া যাইবে।

وَالْمَلَكُ عَلٰى اَرْجَائِهَا অর্থাৎ সেই দিন আকাশের প্রান্তদেশে ফেরেশতাগণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবে।

যাহ্হাক বলেন, عَلَى أَرْجَائِهَا অর্থ عَلَى أَطْرَافِهَا অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আকাশের কিনারায় থাকিবে। হাসান বসরী (র) বলেন, عَلَى أَرْجَائِهَا অর্থ عَلَى أَبْوَابِهَا অর্থাৎ ফেরেশতারা সেইদিন আকাশের দ্বারে দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

রবী ইব্ন আনাস (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ফেরেশতারা আকাশের প্রান্ত সীমায় দাঁড়াইয়া পৃথিবীবাসীদের দিকে তাকাইতে থাকিবে।

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশকে আটজন ফেরেশতা বহন করিবে। এই আরশ দ্বারা আরশে আযীমও উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং সেই আরশও হইতে পারে, যাহা বিচার কার্যের জন্য পৃথিবীতে স্থাপন করা হইবে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের কানের লতি হইতে ঘাড় পর্যন্ত সাতশত বছরের রাস্তার দূরত্ব রহিয়াছে। ইমাম আবূ দাউদ (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ثَمٰنِيَةٌ অর্থ ثمانية صفوف من الملئكة অর্থাৎ আট সারি ফেরেশতা আল্লাহ্র আরশকে বহন করিবে। শা'বী, ইকরিমা, যাহ্হাক এবং ইব্ন জুরায়জ হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। সুদ্দী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন যে, ثَمَانِيَةٌ অর্থ আট সারি ফেরেশতা।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَاتَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ অর্থাৎ সেই কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত করা হইবে যিনি গোপন প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কেই অবহিত, যাঁহার কাছে মানুষের কোন কিছুই গোপন থাকে না।

ইবন আবুদ্দুনিয়া (র)....... ছাবিত ইব্ন হাজ্জাজ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ছাবিত (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদিগ হইতে হিসাব গ্রহণের পূর্বেই তোমরা নিজেদের হিসাব লও এবং তোমাদিগের আমল ওজন করার পূর্বেই তোমরা নিজেরাই নিজদিগের আমল ওজন করিয়া দেখ। তবেই সেই দিবসের হিসাব তোমাদিগের জন্য সহজ হইয়া যাইবে। মনে রাখিও, কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে আল্লাহ্র দরবার পেশ করা হইবে। তখন তোমাদিগের কোন কিছুই গোপন থাকিবে না।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকদিগকে আল্লাহ্র দরবারে তিনবার পেশ করা হইবে। প্রথম দুইবার হইবে শুধু বাক-বিতণ্ডা ও অজুহাত অবতারণা। আর তৃতীয়বার আমলনামা বিতরণ করা হইবে। কেহ আমলনামা ডান হাতে গ্রহণ করিবে আর কেহ গ্রহণ করিবে বাম হাতে। ইব্ন সা'দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এবং ইবন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

(١٩) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِينِهِ ۙ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتٰبِيَهْ ۚ

(٢٠) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۚ

(٢١) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۙ

(٢٢) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ

(٢٣) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝

(٢٤) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

১৯. তখন যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ।

২০. 'আমি জানিতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।'

২১. সুতরাং সে যাপন করিবে সন্তোষজনক জীবন;

২২. সুমহান জান্নাতে,

২৩. যাহার ফলরাশি অবনমিত থাকিবে নাগালের মধ্যে।

২৪. তাহাদিগকে বলা হইবে, 'পানাহার কর ও তৃপ্তির সহিত, তোমরা অতীত জীবনে যাহা করিয়াছিলে তাহার বিনিময়ে।'

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিবসে যাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহার সৌভাগ্য ও আনন্দ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, ডান হাতে আমলনামা পাইয়া যাহার সংগে সাক্ষাত হইবে আনন্দের আতিশয্যে তাহাকেই বলিবে ঃ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتٰبِيَهْ এই লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ। কারণ তখন সে নিশ্চিত বুঝিতে পারিবে যে, উহাতে কল্যাণ ও নেক আমল ছাড়া কিছুই নাই। তাহার সমুদয় বদআমল আল্লাহ্ তা'আলা নেক আমলে পরিণত করিয়া দিয়াছেন।

'আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ هَاؤُمُ এর শব্দটি অতিরিক্ত। আসলে ছিল শুধু هَا اقْرَءُوا كِتٰبِيَهْ অর্থাৎ وم এর বিশেষ কোন অর্থ নাই।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আবূ উছমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উছমান (র) বলেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদিগকে গোপনে আমলনামা দেওয়া হইবে। আমলনামা হাতে পাইয়া প্রথমে বদ আমলগুলি পাঠ করিবে। সংগে সংগে তাহার চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হইয়া যাইবে। অতঃপর নেক আমলগুলি পাঠ করিলে পরে মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। উহার পর হঠাৎ চাহিয়া দেখিতে পাইবে যে, তাহার বদআমলসমূহ নেক আমলে পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তখন সে বলিবে যে, এই লও আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন হানযালা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন হানযালা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার বান্দাকে দাঁড় করাইয়া তাহার বদ আমলগুলি তুলিয়া ধরিয়া বলিবেন, তুমি কি এই কাজগুলি করিয়াছ? বান্দা বলিবে, হ্যাঁ করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, আজ তোমাকে আমি অপমান করিব না, যাও তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তখন সে খুশীতে বাগবাগ হইয়া বলিবে, এই লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া তাহার মুখে তাহার যাবতীয় গুনাহের কথা স্বীকার করাইবেন। ফলে যখন বান্দা নিজের ধ্বংস অনিবার্য বলিয়া মনে করিবে তখন আল্লাহ্ বলিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এই অপরাধসমূহ গোপন রাখিয়াছিলাম আর আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর তাহার ডান হাতে তাহার নেকের আমলনামা প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে কাফির মুনাফিকদিগের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলিবে, ইহারাই ইহাদিগের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল। জালিমদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।

اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ। অর্থাৎ অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া ঈমানদার বান্দা বলিবে, দুনিয়ার জীবনে আমি বিশ্বাস করিতাম যে, এই দিবসে আমাকে অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلاَقُوْا رَبِّهِمْ অর্থাৎ যাহারা বিশ্বাস করে যে, তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাত করিবে।

فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ـ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ অর্থাৎ এইসব লোকেরা সুমহান জান্নাতে সন্তোষজনক জীবন যাপন করিবে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আবূ সালাম আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সালাম (র) বলেন, আমি আবূ উসামা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, জান্নাতীরা কি পরস্পর দেখা সাক্ষাত করিবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, করিবেন। উঁচু স্তরের জান্নাতীরা নিম্ন স্তরের জান্নাতীদের কাছে আসিয়া সালাম বিনিময় করিবে ও ভাব আদান-প্রদান করিবে। তবে নিম্নস্তরের জান্নাতীরা আমলের ক্রুটির কারণে উঁচু স্তরের জান্নাতীদের কাছে যাইতে পারিবে না।" সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতের একশত স্তর আছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আকাশ-যমীনের মধ্যকার ব্যবধানের সমান ব্যবধান রহিয়াছে।"

قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ অর্থাৎ উহার ফলরাশি অবনমিত থাকিবে। বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ এই জান্নাতের ফলরাশি জান্নাতীদিগের এত নিকটে ঝুঁকিয়া থাকিবে যে, খাটের উপর তাহারা শুইয়া শুইয়াও উহা আহরণ করিতে পারিবে।

তাবারানী (র)....... সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক জান্নাতীকে একটি করিয়া ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে। উহাতে লিখা থাকিবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ أَدْخِلُوْهُ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ

অর্থাৎ "পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহ্র নামে। ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অমুকের পুত্র অমুকের নামে দেওয়া ছাড়পত্র। ইহাকে অবনমিত ফলরাশি সমৃদ্ধ সুমহান জান্নাতে প্রবেশ করাও।" অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ঈমানদারদিগকে ছাড়পত্র পুলসিরাতের উপর দেওয়া হইবে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর জন্নাতীদিগকে সম্মানার্থে বলা হইবে, অতীত জীবনের কৃতকর্মের বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর। অন্যথায় শুধু আমল দ্বারা কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা আমল কর, সঠিক পথে চল এবং জানিয়া রাখিও, তোমাদিগের আমল তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইতে পারিবে না।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর আপনাকেও না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, আমাকেও না, তবে আল্লাহ্ আমাকে তাঁহার রহমত ও অনুগ্রহে সিক্ত করিবেন।

(٢٥) وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۝

(٢٦) وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝

(٢٧) يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝

(٢٨) مَا اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ۝

(٢٩) هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ۝

(٣٠) خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝

(٣١) ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝

(٣٢) ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝

(٣٣) اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝

(٣٤) وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

(٣٥) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝

(٣٦) وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝

(٣٧) لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝

২৫. কিন্তু যাহার আমলনামা তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হইত আমার আমলনামা,

২৬. এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব!

২৭. হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হইত!

২৮. 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসিল না।

২৯. আমার ক্ষমতাও অপসৃত হইয়াছে।'

৩০. ফেরেশতাদিগকে বলা হইবে, 'ধর উহাকে গলদেশ বেড়ী পরাইয়া দাও।

৩১। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।

৩২. পুনরায় তাহাকে শৃংখলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃংখলে।

৩৩. সে মহান আল্লাহে বিশ্বাসী ছিল না।

৩৪. এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করিত না।

৩৫. অতএব এইদিন সেথায় তাহার কোন সুহৃদ থাকিবে না।

৩৬. এবং কোন খাদ্য থাকিবে না ক্ষত নিঃসৃতস্রাব ব্যতীত,

৩৭. যাহা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাইবে না।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা হতভাগ্য নাফরমানদিগের অবস্থা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, কিয়ামতের চত্বরে উহাদিগকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হইলে উহারা যারপর নাই অনুতপ্ত হইয়া বলিবে ঃ

يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ـ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ

অর্থাৎ হায়! যদি আমাকে আমলনামা দেওয়াই না হইত এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব! হায়! মৃত্যুই যদি আমার শেষ হইত!

যাহ্হাক (র) বলেন, اَلْقَاضِيَةَ অর্থ এমন মৃত্যু যাহার পর আর জীবন নাই। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব রবী এবং সুদ্দী (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন। কাতাদা (র) বলেন ঃ দুনিয়াতে মৃত্যু অপছন্দনীয় হইলেও সেইদিন নাফরমান বান্দাগণ মনে প্রাণে মৃত্যু কামনা করিবে।

مَا اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ـ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ অর্থাৎ আমার ধন-সম্পদ, আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই তো আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।

বরং সবাই তো আজ আমাকে একাকী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হায়! আজ আমার কোন সাহায্যকারী নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রহরীদিগকে বলিবেন ঃ

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ - ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ। অর্থাৎ উহাকে ধরিয়া গলায় বেড়ী লাগাও; অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... মিনহাল ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন বলিবেন, উহাকে ধর তখন সংগে সংগে সত্তর হাজার ফেরেশতা উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। যাহার একজনকে যদি আল্লাহ্ নির্দেশ করেন তো সে সত্তর হাজার লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিতে পারিবে।

ইব্‌ন আবুদ্দুনিয়া (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশ পাইয়া সংগে সংগে চার লক্ষ ফেরেশতা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। দিশাহারা হইয়া লোকটি তখন বলিবে, কি ব্যাপার তোমরা আমার সংগে এমন করিতেছ কেন? ফেরেশতারা বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রুষ্ট হইয়াছেন বিধায় সবকিছু আজ তোমার উপর ক্ষিপ্ত।

ফুযায়ল ইব্‌ন ইয়ায (র) বলেন, আল্লাহ্ যখন বলিবেন, উহাকে ধর ও বেড়ী পরাও, তখন সংগে সংগে সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কে আগে তাহার গলায় বেড়ী পরাইবে এই লইয়া কাড়াকাড়ি শুরু করিবে।

ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ। অর্থাৎ অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হইবে যে, এইবার তাহাকে জাহান্নামের আগুনের নিক্ষেপ কর।

ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ অর্থাৎ পুনরায় তাহাকে সত্তর হাত লম্বা শৃংখলে শৃংখলিত কর। কা'ব আহবার (র) বলেন ঃ জাহান্নামের একটি শৃংখল দুনিয়ার সমুদয় লোহার সমান হইবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন, এই সত্তর হাত আমাদিগের হাতের মাপে নয় বরং ফেরেশতাদিগের হাতের মাপ অনুযায়ী হইবে। فَاسْلُكُوْهُ-এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই বেড়ী উহাদিগের পায়খানার রাস্তা দিয়া প্রবেশ করাইয়া মুখ দিয়া বাহির করিয়া আগুনের উপর ফেলিয়া এমনভাবে ভূনা করা হইবে যেমন শিকায় টিড্ডী ভূনা করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আকাশ হইতে একটি পাথর যমীনে নিক্ষেপ করা হইলে উহা এক রাতেই যমীনে আসিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু সেই পাথরটিই জাহান্নামীদের শৃংখলের এক মাথা হইতে নিক্ষেপ করিলে আরেক মাথায় পৌঁছিতে চল্লিশ বছর লাগিয়া যাইবে। বলাবাহুল্য যে, আকাশ ও যমীনের মাঝে পাঁচশত বছরের দূরত্ব।"

اِنَّهُ كَانَ لاَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَلاَيَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অর্থাৎ ইহারা মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করিত না এবং আল্লাহ্‌র মাখলুকের হকও আদায় করিত

না। কারণ বান্দার উপর আল্লাহ্ দুই ধরনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। প্রথমত, আল্লাহ্কে এক বলিয়া বিশ্বাস করা, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক স্থাপন না করা এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা ও সৎকাজে সহায়তা করা। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে নামায কায়েম ও যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন। মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকের প্রতি গুরুত্বারোপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা নামায ও অধীনস্থদের প্রতি সতর্ক থাকিও।"

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ وَلاَطَعَامٌ اِلاَّ غِسْلِيْنِ অর্থাৎ সেইদিন আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা করিবার মত কোন আত্মীয়স্বজন বা কোন সুপারিশকারী থাকিবে না আর ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ছাড়া কোন খাদ্যও তাহারা পাইবে না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এই গিসলীন হইল জাহান্নামীদিগের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য। রবী ও যাহ্হাক (র) বলেন, গিসলীন জাহান্নামের একটি বৃক্ষের নাম। ইব্ন আবূ হাতিম (র) সনদসহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, গিসলীন কি জিনিস তাহা আমার জানা নাই। তবে মনে হয় উহা যাক্কুম। শা'বী ইব্ন বিশর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, গিসলীন হইল জাহান্নামীদের গোশ্ত হইতে নিঃসৃত রক্ত ও পানি। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, গিসলীন হইল জাহান্নামীদের পুঁজ।

(٣٨) فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ○

(٣٩) وَمَالَا تُبْصِرُوْنَ ○

(٤٠) اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ○

(٤١) وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ○

(٤٢) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

(٤٣) تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৩৮. আমি কসম করিতেছি উহার, যাহা তোমরা দেখিতে পাও।
৩৯. এবং যাহা তোমরা দেখিতে পাও না।
৪০. নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা—
৪১. ইহা কোন কবির রচনা নহে; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।
৪২. ইহা কোন গণকের কথাও নহে, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।
৪৩. ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্র সৃষ্টিসমূহের মধ্যে মানুষ যাহা দেখিতে পায় এবং যাহা দেখিতে পায় না উভয়ের শপথ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, কুরআন তাঁহার কালাম এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত তাঁহার রাসূলের উপর অবতীর্ণ ওহী। তিনি বলেন ঃ

فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ - وَمَا لاَ تُبْصِرُوْنَ - اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ অর্থাৎ তোমরা যাহা দেখিতে পাও এবং যাহা দেখিতে পাও না উহার কসম করিতেছি যে, নিশ্চয়ই কুরআনের এক সম্মানিত রাসূল তথা মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিত বার্তা।

مَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নন অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ নন।

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে আকাশের প্রান্তে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এই কুরআন কোন কবির রচনা নহে। তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।

وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ ইহা কোন গণকের কথাও নহে। তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ এই কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ। মোটকথা কুরআন কোন কবির কল্পনা বা গণকের কথা বা অন্য কারো মনগড়া প্রলাপ নহে। বরং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ বাণী।

ইমাম আহমদ (র)....... শুরায়হ ইব্ন উবাইদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শুরাইহ (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গতিবিধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বাহির হইলাম, তিনি আমার পূর্বে মসজিদে চলিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি সূরা হাক্কা পড়িতে শুরু করেন। কুরআনের উপস্থাপনা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া পড়ি এবং মনে মনে বলি যে, এই লোকটি তো আসলেই একজন কবি। কুরাইশরা তো ঠিকই বলে। অতঃপর তিনি পড়িলেন, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ শুনিয়া আমি বলিলাম, তাহা হইলে তিনি গণক তো বটেই। অতঃপর তিনি وَّلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّاتَذَكَّرُوْنَ পাঠ করিলেন। উমর (রা) বলেন ঃ ইহার পরই আমিই ইসলামের প্রতি পুরোপুরি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কারণগুলির মধ্যে ইহাও একটি কারণ।

(٤٤) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۙ

(٤٥) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۙ

(٤٦) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۖ

(٤٧) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ○

(٤٨) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ○

(٤٩) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ○

(٥٠) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ○

(٥١) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ○

(٥٢) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

৪৪. সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত,
৪৫. আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম এবং
৪৬. কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন-ধমনী,
৪৭. অতঃপর তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।
৪৮. এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।
৪৯. আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদিগের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রহিয়াছে।
৫০. এবং এই কুরআন অবশ্যই কাফিরদিগের জন্য অনুশোচনার কারণ হইবে;
৫১. অবশ্যই ইহা নিশ্চিত সত্য।
৫২. অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ কাফির-মুশরিকদিগের দাবী অনুযায়ী যদি মুহাম্মদ (সা) রিসালাতের মধ্যে কোন কিছু হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতেন কিংবা নিজের থেকে কোন কথা গড়িয়া আমার নামে চালাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে উহার শাস্তি প্রদান করিতে আমি মোটেই বিলম্ব করিতাম না। সংগে সংগে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম।

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল ডান হাত দ্বারা শক্তভাবে ধরিয়া আমি উহাকে শাস্তি প্রদান করিতাম। কেহ বলেন ঃ আমি উহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম।

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ অর্থাৎ অতঃপর আমি উহার জীবন-ধমনী কাটিয়া দিতাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْوَتِيْنَ বলা হয় সেই ধমনীকে যাহার সহিত অন্তরের সম্পর্কে রহিয়াছে। ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাকাম, কাতাদা, যাহ্হাক, মুসলিম, আল-বাতীন, আবূ সাখ্র, হুমায়দ ইব্ন যিয়াদ (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ অর্থাৎ এমন হইলে আমি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে চাহিলে তোমাদিগের কেহই উহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। মোটকথা মুহাম্মদ (সা) নিজের পক্ষ হইতে কোন কথা বলেন না বরং তিনি সত্যবাদী ও সঠিক পথ প্রদর্শক ও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত বার্তাবাহক। আল্লাহ্ তাঁহাকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়াছেন এবং অকাট্য প্রমাণাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ আমি নিশ্চয়ই জানি যে, এত কিছু সত্ত্বেও তোমাদিগের মধ্যে একদল লোক কুরআনকে অস্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ কুরআনকে অস্বীকার করা কিয়ামতের দিন অবশ্যই কাফিরদিগের জন্য অনুশোচনার কারণ হইবে। আবার এই অর্থও হইতে পারে যে, এই কুরআন ও ঈমান মূলতই কাফিরদিগের জন্য অনুশোচনার কারণ। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَالِكَ سَلَكْنَاهُ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ অর্থাৎ অনুরূপভাবে এই কুরআনকে আমি অপরাধীদের অন্তরে পরিচালিত করিয়াছি কিন্তু উহারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ অর্থাৎ উহাদিগের ও উহাদিগের আশা আকাঙ্ক্ষার মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ অর্থাৎ এই কুরআন নিশ্চিতরূপে সত্য, যাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ তোমার সেই মহান প্রতিপালক এই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, তুমি তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

সূরা মা'আরিজ

৪৪ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ

(٢) لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ

(٣) مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ؕ

(٤) تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ

(٥) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا

(٦) اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ

(٧) وَّ نَرٰىهُ قَرِيْبًا ؕ

১. এক ব্যক্তি চাহিল সংঘটিত হউক শাস্তি যাহা অবধারিত—
২. কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই।
৩. ইহা আসিবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।
৪. ফেরেশতা ও রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যাহা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান।"
৫. সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর পরম ধৈর্য।
৬. উহারা কি সেইদিনকে মনে করে সুদূর,
৭. কিন্তু আমি দেখিতেছি–ইহা আসন্ন।

তাফসীর ঃ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ আয়াতাংশের بِ হরফটি একটি উহ্য ঘটনার ইঙ্গিত দান করে। প্রশ্নকারী যেন সংগোপনে নির্ধারিত কোন অবধারিত শাস্তির আশু বাস্তবায়ন চাহিতেছে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ "তাহারা কি তোমার নিকট শাস্তি লাভের জন্য তাড়াহুড়া করিতেছে ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা কখনও তাঁহার ওয়াদা খেলাপ করেন না।" অর্থাৎ নির্ধারিত শাস্তি অবশ্যই হইবে।

ইমাম নাসাঈ (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্নকারী হইল, "নযর ইবনুল হারিছ ইব্‌ন কালাদা।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্‌র আযাবের আশু বাস্তবায়ন দেখার এ কামনাটি ছিল কাফিরদের এবং তাহা অবশ্যই তাহাদের জন্য অবধারিত হইয়া রহিয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ এক প্রশ্নকারী এই দাবী উত্থাপন করিল যে, সেই ঘটিতব্য আযাব এখনই ঘটাও। অথচ উহা পরকালে সংঘটিত হইবে। তিনি আরও বলেন ঃ তাহাদের বক্তব্যটি হইল এই যে, হে আল্লাহ্! তোমার শাস্তির কথা যদি সত্যই হয় তাহা হইলে আমাদের উার আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ কর অথবা যে কোন কষ্টদায়ক শাস্তি আমাদিগকে দাও।

ইব্‌ন যায়েদ (র) প্রমুখ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কাফির পরকালে এক আযাবের ময়দানে উপস্থিত হইবে যাহা জাহান্নাম পর্যন্ত প্রশস্ত হইবে।

এই ব্যাখ্যাটি হইল দুর্বল ও যথার্থ মর্ম হইতে দূরে অবস্থিত। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক এবং আয়াতের ভাবধারায় উহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য وَّاقِعٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ সেই অবধারিত শাস্তি কাফিরদের জন্যই প্রস্তুত ও প্রতিশ্রুত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, উহা সংঘটিত হওয়া এতই নিশ্চিত যেন উহা আসিয়া গিয়াছে। তাই لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ অর্থাৎ উহা ফিরাইবার বা ঠেকাইবার কেহই নাই। কারণ, উহা হওয়াটা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা। তাই তিনি বলেন ঃ

مِنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ "উহা অশেষ মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসিবে।"

সাওরী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ذِى الْمَعَارِجِ অর্থাৎ অশেষ মর্যাদার অধিকারী।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবি তালহা (র) বর্ণনা করেন ঃ ذِى الْمَعَارِجِ। অর্থ হইল সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ذِى الْمَعَارِجِ। অর্থ আকাশের সোপানের মালিক।

কাতাদা (র) বলেন ঃ অশেষ ফযীলত ও নিয়ামতের অধিকারী।

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা (র) হইতে মা'মারের সূত্রে আবদুর রায্যাক (র) বর্ণনা করেন ঃ تَعْرُجُ অর্থ ঊর্ধ্বে আরোহণ করে। الرُّوْحُ শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে আবূ সালেহ (র) বলেন ঃ উহা মানুষেরই মত আল্লাহ্র এক সৃষ্টি, কিন্তু মানুষ নহে।

আমি বলিতেছি, আর রূহ বলিতে জিব্রাঈল (আ)-কেই হয়ত বুঝানো হইয়াছে। সংযোজক অব্যয় و দ্বারা সাধারণ ফেরেশতাগণ হইতে তাঁহাকে বিশেষত্ব দান করিয়া আলাদা করিয়া বলা হইয়াছে। অথবা নবী আদমের রূহ সম্পর্কেও বলা হইতে পারে। কারণ, যখন মানুষের রূহ কব্য করা হয় তখন উহা ফেরেশতার সহিত ঊর্ধাকাশে আরোহণ করে। বারাআর বর্ণিত হাদীসেও উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি রূহ কব্য সম্পর্কে লম্বা মারফূ হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইব্ন মাজাহ্, আবূ দাউদ ও নাসায়ী মিনহাজ ওয়াজানের সনদে বারআ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উহাতে বলা হয় ঃ

"পবিত্র রূহসহ কব্যের ফেরেশতা এক আকাশ হইতে অন্য আকাশে একের পর এক করিয়া আরোহণ করিতে থাকে। এমনকি যেই আকাশে আল্লাহ্ পাক অবস্থান করেন সেখানে পৌঁছিয়া ক্ষান্ত হয়।"

আল্লাহ্ই ভাল জানেন হাদীসটি বিশুদ্ধ কিনা ? হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে প্রশ্ন রহিয়াছে। তবে হাদীসটি মশহুর এবং আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসেও উহার সমর্থন মিলে। তাঁহার নিকট ইহাতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন ইয়াছার, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা ও ইব্ন আবুদ দুনিয়া উহা বর্ণনা করেন এবং ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ উহা উদ্ধৃত করেন। এই হাদীসের সূত্রগুলির বিশ্বস্ততা সকলের মতেই উত্তীর্ণ। আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاۤءُ -

-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত হাদীস সবিস্তারে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য ঃ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে চারটি অভিমত রহিয়াছে। এক, আরশে আজীম হইতে সর্বনিম্ন পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব হইল পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ। সর্বনিম্ন পৃথিবী হইল সপ্তম পৃথিবী এবং কড়াইর উপর ভর করিয়া এই পৃথিবীর অবস্থিতি। সপ্তম পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে আরশের দিকে উঠা শুরু হইয়া আরশ পর্যন্ত পৌঁছিতে পঞ্চাশ হাজার বছর সময় প্রয়োজন। আরশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিতে উক্ত একই সময় প্রয়োজন। ইব্ন আবী শায়বার আরশের পরিচয় সম্পর্কিত কিতাবে বলা হইয়াছে, লাল ইয়াকূত পাথর দ্বারা আরশে আজীম গঠিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ নিম্নতম পৃথিবী হইতে ঊর্ধ্বতম আকাশ পর্যন্ত পথের দূরত্ব হইল পঞ্চাশ হাজার বছর।

فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ ইহা হইল যখন কোন কিছু আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং পৃথিবী হইতে কোন কিছু আকাশে আরোহণ করে। উহাকেও একদিন বলা হইয়াছে যাহা এক হাজার বছরের সমান। কারণ, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব হইল পাঁচশত বছরের পথ।

ইব্‌ন জারীর (র) ...... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। কিন্তু ইব্‌ন জারীরের বর্ণনায় ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবী পাঁচশত বছরের পথ সমান পুরু এবং এক পৃথিবী হইতে অপর পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ। ফলে সাত হাজার বছরে দাঁড়াইল। তেমনি আকাশও পাঁচ শত বছরের পথ সামন পুরু। এক আকাশ হইতে অন্য আকাশের দূরত্ব হইল পাঁচশত বছরের পথ। ফলে এখন হইল চৌদ্দ হাজার বছরের পথ। সপ্তম আকাশ হইতে আরশে যাইতে লাগে ছত্রিশ হাজার বছর। আল্লাহ্ পাকের আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হইয়াছে, সেই একদিন পৃথিবীর হিসাব মতে হইল পঞ্চাশ হাজার বছর।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ উহার তাৎপর্য হইল, পৃথিবীর অস্তিত্বের কাল হইবে পঞ্চাশ হাজার বছর। পৃথিবীসমূহ সৃষ্টির শুরু হইতে কিয়ামতে উহার লয় প্রাপ্তি পর্যন্ত এই সময়টুকু অতিবাহিত হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবীর বয়স হইবে পঞ্চাশ হাজার বছর। আল্লাহ্ পাক উহার এই বয়সকে একদিন হিসাবে গণ্য করিয়াছেন।

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِىْ يَوْمٍ অর্থাৎ পৃথিবীর বয়সের সেই একদিনে ফেরেশতা ও প্রাণসমূহ ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করিবে।

আব্দুর রায্‌যাক (র) ...... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ দুনিয়ার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ হইল পঞ্চাশ হাজার বছর। ইহার কত বছর পার হইয়াছে এবং কত বছর বাকী রহিয়াছে তাহা আল্লাহ্ ছাড়া কেহ বলিতে পারে না।

তৃতীয় অভিমত ঃ উক্ত দিনটি হইল দুনিয়ার লয় প্রাপ্তি ও আখিরাতের জীবন মধ্যবর্তী দিন। অর্থাৎ ইহকালের লয় ও পরকালের শুরুর মাঝখানের সময়ের ব্যবধান হইল পঞ্চাশ হাজার বছর। এই বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল ও গরীব।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ সেই দিনটি হইল দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী কাল।

চতুর্থ অভিমত ঃ উহার অর্থ হইল কিয়ামতের দিন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। এই সনদটি বিশুদ্ধ।

সাওরী (র) ...... ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিনটি পার্থিব দিনের হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হইবে।

যাহ্‌হাক এবং ইব্‌ন যায়দ (র)-ও অনুরূপ বলিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বর্ণনা করেন ঃ

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিনকে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান করিবেন। এই মর্মে হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সুদীর্ঘ দিনটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন–আমার জীবন যাঁহার হাতে তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, মু'মিনদের জন্যে এই দিনটি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত করা হইবে। এমনকি তাহারা পৃথিবীতে যে কোন ফরয নামায আদায় করিতে যে সময় ব্যয় করিয়াছে উহা হইতেও ক্ষুদ্র হইবে। ইব্‌ন জারীর (র) ...... দারাজ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য দারাজ ও তাঁহার শায়খ আবুল হাসছাম উভয়ই দুর্বল বর্ণনাকারী। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ উমর আল আদানী হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আমের ইব্‌ন সা'সা' গোত্রের এক ব্যক্তি সেই পথে যাইতেছিলেন। তাহার উদ্দেশ্যে বলা হইল, আমের গোত্রের এই লোকটি সেরা ধনী। তাহা শুনিয়া আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট ডাক। তখন তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। তখন তিনি বলিলেন, খবর পাওয়া গেল যে, তুমি খুব বিত্তবান। তখন সেই আমের গোত্রের লোকটি বলিল, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই আমার লাল ও বাদামী রঙের দুইশত উট ছাড়া বিভিন্ন রঙের ও আকৃতির বহু উট, অশ্ব ও গোলাম রহিয়াছে। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, অবশ্যই তোমাকে উট ও জানোয়ারের পদদলন ও গুঁতা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই ব্যাপার বারবার হইতে থাকিবে। ইহা শুনিয়া আমেরীর চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর সে বলিল, হে আবূ হুরায়রা! আপনি ইহা কি বলিতেছেন ? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যাহার উট রহিয়াছে এবং সে উহার হক আদায় করে নাই উহাকে সুবিধা-সুযোগ দিয়া ও উহার যথাযথ যত্ন নিয়া। আমরা বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিরূপ যত্ন নেওয়া ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ? তিনি বলিলেন, উহার ভাল-মন্দ সকল অবস্থায়। কেননা কিয়ামতের দিন সেইগুলিকে আল্লাহ্ তা'আলা মোটা তাজা করিয়া উহার সেই মালিককে রৌদ্রদগ্ধ এক মুক্ত ময়দানে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া নির্দেশ

দিবেন, তাহাকে পদদলিত করিতে ও শিং দিয়া গুঁতাইতে। ফলে উহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পর্যায়ক্রমে দলিত-মথিত করিতে ও গুঁতাইতে থাকিবে। যখন শেষ পশুটি উহা করিয়া চলিয়া যাইবে তখন প্রথম পশুটি ঘুরিয়া আসিয়া আবার শুরু করিবে। এইভাবে পঞ্চাশ হাজার বছর চলিতে থাকিবে। ইত্যবসরে সকলের হিসাব নিকাশ ও ফয়সালা শেষ হইবে। তখন পশুগুলি বিদায় নিবে। যে সকল গরু, বকরী ও ভেড়া তাহাকে শিং দিয়া গুঁতাইবে সেগুলির শিং ভাঙাও হইবে না, ভোঁতাও হইবে না। আমেরী জিজ্ঞাসা করিল, হে আবূ হুরায়রা! উটের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র হক কি কি ? তিনি বলিলেন, আরোহণের জন্য দরিদ্রগণকে বিনা ভাড়ায় দিবে ও তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে আর তাহাদিগকে বিনা পয়সায় উটের দুধ খাইতে দিবে ও তাহাদিগকে কিছুদিনের জন্যে দুগ্ধবতী উট দিবে। তাদের মাদী উটের জন্যে প্রয়োজনে বিনিময় ছাড়াই মাদা উট ব্যবহার করিতে দিবে।

কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবার সূত্রে নাসায়ী ও শু'বার সূত্রে আবূ দাউদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীসের অন্য সনদ ঃ ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন–যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাণ্ডারের মালিক হইয়া উহার হক আদায় করিল না তাহার স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত বানাইয়া জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করিয়া তাহার কপালে ও দুই পাঁজরে দাগ দেওয়া হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সকল বান্দার বিচার আচার শেষ না হইবে ততক্ষণ এই শাস্তি চলিতে থাকিবে। উক্ত সময়টুকু তোমাদের হিসাব মতে পঞ্চাশ হাজার বছর হইবে। তারপর সে জান্নাত অথবা জাহান্নামে যাইবে।

ইহার পূর্বে ছাগল-ভেড়া ও উটের বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিন প্রকারের লোকের ঘোড়া থাকে। এক ধরনের লোক উহা ভাড়ায় খাটায়। এক ধরনের লোক ব্যক্তিগত সম্ভ্রম রক্ষার্থে উহা ব্যবহার করে। তৃতীয় ধরনের লোক ব্যবসার বোঝা টানায়। সহীহ্ মুসলিম শরীফে পূর্ণ হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার পূর্ণ সনদ ও বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করার নহে। ফিকাহর কিতাবের যাকাতের অধ্যায় উহার উপযুক্ত স্থান। এখানে হাদীসটি এই প্রসঙ্গে আনা হইল যে, উহাতেও বলা হইয়াছে –যতক্ষণ না আল্লাহ্ পাক বান্দার হিসাব নিকাশের দিনটি শেষ না করেন যাহার দৈর্ঘ্য হইল পঞ্চাশ হাজার বৎসর।

ইব্ন জারীর (র) .... ইব্ন আবূ মুলাইকা (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করিল–পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনটি কোন্ দিন ? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন–এক হাজার বছরের দিনটি কোন্ দিন ? লোকটি জবাব দিল, আমি তো আপনার কাছেই জানিতে আসিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ দুইটি দিনের উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই উহা সম্পর্কে ভাল জানেন। আল্লাহ্র কিতাবে কোন ব্যাপারে আমার জানা না থাকিলে আমি তাহা বলা অপছন্দ করি।

আল্লাহ্ পাক অতঃপর বলেন ঃ فَاصْبِرْ صَبْرًا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে ভণ্ড বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছে তাহাতে তুমি অধৈর্য হইও না, বরং ধৈর্যধারণ কর। তেমনি তাহারা যে তোমার আযাব সম্পর্কিত সতর্কতায় আস্থা না আনিয়া উহা এখনই দেখাইতে বলিতেছে সেই ব্যাপারেও ধৈর্যধারণ কর।

এই প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ -

অর্থাৎ বেঈমানগণ তো এখনই কিয়ামত দেখিতে চায় আর মু'মিনগণ উহাকে সত্য জানিয়া উহার আগমনকে ভয় পায়। এখানেও আল্লাহ্ পাক তেমনি বলেন ঃ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا অর্থাৎ তাহারা আযাব আসাকে সুদূর পরাহত ভাবে। কাফিরগণ কিয়ামতকে দূরে মনে করে অর্থ হইল তাহারা উহাকে অসম্ভব মনে করে।

وَنَرَاهُ قَرِيْبًا অর্থাৎ মু'মিনগণ মনে করে উহা শীঘ্রই সংঘটিত হইবে। যদিও উহা সংঘটনের সময় শুধু আল্লাহ্রই জানা আছে, তথাপি উহা ঘটার অনিবার্যতা ও উহার ভয়াবহতার ভাবনায় মু'মিনদের আশংকা জাগে, হয়ত শীঘ্রই উহা ঘটিবে।

(٨) يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۙ

(٩) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۙ

(١٠) وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۚۖ

(١١) يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ۙ

(١٢) وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۙ

(١٣) وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُئْوِيْهِ ۙ

(١٤) وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۙ

(١٥) كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۙ

(١٦) نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۚۖ

(١٧) تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۙ

৮. সেদিন আকাশ হইবে গলিত ধাতুর মত।
৯. এবং পর্বতসমূহ হইবে রঙিন পশমের মত।
১০. আর বন্ধু বন্ধুর খবর লইবে না।
১১. উহাদিগকে একে অপরকে দৃষ্টিগোচর করা হইবে। অপরাধী সেইদিনের শাস্তির বদলে তাহার সন্তান-সন্তুতিকে দিতে চাহিবে,
১২. তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে,
১৩. তাহার জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে, যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত।
১৪. এবং পৃথিবীর সকলকে, যাহাতে এই মুক্তিপণ তাহাকে মুক্তি দেয়।
১৫. না, কখনই নহে, ইহা তো লেলিহান অগ্নি,
১৬. যাহা গাত্র হইতে চামড়া খসাইয়া দিবে,
১৭. জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকিবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।
১৮. যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করিয়াছিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন – কাফিরের জন্য শাস্তি অবধারিত।

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, ইকরিমা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন ঃ সেদিন আকাশ তেলের তলানির মত হইয়া যাইবে।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ, কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ পর্বতমালা হইবে ধূনা তুলার মত। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ। অর্থাৎ পর্বতগুলি ধূনা তুলায় পর্যবসিত হইবে।

وَلَايَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا يُّبَصَّرُوْنَهُمْ অর্থাৎ ঘনিষ্ঠজন ঘনিষ্ঠজনকে দুর্গত অবস্থায় দেখিয়াও জিজ্ঞাসা করিবে না যে, তোমার অবস্থা কি ? প্রত্যেকেই তখন নিজকে নিয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিবে।

এই আয়াত প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন–সেদিন কিছু লোক কিছু লোককে চিনিবে এবং তাহারা পরস্পর পরিচিতজন হইবে। তথাপি তাহারা পরিচিত লোকজন হইতে পলাইয়া ফিরিবে। তাহাদের তখনকার অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ - অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেকের অবস্থা দাঁড়াইবে এই যে, প্রত্যেকেই নিজের অবস্থা সামলাইতে ব্যস্ত থাকিবে। অনুরূপ অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّايَجْزِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهٖ
وَلَامَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهٖ شَيْئًا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ -

অর্থাৎ হে মানব! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর আর ভয় কর সেই দিনটিকে যেইদিন সন্তান পিতার কোন কাজে আসিবে না আর পিতাও সন্তানের কোন কাজে আসিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلاَيَتَسَائَلُوْنَ অর্থাৎ যখন শিঙ্গা ফুৎকার দেওয়া হইবে তখন রক্তের সম্পর্কের কোনই বাঁধন থাকিবে না এবং কেহই কেহকে জিজ্ঞাসা করিবে না।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ -

অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাই হইতে পালাইয়া ফিরিবে, তেমনি মা ও বাপ হইতে, তদ্রূপ স্ত্রী ও সন্তান হইতে। প্রত্যেকেই সেইদিন নিজকে সামাল দিতে ব্যস্ত থাকিবে।

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ - وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِى تُئْوِيْهِ - وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ كَلاَّ -

অর্থাৎ সেইদিন অপরাধীকে কোন কিছুর বিনিময়েই ছাড়া হইবে না। এমনকি যদি সে সমগ্র বিশ্ববাসী, তাহার সকল আপনজন, তাহার সকল ধন সম্পদ হোক তাহা এক পৃথিবী স্বর্ণ, পরন্তু তাহার প্রাণাধিক সন্তানকেও তাহার ভয়াবহ শাস্তির বিনিময় হিসাবে পেশ করে তাহা আদৌ গ্রহণ করা হইবে না।

মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ فَصِيْلَتِهِ অর্থাৎ তাহার গোত্র ও আত্মীয়-স্বজন। ইকরিমা (র) বলেন ঃ সেই উরুদেশ যাহা তাহাদেরই অংশ বিশেষ। মালিক (র) হইতে আশহাব (র) বলেন ঃ তাহার মাতা।

اِنَّهَا لَظٰى। অর্থাৎ জাহান্নামের লেলিহান শিখা অত্যন্ত ভয়াবহ হইবে।

نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى অর্থাৎ চামড়া খসানো আগুন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এখানে মস্তিষ্কের চর্মের কথা বলা হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন ঃ গাত্রচর্ম। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ হাড় ও মাংস ছাড়া যাহা থাকে তাহা। সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (র) বলেন ঃ রগরেখা ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তু।

আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ দুই চরণ ও হস্তদ্বয়ের উভয় দিকের মাংস। তিনি আরও বলেন ঃ পায়ের দুই থোড়ার মাংস।

হাসান বসরী ও ছাবিত আল বানানী (র) বলেন ঃ তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল। হাসান বসরী (র) আরও বলেন ঃ তাহার কলিজা ছাড়া সব কিছুই জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى অর্থাৎ তাহার গ্রাস, মুখমণ্ডল, অঙ্গ কাঠামো ও তদসংশ্লিষ্ট সকল কিছুই অগ্নিদগ্ধ হইবে।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ হাড্ডি হইতে চামড়া ও মাংস খসাইয়া উহার সব কিছুই ভস্মীভূত করিবে।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ لِّلشَّوٰى অর্থাৎ হাড়ের গ্রন্থিসমূহ। نَزَّاعَةً অর্থাৎ হাড্ডিগুলি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া উহার চামড়া ও আকৃতি বিকৃত করিবে।

অবশেষে আল্লাহ্ পাক বলেন تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى وَجَمَعَ فَاَوْعٰى অর্থাৎ জাহান্নাম উহার দিকে উহার সন্তানগণকে ডাকিবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা উহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পার্থিব জীবনে উহার উপযোগী কাজ করার অনুমোদন দান করিয়াছেন। তাই জাহান্নাম কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে তিক্ত ও কর্কশ ভাষায় উহার দিকে ডাকিবে এবং পাখীরা যেভাবে মাঠ হইতে এক একটি করিয়া শস্য কুড়াইয়া খায়, তদ্রূপ জাহান্নাম তাহাদিগকে হাশরের মাঠ হইতে খুঁজিয়া তুলিয়া লইয়া যাইবে। উহা এইজন্য করিবে যে, আল্লাহ্ পাকের ভাষায় তাহাদের অন্তর সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল ও তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেক আমল হইতে বিরত ছিল।

وَجَمَعَ فَاَوْعٰى অর্থাৎ সম্পদের উপর সম্পদ স্তূপীকৃত করিয়াছিল এবং আল্লাহ্র নির্দেশিত ওয়াজিব, যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি খরচ না করিয়া সম্পদ সংরক্ষিত করিয়াছিল। তাই হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে–তোমরা সম্পদ সংরক্ষণ করিও না, তাহা হইলে আল্লাহ্ও তোমাদের হইতে সম্পদ সংরক্ষণ করিবেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আকীম (র) কখনো নিজের জন্যে কোন কিছু পুঁজি করিতেন না এবং বলিতেন –আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন, জাহান্নামীরাই সম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি আল্লাহ্র হুঁশিয়ারী শ্রুত হইয়াও পার্থিব সম্পদ সংরক্ষণ করিতেছ ?

وَجَمَعَ فَاَوْعٰى আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে কাতাদা (র) বলেন ঃ সম্পদের প্রতিযোগীতায় শীর্ষে থাকার অসৎ উদ্দেশ্যে উহা পুঞ্জীভূত করা হইত।

(١٨) وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ○

(١٩) اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ○

(٢٠) اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ○

(٢١) وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ○

(٢٢) اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ○

(٢٣) الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ○

(٢٤) وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ○

(٢٥) لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ○

(٢٦) وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ○

(٢٧) وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۚ○

(٢٨) اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ○

(٢٩) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ○

(٣٠) اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ○

(٣١) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ○

(٣٢) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ○

(٣٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۙ○

(٣٤) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۗ○

(٣٥) اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۗ○

১৯. মানুষ তো সৃজিত হইয়াছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে

২০. যখন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী,

২১. আর যখন তাহাকে কল্যাণ স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ,

২২. তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত,

২৩, যাহারা তাহাদের সালাতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান,

২৪. আর যাহাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রহিয়াছে

২৫. প্রার্থী ও বঞ্চিতদের,

২৬. এবং যাহারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলিয়া জানে,

২৭. আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত,

২৮. নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি হইতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না—

২৯. এবং যাহারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে,

৩০. তাহাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না।

৩১. তবে কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালঙ্ঘনকারী।
৩২. এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,
৩৩. আর যাহারা তাহাদের সাক্ষ্য দানে অটল,
৩৪, এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান—
৩৫. তাহারাই সম্মানিত হইবে জান্নাতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে জানইতেছেন যে, তাহারা সৃজিতই হইয়াছে অস্থিরচিত্তরূপে। অতঃপর তিনি উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا –যখন তাহারা বিপদগ্রস্ত হয় তখন হা-পিত্যেশ শুরু করে, বড়ই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, এবং এরূপ হতাশ হইয়া যায় যে, ইহার পর আর কোন ভাল দিন আসিবে তাহা ভাবিতেই পারে না।

وَّ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا অর্থাৎ যখন আল্লাহ্র ফযলে তাহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তখন তাহারা কৃপণ হয় এবং অন্যকে তাহাদের সেই সৌভাগ্যের অংশ হইতে বঞ্চিত রাখে। এমনকি তাহাদিগকে আল্লাহ্র নির্দেশিত অংশ দিতেও অস্বীকার করে।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ "মানুষের ভিতর সর্বাধিক মন্দ স্বভাব হইল অশেষ কার্পণ্য ও চরম কাপুরুষতা।"

আব্দুল্লাহ্ ইবনুল জার্রাহ (রা) হইতে আবূ আবদুর রহমানের সূত্রে ইমাম আবূ দাউদ (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ অর্থাৎ কোন মানুষই মানুষ হিসাবে উপরোক্ত মন্দ স্বভাবগুলি হইতে মুক্ত হইতে পারে না; যদি না আল্লাহ্ পাক নিজ অনুগ্রহে তাকে হেফাজত করেন, তাহাকে উহা হইতে বাঁচার তাওফীক দান করেন, তাহাকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন ও উহার উপায়-উপকরণ সহজলভ্য করেন। এইসব তিনি তাহাদের জন্য করেন যাহারা মুসল্লী।

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ অর্থাৎ যাহারা নিয়মিত নামায পড়ে তাহারই মুসল্লী। এই আয়াতের অর্থ ইহাও বলা হইয়াছে –যাহারা নামায সঠিক ওয়াক্তে সম্পূর্ণ আরকান, আহকাম সহকারে আদায় করে তাহারা মুসল্লী। ইব্ন মাসউদ (রা) মাসরূক ও ইবরাহীম নাখঈ (র) এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

একদল বলেন ঃ খুশূ-খুযূ সহকারে নিয়মিত নামায আদায়কারীই মুসল্লী। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ অর্থাৎ সেই মু'মিনগণ সাফল্যমণ্ডিত যাহারা খুশু-খুযূ বা খোদাভীতির সহিত নামায আদায় করে।

এই অভিমত উকবা ইব্ন আমের (রা) প্রমুখের । আরবে বদ্ধ ও স্থির পানিকে স্থায়ী পানি বলে। কারণ, উহা চলমান নহে বিধায় নড়াচড়া করে না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়

যে, স্থায়ী বা নিয়ম মাফিক নামাযের জন্য নামাযে স্থিরতা ও মনোযোগ ওয়াজিব। যাহারা রুকু-সিজদা ধীরে সুস্থে আদায় করে না, বরং কাকের মত ঠোকর মারে, তাহাদিগকে নিয়মিত নামাযী বলা যায় না। তাই তাহার নামায তাহাকে মুক্তি দিবে না।

একদল বলেন, আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে পুণ্য কাজের উপর সর্বদা স্থির থাকা ও নিয়মিত উহা করিতে থাকা। যেমন আমল হইল স্থায়ী ও নিয়মিত আমল, হউক উহা নগণ্য।

হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) হইতে সহীহ্ সংকলনে উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে–সেই আমলের উপর আমলকারী স্থির রহিয়াছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন – হুযুর (সা)-এর অভ্যাস ইহাই ছিল যে, যেই আমলই তিনি করিতেন উহা সর্বদা করিতেন। অন্য বর্ণনায় আছে, উহার উপর স্থির থাকিতেন।

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلاَتِهِمْ دَائِمُوْنَ। আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলেন ঃ আমাদের কাছে বলা হইয়াছে যে, হযরত দানিয়েল (আ) শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উম্মতের প্রশংসা করিতে গিয়া বলেন, তাহারা এরূপ নামায আদায় করিবে নূহ (আ)-এর জাতি সেরূপ আদায় করিলে তাহারা প্লাবনে নিমজ্জিত হইত না। আদ (আ)-এর জাতি সেরূপ নামায আদায় করিলে তাহারা অভিশাপের ঘূর্ণি হাওয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না, ছামুদ জাতি সেরূপ নামায আদায় করিলে ভয়াবহ গর্জনে বিধ্বস্ত হইত না। তাই হে লোক সকল! ভালভাবে নিয়মিত নামায আদায় কর। উহা মু'মিনগণের অলংকার ও সর্বোত্তম নৈতিক বৈশিষ্ট্য।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَالَّذِيْنَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ অর্থাৎ তাহাদের সম্পদে অভাবীদের জন্য নির্ধারিত অংশ রহিয়াছে। সূরা জারিয়ার তাফসীর প্রসঙ্গে এই ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে।

وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ যাহারা পরকাল, হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-পুরস্কারে প্রত্যয়ী হইয়া আযাবের ভয়ে ও পুরস্করের প্রত্যাশায় ভাল কাজ করে। তাই ইহার পরেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ অর্থাৎ যাহাদের অন্তর তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত ও বিগলিত।

اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ। অর্থাৎ মহান প্রতিপালকের শাস্তি হইতে কোন বোধসম্পন্ন লোক উদাসীন থাকিতে পারে না। কারণ, উহা অনিবার্য। শুধু আল্লাহ্ পাক যাহাকে রেহাই প্রদান করিবেন সেই রক্ষা পাইবে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ। অর্থাৎ যাহারা লজ্জাস্থানকে অবৈধ ব্যবহার হইতে বিরত রাখে এবং আল্লাহ্র অননুমোদিত স্থলে উহার অপপ্রয়োগ না ঘটায়।

তাই তিনি বলেন ঃ

اِلاَّ عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ তাহারা শুধু তাহাদের স্ত্রী ও দাসীগণের ক্ষেত্রে যৌনাচারের প্রয়োগ ঘটায়।

فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্র তো নিন্দনীয় নহে। কিন্তু উহা ছাড়া যে কোন ক্ষেত্রই হইবে সীমালংঘন। ইহার বিস্তারিত আলোচনা قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ সূরার শুরুতেই করা হইয়াছে। তাই এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের নিকট যখন আমানত রাখা হয়, খেয়ানত করে না আর যখন তাহারা ওয়াদা করে, রক্ষা করে এবং কখনও ওয়াদা খেলাপ করে না।

এইসব গুণাবলী হইল মু'মিনগণের এবং ইহার বিপরীত চরিত্র হইল মুনাফিকগণের। যেমন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন ঃ (১) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, (২) যখন ওয়াদা করে, খেলাপ করে, আর যখন আমানত রাখে, খেয়ানত করে। অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে (১) যখন কথা বলে তো মিথ্যা বলে, (২) যখন কথা দেয় তো ভঙ্গ করে, (৩) যখন ঝগড়া করে তো পাপাশ্রয়ী হয়।

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَائِمُوْنَ অর্থাৎ যাহারা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে যথাযথ অবস্থায় কায়েম থাকে। কোন কথা বেশ-কম করে না, গোপনও করে না। কারণ তাহারা জানে وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ অর্থাৎ যাহারা সত্য গোপন করে তাহাদের অন্তর পাপাশ্রয়ী।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ অর্থাৎ যাহারা নামাযের নির্ধারিত ওয়াক্ত, আরকান, আহকাম, সুন্নাত-মুস্তাহাব ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে।

মোটকথা নামায দ্বারা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা শুরু করা হইয়াছে ও নামায দ্বারা উহা শেষ করা হইয়াছে। ইহাতেই নামাযের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ সূরায় শুরুতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে আল্লাহ্ পাক পরিশেষে তাহাদের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেন ঃ

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ অর্থাৎ তাহারাই জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস এবং সেখানে তাহারা অনন্তকাল অবস্থান করিবে। তেমনি এখানেও তিনি বলেন ঃ

اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ অর্থাৎ তাহারাই জান্নাতে থাকিয়া নানা সৌভাগ্য ও মর্যাদায় ভূষিত হইবে।

(٣٦) فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۝

(٣٧) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۝

(٣٨) اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۝

(٣٩) كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٤٠) فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۝

(٤١) عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝

(٤٢) فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ۝

(٤٣) يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ۝

(٤٤) خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝

৩৬. কাফিরগণের কি হইয়াছে যে, তাহারা তোমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে,

৩৭. ডান ও বাম দিক হইতে, দলে দলে।

৩৮. উহাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাহাকে প্রাচুর্যময় জান্নাতে দাখিল করা হইবে ?

৩৯. না, তাহা হইবে না, আমি উহাদিগকে যাহা হইতে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা উহারা জানে।

৪০. আমি শপথ করিতেছি, উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির-নিশ্চয়ই আমি সফল-

৪১. তাহাদের অপেক্ষা উত্তম মানবগোষ্ঠীকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে এবং ইহাতে আমি অক্ষম নহি।

৪২. অতএব তাহাদিগকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত থাকিতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল উহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৪৩, সেইদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে দ্রুতবেগে, মনে হইবে উহারা একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হইতেছে-

৪৪. অবনত নেত্রে; হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে। ইহাই সেইদিন যাহার বিষয় উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরগণের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রূপাত্মক ভাষায় বলিতেছেন, নবীর যমানার হইয়া নবী (সা)-কে স্বচক্ষে দেখিয়া, তাঁহার উপর প্রেরিত

আল্লাহ্ পাকের সুস্পষ্ট হিদায়াতের বাণী শ্রবণ করিয়া, এমনকি তাঁহার প্রাকশ্য মু'জিযা অবলোকন করিয়া কিভাবে তাঁহার নিকট হইতে ভাগিয়া যাইতেছ। কেন তাহারা ডাইনে ও বামে নানা দলে বিক্ষিপ্ত হইয়া চম্পট দিতেছে ?

এইভাবে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ - كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ অর্থাৎ তাহারা এই উপদেশ হইতে ঘাড় ফিরাইয়া বাঘ দেখিয়া যেরূপ গাধার পাল পালায় তদ্রূপ কেন পালাইতেছে ?

তেমনি তিনি এখানেও বলিতেছেন ঃ فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ অর্থাৎ এই কাফিরদের কি হইল যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে ভাগিয়া যাইতেছে ? কেন তাহারা ডানে বামে বিক্ষিপ্তভাবে নানা দলে বিভক্ত হইয়া যে যেই দিকে পারে ছুটিতেছে ?

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ مُهْطِعِيْنَ অর্থ চলিয়া যাইতেছে।

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ আয়াতাংশে عِزِيْنَ বহুবচন শব্দটির একবচন হইল عِزَةٌ এবং উহার অর্থ হইল বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্তকারীগণ। পূর্ববর্তী فَمَالِ مُهْطِعِيْنَ শব্দের হাল বা অবস্থা প্রকাশের জন্য উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন দলে ও মতে বিভক্ত হইয়া ভাগিয়া যাইতেছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ যাহারা খেয়াল খুশীর পথে চলে তাহারা আল্লাহ্র কিতাবেরই শুধু বিরোধী হয় না, নিজেরাও পরস্পর বিরোধীতায় লিপ্ত হয়। অবশ্য নিজেদের ভিতরে তাহাদের যত মতবিরোধই থাকুক না কেন আল্লাহ্র কিতাবের বিরোধীতায় তাহারা এক হইয়া যায়।

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন ঃ কাফিররা গ্রুপ গ্রুপ হইয়া হুযূর (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাফিরা করিত আর তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কথাবার্তা বলিত।

ইব্ন জারীর (র) .... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ। অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন দলে ভাগ হইয়া হুযূর (সা)-এর ডানে ও বামে ঘুরাঘুরি করিত আর বলিত—এই লোকটি বলে কি ?

কাতাদা (র) বলেন مُهْطِعِيْنَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ অর্থাৎ তাহারা হুযূর (সা)-এর আশে-পাশে দলে-দলে ঘুর-ঘুর করিত। অথচ না তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল আর না আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি।

জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হইতে ...আবূ মুআবিয়া, ওয়াকী, মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়েল, ঈসা ইব্ন ইউনুস, আব্বাস ইবনুল কাসিম, শায়বা ও সাওরী (র) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনসমক্ষে আসিলেন। জনতা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ তোমাদিগকে আমি এইরূপ বিক্ষিপ্তাবস্থায় দেখিতেছি কেন?

বর্ণনাটি ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন জারীর আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করেন।

ইব্ন জারীর (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার সহচরবৃন্দের সম্মুখে বাহির হইলেন। তাহারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তিনি বলিলেন, কেন তোমাদিগকে বিক্ষিপ্তাবস্থায় নানা দলে বিভক্ত দেখিতেছি ? এই সনদটি খুবই উত্তম। অথচ কোন হাদীস সংকলনে এই সনদের বর্ণনাটি দেখি নাই।

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ - كَلاَّ অর্থাৎ এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে পালাইয়া থাকিয়া তাহারা প্রত্যেকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের লালসা করিতেছে ? কখনও তাহা পাইবে না। বরং তাহাদের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অস্বীকৃত ও অবিশ্বাস্য পরকাল ও জাহান্নামের শাস্তির প্রমাণস্বরূপ তাহাদের স্বীকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য দলীল উপস্থাপন প্রসঙ্গে বলিতেছেনঃ

إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ "নিশ্চয় আমি বীর্য হইতে যে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা তোমরা জান।" সুতরাং যিনি তোমাদিগকে বাজে পানি হইতে একবার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তোমাদিগকে আরেকবার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না ? যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ। অর্থাৎ আমি কি তোমাদিগকে নগণ্য পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই ?

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ - يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ - اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ - يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ - فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلاَ نَاصِرٍ -

অর্থাৎ মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাহারা কি বস্তু হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। উজ্জ্বল পানি হইতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহা তাহাদের পৃষ্ঠদেশ ও মেরুদণ্ডের মধ্য হইতে নির্গত হইয়াছে। নিশ্চয় সেই সৃষ্টিকর্তা তাহাদিগকে আবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম। যেদিন গুপ্ত ব্যাপারগুলি মুক্ত হইবে, তখন না তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকিবে, না কোন সাহায্যকারী।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ অর্থাৎ তাঁহার শপথ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া পূর্ব, পশ্চিম ইত্যকার দিক নির্ধারণ করিয়াছেন এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি করিয়া পূর্বাচলে উদয় ও পশ্চিমাচলে অস্তগামী করিয়াছেন। অর্থাৎ হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা যে ভাবিতেছ, পরকাল বলিতে কিছু নাই, হিসাব, নিকাশ লওয়া হইবে না এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটিবে না, ইহা ঠিক নহে। সেই সব অবশ্যই হইবে।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা কসম করার প্রাক্কালে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি অস্বীকার করিলেন এবং সেইগুলিকে নিজ পরিপূর্ণ কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে ভ্রান্ত প্রমাণ করিলেন। যেমন আকাশ ও পৃথিবীকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব প্রদান, উহার ভিতর বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুসহ নানাবিধ সৃষ্টির উপস্থিতি দ্বারা তিনি তাহাদের অমূলক ধারণার অসারতা প্রমাণ করিলেন। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবশ্যই মানব সৃষ্টি হইতে বড় কাজ, অথচ অধিকাংশ লোক তাহা জানে না।

তিনি আরও বলেন ঃ

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْىِ الْمَوْتٰى - بَلٰى اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ তাহারা কি দেখিতে পায় না যে, আল্লাহ্ই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন আর তা সৃষ্টি করিতে গিয়া তিনি ক্লান্ত হন নাই, সেক্ষেত্রে তিনি কি মৃতকে জীবিত করিতে পারিবেন না ? নিশ্চয় তিনি শুধু উহাই নয়, সকল কিছু করার উপরই ক্ষমতাবান। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ - بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ - اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ -

"যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি অনুরূপ বস্তুসমূহ পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারেন না ? হ্যাঁ, তিনি পারেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকর্তা ও শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। তিনি যাহা করিতে চাহেন শুধু বলেন, হও, অমনি হইয়া যায়।"

এখানে তিনি বলেন ঃ

فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ - عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ -

অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিপালকের কসম! নিশ্চয় আমি আজিকার এই দেহধারীগণকে উহা হইতেও সুন্দর অবয়বে পরিবর্তন করিতে সক্ষম। কোন বস্তু, কোন ব্যক্তি এবং কোন কাজ আমাকে অক্ষম বা অপারগ করিতে পারে না।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ - بَلٰى قَادِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهُ অর্থাৎ কোন মানবের কি এই ধারণা রহিয়াছে যে, আমি মানুষের বিক্ষিপ্ত হাড়গুলি একত্রিত করিতে পারিব না ? ইহা ভুল ধারণা, বরং আমি তো উহা পুরাপুরি একত্রিত করিয়া ঠিকঠাক মত জুড়িয়া দিব।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ - عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْمَا لَاتَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি। আর আমি তোমাদিগকে পরিবর্তন করিয়া নতুনভাবে সৃষ্টি করিতে অক্ষম নহি। উহা তোমরা জানও না।

عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন জারীর ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমি এই ক্ষমতা রাখি যে, তোমাদের পরিবর্তে এমন একদল লোক সৃষ্টি করিব যাহারা আমার অনুগত হইবে ও আমার অবাধ্যতা হইতে বিরত থাকিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি ঘাড় ফিরাইয়া নাও তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের এমন এক জাতির পত্তন ঘটাইবেন যাহারা তোমাদের মত হইবে না।

অবশ্য আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্য প্রথম ব্যাখ্যারই সমর্থক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! তাহাদিগকে তাহাদের অস্বীকাররত, কুফরী ও নাফরমানীতে মত্ত থাকিতে দাও। উহার ফল তাহারা সেইদিন পাইবে যেইদিন সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ অর্থাৎ সেইদিন তাহারা কবর হইতে সংশয়চিত্তে উদভ্রান্তের মত ক্ষিপ্রতার সহিত বাহির হইবে যেন কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে তাহারা ছুটিয়া যাইতেছে। ইহা তখনই ঘটিবে যখন

তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে বিচারের জন্য হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাইবেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক (র) বলেন ঃ তাহারা একটি নিশানার দিকে ছুটিয়া চলিবে।

আবুল আলিয়া ও ইয়াহিয়া ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন ঃ তাহারা একটি প্রান্তের দিকে ছুটিতে থাকিবে।

জমহূরের মতে نصب শব্দের ن অক্ষরে নসব হইবে এবং ص অক্ষর সাকিন হইবে। অর্থ দাঁড়াইবে স্থিরিকৃত লক্ষ্য।

হাসান বসরী (র) نصب শব্দের ن ও ص অক্ষরে পেশ দিয়া পড়িয়াছেন। উহার অর্থ প্রতিমা। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেইভাবে তাহারা প্রতিমা পূজার জন্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিমার কাছে ছুটিয়া যাইত, তদ্রূপ এখানেও যেন প্রতিমার উদ্দেশ্যে ছুটিতে থাকিবে।

মুজাহিদ, ইয়াহইয়া, ইব্‌ন কাছীর, মুসলিম আল বাতিন, কাতাদা, যাহ্‌হাক, রবী ইব্‌ন আনাস, আবূ সালেহ, আসিফ ইব্‌ন বাহদালা, ইব্‌ন যায়েদ (র) প্রমুখ হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ অর্থাৎ তাহারা লজ্জায় চক্ষু আনত রাখিবে এবং তাহাদের চেহারায় লাঞ্ছনার কালিমা প্রলিপ্ত থাকিবে। অথচ তাহারা পৃথিবীতে দম্ভ ভরে মাথা উঁচু করিয়া নাফরমানীর পথে ছুটিয়া যাইত।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ এই সেই দিনটি যেইদিনের প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। অথচ এইদিনকে তাহারা অবিশ্বাস করিয়া বিদ্রূপাত্মক ভাষায় আল্লাহ্‌র রাসূলকে বলিত, 'কিয়ামত কেন ঘটিতেছে না ? কেন আমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে না ?'

সূরা নূহ্

২৮ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٢) قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(٣) اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ○

(٤) يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১. নূহ্‌কে আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাহাদিগের প্রতি শাস্তি আসিবার পূর্বে।

২. সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদিগের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী—

৩. 'এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ও তাঁহাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

৪. 'তিনি তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে উহা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা উহা জানিতে।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাঁহার নবী হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে বলিতেছেন যে, আযাব আসিয়া পড়ার পূর্বেই স্বজাতিকে সতর্ক করিবার জন্য তিনি তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন। আযাব আসিবার পূর্বেই যদি তাহারা সতর্ক হইয়া তওবা করে, তাহা হইলে তিনি আযাব উঠাইয়া নিবেন।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - قَالَ يَاقَوْمِ اِنِّى لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাহাদিগের প্রতি আযাব আসিবার পূর্বে। তিনি (নূহ) বলিয়াছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্ম ও অপরাধ বর্জন কর এবং আমি তোমাদিগকে যাহা করিতে আদেশ করি এবং যাহা করিতে নিষেধ করি সেই বিষয়ে তোমরা আমার আনুগত্য কর।

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি আমার কথা মানিয়া লও এবং আমার রিসালতের বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের অতীতের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ আর তোমাদিগের আয়ু দীর্ঘ করিয়া দিবেন এবং আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিলে তোমাদিগের প্রতি যে মহাশাস্তি আসিত উহা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

যাহারা বলেন, আল্লাহ্র আনুগত্য, মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার দরুণ বাস্তবিকই আয়ু বৃদ্ধি পায়— তাহারা এই আয়াতটি দলীলরূপে পেশ করেন। যেমন- এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখিলে আয়ু বৃদ্ধি পায়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَايُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আযাব আসিবার পূর্বে তোমরা শীঘ্র আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া আস। কারণ, আল্লাহ্র আযাব আসিয়া পড়িলে আর তাহা প্রতিরোধ ক্ষমতা কাহারো থাকিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মহান, পরাক্রমশালী।

(٥) قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ۙ

(٦) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۤءِىْۤ اِلَّا فِرَارًا ۝

(٧) وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِىْۤ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۚ

(٨) ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ

(٩) ثُمَّ اِنِّيْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۙ

(١٠) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ

(١١) يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ

(١٢) وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ

(١٣) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۚ

(١٤) وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا

(١٥) اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۙ

(١٦) وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

(١٧) وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۙ

(١٨) ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا

(١٩) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۙ

(٢٠) لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۚ

৫. সে বলিয়াছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহবান করিয়াছি।

৬. কিন্তু আমার আহবান উহাদিগের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করিয়াছে।

৭. ‘আমি যখনই উহাদিগের আহবান করি, যাহাতে তুমি উহাদিগকে ক্ষমা কর উহারা কানে আঙ্গুলি দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদিগকে জিদ করিতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

৮. ‘অতঃপর আমি উহাদিগকে আহ্বান করি প্রকাশ্যে।

৯. ‘পরে আমি সোচ্চার প্রচার করিয়াছি ও উপদেশ দিয়াছি গোপনে।’

১০. বলিয়াছি, ‘তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল।

১১. তিনি তোমাদিগের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করিবেন।

১২. তিনি তোমাদিগকে সমৃদ্ধ করিবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদিগের জন্য স্থাপন করিবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করিবেন নদী-নালা।

১৩. 'তোমাদিগের কী হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহিতেছ না!

১৪. 'অথচ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে।

১৫. 'তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই? আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী?

১৬. 'এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে।

১৭. 'তিনি তোমাদিগকে উদ্ভূত করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে।

১৮. 'অতঃপর উহাতে তিনি তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিবেন ও পরে পুনরুত্থিত করিবেন।

১৯. 'এবং আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য ভূমিকে করিয়াছেন বিস্তৃত—

২০. 'যাহাতে তোমরা চলাফেরা করিতে পার প্রশস্ত পথে।'

তাফসীর ঃ হযরত নূহ (আ) দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর যাবত কিভাবে তাঁহার সম্প্রদায়কে হিদায়াতের প্রতি আহবান করিয়াছেন, সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কি কি ধরনের নির্যাতন তিনি সহ্য করিয়াছেন, কিভাবে তাহারা হিদায়াতের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, নূহ (আ) কি বলিয়া আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ পেশ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এইখানে উহার সংবাদ দিতেছেন। হযরত নূহ (আ) দীর্ঘ নয়শত বছর হিদায়াতের দাওয়াত দিবার পর এই বলিয়া আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ করিয়াছেন যে,

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلاً وَّنَهَارًا অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! একমাত্র তোমার নির্দেশ পালনার্থে দাওয়াতের কাজ আমি কখনো ক্ষান্ত করি নাই। এই যাবত দিবারাত্র অব্যাহতভাবে আমি আমার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিয়াছি।

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاىِٔىْ اِلاَّ فِرَارًا অর্থাৎ মিথ্যার পথ পরিহার করিয়া সত্যের নিকট আসিবার জন্য যতই আমি তাহাদিগকে আহবান করিয়াছি; আমার আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহারা ততই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ তওবা করিয়া তোমার ক্ষমা লাভ করিবার জন্য আমি যখনই তাহাদিগকে আহবান করিয়াছি; তখনই তাহারা কানে আঙ্গুল দিয়া কান বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যেন আমার কথা শুনিতে না পায়। আর নিজদিগকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদের সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ অর্থাৎ আর কাফিররা বলিয়াছে, তোমরা এই কুরআন শুনিও না আর তোমরা উহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি কর, যাহাতে তোমরাই বিজয়ী থাক।

وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ ইব্ন জারীর (র) :.... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশের অর্থ হইল আর তাহারা নিজদিগকে বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিত যাহাতে নূহ (আ) তাহাদিগকে চিনিতে না পারে।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ তাহারা বস্ত্র দ্বারা মাথা ঢাকিয়া রাখিত যাহাতে নবীর কথা শুনিতে না পায়।

وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوْا اسْتِكْبَارًا অর্থাৎ উহারা ইতিপূর্বে যে কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল উহাতেই তাহারা অটল থাকে এবং সত্যের আনুগত্যের ব্যাপারে বড় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا অতঃপর আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেই।

ثُمَّ اِنِّىْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا অর্থাৎ তারপর আমি উহাদিগকে প্রকাশ্যে আহবান করিয়াছি, পরে আবার গোপনে উপদেশ দিয়াছি। অর্থাৎ নানাভাবে আমি তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছি যেন তাহারা সত্য পথে ফিরিয়া আসে।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا অর্থাৎ আমি বলিয়াছি যে, তোমরা কুফরীর পথ পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়া আস। আল্লাহ্ তোমাদিগের যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি বড় ক্ষমাশীল। তোমরা যত অপরাধই করিয়া থাক আল্লাহ্ সবই ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর তিনি তোমাদিগকে অবিরাম বৃষ্টি দান করিবেন।

উল্লেখ্য যে, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا এই আয়াতের কারণে ইস্তেস্কার নামাযে এই সূরাটি পাঠ করা মুস্তাহাব।

আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা) একদিন বৃষ্টির দু'আ করার জন্য মিম্বরে উঠিয়া ইস্তেগফার করিলেন এবং ইস্তেগফার সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। তন্মধ্যে আলোচ্য আয়াতটিও ছিল।

وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهٰرًا

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা করিয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া যাও তাহা হইলে তোমাদিগের রিয্ক বাড়িয়া যাইবে, তোমাদিগের প্রতি আকাশ

হইতে বরকত নাযিল হইবে ও যমীন হইতে নানা ধরনের ফসল উৎপন্ন হইবে। অসংখ্য সন্তান-সন্ততি ও অগাধ ধন-সম্পদ দ্বারা তোমরা সমৃদ্ধ হইয়া যাইবে। আর তোমাদিগকে এমন উদ্যান দেওয়া হইবে যাহাতে নানা রকম ফলমূল থাকিবে এবং যাহার মাঝে নদী প্রবাহিত হইবে। এই পর্যন্ত হযরত নূহ (আ) উৎসাহ প্রদান করিয়া দাওয়াত দিয়াছেন। এইবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন ঃ

مَا لَكُمْ لاَتَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا অর্থাৎ তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছ না?

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাযথ মর্যাদা প্রদান কর না। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় কর না।

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا "অথচ তিনি তোমাদিগকে পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ প্রথমে বীর্য, তারপর জমাট রক্ত, তারপর গোশতের টুকরা এইভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, কাতাদা, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন রাফি', সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়েদ (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا - وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا -

অর্থাৎ তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমানকে কিভাবে একের পর এক সৃষ্টি করিয়াছেন আর চন্দ্রকে আলোকরূপে এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপন করিয়াছেন?

وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। মৃত্যুর পর আবার মাটিতেই ফিরাইয়া দিবেন। আবার কিয়ামতের দিন প্রথমবারের ন্যায় মাটি হইতে উত্থিত করিবেন।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে বিছাইয়া দিয়া মজবুত ও সুউচ্চ পাহাড় চাপা দিয়া উহাকে সুদৃঢ় অটল ও অনড় করিয়াছেন।

لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا অর্থাৎ যাহাতে তোমরা উহার প্রশস্ত পথে যে দিকে বা যে প্রান্তে ইচ্ছা চলাফেরা করিতে পার।

মোটকথা হযরত নূহ (আ) আল্লাহ্ তা'আলার এইসব কুদরত ও নিয়ামতের কথা স্মরণ করাইয়া নিজের সম্প্রদায়কে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(٢١) قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَ وَلَدُهٗٓ اِلَّا خَسَارًا ۝

(٢٢) وَ مَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ۝

(٢٣) وَ قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۝

(٢٤) وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۝

২১. নূহ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করিয়াছে এবং অনুসরণ করিয়াছে এমন লোকের যাহারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই।'

২২. উহারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

২৩. এবং বলিয়াছিল, 'তোমরা কখনো পরিত্যাগ করিও না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ, সূওয়া'আ, য়াগুছ, য়াউক ও নাসর-কে।

২৪. উহারা অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছে; সুতরাং জালিমদিগকে বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, হযরত নূহ (আ) পূর্বোক্ত অভিযোগের সহিত আল্লাহর দরবারে নিজ সম্প্রদায়ের আচরণের কথাও উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُه اِلاَّ خَسَارًا

অর্থাৎ তাহারা আমাকে অমান্য করিয়াছে এবং অনুসরণ করিয়াছে এমন ব্যক্তির যাহার ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি ব্যতীত কিছুই বৃদ্ধি করে নাই। বস্তুত যে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষকে আল্লাহ্ হইতে বিমুখ করিয়া রাখে তাহা মানুষের জন্য বিপদ বৈ কিছুই নয়।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا অর্থাৎ আর তাহারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ كُبَّارًا অর্থ عَظِيْمًا ইব্ন যায়েদ (র) বলেন ঃ كُبَّارًا অর্থ كَبِيْرًا যেমন আরবরা বলিয়া থাকে, رَجُلٌ حَسَانٌ - امر عجيب عجاب عُجَّابٌ حَسَّانٌ ইত্যাদি। তবে সব ক'টির অর্থ একই।

وَقَالُوْا لَاتَذَرُنَّ الِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَايَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا -

ধন-সম্পদ ও সন্ততিতে মত্ত তাহাদিগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অধীনস্তরা আরো বলিয়াছে যে, তোমরা ওয়াদ সুওয়াআ...... ইত্যাদি ছোট বড় কোন দেব-দেবীকেই ত্যাগ করিও না। ওয়াদ, সুওয়া'আ, য়াউক, য়াগূছ, নাস্‌র এইগুলি উহাদিগের কতগুলি দেব-দেবীর নাম। হযরত নূহ (আ)-এর জাতি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এইগুলির পূজা করিত।

ইমাম বুখারী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় যে সব দেব-দেবীর পূজা করিত পরবর্তীতে আরবরা ঐগুলির পূজা করিতে শুরু করে। দূমাতুল জান্দালের কাল্‌ব গোত্র "ওয়াদ"-এর, হুযায়ল গোত্র 'সুওয়া'আ' এর, প্রথমে মুরাদ পরে গুতাইয়া গোত্র য়াগূছ-এর, হামদান গোত্র য়াউক-এর এবং হিমরার গোত্র নাস্‌র-এর পূজা করিত। এই সব ক'টি মূলত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেককার লোকের নাম। তাহাদিগের মৃত্যুর পর শয়তানের প্ররোচণায় উহাদের ভাস্কর্য নির্মাণ করিয়া মানুষ প্রতিটি ভাস্কর্যকে আসল নামে ডাকিতে শুরু করে। তখনও এইগুলির পূজা শুরু হইয়াছিল না। কিন্তু তাহাদিগের পরবর্তী বংশধর মুর্খতাবশত এইগুলির পূজা করিতে শুরু করে। ইকরিমা, যাহ্‌হাক, কাতাদা এবং ইব্‌ন ইসহাক (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, হযরত নূহ (আ)-এর আমলে এই মূর্তিগুলির পূজা করা হইত।

ইব্‌ন জারীর (র) .... মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স (র) বলেন, য়াউক, য়াগূছ ও নাসর আদম ও নূহ (আ)-এর মধ্যবর্তী যুগের সৎকর্মপরায়ণ তিন ব্যক্তির নাম। ইহারা ছিলেন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ইহারা মৃত্যুবরণ করিলে অনুসারীরা বলিল যে, আমরা যদি ইহাদিগের ভাস্কর্য স্থাপন করিয়া রাখি, তাহা হইলে এই ভাস্কর্য দেখিয়া আমরা আগ্রহের সহিত ইবাদত করিতে পারিব। তাহারা তাহাই করে। কিন্তু শয়তানের প্ররোচণায় পরবর্তী বংশধররা ইহাদিগের পূজা করিতে শুরু করে।

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আদম (আ)-এর বিশ ছেলে ও বিশ মেয়ে সর্বমোট চল্লিশজন সন্তান ছিল। ইহাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত হাবীল, কাবীল, সালিহ, আব্দুর রহমান ও ওয়াদ বাঁচিয়া থাকেন। এই ওয়াদকেই শীছ বা হিবাতুল্লাহ্ বলা হইত। অন্যান্য ভাইগণ তাহাকে সকলের নেতা নিয়োগ করিয়াছিল। সুওয়া'আ, য়াগূছ, য়াউক ও নাস্‌র ইহার সন্তান।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (রা) বলেন, হযরত আদম (আ)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহার সন্তান ওয়াদ, য়াউক, য়াগূছ, সুওয়া'আ ও নাস্‌র তাঁহার কাছে উপস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে ওয়াদ সর্বাপেক্ষা বড় ও সৎকর্মপরায়ণ ছিল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... আবুল মুতাহ্‌হর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যমীনের উপর মূর্তিপূজা শুরু হইয়াছিল এইভাবে যে, জনৈক ব্যক্তি তাহার সম্প্রদায়ের নিকট বড় সম্মানিত ছিল— তাহার মৃত্যুর পর লোকজন তাহার কবরের পার্শ্বে অবস্থান করিয়াছিল এবং শোক প্রকাশ করিতেছিল। ইবলিস এই অবস্থা দেখিয়া মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া আসিয়া বলিল, 'আমি তোমাদের অবস্থা দেখিতেছি আমি তোমাদের জন্য একটি তাহার প্রতিকৃতি বানাইয়া দিতেছি, তাহা তোমরা মজলিসে উপস্থিত রাখিয়া তাহাকে স্মরণ করিবার জন্য। তাহারা এইরূপ করিল, কিছুদিন পর আসিয়া বলিল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে তাদের একটি প্রতিকৃতি রাখিয়া তাহাকে স্মরণ করিতে থাক। তাহারা এইরূপ করিতে লাগিল। এইভাবে বংশানুক্রমে চলিতে লাগিল। পরিশেষে তাদের পরবর্তী সন্তানগণ আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাকেই পূজা করিতে লাগিল । সর্বপ্রথম যাহার মূর্তিপূজা শুরু হইল তাহার নাম ওয়াদ।

وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ ইহাদিগকে দেব-দেবী সাব্যস্ত করিয়া তাহারা আদম সন্তানকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। সেই যুগ হইতে পরবর্তীতে যুগে যুগে দেশে দেশে বহুলোক ইহাদিগের পূজা করিয়া ঈমান হারাইয়াছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) এই বলিয়া আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিয়াছিলেন যে,

وَاجْنُبْنِى وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ - رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার বংশধরকে মূর্তিপূজা হইতে রক্ষা কর। ইহারা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে।

وَلَاتَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّ ضَلٰلاً অর্থাৎ দীর্ঘ দিন যাবত দাওয়াত দিবার পরও ঈমান গ্রহণ না করিয়া বরং বিদ্রোহ ও কুফরীতে সীমালংঘন করার পর হযরত নূহ (আ) নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই বলিয়া বদ দু'আ করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্ তুমি ইহাদিগের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না। যেমন– হযরত মূসা (আ) ফিরআউন ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

হে আল্লাহ্! উহাদিগের ধন-সম্পদ বিনাশ করিয়া দাও এবং তাহাদিগের অন্তর পাষাণ করিয়া দাও, যেন তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবার পূর্বে ঈমান আনিতে না পারে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীর দু'আই কবূল করিয়াছিলেন। হযরত নূহ (আ)-এর জাতিকে মহাপ্লাবন দ্বারা ধ্বংস করিয়াছেন।

(٢٥) مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ۬ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ○

(٢٦) وَ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ○

(٢٧) اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ○

(٢٨) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ○

২৫. উহাদিগের অপরাধের জন্য উহাদিগকে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল এবং পরে উহাদিগকে দাখিল করা হইয়াছিল অগ্নিতে; এরপর উহারা কাহাকেও আল্লাহ্র মোকাবিলায় পায় নাই সাহায্যকারী।

২৬. নূহ আরো বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

২৭. 'তুমি উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে উহারা তোমার বান্দাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে এবং জন্ম দিতে থাকিবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।

২৮. 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু'মিন হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে। আর জালিমদিগের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

مِمَّا خَطِيْئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ব্যাপক অপরাধ, অত্যধিক সীমালংঘন, অব্যাহত কুফর ও রাসূলের বিরোধীতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর সম্পদায়কে প্লাবনে নিমজ্জিত করিয়া সমূলে নিপাত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا অর্থাৎ তখন তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহ্র সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার মত কাউকে পায় নাই।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন সে ব্যতীত কেহ আজ তাহার আযাব হইতে রক্ষাকারী কাউকে পাইবে না।

وَقَالَ نُوْحُ رَّبِّ لاَتَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا অর্থাৎ নূহ (আ) আরো বলিয়াছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ دَيَّارٌ অর্থ যে গৃহে বসবাস করে অর্থাৎ গৃহবাসী।

আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-এর এই দু'আর ফলে উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন। এমনকি নূহ (আ)-এর ঔরসজাত কাফির সন্তানকেও ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করেন নাই। সে বলিয়াছিল ঃ

سَاٰوِىْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ - قَالَ لاَعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ -

অর্থাৎ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়া আমি পানি হইতে বাঁচিয়া যাইব। (নূহ বলিলেন,) আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকার আজ কোন উপায় নাই। তবে আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন। ইহার পর দুইজনের মাঝে আড়াল হইয়া যায় আর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আ)-এর প্লাবনের সময় এক মহিলা প্রথমে তাহার শিশু পুত্রকে কোলে তুলিয়া লয়। এরপর পানি বৃদ্ধি পাইলে সে শিশুটিকে কাঁধের উপর তুলিয়া লয়। পানি কাঁধ পর্যন্ত পৌছিলে সে শিশুটিকে মাথায় তুলিয়া লয়। তারপর যখন পানি মাথার উপরও বাড়িয়া গেল তখন শিশুটিকে লইয়া পাহাড়ে উঠিয়া যায়। পানি পাহাড় পর্যন্ত পৌছিয়া গেলে প্রথমে সে শিশুটিকে কাঁধে অতঃপর মাথায় তারপর দুই হাতে ধরিয়া মহিলাটি শিশুটিকে মাথার উপর উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখে। সেই সময় কাউকে দয়া করিবার থাকিলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই মাহিলাটির উপর দয়া করিতেন। এই হাদীসটি গরীব তবে তাহার সনদের সকল রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

উল্লেখ্য, নূহ (আ)-এর সেই ভয়াবহ প্লাবনের সময় ঈমানদারগণ হযরত নূহ (আ)-এর সহিত রক্ষা পাইয়াছিলেন। আল্লাহ্র আদেশে নূহ (আ) তাহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া লইয়াছিলেন।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَيَلِدُوْا اِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا অর্থাৎ তুমি যদি উহাদিগের একজনকে আযাব হইতে অব্যাহতি দাও তাহা হইলে সে ভবিষ্যত বংশধরকে বিভ্রান্ত করিবে। আর কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফিরই জন্ম দিতে থাকিবে। নিজ সম্প্রদায়ের সহিত দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর অবস্থান করিয়া নূহ (আ) ইহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ অর্থাৎ হে আল্লাহ্ তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু'মিনরূপে আমার ঘরে প্রবেশ করিবে এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদিগকে।

যাহ্হাক বলেন, "আমার ঘরে" অর্থাৎ আমার মসজিদে। তবে 'ঘর'-এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাতেও কোন অসুবিধা নাই। অর্থাৎ হযরত নূহ (আ) তাহাদিগের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন যাহারা ঈমান লইয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মু'মিন ব্যতীত তুমি কাউকে সাথী বানাইও না আর মুত্তাকী ব্যতীত কেহ তোমার খাদ্য খাইতে পারে না। হযরত নূহ (আ) সবশেষে وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ বলিয়া জীবিত ও মৃত সকল মু'মিন নারী-পুরুষের জন্য দু'আ করিয়াছেন।

وَلاَتَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّ تَبَارًا অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে জালিমদের ধ্বংস ছাড়া তুমি আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না।

সূরা জিন্ন

২৮ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْآ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝

(٢) يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝

(٣) وَّاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝

(٤) وَّاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝

(٥) وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝

(٦) وَّاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝

(٧) وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝

১. বল, 'আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হইয়াছে যে, জিনদিগের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি।

২. 'যাহা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনো আমাদিগের প্রতিপালকের শরীক স্থির করিব না।'

৩. এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদিগের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান।

৪. 'এবং যে আমাদিগের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করিত।

৫. 'অথচ আমরা মনে করিতাম, মানুষ এবং জিন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা' আরোপ করিবে না।

৬. 'আর যে কতিপয় মানুষ কতক জিনের স্মরণ লইত, ফলে উহারা জিনদিগের আত্মম্ভরিতা বাড়াইয়া দিত।

৭. আর জিনেরা বলিয়াছিল, 'তোমাদিগের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাহাকেও পুনরুত্থিত করিবেন না।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে নির্দেশ দিতেছেন যে, আপনি আপনার জাতিকে এই কথা জানাইয়া দিন যে, একদল জিন মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি ঈমান আনিয়াছে ও আনুগত্য করিয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا - يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ -

অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন যে, একদল জিন মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি যাহা সঠিক পথ ও মুক্তির দিশা দেয়।

فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনো আমাদিগের প্রতিপালকের সহিত শরীক স্থির করিব না। এই সম্পর্কে পূর্বে অনেক হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। এখানে পুনরোল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

وَّاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا এবং নিশ্চয় সমুচ্চ আমাদিগের প্রতিপালকের মর্যাদা। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ جَدُّ رَبِّنَا অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার কর্ম নির্দেশ ও শক্তি।

যাহ্‌হাক ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ جَدُّ رَبِّنَا অর্থ আল্লাহ্‌র কুদরত এবং সৃষ্টির প্রতি প্রদত্ত তাঁহার অনুগ্রহ অবদান বা নিয়ামত।

মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা বলেন ঃ جَدُّ رَبِّنَا অর্থ جَلَالُ رَبِّنَا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মহিমা।

আবুদ্ দারদা (রা), মুজাহিদ ও ইব্‌ন জুরায়জ (র) হইতে বর্ণিত যে, جَدُّ رَبِّنَا অর্থ تعالى ذكره অর্থাৎ সমুন্নত আল্লাহ্‌র যিক্‌র।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, جَدُّ رَبِّنَا অর্থ تعالى جد ربنا تعالى ربنا অর্থাৎ মহান আমাদিগের প্রতিপালক।

مَااتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلاَ وَلَدًا অর্থাৎ জিনেরা বলিল যে, 'আমাদিগের প্রতিপালক মহান, তিনি কোন পত্নী কিংবা কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই। এই কথা যখন তাহারা ঈমান আনিল তখন আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহত্ত্বতা প্রকাশের জন্য বলিয়াছিল।'

এরপর জিনেরা বলিল ঃ

وَاَنَّه كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ্র উপর অতি অবাস্তব উক্তি করিত।

মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, "নির্বোধ" বলিতে জিনেরা শয়তানকে বুঝাইয়াছিল।

সুদ্দী (র) আবূ মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, شَطَطًا অর্থ جور। অর্থাৎ অন্যায় ও অবাস্তব উক্তি।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন। ظلما كبيرا অর্থাৎ বড় জুলুম। আবার ইহাও হইতে পারে যে, নির্বোধ বলিতে তাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা আল্লাহ্র জন্য পত্নী ও সন্তান গ্রহণ করে।

وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا অর্থাৎ জিন ও মানবজাতি পত্নী ও সন্তান সাব্যস্ত করিয়া আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করিবে মনে করিতাম না। কিন্তু কুরআন শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি ঈমান আনয়ন করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, না তাহারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে।

وَّاَنَّه كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا অর্থাৎ জিনেরা বলিল, আমরা দেখিতাম যে, কোন মানুষ গভীর অরণ্যে বা কোন বিরাণ ভূমিতে গমন করিলে নেতৃস্থানীয় জিনদের আশ্রয় প্রাথনা করিত। জাহেলিয়াতের যুগে আরবদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। যেমন– কোন মানুষ কোন শহরে বা লোকালয়ে গমন করিলে সর্বপ্রথম সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের আশ্রয় গ্রহণ করে, যেন কেউ তাহার ক্ষতিসাধন করিতে না পারে। তেমনি জাহিলিয়াতের যুগে সাধারণ জিনদের ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথমে নেতৃস্থানীয় জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইহাতে জিনদের ধৃষ্টতা পূর্বের চেয়ে বাড়িয়া যায়। মানুষের আরো বেশী ক্ষতি করিতে শুরু করে।

সাওরী (র) মনসূর সূত্রে ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا অর্থ মানুষের উপর জিনদের ধৃষ্টতা আরো বাড়িয়া যায়।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ জাহেলিয়াতের যুগে কেউ পরিবারবর্গ নিয়া কোথাও গেলে সকলের নিরাপত্তার জন্য তথাকার প্রধান জিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিত।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এইভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার পর দুর্বলতা অনুভব করিয়া দুষ্ট জিনরা আরো বেশী উৎপাত শুরু করিয়া দিত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) বলেন, মানুষ যেমন এখন জিনদেরকে ভয় করে, জিনরা মানুষকে তেমন বরং তার চেয়ে বেশী ভয় করিত। মানুষদেরকে দেখিলে জিনরা পলায়ন করিত। কিন্তু জাহেলী যুগে মানুষ কোন উপত্যকায় গমন করিলে দলনেতা প্রথমে জিনদের নেতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে শুরু করে। ইহাতে জিনদের সাহস বাড়িয়া যায়। ফলে তারা মানুষের ক্ষতিসাধন করিতে শুরু করে। وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাই বলিয়াছেন।

আবুল আলিয়া রবী ও যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ رَهَقًا اى خَوْفًا অর্থাৎ ইহা দেখিয়া জিনেরা মানুষদেরকে আরো বেশী ভয় দেখাইতে শুরু করে।

আওফী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا اَىْ اِثْمًا। অর্থাৎ তাহাদিগের অপরাধ প্রবণতা আরো বাড়িয়া যায়। কাতাদা (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এই আয়াতাংশের অর্থ হইল, কাফিরদিগের অবাধ্যতা আরো বাড়িয়া যায়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... কারদাম ইব্‌ন আবূস সায়িব আনসারী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কারদাম বলেন, একবার আমি কোন এক প্রয়োজনে আমার আব্বার সহিত মদীনা হইতে বাহির হই। মুহাম্মদ (সা) তখন মক্কায় নবীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। রাত্রিকালে আমরা এক রাখালের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করি। মধ্যরাতে একটি ব্যাঘ্র আসিয়া রাখালের বকরী পাল হইতে একটি বকরী ধরিয়া লইয়া যায়। দেখিয়া রাখাল বলিল, 'হে উপত্যকা আবাদকারী! তোমার আশ্রিতের বকরী বাঘে লইয়া গিয়াছে। তখন অদৃশ্য হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, 'হে বাঘ! বকরীটি ছাড়িয়া দাও।' ফলে বাঘ বকরীটিকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় আর বকরীটি আসিয়া পালের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু তাহার গায়ে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না। এই প্রসংগে আল্লাহ্ মক্কায় তাঁহার রাসূলের উপর আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا

উবাইদ ইব্‌ন উমাইর, মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, হাসান, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর এবং ইবরাহীম নখয়ী (র)-ও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবত জিন বাঘের রূপ ধারণ করিয়া বকরী নিতে চাহিয়াছিল। সরদারের কথায় ছাড়িয়া দিয়াছে।

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا অর্থাৎ তোমাদের ন্যায় জিনরাও এই ধারণা করিয়াছিল যে, আল্লাহ্ আর কাহাকেও রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিবেন না।

(৮) وَّاَنَّا لَمَسۡنَا السَّمَآءَ فَوَجَدۡنٰهَا مُلِئَتۡ حَرَسًا شَدِيۡدًا وَّ شُهُبًا ۙ

(৯) وَّاَنَّا كُنَّا نَقۡعُدُ مِنۡهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمۡعِ‌ؕ فَمَنۡ يَّسۡتَمِعِ الۡاٰنَ يَجِدۡ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ

(১০) وَّاَنَّا لَا نَدۡرِىۡۤ اَشَرٌّ اُرِيۡدَ بِمَنۡ فِى الۡاَرۡضِ اَمۡ اَرَادَ بِهِمۡ رَبُّهُمۡ رَشَدًا ۙ

৮. 'এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্‌কাপিণ্ডের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।

৯. 'ইতিপূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্‌কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

১০. 'আমরা জানি না জগদ্‌বাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগের মঙ্গল চাহে না।

তাফসীর ঃ মহানবী (সা)-এর আগমনের পূর্বে জিনেরা আকাশে গিয়ে চুপিসারে এক জায়গায় বসিয়া ফেরেশতাদিগের কথা-বার্তা শুনিত এবং ফিরিয়া আসিয়া গণকদের কাছে তথ্য সরবরাহ করিত। গণকরা সেই সব তথ্যের সহিত আরো বহু মিথ্যা কথা জুড়িয়া আরো চটকদার করিয়া ভক্তদের মাঝে পরিবেশন করিত। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে নবূওত দান করেন এবং কুরআন অবতীর্ণ হইতে শুরু করে; তখন কুরআনের সংরক্ষণের জন্য আকাশে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় এবং জিনদের তথ্য সংগ্রহের যাবতীয় সুযোগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার মহা অনুগ্রহ। সেই কথাটিই জিনেরা আলোচ্য আয়াতে এই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে ঃ

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا - وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ - فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا -

অর্থাৎ আমরা আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম, কঠোর প্রহরী ও উল্‌কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। ইতিপূর্বে আমরা সংবাদ শুনিবার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসিতাম। কিন্তু এখন কেহ আকাশের সংবাদ শুনিতে চাহিলে জ্বলন্ত উল্‌কাপিণ্ড দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ধ্বংস হইয়া যায়।

وَّاَنَّا لَانَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا অর্থাৎ পৃথিবীবাসীর অমঙ্গলের অভিপ্রায়ে এ আকাশে এইসব ঘটিয়াছে, নাকি আল্লাহ্ ইহা দ্বারা

পৃথিবীবাসীর কোন কল্যাণ সাধন করিতে চাহেন। এই আয়াতে ফেরেশ্তারা মঙ্গলের নিসবাত আল্লাহ্ দিকে করিয়াছে কিন্তু অমংগলের নিসবাত আল্লাহ্র দিকে না করিয়া উহা অনুল্লেখ রাখিয়াছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে ভদ্রতা রক্ষার জন্যই তাহারা এইরূপ করিয়াছে।

আকাশের এই পরিবর্তনের পর ফেরেশ্তারা অনুসন্ধান করিয়া এক সময় দেখিতে পাইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের লইয়া নামায পড়িতেছেন এবং নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ করিতেছেন। দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, এই লোকটির কারণেই আকাশে এত কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তখন তাহাদিগের একদল মুসলমান হইয়া যায়। সূরা আহকাফের وَاِذْ صَرَفْنَا الخ। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, হঠাৎ করিয়া আকাশের এই নক্ষত্র স্খলন, উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ ইত্যাদিতে শুধু জিনই নয়, বরং মানুষও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন মানুষ ধারণা করিয়াছিল যে, এই বুঝি পৃথিবী ধ্বংস হইয়া গেল। যেমন সুদ্দী (র) বলেন ঃ দুনিয়াতে নতুন কোন নবী বা কোন দীনের আত্মপ্রকাশের সময়ই কেবল এই ধরনের ঘটনা ঘটিত। মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পূর্বে শয়তানরা ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিয়া আকাশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিত। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর নবূওত লাভের পর একরাত্রে আকাশ হইতে শয়তানের গায়ে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। ইহা দেখিয়া তায়েফবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহারা বলিল যে, আকাশে হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। গোত্র প্রধান আবদেয়ালীল ইব্ন আমর ইব্ন উমাইর বলিল, 'হে তায়েফবাসী! আমার মনে হয় ইব্ন আবূ কাবশার (মুহাম্মদ) কারণেই ইহা ঘটিয়া থাকিবে।' সেইরাতে শয়তানরাও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ইবলীসের নিকট গিয়া এই বিষয়ে আলাপ করে। ইবলীস বলিল, পৃথিবীর প্রতিটি জায়গা হইতে তোমরা আমাকে এক মুষ্ঠি করিয়া মাটি আনিয়া দাও— আমি উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। মাটি আনিয়া দিলে ইবলীস উহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, মক্কার কোন নতুন পরিবর্তনের কারণেই এইরূপ ঘটিয়াছে। তখন নাসীবীনের জিনদের সাত সদস্যের একটি দলকে মক্কায় পাঠানো হয়। তাহারা আসিয়া দেখিতে পাইল যে, মুহাম্মদ (সা) মসজিদে হারামে দাঁড়াইয়া নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করিতেছেন। কুরআন শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই মুসলমান হইয়া যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

(١١) وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ

(١٢) وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ

(١٣) وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ

(١٤) وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ○

(١٥) وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ○ۙ

(١٦) وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ○ۙ

(١٧) لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ○ۙ

১১. এবং আমাদিগের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী;

১২. 'এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাভূত করিতে পারিব না এবং পলায়ন করিয়াও তাঁহাকে ব্যর্থ করিতে পারিব না।

১৩. 'আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনিলাম, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকিবে না।

১৪. 'আমাদিগের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমা লংঘনকারী; যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বাছিয়া লয়।

১৫. 'অপরপক্ষে সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।'

১৬. উহারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকিত উহাদিগকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করিতাম।

১৭. যদ্দারা আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হয় তিনি তাহাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাইবেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জিনদিগের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তাহারা নিজদিগের সম্পর্কে এই সংবাদ দিয়াছিল,

وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ - كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا অর্থাৎ আমাদিগের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার ব্যতিক্রম। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথ ও নানা মতের অনুসারী।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) সহ অনেকে বলেন ঃ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا অর্থাৎ আমরা কতক ঈমানদার ও কতক কাফির।

আহমদ ইব্ন সুলাইমান (র) আ'মাশ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আ'মাশ (রা) বলেন, এক দল জিন আমাদের কাছে আসা-যাওয়া করিত। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমাদিগের প্রিয় খাদ্য কি? উত্তরে তাহারা বলিল, ভাত। অতঃপর আমি

তাহাকে ভাত আনিয়া দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! দেখিলাম যে, পাত্র হইতে কেবল লোকমা উঠিতেছে তবে কাউকে দেখা যাইতেছে না। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাদের মনে যে কামনা-বাসনা আছে তোমাদের মনে মনেও তাহা আছে? উত্তরে তাহারা বলিল, হ্যাঁ আছে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম, রাফেযীদের সম্পর্কে তোমাদিগের ধারণা কি? বলিল যে, তাহারা আমাদিগের নিকট বড়ই নিকৃষ্ট।

وَّ اَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا অর্থাৎ আমরা জানি যে, আল্লাহ্র শক্তি ও কুদরতের কাছে আমরা পরাভূত। পলায়ন করিয়া তাঁহার কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নাই এবং তাঁহাকে ব্যর্থ করিবার শক্তি কাহারো নাই।

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰى اٰمَنَّا بِهٖ অর্থাৎ পথ-নির্দেশক বাণী শুনিয়া আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। ইহা তাহাদিগের জন্য গৌরবের ও মর্যাদার বিষয়।

فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকিবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) সহ অনেকে বলেন ঃ ....فَلَايَخَافُ অর্থাৎ তাহার নেক আমল নষ্ট হইয়া কমিয়া যাওয়ার কোন ভয় থাকিবে না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّلَاهَضْمًا অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জুলুম ও ক্ষতির কোন আশংকা থাকিবে না।

وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ অর্থাৎ আমাদিগের কত আত্মসমর্পণকারী মুসলিম আর কতক সীমালংঘনকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا অর্থাৎ যাহারা আত্মসমর্পণকারী তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বাছিয়া লয়। অর্থাৎ তাহারা নিজেদের জন্য মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিয়াছে।

وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا অর্থাৎ সীমালংঘনকারী হইল জাহান্নামের ইন্ধন।

وَّاَنْ لَّوِاسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّاءً غَدَقًا মুফাস্‌সিরগণ এই আয়াতের দুই ধরনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমত যদি সীমালংঘনকারীরা সীমালংঘন না করিয়া ইসলামের উপর অটল থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে প্রচুর বারি

বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করিতাম অর্থাৎ স্বচ্ছল জীবিকা দান করিতাম। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ -

অর্থাৎ যদি তাহারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তাহাদিগের প্রতি আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগের মাথার উপর ও পায়ের নীচ হইতে খাদ্য লাভ করিত। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ। অর্থাৎ যদি পল্লীবাসীরা ঈমান আনয়ন করিত, তাকওয়া অবলম্বন করিত; তাহা হইলে আমি আকাশ ও যমীন হইতে নানা বরকতের দ্বার খুলিয়া দিতাম। আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিলে لِنَفْتِنَهُمْ এর অর্থ হইবে لِنَخْتَبِرَهُمْ যদ্দারা আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম। যেমন মালিক (র) যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, لِنَفْتِنَهُمْ অর্থাৎ-যদ্দারা আমি পরীক্ষা করিব যে, কে হিদায়াতের উপর অটল থাকে আর কে হিদায়াতের পথ ছাড়িয়া ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ সীমালংঘনকারীরা সকলেই যদি ভ্রান্তপথে অটল থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের জন্য জীবিকার দ্বার খুলিয়া দিয়া আরো সুযোগ করিয়া দিব। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ -

অর্থাৎ যখন তারা আমার উপদেশাবলী ভুলিয়া যায় তখন আমি তাহাদিগের জন্য সব কিছুর দ্বার খুলিয়া দেই। অতঃপর আমার দেওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দে তাহারা বিভোর হইয়া পড়ে তখন হঠাৎ করিয়া একদিন আমি তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলি।

وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا অর্থাৎ- যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হয় তিনি তাহাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাইবেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, عَذَابًا صَعَدًا। অর্থ-এমন শাস্তি যাহাতে আরামের লেশমাত্র নাই।

এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ صعد জাহান্নামের একটি পর্বতের নাম। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, صعد জাহান্নামের একটি কূপের নাম।

(١٨) وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۙ

(١٩) وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۚ

(٢٠) قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ۝

(٢١) قُلْ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ۝

(٢٢) قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۙ

(٢٣) اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۚ

(٢٤) حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ۝

১৮. এবং এই যে মসজিদসমূহ আল্লাহ্রই জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও ডাকিও না।

১৯. আর এই যে, যখন আল্লাহ্র বান্দা তাহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল, তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইল।

২০. বল, 'আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁহার সংগে কাহাকেও শরীক করি না।'

২১. বল, 'আমি তোমাদিগের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নহি।'

২২. বল, 'আল্লাহ্র শাস্তি হইতে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাইব না।'

২৩. 'কেবল আল্লাহ্র পক্ষ হইতে পৌঁছান এবং তাঁহার বাণী প্রচারই আমাকে রক্ষা করিবে। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অমান্য করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের অগ্নি; সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।'

২৪. যখন উহারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা বুঝিতে পারিবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়া দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।

তাফসীর ঃ وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا আর মসজিদসমূহ আল্লাহ্রই জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে এই নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদতের স্থান সমূহকে শিরক হইতে পবিত্র রাখ, তথায় আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও ডাকিও না এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখায় কাতাদা (র) বলেন ঃ ইয়াহুদী ও নাসারাগণ তাহাদিগের গীর্জা এবং উপাসনালয়ে প্রবেশ করিয়া আল্লাহ্র সহিত অন্যদেরকে শরীক স্থাপন করিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে শিরক হইতে পবিত্র রাখিবার জন্য তাঁহার নবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَاَنَّ الْمَسْجِدَ الخ এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয়; তখন বায়তুল্লাহ্ ও বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোন মসজিদ ছিল না।

আ'মাশ (র) বলেন, জিনেরা বলিয়াছিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদিগকে অনুমতি দিন, আমরা আপনার মসজিদে আপনার সহিত নামায আদায় করি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَاَنَّ الْمَسْجِدَ الخ এই আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ- নামায পড় কিন্তু মানুষের সহিত মিশিও না।

ইব্ন জারীর (র) ...... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্নে জুবাইর (র) বলেন, জিনেরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিয়াছিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা থাকি আপনার হইতে অনেক দূরে। এমতাবস্থায় বায়তুল্লাহ্ আসিয়া কিভাবে আমরা আপনার সহিত নামায পড়িতে পারি? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ- সকল মসজিদই আল্লাহ্র। উদ্দেশ্য আল্লাহ্র ইবাদত করা ও নামায পড়া। অতএব তোমরা যেখানেই সম্ভব নামায আদায় কর। তবে আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিও না।

সুফিয়ান (র) বলেন, এই আয়াতটি বিশেষে কোন মসজিদ সম্পর্কে নয়-বরং দুনিয়ার সকল মসজিদ সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ঃ আয়াতটি সিজদার অংগসমূহ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ- যেসব অংগ দ্বারা সিজদা করা হয় সবই আল্লাহ্র দেয়া। অতএব তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও সিজদা করিও না। এতদসম্পর্কে সহীহ হাদীসে আছে, ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমাকে সাতটি হাড্ডি দ্বারা সিজদা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (১) কপাল ও নাক (২-৩) দুই হাত (৪-৫) দুই হাঁটু ও ((৬-৭) পায়ের দুই পার্শ্ব।

وَّاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا আর যখন আল্লাহ্র বান্দা তাহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল, তখন তাহারা তাঁহার নিকট ভিড় জমাইল।

আওফী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জিনেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কুরআন তিলাওয়াত করিতে দেখিয়া উহা শ্রবণ করিবার প্রবল আগ্রহে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা টের পান নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন, قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ الخ আলোচ্য আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। যেমন ঃ

ইব্ন জারীর (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জিনেরা স্বজাতির নিকট গিয়া বলিয়াছিল যে, সাহাবাগণের রাসূলের আনুগত্যের অবস্থা এই যে, তিনি যখন নামাযে দণ্ডায়মান হন, তখন তাঁহারাও দণ্ডায়মান হইয়া যায়, যখন তিনি রুকু করেন তাঁহারাও রুকু করে আর যখন তিনি সিজদা করেন তাঁহারাও সিজদা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্যের জন্য তাহারা সর্বদাই উন্মুখ হইয়া থাকে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন আরবের লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইব্ন যায়দ (র)-এর মতও ইহাই। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটি সর্বাধিক যুক্তিসংগত। কারণ পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি আর তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না।

অর্থাৎ- তাওহীদের বাণী প্রচারের পর যখন আরবের মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর নির্যাতন শুরু করে, তাঁহার বিরোধিতা করে এবং সত্যকে স্তব্ধ করিয়া দিবার চতুর্মুখী চক্রান্ত শুরু করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দীপ্ত কণ্ঠে এই ঘোষণা দিতে বলেন যে, আমি একমাত্র এক আল্লাহ্রই দাসত্ব করি, যাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি ও তাঁহারই উপর ভরসা করি আর তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি তোমাদিগেরই ন্যায় একজন মানুষ মাত্র। আল্লাহ্ আমার নিকট অহী প্রেরণ করেন আর আল্লাহ্রই একজন আজ্ঞাবহ দাস। তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিবার বা হিদায়াত দিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই। এই সব কিছুর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র হাতে। আর আমিও যদি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করি তো আল্লাহ্র আযাব হইতে কেহ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজের সম্পর্কে বলেন ঃ

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

অর্থাৎ-আপনি আরো বলুন যে, আমি যদি আল্লাহ্র নাফরমানী করি তো আল্লাহ্র আযাব হইতে কেহ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না আর আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো নিকট আমি আশ্রয় পাইব না।

মুজাহিদ , কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ مُلْتَحَدًا অর্থ- ملجا অর্থাৎ- আশ্রয়স্থল। কাতাদা (র) বলেন ঃ সাহায্যকারী ও আশ্রয়স্থল। এক বর্ণনায় আছে যে, مُلْتَحَدًا অর্থ- অভিভাবক ও আশ্রয় দানকারী। اِلاَّ بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ কেহ কেহ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আমি কাহাকেও হিদায়াত দিবার বা বিভ্রান্ত করিবার মালিক নহি। আল্লাহ্ আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করেন তাহা পৌঁছাইয়া দেওয়াই কেবল আমার দায়িত্ব।

কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ আমাকে যেই রিসালাতের দায়িত্ব দিয়াছেন তাহা পালন করিয়াই কেবল আমি আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা পাইতে পারি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ -

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হয়, আপনি উহা মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিন। আর যদি আপনি তাহা না করেন তাহা হইলে আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেন নাই। আল্লাহ্ই আপনাকে মানুষের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ আমি তোমাদিগের নিকট আল্লাহ্র রিসালাত পৌঁছাইয়া দিয়াছি। ইহার পরও যদি কেহ আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে জাহান্নামের অগ্নিই হইবে তাহার পরিণাম। আজীবন সে জাহান্নামে অবস্থান করিবে, কখনো সেথা হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

حَتّٰى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا অর্থাৎ জিন ও মানুষের মধ্যে যাহারা মুশরিক, তাহারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখিয়া তখন বুঝিতে পারিবে যে, সাহায্যকারীরূপে কে দুর্বল এবং সংখ্যায় কারা অল্প। অর্থাৎ সেদিন মুশরিকদের কোনই সাহায্যকারী থাকিবে না এবং আল্লাহ্র সৈন্য বাহিনীর তুলনায় সংখ্যায় তাহারা নিতান্তই নগণ্য।

(٢٥) قُلْ اِنْ اَدْرِيْۤ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْۤ اَمَدًا ○

(٢٦) عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ○

(٢٧) إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۙ

(٢٨) لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۙ

২৫. বল, 'আমি জানি না তোমাদিগকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক ইহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিবেন?'

২৬. 'তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না,

২৭. 'তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন,

২৮. 'রাসূলগণ তাহাদিগকে প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন কি না জানিবার জন্য; রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে এই কথা বলিয়া দিবার জন্য তাঁহার রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন যে, কিয়ামত শীঘ্রই সংঘটিত হইবে, না কি বিলম্বে আমার তাহা জানা নাই।

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ؟ অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি জানি না যে, তোমাদিগকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা আসন্ন নাকি আমার প্রতিপালক তাহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিবেন?

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভূগর্ভ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ব্যাপারে মূর্খ সমাজে যে একটি কথা প্রচলিত আছে উহা অসার ও ভিত্তিহীন। ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিয়ামত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হইলে-তিনি তাহার কোন উত্তর দিতেন না। জিবরাঈল (আ) এক বেদুঈনের আকৃতিতে আসিয়া কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ "যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে এই বিষয়ে তিনি প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না।"

অন্য এক হাদীসে আছে যে, এক বেদুঈন লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত কখন হইবে ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ আগে বল, কিয়ামতের জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নিয়াছ ?

লোকটি বলিল, নামায-রোযা তো বেশী কিছু করিতে পারি নাই, তবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তাহাই যদি হয় তো তুমি তোমার প্রিয়পাত্রদের সঙ্গী হইবে।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ এই হাদীস শুনিয়া আমরা যতটুকু খুশী হইয়াছি অন্য কিছুতে ততটুকু খুশী হইতে পারি নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে আদম সন্তান! যদি তোমাদিগের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে নিজেদেরকে তোমরা মৃতদের মধ্যে গণ্য কর। যাহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا - إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُوْلٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সমানভাবে অবগত। তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত সৃষ্টির কাহারও নিকট নিজের জ্ঞানের কথা প্রকাশ করেন না। তিনি যাহাকে অবগত করান কেবল সেই উহা বলিতে পারে। এই আয়াতে রাসূল বলিতে ফেরেশতা ও মানব উভয়কেই বুঝানো হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মনোনীত যে রাসূলকে ইলম দান করেন তাহার নিরাপত্তা এবং সেই ইলমের প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে তাঁহার আশে-পাশে সর্বদা ফেরেশতাদের প্রহরা নিয়োজিত করিয়া রাখেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوْا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا অর্থাৎ রাসূলগণ তাহাদিগের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন কিনা তাহা জানিবার জন্য; রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সবকিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

আলোচ্য আয়াতে لِيَعْلَمَ (অর্থাৎ যেন সে জানিতে পারে)-এর কর্তা কে ? অর্থাৎ কি জানিবে ? এই ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন ঃ জানিবেন রাসূল (সা)। যেমন ঃ لِيَعْلَمَ الرَّسُوْلُ অর্থাৎ যেন রাসূল (সা) জানিতে পারেন।

ইব্ন জারীর (র) .... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ওহী লইয়া আসিবার সময় চারজন প্রহরী ফেরেশতা হযরত

জিবরাঈল (আ)-এর সঙ্গে থাকিতেন যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুঝিতে পারেন যে, ফেরেশতারা তাঁহার নিকট আল্লাহ্র পয়গাম সঠিকভাবে পৌঁছাইয়াছেন। যাহ্হাক, সুদ্দী এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (র)-ও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

আব্দুর রাযযাক (র) মা'মার (র) সূত্রে কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا الخ অর্থ যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানিতে পারেন যে, রাসূলগণ আল্লাহ্র পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছাইয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন ঃ لِيَعْلَمَ অর্থাৎ মানুষরা যেন জানিতে পারে যে, রাসূলগণ আল্লাহ্র পয়গাম যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাইয়াছেন অর্থাৎ لِيَعْلَمَ এর কর্তা হইল মানুষ।

ইব্ন জাওযী (র) যাদুল মসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, لِيَعْلَمَ -এর কর্তা হলো আল্লাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁহার রাসূলদেরকে হেফাজত করেন, যাহাতে তাহারা নির্বিঘ্নে রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করিতে পারে, যেন আল্লাহ্ তা'আলা বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ অর্থাৎ তুমি ইবাদতে যে কিবলা অনুসরণ করিতেছিলে উহাকে এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, যাহাতে আমি জানিতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরিয়া যায় ?

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِيْنَ অর্থাৎ যাহাতে আল্লাহ্ জানিতে পারেন যে, কে মু'মিন আর কে মুনাফিক। এইরূপ আরো বহু আয়াত রহিয়াছে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব হইতে সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তাই এইসব আয়াতের অর্থ নতুন করিয়া জানা নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার জানা বিষয়টিই বাস্তবে প্রকাশ করা। এজন্য পরে বলিয়াছেন ঃ

وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا অর্থাৎ রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সব কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

সূরা মুয্যাম্মিল

২০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দারুন নদওয়ায় একত্রিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, এই লোকটিকে (মুহাম্মদ (সা)-এর) এমন একটি নাম নির্বাচন করা হোক যেন তাহা শুনিয়া বহিরাগত লোকেরা তাহার কাছে না ভিড়ে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে কেহ বলিল, কাহিন (গণক) রাখা হউক; অন্যরা বলিল, না, সে তো কাহিন নহে। কেহ বলিল, মাজনূন (পাগল) আখ্যা দেওয়া হউক। অন্যরা বলিল, না, সে তো পাগল নহে। কেহ বলিল, সাহির (যাদুকর) আখ্যা দেওয়া হইক। অন্যরা বলিল, না, সে তো সাহিরও নহে। এইভাবে তাহারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বৈঠক এইখানেই শেষ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া ভারাক্রান্ত মনে কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়েন। ইত্যবসরে হযরত জিবরাঈল (আ) আসিয়া يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ও يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ। (হে বস্ত্রাবৃত! হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!) বলিয়া ডাক দিলেন।

(١) يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ

(٢) قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ

(٣) نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ

(٤) اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۙ

(٥) اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝

(٦) اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۙ

(৭) اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝

(৮) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝

(৯) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝

১. হে বস্ত্রাবৃত!
২. রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত।
৩. অর্ধরাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প।
৪. অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।
৫. আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী।
৬. অবশ্য রাত্রিকালের উত্থান দলনে প্রবলতর এবং বাক্য স্ফূরণে সঠিক।
৭. দিবাভাগে তোমার জন্য রহিয়াছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।
৮. সুতরাং তুমি প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁহাতে মগ্ন হও।
৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; অতএব তাঁহাকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়ক রূপে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিতেছেন যে, আপনি রাত্রিকালে বস্ত্রাবৃত হইয়া শুইয়া থাকা বর্জন করুন এবং উঠিয়া তাহাজ্জুদ আদায় করুন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ তাহাদিগের পার্শ্বদেশ বিছানা হইতে আলগা করে। তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ডাকে ভয়ে ও আশায় আর আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা হইতে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) ব্যয় করে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-কে রাত্রি জাগরণের যে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যথাযথভাবে উহা পালন করিতেন। রাত জাগিয়া এই তাহাজ্জুদ পড়া কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যই ওয়াজিব ছিল। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

অর্থাৎ আর আপনি রাতে কিয়দাংশে তাহাজ্জুদ পড়ুন। এই নির্দেশ কেবলমাত্র আপনারই জন্য। আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে মাকামে মাহমূদে প্রেরণ করিবেন।

আর এইখানে উহার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا "হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত।"

ইব্ন আব্বাস (রা), যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ অর্থ, হে ঘুমন্ত ব্যক্তি! কাতাদা (র) বলেন ঃ হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন ঃ যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিলেন।

نِصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً اَوْ زِدْ عَلَيْهِ অর্থাৎ তোমাকে অর্ধরাত্র জাগ্রত থাকিয়া তাহাজ্জুদ পড়িবার নির্দেশ দেওয়া হইল। ইহার চেয়ে কিছু কম বা বেশী করিলে তাহাতে কোন অসুবিধা নাই।

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً অর্থাৎ আর কুরআন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত কর। কারণ এইভাবে থামিয়া থামিয়া পড়িলে কুরআন বুঝিতে সুবিধা হইবে। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন এইভাবেই তিলাওয়াত করিতেন।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এত ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করিতেন যে, ছোট্ট একটি সূরা পড়িতে তাঁহার অনেক সময় লাগিয়া যাইত।

হযরত আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন খুব দীর্ঘ করিয়া পাঠ করিতেন। এরপর তিনি নমুনা স্বরূপ বিসমিল্লাহ্র প্রতিটি শব্দ তথা আল্লাহ্ আর-রাহমান ও আর-রাহীম দীর্ঘ করিয়া পড়িয়া শুনান।

ইব্ন জুরায়জ (র) ইব্ন আবী মুলাইকা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন কিভাবে পাঠ করিতেন হযতর উম্মে সালামা (রা)-কে এই প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআনের প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথকভাবে তিলাওয়াত করিতেন। যেমন—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - وَغَيْرَهُ -

ইমাম আহমদ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) কুরআন পাঠককে বলা হইবে, পড় আর উপরে উঠিতে থাক। দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে পাঠ করিতে ঠিক সেভাবেই পাঠ কর। এইভাবে পড়িতে শেষ আয়াত যেই স্থানে সমাপ্ত হইবে সেইখানেই তোমার ঠিকানা। ইমাম আবূ দাঊদ, তিরমিযী (র) ও নাসায়ী (র) সুফিয়ান সাওরী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের স্বর দ্বারা তোমরা কুরআনকে সুসজ্জিত কর। যে ব্যক্তি সুন্দর আওয়াজে কুরআন পাঠ করে না, সে আমাদের লোক নয়। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ এই লোকটিকে আল্লাহ্ তা'আলা দাঊদ (আ)-এর স্বর দান করিয়াছেন। এই মন্তব্য শুনিয়া আবূ মূসা (রা) বলিয়াছিলেন, আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনিতেছেন, জানিলে আমি আরো সুন্দর স্বরে পাঠ করিতাম।

ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন কুরআনকে তোমরা বালির মত বিক্ষিপ্ত করিয়া এবং কবিতার মত অশ্রদ্ধার সহিত পড়িও না। বিস্ময়কর অর্থবোধক আয়াত পাঠ করিয়া থামিয়া উহা দ্বারা মনে আন্দোলন সৃষ্টি কর। কিভাবে সূরা শেষ করিবে কেবল এই চিন্তা করিও না।

ইমাম বুখারী (র) .... আমর ইব্‌ন মুররা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন মুররা (র) বলেন, আমি আবূ ওয়ায়েলকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি গত রাতে মুফাস্‌সালের সব ক'টি সূরা একই রাকাআতে পাঠ করিয়াছি। শুনিয়া ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন ঃ তবে তো তুমি কবিতা পাঠের ন্যায় খুব দ্রুতই পড়িয়াছ। আমার সেই পাশাপাশি সূরাগুলির কথা মনে আছে, যেইগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) একত্রে মিলাইয়া পড়িতেন। এরপর তিনি মুফাস্‌সালের বিশটি সূরার নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক রাকাআতে একত্রে ইহার দুইটি মাত্র সূরা পাঠ করিতেন।

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً। অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ قَوْلاً ثَقِيلاً অর্থাৎ আমি তোমার উপর এমন বাণী অবতীর্ণ করিতেছি যাহার উপর আমল করা হইবে কষ্টকর।

কেহ কেহ বলেন ঃ এমন বাণী অবতীর্ণ করিব, যাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে অবতরণকালে ভারী বলিয়া অনুভূত হইবে। যেমন ঃ হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন ঃ একবার ওহী অবতরণের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রান আমার রানের উপর ছিল। ওহীর ভারে আমার রান ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ওহী আগমনের পূর্বে কি আপনি টের পান? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, ওহী অবতরণের সময় কড়া নড়িবার ন্যায় আওয়াজ শুনিতে পাই। তখন আমি নিরব হইয়া যাই। অতঃপর যখন আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হয় তখন আমার মনে হয় যে,এই বুঝি আমি মরিয়া গেলাম।

ইমাম বুখারী (র) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, হারিছ ইব্‌ন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার নিকট ওহী কিভাবে আগমন করে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমার নিকট ওহী কখনো ঘন্টার আওয়াজের ন্যায় আসে। এই পদ্ধতিই আমার জন্য বেশী কষ্টকর হয়। আওয়াজ বন্ধ হওয়ার সংগে সংগে আমার সব মুখস্ত হইয়া যায়। কখনো কখনো (আমার পরিচিত) কোন মানুষের আকৃতি ধরিয়া ফেরেশ্‌তা আসিয়া আমার সহিত সরাসরি কথা বলেন, আর তিনি যাহা বলেন আমি সংগে সংগে উহা মুখস্ত করিয়া ফেলি। হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা যে, প্রচণ্ড শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইলে শেষে তাঁহার কপাল হইতে ঘাম ভাসিয়া পড়িত।

ইমাম আহমদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ উষ্ট্রীর উপর আরোহী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওহী অবতীর্ণ হইলে ওহীর ভারে উষ্ট্রী নুইয়া পড়িত।

ইব্ন জারীর (র) ..... উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (রা) বলেন, উষ্ট্রীর উপর আরোহী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইলে ওহীর ভারে উষ্ট্রী নুইয়া পড়িত। এমনকি ওহী অবরতণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উষ্ট্রী আর নড়াচড়া করিতে পারিত না। ইব্ন জারীর (র) বলেন, ওহী অবতরণ কালে যেমন ভারী ছিল ওহী অনুযায়ী আমল করাও তেমন ভারী কাজ।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ ওহী দুনিয়াতে যেমন ভারী, তেমনি কিয়ামতের দিনও পাল্লায় ভারী হইবে।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْأً وَّ اَقْوَمُ قِيْلاً "অবশ্য রাত্রিকালে উত্থান দলনে প্রবলতর এবং বাক্য স্ফূরণে সঠিক।"

আবূ ইসহাক (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাবশা ভাষায় نَشَأَ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইব্ন উমর, ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন ঃ গোটা রাতকেই نَاشِئَةٌ বলা হয়। মুজাহিদ (র) সহ আরো অনেকে এই মতই পোষণ করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) হইতে একটি বর্ণনা আছে যে, ইশার পরবর্তী সময়কে نَاشِئَةٌ বলা হয়। আবূ মিজলায, কাতাদা, সালিম, আবূ হাযিম ও মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। মোটকথা রাতের প্রতিটি সময়কেই نَاشِئَةٌ বলা হয়।

আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়িলে অন্তর ও যবান একাকার হইয়া যায়। মুখে যাহা তিলাওয়াত করা হয় সঙ্গে সঙ্গে উহা অন্তরে গাঁথিয়া যায়। দিবসের তুলনায় রাত্রিকালে ইবাদতে ও তিলাওয়াতে একাগ্রতা বেশী থাকে।

আবূ ইয়ালা মুসেলী (র) .... আ'মাশ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আ'মাশ (র) বলেন, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) وَاَقْوَمُ قِيْلاً এর وَاَصْوَبُ قِيْلاً পাঠ করিলেন শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিল, আমরা তো وَاَقْوَمُ قِيْلاً পাঠ করিয়া থাকি। উত্তরে আনাস (রা) বলিলেন, أهيأ – اقوم – أصوب ইত্যাদি একই অর্থবোধক শব্দ।

اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً দিবসে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা রহিয়াছে। অর্থাৎ দিবসে আপনার জন্য নিদ্রা ও বিশ্রামের জন্য অনেক সময় রহিয়াছে। তখন অনেক নফল পড়িতে পারিবেন এবং দুনিয়াবী কাজ-কর্ম করিতে পারিবেন। তাই রজনীকে কেবল আখিরাতের কাজের জন্যই রাখিয়া দিন। উল্লেখ্য যে, সে সময় তাহাজ্জুদ নামায সকলের জন্য ফরয ছিল। এই নির্দেশ ছিল তখনকার জন্য। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর দয়া পরবশ হইয়া তাহাজ্জুদের নামায নফল করিয়া দেন এবং পরিমাণেও কমাইয়া দেন।

ইমাম আহমদ (র) .... সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) এক পর্যায়ে তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া মদীনায় চলিয়া যান। যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দ্বারা যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া আমৃত্যু আল্লাহ্‌র পথে রূম রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার মনস্থ করেন। মদীনায় পৌঁছিয়া নিজ গোত্রের সাক্ষাৎ করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করেন। শুনিয়া তাহারা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় আমাদের মধ্য হইতে ছয়জন লোক এই ধরনের ইচ্ছা পোষণ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে বারণ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ আমার মধ্যেই কি তোমাদিগের জন্য উত্তম আদর্শ নেই ? এই ঘটনা শুনিয়া সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন এবং তখনই উপস্থিত লোকদেরকে সাক্ষী রাখিয়া স্ত্রীর তালাক প্রত্যাহার করিয়া নেন।

ইতিমধ্যে তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিত্‌র নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, দুনিয়াবাসীদের মধ্যে বিতর সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা) সবচেয়ে ভালো বলিতে পারিবেন। তুমি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর এবং ফিরিয়া আসিয়া তিনি কি বলেন তাহা আমাকে জানাইও।

সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি হাকীম ইব্‌ন আফলাহ (রা)-এর নিকট যাই এবং আমাকে হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমি তাঁহার কাছে যাইতে পারিব না। কারণ হযরত আলী ও তালহার প্রতিপক্ষের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ব্যাপারে তাঁহাকে কোন কথা না বলিতে আমি বারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না।

সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) বলেন, ইহার পরও আমার পীড়াপীড়িতে অগত্যা তিনি সম্মত হইলেন। আমরা দুইজন হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে উপস্থিত হই। দেখিয়া হযরত আয়িশা (রা) (পর্দার আড়াল হইতে) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে হাকীম ? হাকীম বলিলেন, হ্যাঁ। আয়িশা বলিলেন, তোমার সঙ্গে আর কে? বলিলেন, সাঈদ ইব্‌ন হিশাম। আয়িশা (রা) বলিলেন, কোন্ হিশাম? হাকীম বলিলেন, আমিরের পুত্র হিশাম। শুনিয়া আয়িশা (রা) আমিরের জন্য রহমতের দু'আ করিলেন ও বলিলেন, আমির বড় ভালো লোক ছিল। আমি বলিলাম, উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র কেমন ছিল একটু বলুন। উত্তরে আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ তুমি কি কুরআন পড় না ? বলিলাম, হ্যাঁ, পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন, এই কুরআনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র। অতঃপর আমি উঠিয়া আসিতে উপক্রম হই। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাহাজ্জুদের কথা মনে পড়ে। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাহাজ্জুদ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। আয়িশা (রা) বলিলেন, তুমি কি সূরা মুয্‌যাম্মিল পড় না ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন, এই সূরার শুরুতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাজ্জুদ ফরয করিয়াছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবা-কিরাম এক বছর যাবত রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়েন। এতে তাঁহাদিগের পা পর্যন্ত ফুলিয়া যাইত। দীর্ঘ বার মাস এইভাবে তাহাজ্জুদ পড়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা অত্র সূরার শেষাংশ নাযিল করিয়া ফরযের পরিবর্তে তাহাজ্জুদ নফল করিয়া দেন।

সাঈদ (রা) বলেন, অতঃপর আমি চলিয়া আসিতে উদ্যত হই। হঠাৎ বিতর নামাযের কথা মনে পড়িয়া যায় । ফলে বলিলাম, হে মু'মিন জননী! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিত্‌র নামায সম্পর্কে কিছু বলুন। আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ আমরা রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য মিসওয়াক ও উযূর পানি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। সময়মত তিনি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া মিসওয়াক করিয়া উযূ করিতেন এবং একত্রে আট রাকাত নামায পড়িতেন। এই আট রাকাতের মাঝে আর তিনি বসিতেন না। অষ্টম রাকাতে বসিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র করিতেন ও দু'আ করিতেন। অতঃপর সালাম না ফিরাইয়া উঠিয়া আরো এক রাকাত পড়িয়া বসিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র করিতেন ও দু'আ করিতেন। অতঃপর উচ্চস্বরে সালাম ফিরাইতেন, যাহা আমরা শুনিতে পাইতাম। তারপর বসিয়া বসিয়া আরো দুই রাকাত নামায পড়িতেন। এইভাবে তিনি এগার রাকাত নামায পড়িতেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৃদ্ধ হইয়া যান এবং শরীর ভারী হইয়া যায়, তখন প্রথমে বেজোড় সাত রাকাত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া বসিয়া আরো দুই রাকাত সর্বমোট নয় রাকাত নামায পড়িতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন নামায পড়িলে তাহা নিয়মিত পড়িতেন। (শুরু করিয়া কয়দিন পর আবার ছাড়িয়া দিতেন না)। কোন ব্যস্ততা, নিদ্রা বা রোগ-ব্যাধির কারণে রাতের নামায পড়িতে না পারিলে দিনের বেলা বার রাকাত পড়িয়া লইতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুরা কুরআন এক রাত্রে খতম করিয়াছেন বা রমযান ব্যতীত অন্য কখনো ধারাবাহিকভাবে একমাস রোযা রখিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া হযরত আয়িশা (রা)-এর সহিত আমার যে আলাপ হইয়াছে উহা আদ্যোপান্ত তাঁহাকে অবহিত করি। শুনিয়া তিনি আয়িশা (রা)-এর বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, তাহার কাছে আসা-যাওয়া থাকিলে আমি সরাসরি তাঁহার সহিত এইসব বিষয়ে আলাপ করিতাম। ইমাম মুসলিম (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা মুয্‌যাম্মিলের প্রথমাংশ নাযিল হওয়ার পর সাহাবা-কিরাম রমযান মাসের ন্যায় রাত জাগিয়া নামায পড়িতে শুরু করে। এইভাবে এক বছর অতিবাহিত হইবার পর শেষাংশ নাযিল হয়।

ইব্‌ন জারীর (র) .... আবূ আব্দুর রহমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুর রহমান (রা) বলেন, সূরা মুয্‌যাম্মিল অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবাগণ দীর্ঘ এক বছর যাবত রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহাদিগের পা ফুলিয়া যাইত। অতঃপর فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এই আয়াতটি নাযিল হয়। ইহার পর সাহাবাগণ স্বস্তি লাভ করেন। হাসান বসরী (র) এবং সুদ্দী (র) এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে বলিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্

(সা)-এর রাতের জাগরণ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। আয়িশা (রা) বলিলেন, তুমি কি সূরা মুয্‌যাম্মিল পড় না ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ এই সূরার শুরুতে তাহাজ্জুদ ফরয করা হইয়াছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবাগণ দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পড়িতে তাঁহাদিগের পা ফুলিয়া যাইত। ইহার ষোল মাস পর সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হয়।

মা'মার (র) কাতাদা (র) হইতে قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর এক বছর বা দুই বছর সাহাবা কিরাম রাত জাগিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে থাকেন। ইহাতে তাহাদিগের পা পর্যন্ত ফুলিয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সূরার শেষাংশ নাযিল করিয়া তাহাজ্জুদকে শিথিল করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জারীর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) দশ বছর যাবত রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে থাকেন। এক দল সাহাবাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত তাহাজ্জুদ পড়িতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘ দশ বছর এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ الخ নাযিল করিয়া তাহাজ্জুদের বিধান শিথিল করিয়া দেন।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً অর্থাৎ হে রাসূল! অধিক পরিমাণে তুমি তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিতে থাক এবং একনিষ্ঠভাবে ইবাদতের জন্য অবসর গ্রহণ কর। অর্থাৎ দুনিয়ার অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্ম থেকে অবসর হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হও। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ দুনিয়ার আবশ্যকীয় কাজ শেষে যখনই অবসর পাও, একনিষ্ঠভাবে আমার সাধনায় লিপ্ত হও।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আবূ সালিহ, আতিয়্যা, যাহ্‌হাক ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হও। হাসান (র) বলেন ঃ সাধনায় লিপ্ত হও এবং নিজেকে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকাইয়া দাও। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ পরিভাষায় ইবাদতকারীকে مُتَبَتِّلْ বলা হয়।

অর্থাৎ تبتيل আর ইবাদত একই অর্থবোধক শব্দ। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) تَبَتُّلْ তথা ঘর সংসার ও বিবাহ পরিত্যাগ করিয়া শুধু ইবাদত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً অর্থাৎ গোটা জগতের নিয়ন্তা ও অধিকর্তা এক মাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ ছাড়া যেমন কাহারো ইবাদত তথা দাসত্ব করা যায় না, তেমনি তাওয়াক্কুল বা ভরসাও একমাত্র তাঁহারই

উপর করিতে হইবে। আর একমাত্র তাঁহাকেই কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ "আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁহারই উপর ভরসা কর।" অন্যত্র বলেন ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" এই ধরনের আরো বহু আয়াত আছে যাহাতে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্রই ইবাদত ও আনুগত্য করিবার জন্য এবং আল্লাহ্রই উপর ভরসা করিবার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(١٠) وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ○

(١١) وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ○

(١٢) اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ○

(١٣) وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ○

(١٤) يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ○

(١٥) اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ○

(١٦) فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ○

(١٧) فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ○

(١٨) السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ○

১০. লোকে যাহা বলে, তুমি তাহাতে ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদিগকে পরিহার করিয়া চল।

১১. ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে আর কিছুকালের জন্য উহাদিগকে অবকাশ দাও।

১২. আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

১৩. আর আছে এমন খাদ্য, যাহা গলায় আটকাইয়া যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।

১৪. সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হইবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকরাশিতে পরিণত হইবে।

১৫. আমি তোমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছি এক রাসূল তোমাদিগের জন্য সাক্ষী স্বরূপ, যেমন রাসূল পাঠাইয়াছিলাম ফিরাউনের নিকট।

১৬. কিন্তু ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম।

১৭. অতএব যদি তোমরা কুফরী কর কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে সেইদিন যেইদিন কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করিবে,

১৮. যেইদিন আকাশ হইবে বিদীর্ণ, তাঁহার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-কে এই নির্দেশ দিতেছেন যে, নির্বোধ কাফিররা আপনার প্রতি যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কুৎসা রটায় আপনি তাহাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং কোন রকম নিন্দা বা তিরস্কার না করিয়াই সৌজন্যের সহিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলুন।

অতঃপর কাফিদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন ঃ

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً অর্থাৎ আমাকে এবং প্রাচুর্যের অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে ছাড়িয়া দাও আর কিছুকালের জন্য তাহাদিগকে অবকাশ দাও। একদিন আমি উহাদিগকে দেখিয়া ছাড়িব। আমি ইহাদিগকে জানমাল উভয়টিই দান করিয়াছি। অন্যদের তুলনায় আমার আনুগত্যের ব্যাপারে ইহাদিগের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইহারা করিতেছে তাহার বিপরীত। তাই একদিন ইহার পরিণাম ইহাদিগের ভোগ করিতেই হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ অর্থাৎ ইহাদিগকে আমি কিছুকাল ভোগ-বিলাসের সুযোগ দিব, অতঃপর কঠোর আযাবে নিক্ষেপ করিব।

اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالاً وَّجَحِيمًا অর্থাৎ "আমার নিকট আছে শৃংখল ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।"

ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, তাউস, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা, আবূ ইমরান আল জাওনী, আবূ মিজলায, যাহ্হাক, হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান, কাতাদা, সুদ্দী, ইব্ন মুবারক এবং সাওরী (র)সহ আরো অনেকে বলেন ঃ اَنْكَالُ অর্থ قيود তথা শৃংখল। جَحِيمٌ অর্থ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيمًا অর্থাৎ আমার কাছে আরো আছে এমন খাদ্য যাহা গলায় আটকাইয়া যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ অর্থাৎ এমন খাদ্য যাহা গলায় আটকাইয়া যায়। ফলে পেটের ভিতরেও প্রবেশ করে না এবং বাহিরও হয় না।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلاً অর্থাৎ সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হইবে আর পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً - فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنَاهُ اَخْذًا وَّبِيْلاً -

অর্থাৎ তোমাদিগের কর্মকাণ্ডের সাক্ষীস্বরূপ আমি তোমাদিগের নিকট এক রাসূল পাঠাইয়াছি যেমন পাঠাইয়াছিলাম ফিরআউনের নিকট। কিন্তু ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল। ফলে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম। অতএব তোমরা ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমরা যদি আমার রাসূলকে অমান্য কর তো তোমাদিগকেও ফিরআউনের ন্যায় কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। বরং তোমাদিগের শাস্তি আরো কঠোর হইবে। কারণ, তোমাদিগের রাসূল ফিরআউনের নিকট প্রেরিত মূসা (আ) হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও মহান। বিধায় তাঁহাকে অমান্য করা অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, হে লোক সকল! তোমরা যদি আল্লাহ্র সহিত কুফরী কর, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তাহা হইলে তোমরা কিভাবে আল্লাহর আযাব হইতে রেহাই পাইবে, যেদিন কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করা হইবে?

দ্বিতীয়ত, তোমরা যদি কিয়ামত দিবসকেই অস্বীকার করিলে তো কি করিয়া তোমরা তাকওয়া ও খোদা-ভীতি অর্জন করিবে? বলাবাহুল্য যে, উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী। তবে প্রথমটি বেশি উত্তম।

"কিশোর বৃদ্ধে পরিণত হইবে" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে বলিবেন, জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। তখন আদম (আ) জিজ্ঞাসা করিবেন, আল্লাহ্ কতজন হইতে কতজন? আল্লাহ্ বলিবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বইজন জাহান্নামী আর মাত্র একজন জান্নাতী। তখন যেই বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহাতে কিশোররা বৃদ্ধে পরিণত হইয়া যাইবে।

তাবারানী (র)......... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, "কিয়ামতের দিন তখন এই ঘটনা ঘটিবে যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে বলিবেন, উঠ, তোমার সন্তানদের হইতে জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামে

প্রেরণ কর। আদম (আ) বলিবেন, কি পরিমাণ জাহান্নামে পাঠাবো? আল্লাহ্ বলিবেন, প্রতি এক হাজার হইতে নয়শত নিরানব্বই জন। আর একজনই কেবল মুক্তি পাইবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া সাহাবায়ে কিরাম ঘাবড়াইয়া যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন ঃ "শুন! আদম সন্তানের সংখ্যা অনেক। ইয়াজূজ-মাজূজও আদম সন্তানেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগের কেহ এক হাজার ঔরসজাত সন্তান না রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিবে না। এই ইয়াজূজ-মাজূজ আর তাহাদিগের স্বগোত্রীয়রা হইবে জাহান্নামী আর জান্নাত রহিল তোমাদিগের জন্য।

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসের ভয়াবহতায় আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। এই ব্যাখ্যা হাসান ও কাতাদা (র) করিয়াছেন।

كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً অর্থাৎ কিয়ামত দিবস সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন উহা বাস্তবায়িত হইবে— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(١٩) إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

(٢٠) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৯. ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার অভিরুচি সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক!

২০. তামার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদিগের একটি দলও এবং আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিবস

ও রাত্রির পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা ইহার সঠিক হিসাব রাখিতে পার না। অতএব আল্লাহ্ তোমাদিগের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইয়াছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদিগের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর; আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, কেহ কেহ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করিবে এবং কেহ কেহ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে। কাজেই কুরআন হইতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর; সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদিগের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যাহা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করিবে তোমরা তাহা পাইবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্র নিকট, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, এই সূরাটি বিবেকবানদের জন্য উপদেশ এবং শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ। বিধায় যাহার অভিরুচি আল্লাহ্র মজুরীর শর্তে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করিতে পারে। বস্তুত আল্লাহ্ হিদায়াত প্রদান করিবার ইচ্ছা না করিলে কেহই সঠিক পথ পাইতে পারে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে তোমরা ইচ্ছা করিতে পারিবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ অর্থাৎ হে নবী! আপনি এবং আপনার কতিপয় সংগী যে কখনো রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কখনো বা অর্ধাংশ আবার কখনো এক তৃতীয়াংশ সময়ে তাহাজ্জুদ আদায় করেন আপনার প্রতিপালক তদসম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তিনি জানেন যে, এই সবই আপনাদিগের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হইয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ আপনাদিগকে রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়াছেন আপনারা অনবরত উহা পালন করিতে পারেন না। পারিবেনই বা কি করিয়া, ইহাতো আপনাদিগের জন্য কষ্টকর।

وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ অর্থাৎ আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। কখনো দিন-রাত সমান থাকে, কখনো বা দিন বড় রাত ছোট আবার কখনো বা ইহার বিপরীত।

عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ আপনাদিগের উপর যে তাহাজ্জুদ ফরয করা হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, আপনারা যথাযথভাবে হিসাব করিয়া উহা পালন করিতে পারিবেন না। কাজেই

এখন হইতে অনির্দিষ্টভাবে যতটুকু আপনাদিগের জন্য সহজ ততটুকু সময় জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়ুন ও উহাতে কুরআন পাঠ করুন।

এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাঠ বলিয়া নামায পড়া বুঝাইয়াছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে সালাত বলিয়া কিরাআত বুঝাইয়াছেন। যেমন ঃ

وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا "তোমার নামায তথা কিরাআতের স্বর বেশী উচ্চও করিও না আবার বেশী ক্ষীণও করিও না।" এইখানে সালাত বলিয়া কিরাআত বুঝানো হইয়াছে।

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সহচরগণ প্রমাণ করিতে চাহেন যে, নামাযে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়– বরং সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন একটি আয়াত পড়িলেই ফরয আদায় হইয়া যাইবে। ইহার সমর্থনে তাঁহারা এই একটি হাদীস পেশ করেন যে, এক ব্যক্তি নামাযে ভুল করিয়া ফেলিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ 'কুরআনের যাহা তোমার জন্য সহজ হয় তুমি পুনরায় তাহা পাঠ কর।'

জমহুর ইমামগণ ইহার জবাবে বলেন যে, বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তাহার নামায হয় নাই।"

মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'যে নামাযে উম্মুল কুরআন (তথা সূরা ফাতিহা) পড়া হয় না উহা অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।'

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, এই উম্মতের বহু লোক অপারগতাবশত তাহাজ্জুদ আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। কেহ অসুস্থ ও রুগ্ন হইবার কারণে পারিবে না। কেহ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে থাকিবে আবার কেহ বা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধরত থাকিবে। ফলে তাহারা তাহাজ্জুদ পড়িবার অবকাশ পাইবে না। সুতরাং ঃ

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এইসব উযরের কারণে তোমরা তোমাদিগের সাধ্য পরিমাণ তাহাজ্জুদ আদায় কর।

বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতটি অর্থাৎ عَلِمَ اللّٰهُ الخ বরং পুরা সূরাটিই মক্কী। তখনও জিহাদের বিধান দেওয়া হইয়াছিল না। অথচ এই আয়াতে জিহাদের কথা উল্লেখ

করা হইয়াছে। বস্তুত ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবূওতের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা, ইহাতে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য অদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......... আবূ রাজা মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ রাজা মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, একজন কুরআনের হাফিজ, যিনি শুধু ফরয নামাযই আদায় করে কিন্তু তাহাজ্জুদ পড়ে না, তাঁহার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, সে কুরআনকে তাকিয়া বানাইয়াছে আল্লাহ্‌র অভিশাপ তাহার উপর। আমি বলিলাম, হে আবূ সাঈদ! (হাসান) আল্লাহ্ তো বলিয়াছেন ঃ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, ঠিকই তো বলিয়াছেন, পাঁচ আয়াত পড়িলেও যথেষ্ট হইবে।

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হাসান বসরী (র) রাত জাগিয়া কিছু হইলেও তাহাজ্জুদ পড়া হাফিজদের জন্য ওয়াজিব মনে করিতেন। এ প্রসংগে এক হাদীসে আছে যে, ভোর পর্যন্ত সারারাত ঘুমাইয়া থাকে, এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ "এমন ব্যক্তির কানে শয়তান পেশাব করে।"

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, লোকটি আসলে ইশার নামায না পড়িয়াই শুইয়া থাকিত। অর্থাৎ ইশার নামায না পড়িয়া যাহারা শুইয়া থাকে শয়তান তাহাদিগের কানে পেশাব করিয়া দেয়। তবে কেহ কেহ তাহাজ্জুদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সুনানের কিতাবসমূহে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "হে কুরআন ওয়ালারা! বিতর পড়।" অন্য হাদীসে আছে যে, "যে ব্যক্তি বিতর পড়িল না সে আমার লোক নয়।"

আবূ বকর ইব্ন আব্দুল আযীয হাম্বলী (র) বলেন ঃ রমযান মাসে তাহাজ্জুদ পড়া ওয়াজিব। (তবে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে সহীহ্ মাসলাক হলো এই যে, তাহাজ্জুদ রমযানে বা রমযানের বাহিরে কখনোই ওয়াজিব নয়)

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ ফরয নামাযসমূহ আদায় কর এবং ফরয যাকাত প্রদান কর।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে উহার পরিমাণ নিসাব ও অন্যান্য বিধান অবতীর্ণ হইয়াছে হিজরতের পরে মদীনায়।

ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা (র) এবং আরো অনেকে বলেন, তাহাজ্জুদ ফরয হওয়া সম্পর্কিত এই আয়াতটি পরবর্তীতে রহিত হইয়া যায়। তবে কতদিন পর রহিত হয়, সেই ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। উপরে এই ব্যাপারে আলোচনা করা হইয়াছে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, জনৈক ব্যক্তির এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, "দিনে রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়।" লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর! ইহা ছাড়া আর কোন নামায ফরয আছে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, ইহা ছাড়া সবই নফল।

وَاَقْرِضُوْا اللّٰهُ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে দান-সাদকা করিতে থাক, তিনি তোমাদিগকে ইহার উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ কে আছো যে, আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান করিবে, ফলে আল্লাহ্ তাহার জন্য উহা বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন?

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ أَجْرًا

অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভালো যাহা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করিবে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট উহা পাইবে। উহা সেই সম্পদ হইতে উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর, যাহা তোমরা নিজেদের জন্য দুনিয়াতে রাখিয়া দাও।

হাফিজ আবূ ইয়া'লা মুসিলী (র) আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাহার নিকট নিজের সম্পদ ওয়ারিসের সম্পদ হইতে প্রিয়? "উত্তরে সাহাবা কিরাম বলিলেন, হুযূর! কেন, আমরা সকলেই তো নিজের সম্পদ ওয়ারিসের সম্পদ হইতে প্রিয় মনে করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যাহা বল, বুঝিয়া শুনিয়া বল।" সাহাবাগণ বলিলেন, হুযূর! আমরা তো এইরূপই জানি। এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "শুন, তোমরা যাহা (আল্লাহ্‌র নিকট) অগ্রিম প্রেরণ কর উহাই তোমাদের সম্পদ। আর যাহা দুনিয়াতে রাখিয়া দাও উহা ওয়ারিসের সম্পদ।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ অধিক পরিমাণে তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর এবং সকল কাজে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার প্রতি দয়া করেন।

সূরা মুদ্দাছ্ছির

৫৭ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝

(٢) قُمْ فَاَنْذِرْ ۝

(٣) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝

(٤) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝

(٥) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

(٦) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝

(٧) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

(٨) فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ۝

(٩) فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۝

(١٠) عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝

১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!
২. উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর।
৩. এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।
৪. তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ।

৫. অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক,
৬. অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না।
৭. এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর।
৮. যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে।
৯. সেইদিন হইবে এক সংকটের দিন—
১০. যাহা কাফিরদিগের জন্য সহজ নহে।

তাফসীর ঃ সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত জাবির (রা) বলিতেন, কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাছছির নাযিল হয়। অপরদিকে জমহুর ইমামদের মত হইল যে, اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ। কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত।

ইমাম বুখারী (র) ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমি আবূ সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কুরআনের কোন্ অংশ সর্বপ্রথম নাযিল হয়? তিনি বলিলেন, يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ। সর্বপ্রথম নাযিল হয়। আমি বলিলাম যে, অনেকে তো বলে যে, সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত اِقْرَاْ بِاسْمِ الخ। আবূ সালামা (রা) বলিলেন, আমি হযরত জাবির (রা)-কে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম এবং তুমি আমাকে যাহা বলিয়াছ, আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যাহা বলিয়াছেন, আমি তোমাকে তাহাই বলিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ একদিন আমি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলাম। ফিরিবার সময় হঠাৎ শুনিতে পাইলাম যে, কে যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমি ডানে, বামে ও সামনে-পিছনে চতুর্দিকে তাকাইয়াও কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সর্বশেষে উপরের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিতে পাইলাম। অতঃপর খাদীজার নিকট আসিয়া বলিলাম, আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দাও আর আমার গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তাহারা আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দিল এবং গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালিল। তখন يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ। নাযিল হয়।

ইমাম মুসলিম (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুকাল ওহী বন্ধ থাকিবার ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলিয়াছেন ঃ একদিন আমি হাঁটিতে ছিলাম। ইত্যবসরে উপরের দিকে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তখন আমি আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দেখিতে পাইলাম যে, হেরা গুহায় আমার নিকট যেই ফেরেশতা আসিয়াছিল, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। দেখিয়া ভয়ে আমি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইলাম। কোন রকমে বাড়িতে আসিয়া বলিলাম যে, তোমরা আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখ। ঘরের লোকেরা আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ। الى فَاهْجُرْ নাযিল করেন। অতঃপর অনবরত ওহী অবতীর্ণ হইতে থাকে।

আলোচ্য হাদীসের "হেরা গুহায় আমার নিকট যেই ফেরেশতা আসিয়াছিল....... " রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই ঘটনার পূর্বেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ওহীর আগমন ঘটিয়াছিল। বাস্তবিকই ইহার পূর্বে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ...... مَالَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছিল। অতঃপর কিছুকাল ওহী আগমন স্থগিত থাকার পর পুনরায় ওহী আগমন শুরু করে। এই দুই বর্ণনার সমন্বয় হইল যে, সর্বপ্রথম اِقْرَأْ بِاسْمِ الخ নাযিল হয়। তাহার পর কিছুকাল ওহী আগমন স্থগিত থাকিবার পর প্রথমে নাযিল হয় يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ الخ

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ "অতঃপর কিছুকাল ওহী আগমন স্থগিত হইয়া যায়। এই সময় একটি আমি রাস্তায় হাঁটিতে ছিলাম। ইত্যবসরে আকাশ হইতে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। ফলে আকাশ পানে চোখ তুলিয়া দেখিতে পাইলাম, হেরা গুহায় আমার নিকট যেই ফেরেশতা আসিয়াছিল, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। দেখিয়া আমি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইলাম। বাড়িতে গিয়া বলিলাম যে, আমাকে তোমরা কাপড় দ্বারা আবৃত কর। ঘরবাসীরা আমাকে কাপড় দ্বারা আবৃত করিল। অতঃপর يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ .... فَاهْجُرْ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর অনবরত ওহী আসিতে আরম্ভ করে।" ইমাম বুখারী ও মুসলিম যুহরী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তাবারানী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অলীদ ইব্ন মুগীরা একদিন কুরাইশদের জন্য ভোজসভার আয়োজন করে। ভোজন শেষে ওলীদ বলিল, আচ্ছা, তোমরাই এই লোকটি (মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কি ধারণা করো? উত্তরে কেহ বলিল, লোকটি যাদুকর। কেহ বলিল, না, যাদুকর নয়। কেহ বলিল গণক, আবার কেহ বলিল, না, গণক নয়। কেহ বলিল, কবি, কেহ বা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, কবি নয়। কেহ বলিল, আসলে লোকটি যে ওহীর কথা বলে উহা লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু। অবশেষে সকলেই এই মতটি সমর্থন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ পাইয়া যারপর নাই দুঃখিত হন এবং কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়েন। তখন আল্লাহ তা'আলা يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ الخ এই নাযিল করেন।

قُمْ فَاَنْذِرْ দৃঢ়ভাবে কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং মানব জাতিকে আমরা আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করুন।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ আর আপনার প্রতিপালকের মহত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করুন।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আপনার পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখুন।

আজলাহ কান্দী ইকরিমা (রা) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ -এর অর্থ

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহার অর্থ হইল অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতার পোষাক বর্জন কর, অর্থাৎ পাপ ও বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়িয়া দাও।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আরবের পরিভাষায় বলা হয় نَقِّيْ الثِّيَابَ কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখ অর্থাৎ গুনাহ বর্জন কর। অন্য বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ আপনার পরিচ্ছদ গুনাহ হইতে পবিত্র রাখুন।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ وَعَمَلَكَ فَاَصْلِحْ অর্থাৎ আপনার আমল সংশোধন করুন। আবূ রযীনও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

মুহাহিদ (র) হইতে আরেক বর্ণনায় আছে যে, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ আপনি যাদুকরও নহেন, গণকও নহেন। অতঃপর কাফিররা যাহা বলে আপনি সেইদিকে মোটেই কর্ণপাত করিবেন না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ আপনার পরিচ্ছদকে আপনি অন্যায় অপরাধ হইতে পবিত্র রাখুন। কোন ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে আরবের পরিভাষায় বলা হয় اِنَّهُ لَدَنَسَ الثِّيَابَ অর্থাৎ এই ব্যক্তি কাপড় অপরিচ্ছন্ন করিয়াছে আর প্রতিশ্রুতি পুরো করিলে এবং অন্যান্য অপরাধ হইতে মুক্ত থাকিলে বলা হয় اِنَّهُ لَمُطَهِّرَ الثِّيَابَ অর্থাৎ অবশ্যই এই লোকটি পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্নকারী।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ তোমার পরিচ্ছদ যেন হারাম উপার্জন দ্বারা খরীদকৃত না হয়। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, তোমার পরিচ্ছদ পানি দ্বারা ধৌত কর। ইব্ন যায়দ (র) বলেন, মুশরিকরা স্বভাবত পরিচ্ছন্নতা অর্জন করিত না। তাই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিতেছেন যে, আপনি মুশরিকদের ন্যায় হইবেন না বরং নিজের দেহ ও পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখুন। ইব্ন জারীর (র) এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত এই আয়াতে দেহ ও অন্তর উভয়টিই পবিত্র রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা তো আয়াত দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়। আর আরবের পরিভাষায় অন্তরের জন্য ثِيَاب তথা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবার প্রচলন রয়েছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থ আপনার অন্তর ও নিয়ত পরিচ্ছন্ন রাখুন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুযায়ী ও হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ আপনার চরিত্রকে নির্মল করুন।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, যুহরী ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ আপনি মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করুন।

ইবরাহীম ও যাহ্হাক (র) বলেন, আপনি অপরাধ ত্যাগ করুন। তবে উভয় ব্যাখ্যায়ই এই কথা অর্থ নয় যে, তিনি এই সব কাজে লিপ্ত ছিলেন। যেমন আল্লাহ্

Contents

বলেন ঃ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَتُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ হে নবী! আপনি আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করিবেন না। আল্লাহ্ অপর এক আয়াতে বলিয়াছেন .... وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هَارُوْنَ মূসা তাহার ভাই হারুনকে বলিলেন, তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধি স্বরূপ দায়িত্ব পালন কর এবং নিজে সংশোধন হইয়া চল আর ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অবলম্বন করিও না। মোটকথা এই সব আয়াতসমূহে যে সব দোষ-ত্রুটি বর্জন করিতে বলা হইয়াছে এই সবের মধ্যে নবী (সা) ও হারুন (আ) লিপ্ত ছিলেন না। অনুরূপ আলোচ্য আয়াতে নবী (সা)-কে মুর্তিপূজা ও গুনাহ বর্জন করিবার জন্য বলা অর্থ এই নহে যে, তিনি লিপ্ত আছেন। বরং অর্থ হইল যেরূপ বর্জন করিয়া আছেন সেরূপ সর্বদা বর্জন করিয়া থাকুন।

وَلاَتَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না। ইকরিমা, মুজাহিদ, আতা, তাউস, আবুল আহওয়াস, ইবরাহীম নাখয়ী, যাহ্হাক, কাতাদা, সুদ্দী (র) এবং আরো অনেকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি وَلاَتَمْنُنْ اَنْ تَسْتَكْثِرُ পড়িতেন। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় আমল করিয়া তোমার প্রতিপালকের উপর বড় কথা বলিও না।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ মঙ্গলজনক কাজ অধিক পরিমাণে করিবার ব্যাপারে দুর্বল হইও না। ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ নবী হইয়াছ বলিয়া মানুষের উপর বড়াই করিও না এবং মানুষের হইতে পার্থিব বিনিময় গ্রহণ করিও না। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এই চারটি ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ অর্থাৎ– আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় প্রতিপক্ষের জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করিয়া চলুন। এই ব্যাখ্যাটি মুজাহিদ (র)-এর।

ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন ঃ মানুষের যাহা কিছু উপকার করিবেন, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য করিবেন।

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ - فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ অর্থাৎ যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন হইবে এক সংকটময় দিন, যাহা কাফিরদিগের জন্য সহজ নহে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, শাবী, যায়দ ইব্‌ন আসলাম, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক, রবী ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ اَلنَّاقُوْرُ অর্থ اَلصُّوْرُ অর্থাৎ শিংগা। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার আকৃতি ঠিক শিং এর ন্যায়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি কিভাবে সুখে দিন কাটাই? অথচ শিংগাওয়ালা ফেরেশতা শিংগা মুখে নিয়া অবনত মস্তকে অপেক্ষমান যে, কখন

আল্লাহ্ নির্দেশ দিবেন আর তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন? শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এমতাবস্থায় আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি হে আল্লাহর রাসূল? রাসূল (সা) বলিলেন ঃ তোমরা বল যে, আল্লাহ্ই আমাদিগের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদিগের উত্তম কর্মবিধায়ক এবং তাঁহার উপরই আমাদিগের ভরসা।" ইমাম আহমদ ও ইব্‌ন জারীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ অর্থাৎ সেইদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিনটি হইবে বড় সংকটময়, যাহা কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ নহে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ কাফিররা বলিবে, ইহাতো একটি সংকটময় দিন। বসরার শাসনকর্তা যুরারা ইব্‌ন আওফা (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি সূরা মুদ্দাছ্ছির দ্বারা ফজরের নামাযের ইমামতি করেন। পড়িতে পড়িতে فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ পর্যন্ত পৌঁছিয়া সজোরে একটি চিৎকার দিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন।

(١١) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝

(١٢) وَّجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۝

(١٣) وَّبَنِينَ شُهُودًا ۝

(١٤) وَّمَهَّدْتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ۝

(١٥) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝

(١٦) كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيدًا ۝

(١٧) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۝

(١٨) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝

(١٩) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

(٢٠) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

(٢١) ثُمَّ نَظَرَ ۝

(٢٢) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۙ

(٢٣) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۙ

(٢٤) فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۙ

(٢٥) إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۗ

(٢٦) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

(٢٧) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۗ

(٢٨) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۚ

(٢٩) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۚ

(٣٠) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۗ

১১. আমাকে ছাড়িয়া দাও এবং তাহাকে যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি অসাধারণ করিয়া।
১২. আমি তাহাকে দিয়াছি বিপুল ধন-সম্পদ,
১৩. এবং নিত্য সংগী পুত্রগণ,
১৪. এবং তাহাকে দিয়াছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ—
১৫. ইহার পরও সে কামনা করে যে, আমি তাহাকে আরো অধিক দিই।
১৬. না, তাহা হইবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।
১৭. আমি অচিরেই তাহাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করিব।
১৮. সে তো চিন্তা করিল এবং সিদ্ধান্ত করিল;
১৯. অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্ত করিল!
২০. আরো অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল!
২১. সে আবার চাহিয়া দেখিল।
২২. অতঃপর সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল ও মুখ বিকৃত করিল।
২৩. অতঃপর সে পিছন ফিরিল এবং দম্ভ প্রকাশ করিল।
২৪. এবং ঘোষণা করিল, ‘ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নহে,
২৫. ‘ইহা তো মানুষেরই কথা।’
২৬. আমি তাহাকে নিক্ষেপ করিব সাকার-এ,
২৭. তুমি কি জান সাকার কী?

২৮. উহা উহাদিগকে জীবিতাবস্থায় রাখিবে না ও মৃত অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে না।

২৯. ইহা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করিবে।

৩০. সাকার এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে ঊনিশজন প্রহরী।

তাফসীর ঃ সেই নরাধম আল্লাহ্র অপরিসীম নিয়ামত লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে কৃতঘ্ন হইয়াছে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া আল্লাহ্র সহিত কুফরী করিয়াছে, আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে, আল্লাহ্র কালামকে মানুষের মনগড়া কথা বলিয়া আখ্যা দিয়াছে; তাহার ব্যাপারে হুমকি প্রদর্শন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا অর্থাৎ ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং তাহাকে যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি নিঃসঙ্গ অবস্থায়। অর্থাৎ যখন সে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার কোন সংগী-সাথী, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বিপুল ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। مَالاً مَّمْدُوْدًا অর্থাৎ مَالاً وَاسِعًا অর্থাৎ বিপুল ধন-সম্পদ। কেহ বলেন, সেই লোকটির এক হাজার দীনার ছিল। কেহ বলেন ঃ এক লক্ষ দীনার। আরো অনেকে অনেক ধরনের মত পেশ করিয়াছেন।

وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আরো দান করিয়াছিলেন এমন কতিপয় সন্তান, যাহারা সর্বদাই তাহার কাছে উপস্থিত থাকিত ও ভোগ বিলাসে মত্ত থাকিত। কখনো তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য দেশ-বিদেশে সফর করিত না বরং এইসব কাজের জন্য চাকর-বাকর ইত্যাদি নিয়োজিত ছিল। লোকটি এই বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তানদের নিয়া সর্বদা বিলাসিতার জীবন অতিবাহিত করিত।

সুদ্দী, আবূ মালিক ও আসিম ইব্ন উমর, ইব্ন কাতাদার ভাষ্য মতে সন্তানের সংখ্যা তের জন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন দশজন। বস্তুত পরিপূর্ণ সুখ লাভের জন্য সন্তানগণ মাতা-পিতার কাছে থাকা অপরিহার্য।

وَّمَهَّدْتُّ لَه تَمْهِيْدًا অর্থাৎ আমি তাহাকে স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ, নানা রকমের সম্পদ ও বিলাস সামগ্রী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ كَلاَّ ـ اِنَّهُ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا অর্থাৎ ইহার পরও সে কামনা করে যে, আমি তাহাকে আরো অধিক দিই। না, তাহা হইবে না। কারণ সে আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। উল্লেখ্য যে, عَنِيْد তথা عَانِد এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্র নিয়ামতের না-শোকরী করে এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا 'আমি অবশ্যই তাহাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তিতে আচ্ছন্ন করিব।'

ইমাম আহমদ (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ وَيْلٌ জাহান্নামের একটি গর্তের

নাম। কাফিরদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করার পর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সে নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িয়া জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছিতে পারিবে না। আর صعود আগুনের একটি পাহাড়ের নাম। কাফিরদিগেকে উহাতে আরোহণ করিতে বাধ্য করা হইবে। একটানা সত্তর বছর পর্যন্ত আরোহণ করিবে। অতঃপর আবার নীচে পড়িয়া যাইবে। আবার উঠিতে আরম্ভ করিবে। আবার পড়িয়া যাইবে। অনন্তকাল যাবত এইরূপ হইতেই থাকিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ صَعُوْدٌ জাহান্নামস্থ আগুনের তৈরি একটি পাহাড়ের নাম। উহাতে চড়িবার জন্য কাফিরদিগকে বাধ্য করা হইবে। উহাতে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে হাত গলিয়া যাইবে। সরাইয়া নিলে আবার পূর্বের ন্যায় ভালো হইয়া যাইবে। তদ্রুপ পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে পা গলিয়া যাইবে, সরাইয়া নিলে ভালো হইয়া যাইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ صَعُوْدٌ জাহান্নামের এক খণ্ড পাথরের নাম। কাফিরদিগকে উহার উপর উপুড় করিয়া রাখা হইবে।

সুদ্দী (র) বলেন صَعُوْدٌ জাহান্নামের একটি পিচ্ছিল পাথরের নাম। কাফিরদিগকে উহাতে চড়িবার জন্য বাধ্য করা হইবে।

মুজাহিদ (রা) বলেন سَأُرْهِقُهُ صَعُوْدًا অর্থাৎ কাফিরদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে। কাতাদা (র) বলেন ঃ এমন শাস্তি দেওয়া হইবে যাহাতে আরামের লেশমাত্র থাকিবে না। ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছেন।

اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ অর্থাৎ উল্লেখিত লোকটিকে এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিবার কারণ হইল যে, সে একদিকে ঈমান হইতে দূরে রহিয়াছে এবং কুরআন সম্পর্কে কি উক্তি করিবে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ অর্থাৎ অভিশপ্ত হউক! সে কেমন করিয়া সে এমন সিদ্ধান্ত নিল। আরো অভিশপ্ত হউক সে কেমন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল! আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তাহাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন।

ثُمَّ نَظَرَ - ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ - ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ অর্থাৎ একবার চিন্তা-ভাবনা করিয়া সে কুরআনকে মানুষের কথা আখ্যা দিয়া পুনরায় চাহিয়া দেখিয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া আবার পিছন ফিরিয়া দম্ভের সহিত বলিল, ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহাতো আল্লাহ্‌র কথা নয়— মানুষেরই কথা। উল্লেখ্য যে, এইখানে যে লোকটির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সে হইল বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা আল মাখযূমী। প্রাসংগিক ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা একদিন হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে আসিয়া কুরআন সম্পর্কে জানিতে চাহিলে

তিনি তাহার সামনে কুরআনের পরিচয় তুলিয়া ধরেন। ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা ফিরিয়া গিয়া কুরাইশদের নিকট বলিল, ইব্‌ন আবূ কাবশার (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর কথা শুনিয়া তো আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উনি যাহা বলেন, উহা কাব্য, যাদু বা মাতলামী কিছুই নহে। উহা যে, আল্লাহ্‌র কালাম তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা শুনিয়া অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ অস্থির হইয়া বলিল, হায়! হায়! ওলীদই যদি ধর্ম ত্যাগ করিয়া ফেলে তো অন্যান্য কুরাইশরাও তাহাই করিবে। আবূ জাহ্‌ল এই সংবাদ শুনিয়া বলিল, তোমাদিগের চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি একাই ওলীদকে ধর্ম ত্যাগের হাত হইতে রক্ষা করিব। এই বলিয়া সে ওলীদের বাড়িতে যাইয়া তাহাকে বলিল, তুমি কি জান যে, তোমার সম্প্রদায় তোমার জন্য চাঁদা তুলিতেছে? তাহারা তোমাকে সাদকা প্রদান করিবে, বোধ হয়। ওলীদ বলিল, কেন্ আমার কি সম্পদের অভাব আছে? আমি কি ধনবল ও জনবলে সকলের শীর্ষে নহি? আবূ জাহল বলিল, তাহা তো ঠিক জানি কিন্তু শুনিলাম লোকে বলাবলি করে যে, তুমি না-কি দুই মুটো খাওয়ার জন্য ইব্‌ন আবূ কুহাফার (আবূ বকর (রা) কাছে যাতায়াত কর! তাই নাকি! আমার সম্প্রদায় আমার ব্যাপারে এইরূপ কথাবার্তা বলে? আল্লাহ্‌র কসম! জীবনে আর কখনো ইব্‌ন আবূ কুহাফা, উমর বা ইব্‌ন আবূ কাবশা (মুহাম্মদ (সা) কাহারো কাছেই যাইব না। মুহাম্মদ যাহা বলে তাহা তো লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া কিছুই নহে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ .... لاَتُبْقِىْ وَلاَتَذَرُ এই আয়াতগুলি নাযিল করেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা বলিয়াছিল যে, কুরআন সম্পর্কে অনেক চিন্তা-গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, মুহাম্মদ যাহা বলেন তাহা কাব্য নয়। তবে উহার লালিত্য ও মাধুর্য অস্বীকার করা যায় না। উহা অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে অন্যের দ্বারা নিজে প্রভাবিত হয় না। উহা যে লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ الخ। নাযিল করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) .... ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (রা) বলেন, ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া ওলীদ ইব্‌ন মুগীরার অন্তর বিগলিত হইয়া যায়। আবূ জাহল এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া ওলীদের কাছে আসিয়া বলিল, চাচাজান! আপনার সম্প্রদায় তো চাঁদা তুলিয়া আপনাকে কিছু দান-সাদকা করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। ওলীদ অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কী ব্যাপার? আবূ জাহ্‌ল বলিল, ব্যাপার আর কি, কিছু পাওয়ার আশায় নাকি আপনি মুহাম্মদের পিছু ধরিয়াছেন। শুনিয়া ওলীদ বলিল, কেন, তাহারা কি জানে না যে, আমিই তাহাদিগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থশালী! আবূ জাহ্‌ল বলিল, ঠিক আছে তাহাদিগের ধারণা যদি ভুলই হইয়া থাকে তো আপনি মুহাম্মদ সম্পর্কে এমন একটি মন্তব্য করুন যাহাতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, আপনি মুহাম্মদকে স্বীকার করেন না। ওলীদ বলিল, দেখ তোমাদের মধ্যে আমি একজন স্বনামধন্য কবি। অনেক কিছুই আমার জানা। কিন্তু মুহাম্মদ যাহা বলে, মানুষের

কোন কথার সহিত তাহার কোন মিল খুঁজিয়া পাই না। অপূর্ব মাধুর্যে ভরা তাহার কথা। অন্য সব কথাই তাহার কথার সামনে তুচ্ছ ও হীন বলিয়া মনে হয়। আবূ জাহ্‌ল! তুমিই বল, এমতাবস্থায় আমি তাহার সম্পর্কে কি-ই-বা বিরূপ মন্তব্য করিতে পারি? আবূ জাহ্‌ল বলিল, তবে মনে রাখিবেন মুহাম্মদ সম্পর্কে কঠোর ভাষায় কোন মন্তব্য না করা পর্যন্ত আপনার সম্প্রদায় আপনার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করিতেছে তাহাদিগের অন্তর হইতে উহা মোচন করা যাইবে না। ওলীদ বলিল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে একটু সময় দিন, আমি চিন্তা করিয়া দেখি, কি বলা যায়। ওলীদ কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করিয়া বলিল, আসলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুহাম্মদ যাহা বলে উহা লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ কিছুই নয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ .... تِسْعَةَ عَشَرَ নাযিল করেন।

সুদ্দী (র)-এর মতে দারুন্নদওয়ার বৈঠকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কেহ বলিল, মুহাম্মদকে কবি আখ্যা দেওয়া হউক, কেহ বলিল যাদুকর সাব্যস্ত করা হউক, কেহ বলিল, গণক আবার কেহ বলিল, পাগল উপাধিতে ভূষিত করা হউক। তখন ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া চোখ তুলিয়া তাকাইয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া ও মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, মুহাম্মদ যাহা বলে, উহা লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নহে, ইহা তো মানুষেরই কথা। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ অর্থাৎ আমি তাহাকে সাকার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব। তাহার পর আল্লাহ্ তা'আলা সাকার এর ভয়াবহতার প্রতি ইংগিত করিয়া বলেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَاسَقَرُ আপনি কি জানেন যে, সাকার কি জিনিস?" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন ঃ

لاَتُبْقِىْ وَلاَتَذَرُ অর্থাৎ এই সাকার জাহান্নামীদের অস্থি-মজ্জা, মেদ-গোশ্‌ত, চর্ম-চর্বি ইত্যাদি খাইয়া ফেলিবে। আবার পূর্বের ন্যায় ভালো হইয়া যাইবে। তা তথায় তাহারা মরিবেও না বাঁচিবেও না। আবূ সিনান, ইব্‌ন বুরায়দা এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ অর্থাৎ সাকার জাহান্নামীদের গাত্রচর্ম দগ্ধ করিয়া অন্ধকার রাতের চেয়েও কালো করিয়া ফেলিবে এবং দেহকে জ্বালাইয়া ভুনা করিয়া ফেলিবে।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ অর্থাৎ সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে ভয়ানক আকৃতি বিশিষ্ট বৃহদাকার ঊনিশজন প্রহরী।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা (রা) এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ একদল ইয়াহুদী জনৈক সাহাবীকে জাহান্নামের প্রহরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই এই ব্যাপারে ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানেও এই সংবাদ দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলা عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদেরকে এই

আয়াত শুনাইয়া বলিলেন, 'ইয়াহুদীদেরকে আমার কাছে ডাকিয়া আন্। তাহারা আসিলে আমি তাহাদিকে জিজ্ঞাসা করিব যে, জান্নাতের মাটি কেমন। তোমরা শুনিয়া রাখ যে, জান্নাতের মাটি হইল সাদা ময়দার ন্যায়।" কিছুক্ষণ পর ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, বলুন তো জাহান্নামের প্রহরী কতজন? রাসূলুল্লাহ (সা) দুইবার দুই হাতের আঙ্গুল উঠাইয়া দ্বিতীয়বারে এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, উনিশ জন। অতঃপর বলিলেন, "তোমরা বলতো জান্নাতের মাটি কেমন হইবে?" তাহারা বলিল, ভাই ইব্ন সালাম আপনিই জবাব দিন। ইব্ন সালাম বলিল, জান্নাতের মাটি হইল সাদা রুটির ন্যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এই রুটি হইল ময়দার তৈরি।"

আবূ বকর ইব্ন বায্যার (র) .... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনার সাহাবীরা তো আজ ঠকিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কোন্ ব্যাপারে? লোকটি বলিল, কতিপয় ইয়াহুদী তাদের জাহান্নামীদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে, আমরা আমাদিগের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারিব না। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "যাহাদিগকে কোন অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলে যে, আমাদিগের নবীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমরা বলিতে প্যারিব না; তাহারা ঠকিল কি করিয়া? ঐ আল্লাহ্র শক্রুদেরকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। ওরা তো সেই জাত যাহারা তাহাদিগের নবীর কাছে দাবি করিয়াছিল যে, আমাদিগকে আল্লাহ্কে প্রকাশ্যে দেখাও।"

সাহাবাগণ ইয়াহুদীদেরকে ডাকিয়া আনিলেন। আসিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল যে, বল তো, আবুল কাসেম! জাহান্নামীদের প্রহরী কতজন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইংগিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, উনিশ জন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তোমরা বলতো, জান্নাতের মাটি কেমন? প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা একজন আরেকজনের দিকে তাকাইতে লাগিল। অতঃপর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, এই তো রুটির ন্যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ " বল, ময়দার রুটির ন্যায়।"

(٣١) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا
فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ
اٰمَنُوٓا إِيمٰنًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ
يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا
هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝

(٣٢) كَلَّا وَالْقَمَرِ ۙ

(٣٣) وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۙ

(٣٤) وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۙ

(٣٥) اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۙ

(٣٦) نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۙ

(٣٧) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۙ

৩১. আমি ফেরেশতাদিগকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদিগের পরীক্ষা স্বরূপই আমি উহাদিগের এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। ইহার ফলে, যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা ও কাফিররা বলিবে, 'আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?' এইভাবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।

৩২. কখনই না, উহারা ইহাতে কর্ণপাত করিবে না, চন্দ্রের শপথ,

৩৩. শপথ রাত্রির, যখন উহার অবসান ঘটে।

৩৪. শপথ প্রভাতকালের, যখন উহা হয় আলোকোজ্জ্বল–

৩৫. এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম,

৩৬. মানুষের জন্য সতর্ককারী—

৩৭. তোমাদিগের মধ্যে যে অগ্রসর হইতে চাহে কিংবা যে পিছাইয়া পড়ে, তাহার জন্য।

তাফসীর ঃ জাহান্নামের প্রহরীর সংখ্যা হইবে উনিশ জন। এই কথা শুনিয়া আবূ জাহল বলিল, আরে! ভয়ের কি আছে? তোমরা দশজনে মিলে কি তাদের একজনকে অর্থাৎ একশত নব্বইজনে মিলে উনিশজনকে কি হারাইয়া দিতে পারিবে না? ইহার প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً অর্থাৎ আমি যাহাদিগকে জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছি তাহারা হইল ফেরেশতা– তোমাদের মত মানুষ নয়; কঠোর স্বভাবের প্রবল শক্তিশালী এই ফেরেশতাদিগকে হারাইবার ক্ষমতা তোমাদের নাই।

বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামের প্রহরীর সংখ্যা শুনিয়া কালদা ইব্ন উসায়দ ইব্ন খালক বলিল, আরে! চিন্তার কি আছে তোমরা সকলে মিলিয়া উহাদিগের দুইজনকে হারাইয়া দিও আর আমি একাই সতেরজনের সহিত বুঝাপড়া করিব। উল্লেখ্য যে, এই লোকটি বড় শক্তিশালী ও গর্বিত ছিল। যদি সে একটি গরুর চামড়ার উপর দাঁড়াইয়া থাকিত আর শক্তিশালী দশজন লোক চামড়াটি টানিয়া সরাইতে চাহিত, তো চামড়া ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইত, তবুও চামড়ার উপর হইতে তাহাকে সরানো যাইত না। এই লোকটিই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুস্তি লড়িবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, যদি আপনি কুস্তিতে আমাকে ধরাশায়ী করিতে পারেন, তো আমি আপনার উপর ঈমান আনিব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকবার তাহাকে ধরাশায়ী করিবার পরও সে ঈমান আনে নাই। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহার সহিত কুস্তি লড়িয়াছিলেন ইব্ন ইসহাকের মতে, তাহার নাম হইল রুকানা ইব্ন আব্দ ইয়াযীদ, ইব্ন হাশিম ইব্ন মুত্তালিব। তবে এই মতের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। (হইতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয়ের সহিতই কুস্তি লড়িয়াছিলেন।)

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا وَّلاَ يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً -

অর্থাৎ জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করেছি শুধুমাত্র পরীক্ষা করিবার জন্য যে, ইহাতে একদিকে কাফিরদিগের কুফরী প্রকাশ পাইয়া গেল অন্যদিকে আহলে কিতাবরাও নিশ্চিত হইতে পারিল যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র সত্য নবী। কারণ তাহাদিগের কিতাবেও এই সংখ্যাটি উল্লেখ আছে। আরেকদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করায় মুসলমানদেরও ঈমান বাড়িয়া যায়। আর ব্যধিগ্রস্ত অন্তরের অধিকারী মুনাফিক ও কাফিরদের আপত্তি হইল যে, এই কথাটি আবার কুরআনে উল্লেখ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ এই ধরনের কথা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা একদলকে হিদায়াত দান করেন আবার আরেক দলকে করেন বিভ্রান্ত অর্থাৎ– এ ধরনের কথায় অকপটে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একদল মানুষ পূর্বের তুলনায় আরো পাকা ঈমানদার হইয়া যায় আবার আরেকদল অবিশ্বাস করিয়া হয় মহাবিভ্রান্ত। ইহা ছাড়া এই ধরনের কথা উল্লেখ করার মধ্যে আরো বহু সূক্ষ্ম হিকমত নিহিত আছে।

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ অর্থাৎ আল্লাহ্র সৈন্য সংখ্যা কত তাহা একমাত্র তিনিই জানেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ “আমি এমন কিছু জানি যাহা তোমরা জান না, এমন কিছু শুনি যাহা তোমরা শোন না। আকাশ একবার চড় চড় শব্দ করিয়াছিল আর

তাহার উপযুক্ত কারণও আছে। আকাশের এক আঙ্গুল পরিমাণ এমন কোন জায়গাও নেই যেখানে সিজদারত ফেরেশতা নাই। আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানিলে তোমরা অল্প হাসিতে ও বেশি কাঁদিতে। বিছানায় শুইয়া স্ত্রী ভোগ করিতে পারিতে না এবং লোকালয় ছাড়িয়া জঙ্গলে গিয়া আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করিতে। আবূ যর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যদি একটি বৃক্ষ হইতাম যাহাকে কাটা যায় তাহা হইলে ভাল হইত। এই মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাইতাম।

তাবারানী (র)…. জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সাত আকাশে এক পা আধা হাত বা এক হাত রাখিবার জায়গাও খালি নাই– সর্বত্রই কোন না কোন ফেরেশতা হয়ত দাঁড়াইয়া আছে অথবা সিজদারত কিংবা রুকু অবস্থায় রহিয়াছে। কিয়ামতের দিন সকলেই বলিবে, "পূত-পবিত্র তুমি হে আল্লাহ্! আমরা যথাযথভাবে তোমার ইবাদত করিতে পারি নাই। তবে এতটুকু বলিতে পারি যে, তোমার সহিত কোন কিছু শরীক করি নাই।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসর মারওয়াযী (র)…… হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) বলেন, আমরা কতিপয় সাহাবা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আমি যাহা শুনিতেছি তোমরা কি তাহা শুনিতেছ?" সাহাবাগণ বলিলেন, না, আমরা তো কিছুই শুনিতেছি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "সঙ্গত কারণেই আকাশ চড় চড় করিয়া আওয়াজ করিতেছে। আকাশের আধা হাত জায়গা খালি নাই। সর্বত্রই একজন না একজন ফেরেশতা সিজদা বা রুকু অবস্থায় বিদ্যমান।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসর (র)……… আ'লা ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আ'লা ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যাহা শুনিতেছি তোমরা কি তাহা শুনিতেছ?" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর! আপনি কি শুনিতেছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সঙ্গত কারণেই আকাশ চড় চড় আওয়াজ করিয়াছে। আকাশে এক কদম পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা নাই। সর্বত্রই ফেরেশতা রুকু সিজদা বা দণ্ডায়মান অবস্থায় রহিয়াছে। ফেরেশতাদের ভাষ্য হইল যে, اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ অর্থাৎ "আমরা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠে রত রহিয়াছি।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসর (র)……… আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) একদিন মসজিদে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, জামাআত দাঁড়াইয়া গিয়াছে আর তিনজন লোক এক জায়গায় বসিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে একজন হইল আবূ জাহ্‌শ লায়ছী। দেখিয়া উমর (রা) বলিলেন, তোমরা এইখানে বসিয়া কেন? চল্, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত নামাযে শামিল হও। এই কথার পর দুইজন উঠিয়া গেল। কিন্তু আবূ জাহ্‌শ উঠিতে অস্বীকার করিয়া বলিল, যদি আমার চেয়ে শক্তিশালী কেহ আসিয়া আমাকে ধরাশায়ী করিয়া উপুড় করিয়া ফেলিতে পারে, তবেই আমি উঠিতে পারি, অন্যথায় নয়। উমর (রা) বলেন, অন্য কাহারো অপেক্ষা না করিয়া আমি নিজেই তাহাকে উপুড় করিয়া মাটিতে ফেলিয়া

দেই। ইত্যবসরে হযরত উসমান (রা) আসিয়া অমাাকে নিরস্ত্র করে। হযরত উমর (রা) রোষ প্রদীপ্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছুটিয়া যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উমর! কি হইল তোমার? উমর (রা) ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "ঐ নরাধমের মাথাটাই আমার কাছে লইয়া আসিলে আমি খুশী হইতাম।" এই কথা শুনিয়া উমর (রা) ঐ লোকটির দিকে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিছুদূর যাইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, শোন উমর। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ জাহশের নামাযের জন্য ঠেকায় পড়েন নাই। প্রথম আকাশে এমন অসংখ্য ফেরেশতা আছে যাহারা অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। কখনো মাথা উত্তোলন করে না। কিয়ামতের দিন মাথা উঠাইয়া বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা তো যথাযথভাবে আপনার ইবাদত করিতে পারি নাই। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় আকাশে অসংখ্যা ফেরেশতা সিজদায় পড়িয়া রহিয়াছে। কিয়ামতের পূর্বে আর কখনো ইহারা সিজদা হইতে মাথা উঠাইবে না। কিয়ামতের সময় মাথা উঠাইয়া বলিবে, "আল্লাহ্! পূত-পবিত্র তুমি। আমরা যথাযথভাবে তোমার ইবাদত করিতে পারিলাম না।"

উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! ফেরেশতাদিগের তাসবীহ্ কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ প্রথম আকাশের ফেরেশতারা বলে, سُبْحَانَ ذِى الْمَلَكُوْتِ। দ্বিতীয় আকাশের ফেরেশতারা سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّتِ وَالْجَبَرُوْتِ আর তৃতীয় আকাশের ফেরেশতারা বলে سُبْحَانَ الْحَىِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ উমর! তুমিও নামাযের মধ্যে এইগুলি পাঠ কর। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! ইতিপূর্বে আপনি আমাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন এবং নামাযের মধ্যে পড়িতে বলিয়াছিলেন, সেইগুলি কি করিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কখনো সেইগুলি আবার কখনো এইগুলি পাঠ করিও।" ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে নামাযের মধ্যে যাহা পড়িতে বলিয়াছিলেন তাহা হইল ঃ أعوذ بعفوك من عقابك واعوذ برضاك من يخطك واعوذبك منك جل وجهك এই হাদীসটি মুনকার ও গরীব।

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর (র)........... আব্বাদ ইব্ন মানসূর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্বাদ ইব্ন মানসূর (র) বলেন, আদী ইব্ন আরতাত একদিন খুতবা প্রদানকালে বলিলেন যে, আমি এক সাহাবীর মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র এমন অসংখ্য ফেরেশতা আছে যে, আল্লাহ্র ভয়ে তাহারা সদা প্রকম্পিত থাকে। আল্লাহ্র ভয়ে কাহারো চোখ হতে অশ্রু নির্গত হইলে সেই অশ্রু ফোঁটা নামাযরত কোন না কোন ফেরেশতার গায়ে পতিত হয়। উহাদিগের মধ্যে অনেক ফেরেশতা এমন আছে যে, আকাশ- সৃষ্টি হইতেই তাহারা সিজদায় পড়িয়া আছে। এই পর্যন্ত কখনো তাহারা সিজদা হইতে মাথা উত্তোলন করে নাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত উঠাইবেও না। আবার ঠিক একইভাবে একশ্রেণীর ফেরেশতা রুকু অবস্থায় আছে। কিয়ামতের দিন মাথা উঠাইয়া তাহারা আল্লাহ্র পাশে চাহিয়া বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যথাযথভাবে আপনার ইবাদত করিতে পারিলাম না।

وَمَا هِيَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ অর্থাৎ জাহান্নামের এই বর্ণনা মানুষের জন্য সাবধান বাণী। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَلاَّ وَالْقَمَرِ - وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ - وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ - اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ - نَذِيْرًا لِلْبَشَرِ - لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা চন্দ্র রাত্র ও প্রভাতের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম এবং মানুষের জন্য সতর্ককারী। এখন তোমাদিগের মধ্যে যাহার ইচ্ছা এই সতর্ক বাণী গ্রহণ করিতে পার আর যাহার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিতে পার।

(৩৮) كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۙ

(৩৯) اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۛ

(৪০) فِىْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۙ

(৪১) عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ

(৪২) مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ○

(৪৩) قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ

(৪৪) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ

(৪৫) وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۙ

(৪৬) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ

(৪৭) حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ؕ

(৪৮) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ؕ

(৪৯) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۙ

(৫০) كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۙ

(৫১) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ؕ

(٥٢) بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۙ

(٥٣) كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ؕ

(٥٤) كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۚ

(٥٥) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ؕ

(٥٦) وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۠

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ,
৩৯. তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নহে,
৪০. তাহারা থাকিবে উদ্যানে এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিবে–
৪১. অপরাধীদিগের সম্পর্কে,
৪২. 'তোমাদিগকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করিয়াছে?'
৪৩. উহারা বলিবে, 'আমরা মুসল্লীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,
৪৪. 'আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করিতাম না,
৪৫. 'এবং আমরা আলোচনাকারীদিগের সহিত আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতাম।
৪৬. 'আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করিতাম।
৪৭. 'আমাদিগের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।'
৪৮. ফলে সুপারিশদিগের সুপারিশ উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না।
৪৯. উহাদিগের কি হইয়াছে যে, উহারা মুখ ফিরাইয়া লয় উপদেশ হইতে?
৫০. উহারা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ।
৫১. যাহা সিংহের সম্মুখ হইতে পলায়নপর।
৫২. বস্তুত উহাদিগের প্রত্যেকেই কামনা করে– যে তাহাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হউক।
৫৩. না, ইহা হইবার নহে, বরং উহারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না।
৫৪. না, ইহা হইবার নহে, কুরআনই সকলের জন্য উপদেশ বাণী।
৫৫. অতএব যাহার ইচ্ছা সে ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক।
৫৬. আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না। একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করিবার অধিকারী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ - اِلاَّ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ - فِىْ جَنّٰتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ - عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ - مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ - قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ

الْمُصَلِّيْنَ - وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ - وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ - وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ - حَتّٰى آتٰنَا الْيَقِيْنُ -

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু যাহারা ডান হাতে আমলনামা লাভ করিবে তাহারা তখন জান্নাতের সুরম্য অট্টালিকায় বসিয়া জাহান্নামীদের দুর্দশা অবলোকন করিবে এবং অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করিবে, কি ব্যাপার? তোমাদিগের এই দুর্দশা কেন? উত্তরে তাহারা বলিবে, দুনিয়াতে আমরা আল্লাহর ইবাদতও করি নাই এবং মানুষের সহিত কখনো সদ্ব্যবহার করি নাই। আমরা নামায পড়িতাম না এবং অভাবগ্রস্তকে আহার দান করিতাম না। অজ্ঞতাবশত মুখে যাহা আসিত তাহাই বলিয়া ফেলিতাম। ঈমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাহাকেও কোন কটুক্তি করিতে দেখিলে আমরাও তাহাদিগের সহিত যোগ দিতাম। কেহ বিভ্রান্ত হইলে আমরাও তাহার সহিত বিভ্রান্ত হইতাম। সর্বোপরি আমরা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করিতাম আর এই অবস্থায়ই আমাদের মৃত্যু আসিয়া পড়ে। حَتّٰى آتٰنَا الْيَقِيْنُ -এই আয়াতে يَقِيْن অর্থ মৃত্যু। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে যে, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ অর্থাৎ ইয়াকীন তথা মৃত্যুর আসিবার পূর্ব পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

হযরত উসমান ইব্‌ন মাযউন (রা)-এর মৃত্যু সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেনঃ اماهو - اى عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه অর্থাৎ উসমান ইব্‌ন মাযউনের তো তাহার প্রতিপালক হইতে মৃত্যু আসিয়া গিয়াছে। এইখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যুকে বুঝাইবার জন্য يقين শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ অর্থাৎ যাহারা এই ধরনের অপরাধে অপরাধী হইবে কিয়ামতের দিন কোন সুপারিশ তাহাদিগের উপকারে আসিবে না। কারণ, অন্যের সুপারিশে মুক্তি সেই পাইবে, যে সুপারিশ পাওয়ার উপযুক্ত। কিয়ামতের দিন যাহারা কাফির হইয়া উত্থিত হইবে তাহারা সুপারিশের পাত্রই নহে। এই ধরনের লোক তো চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ অর্থাৎ ব্যাপার কি? কি কারণে এই কাফিররা তোমার উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে?

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যান ও সত্য বিমুখতার ব্যাপারে মনে হয় যে,ইহারা সিংহের থাবা হইতে পলায়নপর ভীত-ত্রস্ত গর্দভ।

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً অর্থাৎ এই মুশরিকদের সকলেই সত্যের দাওয়াত গ্রহণের পরিবর্তে কামনা করে যে, বরং আমাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হউক, যেমন মুহাম্মদ (সা)-কে দেওয়া হইয়াছে। মুজাহিদ ও অন্যরা এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُوْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ অর্থাৎ তাহাদিগের নিকট কোন আয়াত আসিলে তাহারা বলে, আল্লাহ্‌র রাসূলদেরকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, আমাদিগকেও তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না। আল্লাহ্ই ভালো জানেন যে, তিনি তাঁহার রিসালাত কোথায় রাখিবেন।

كَلاَّ - بَلْ لاَّ يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ ইহারা সত্যকে গ্রহণ না করিবার আসল কারণ হইল, ইহারা আখিরাতকেই ভয় করে না। এই বেপরোয়া আর বে-ঈমানীই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَلاَّ اِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ - وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ কুরআনই সকলের জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যাহার ইচ্ছা সে ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক। বস্তুত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ তোমরা তাহাই কামনা করিবে আল্লাহ্ যাহা কামনা করেন।

هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই এমন সত্তা যাঁহাকে ভয় করা যায় আর তাওবাকারীদের অপরাধ একমাত্র তিনিই মার্জনা করিতে পারেন। কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ। এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ "তোমাদিগের প্রতিপালক বলিতেছেন যে, আমি-ই একমাত্র ভয়ের পাত্র। অতএব আমার সহিত কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিও না। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সহিত শরীক সাব্যস্ত করা হইতে বিরত থাকিবে সে-ই আমার ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।"

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ কায়েস ইব্‌ন হাব্বাবের হাদীস হইতে ইমাম নাসায়ী মুআফী ইব্‌ন ইমরানের হাদীস হইতে এবং ইহার দুইজন সুহায়ল ইব্‌ন আব্দুল্লাহ হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আবূ ইয়ালা, বায্‌যার, বগবী ও অন্যরা সুহায়ল কুতায়বী হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সূরা কিয়ামা

৪০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ○

(٢) وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ○

(٣) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ○

(٤) بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ○

(٥) بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ○

(٦) يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ○

(٧) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ○

(٨) وَخَسَفَ الْقَمَرُ ○

(٩) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ○

(١٠) يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ○

(١١) كَلَّا لَا وَزَرَ ○

(١٢) إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ نِ الْمُسْتَقَرُّ ○

(١٣) يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ○

(١٤) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝

(١٥) وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝

১. আমি শপথ করিতেছি কিয়ামত দিবসের।
২. আরও শপথ করিতেছি তিরস্কারকারী আত্মার।
৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহার অস্থিসমূহ একত্র করিতে পারিব না?
৪. বস্তুত আমি উহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম।
৫. তবুও মানুষ তাহার সম্মুখে যাহা আছে তাহা অস্বীকার করিতে চাহে;
৬. সে প্রশ্ন করে, 'কখন কিয়ামত দিবস আসিবে?'
৭. যখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে,
৮. এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন,
৯. যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে–
১০. সেদিন মানুষ বলিবে, 'আজ পালাইবার স্থান কোথায়?'
১১. না, কোন আশ্রয়স্থল নাই।
১২. সেদিন ঠাঁই হইবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।
১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।
১৪. বস্তুত মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত,
১৫. যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।

তাফসীর ঃ উপরে একাধিকবার এই কথা বলা হইয়াছে যে, কারো কোন বক্তব্যকে খণ্ডন করিবার জন্য শপথ করা হয়, তাহা হইলে এর তাকীদের জন্য শপথের পূর্বে لَا যোগ করা সংগত। এইখানে কিয়ামতের দিবসের পুনরুত্থান সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের বিরূপ মনোভাব খণ্ডন করিয়া উহার বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এইখানে যেই বিষয়ে শপথ করা হইয়াছে উহা হইল খণ্ডনীয় বিষয়। বিধায় কসমের শুরুতে لَا যোগ করিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ অর্থাৎ আমি কিয়ামত দিবস ও তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করিতেছি।

হাসান (র) বলেন, এইখানে শুধু কিয়ামতের দিবসের শপথ করা হইয়াছে– তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করা হয়নি। পক্ষান্তরে কাতাদা (র) বলেন, কিয়ামত দিবস ও তিরস্কারকারী আত্মা উভয়েরই শপথ করা হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, হাসান ও আরাজ لَا اُقْسِمُ-এর স্থলে لَاُقْسِمُ পাঠ করিতেন। অর্থাৎ অবশ্যই আমি কিয়ামত দিবসের শপথ করিতেছি, তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করি না। এই অর্থটি অবশ্য হাসানের মতকে সমর্থন করে। তবে বিশুদ্ধ মত হইল এই যে, কাতাদার মতানুসারে আল্লাহ্ তা'আলা একত্রে উভয়টিরই শপথ করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-এর মতও ইহাই। ইব্‌ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

কিয়ামতের দিবসের ব্যাখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ ইহার পরিচয় সকলের কাছেই স্পষ্ট। তবে اَلنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এই প্রসংগে কুররা ইব্‌ন খালিদ (র) বলেন ঃ যাহারা প্রকৃত ঈমানদার তাহারা সর্বদাই নিজেকে তিরস্কার করিতে থাকে যে, এই কথা কেন বলিয়াছ? ইহা কেন খাইয়াছ? বা এইরূপ কেন কল্পনা করিয়াছ? ইত্যাদি। এই জন্যই اَلنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ তথা তিরস্কারকারী আত্মা বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ফাসিক-ফাজিরদের অবস্থা হইল যে, তাহারা অন্যায় করিতেই থাকে– কখনো নিজেকে তিরস্কার করে না। জুয়াইবির (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (র) বলেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে, কিয়ামতের দিন নিজেকে তিরস্কার করিবে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষ ভালো-মন্দ সব কাজেই নিজেকে তিরস্কার করে। কোন ভালো কাজ ছুটিয়া গেলে কাজটি কেন করা হইল না আর কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেলিলে উহা কেন করা হইল এই তিরস্কার করা হয়। অনুরূপ সাঈদ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَللَّوَّامَةِ অর্থ المذمومة। অর্থাৎ নিন্দনীয় আত্মা। কাতাদা (র) বলেন ঃ اَللَّوَّامَةِ অর্থ الفاجره। অর্থাৎ পাপী আত্মা।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, এই প্রতিটি ব্যাখ্যাই প্রায়ই সমার্থবোধক। ইহাতে মূলত তেমন কোন বিরোধ নাই।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ - بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهُ অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, কিয়ামতের সময় আমি তাহাদিগের বিক্ষিপ্ত হাড্ডিগুলি একত্রিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। শুধু তাহাই নয়– বরং মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করিতে আমি সক্ষম।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهُ অর্থাৎ আমি মানুষের অঙ্গুলীর অগ্রভাগকে উট কিংবা ঘোড়ার পায়ের

তালুর ন্যায় করিতে সক্ষম। মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক এবং ইব্ন জারীর (র) এইরূপই বলিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে قادرين শব্দটি বাহ্য نجمع হইতে 'হাল' হইয়াছে। সুতরাং অর্থ হইবে এইরূপ যে, মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহার বিক্ষিপ্ত হাড়গুলি একত্রিত করিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। সংগে সংগে উহাদিগের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম।

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ অর্থাৎ তবুও মানুষ তাহার সম্মুখে যাহা আছে উহা অর্থাৎ মৃত্যু বা কিয়ামতকে অস্বীকার করিতে চাহে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, তবুও মানুষ অবাধে অপরাধ করিয়া চলিতেছে।

আওফী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ অর্থাৎ মানুষ বলে যে, অপরাধ করিতে থাক। একদিন তওবা করিয়া লইলেই চলিবে।

হাসান বসরী (র) বলেন, প্রতিটি মানুষই এক পা এক পা করিয়া আল্লাহ্র নাফরমানীর দিকে অগ্রসর হয়। তবে আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করেন সেই কেবল রক্ষা পায়।

ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, যাহ্হাক, সুদ্দী (র) এবং আরো অনেক হইতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ তবুও মানুষ অপরাধ করিতে বিলম্ব করে না কিন্তু তওবা করিতে গড়িমসি করে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়াতের অর্থ হইল কাফির মানুষ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। ইব্ন যায়দের মতও ইহাই। এই অর্থটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। কারণ, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ অর্থাৎ সে জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত দিবস কখন আসিবে? এই জিজ্ঞাসা মূলত জানার জন্য প্রশ্ন করা নয়– বরং কিয়ামত দিবসের বাস্তবায়ন ও অস্তিত্ব অস্বীকার করাই উদ্দেশ্য। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ - قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَاتَسْتَاخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَاتَسْتَقْدِمُوْنَ -

অর্থাৎ তাহারা বলে যে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তো বল, কিয়ামত কখন আসিবে? হে রাসূল! আপনি বলিয়া দিন, তোমাদিগের জন্য একটি দিবস নির্ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহা হইতে তোমরা বিন্দুমাত্র সামনেও অগ্রসর হইতে পারিবে না। পিছনেও যাইতে পারিবে না।

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ـ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া যখন মানুষের চক্ষু স্থির হীন হইয়া যাইবে কোন কিছুই তাহার চোখে পড়িবে না, চন্দ্র জ্যোতিহীন হইয়া যাইবে এবং চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করা হইবে; সেইদিন মানুষ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে এবং বলিবে আজ পালাইবার স্থান কোথায়? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ

كَلاَّ لاَوَزَرَ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ نِ الْمُسْتَقَرُّ না, পলায়নের কোন স্থান নাই। সেইদিন একমাত্র তোমার প্রতিপালকের নিকটই ঠাঁই হইবে।

ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন মাসউদ (রা), সাঈদ ইব্ন জুরায়র (র) এবং আরো অনেকে বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল সেদিন কাফিররা কোন প্রকারেই মুক্তি পাইবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَالَكُمْ مِنْ مَّلْجَاٍ يَوْمَئِذٍ وَمَالَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদিগের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং আত্মগোপন করিবার কোন স্থান পাইবে না। মোটকথা আল্লাহ্ ব্যতীত কোথাও সেদিন কোন ঠাঁই পাওয়া যাইবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষকে অগ্রের-পশ্চাতের, ছোট-বড়, নতুন-পুরাতন সব আমল সম্পর্কেই অবহিত করা হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا وَّلاَيَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا অর্থাৎ মানুষ তাহার যাবতীয় কৃতকর্ম উপস্থিত পাইবে। আর তোমার প্রতিপালক কাহারো উপর অবিচার করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقَى مَعَاذِيْرَهٗ অর্থাৎ আসলে মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত এবং নিজের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত যদিও সে নানা অজুহাত অবতারণা করিয়া সত্যকে অস্বীকার করে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِقْرَا كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ তুমি তোমার আমলনামা পড়। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى الخ এই আয়াতের অর্থ হইল, কিয়ামতের দিন মানুষের চোখ, কান, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ মানুষ নিজেই সেদিন নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। এতদসত্ত্বেও মানুষ অন্যের ছিদ্রান্বেষণে সদা তৎপর আর নিজের দোষের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কথিত আছে যে, এই ইঞ্জীল শরীফে লিখা ছিল, হে আদম সন্তান! তুমি অন্যের চোখের ধূলিকণাও দেখিতে পাইতেছ আর তোমার চোখে যে কড়িকাঠ পড়িয়া আছে তাহা টের পাইতেছ না?

মুহাহিদ (র) বলেন, وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ মানুষ কিয়ামতের দিন আযাব হইতে রেহাই পাইবার জন্য তর্কে লিপ্ত হইবে এবং নানা অজুহাত অবতারণা করিবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যতই অজুহাত অবতারণা করা হউক তাহা গ্রহণ করা হইবে না।

সুদ্দী (র) বলেন, মানুষ নিজের পক্ষে প্রমাণ পেশ করিলেও রেহাই পাইবে না। ইব্‌ন যায়দ, হাসান বসরী (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন। তবে মুজাহিদের ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। যেমন কুরআনের অন্য এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুশরিকরা অজুহাত অবতারণা করিয়া বলিবে, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না।

(١٦) لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝

(١٧) اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝

(١٨) فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۝

(١٩) ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۝

(٢٠) كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۝

(٢١) وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝

(٢٢) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝

(٢٣) اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

(٢٤) وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝

(٢٥) تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝

১৬. তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্‌বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না।

১৭. ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই।

১৮. সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।

১৯. অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।

২০. না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস,

২১. এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর।

২২. সেই দিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে,

২৩.তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে।

২৪. কোন কোন মুখমণ্ডল হইয়া পড়িবে বিবর্ণ।

২৫. এই আশংকায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন।

তাফসীর ঃ প্রথম প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা আয়ত্ব করিবার জন্য জিবরাঈল (আ)-এর সংগে সংগে আবৃত্তি করিতেন। ইহাতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইত। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাঁহার রাসূল (সা)-কে জিবরাঈল (আ)-এর মুখ হইতে ওহী আয়ত্ব করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া বলিতেছেন, জিবরাঈল (আ) তোমার নিকট ওহী লইয়া আসিলে তুমি মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ করিতে থাক। উহার সংরক্ষণ ও বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমার–তজ্জন্য তোমার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। মোটকথা আপনার দায়িত্ব শুধু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা আর উহা আপনার বক্ষে সংরক্ষণ করানো আবার যথাযথভাবে আপনার মুখ হইতে পাঠ করানো এবং উহার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করিবার দায়িত্ব আমার। এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ওহী তথা কুরআন আয়ত্ব করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্‌বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا অর্থাৎ তোমার নিকট ওহী অবতরণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তুমি তাড়াতাড়ি করিয়া উহা পাঠ করিও না। আর বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়াইয়া দাও।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ অর্থাৎ তোমার বক্ষে ওহী সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তীতে তোমার মুখে উহা পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার।

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ অর্থাৎ আমার পক্ষ হইতে যখন ফেরেশতা কুরআন পাঠ করেন তখন তুমি মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ কর। অতঃপর ফেরেশতা তোমাকে যেইভাবে পাঠ করিয়া শুনায় তুমিও সেইভাবে পাঠ কর।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে ফেরেশতার পাঠ শ্রবণ এবং তোমার পাঠ শেষে আমার ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিবার যোগ্যতা তোমাকে আমিই প্রদান করিব।

ইমাম আহমদ (র)......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথম প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় উহা মুখস্ত করিবার জন্য জিবরাঈল (আ)-এর সহিত দুই ঠোঁট সঞ্চালন করিয়া পাঠ করিতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন। মূসা ইব্‌ন আবূ আয়েশা (র) বলেন, এই হাদীস বর্ণনা করিবার সময় সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) আমাকে বলিলেন, এই দেখ, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে যেইভাবে ঠোঁট সঞ্চালন করিয়া দেখাইয়াছিলেন আমিও তোমাকে সেইভাবে ঠোঁট সঞ্চালন করিয়া দেখাইতেছি। ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী মনোযোগ সহকারে ওহী শ্রবণ করিতেন এবং জিবরাঈল (আ) চলিয়া গেলে হুবহু পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ওহী অবতীর্ণ হইবার পর উহা আয়ত্ব করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহার দুই ঠোঁট সঞ্চালন করিতে দেখা যাইত। উহা এই জন্য করিতেন যেন ওহী ভুলিয়া না যান। ওহী অবতারণ শেষ হওয়া পর্যন্তই তিনি এই নিয়ম পালন করিতেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ الخ নাযিল করেন। শা'বী, হাসান বসরী, কাতাদা, মুজাহিদ, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এই মতই ব্যক্ত করেন যে, উল্লিখিত প্রসংগেই এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। তবে কেহ কেহ ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন ইব্‌ন জারীর (র) আওফী সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবসময়ই কুরআন পাঠ করিতে থাকিতেন যেন ভুলিয়া না যান। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ الخ নাযিল করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, কুরআন সংরক্ষণের জন্য আপনাকে এত কষ্ট করিতে হইবে না। ইহার দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতেই তুলিয়া লইলাম।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), আতিয়্যা, আওফী (র) বলেন : ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ অর্থ কুরআনে বর্ণিত হালাল-হারামের বিশদ ব্যাখ্যা আপনাকে আমিই জানাইয়া দিব। কাতাদা (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ দুনিয়া-প্রীতি এবং আখিরাত বর্জনই কাফিরদিগকে কিয়ামত দিবস অস্বীকার করা এবং কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এক শ্রেণীর লোকের মুখমণ্ডল আনন্দময় ও হাস্যোজ্জ্বল থাকিবে। ইহারা সরাসরি স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে

পাইবে। যেমন বুখারী শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদিগের প্রতিপালককে সরাসরি স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে।'

উল্লেখ্য যে, পরকালে ঈমানদারদের আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভের বিষয়টি অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এমনভাবে প্রমাণিত যে, উহা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। যেমন বুখারী ও মুসলিমে আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আছে যে, কতিপয় লোক একদিন জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদিগের প্রতিপালককে দেখিতে পাইব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আচ্ছা মেঘ মুক্ত আকাশে চন্দ্র সূর্য দেখিতে কি তোমাদের কোন ব্যাঘাত পাইতে হয়?" লোকেরা বলিল, না, তাতে তো কোন ব্যাঘাত পাইতে হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে এমন নির্বিঘ্নে দেখিতে পাইবে যেমন পূর্ণিমার চন্দ্রকে দেখিতে পাও।"

বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আবূ মূসা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "প্রত্যেক জান্নাতীকে দুইটি করিয়া জান্নাত দেওয়া হইবে, যাহার যাবতীয় আসবাবপত্র হইবে সোনার তৈরি। সেই জান্নাতী এবং আল্লাহ্র দীদারের মাঝে আল্লাহ্র কিবরিয়ার চাদর ব্যতীত অন্য কোন আড়াল থাকিবে না। ইহা জান্নাতের আদনের বর্ণনা।"

ইমাম মুসলিম (র) .... সুহাইব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, তোমরা আরো কিছু চাও কি? তাহারা বলিবে, আর কি চাই! আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করিয়া দেন নাই? আপনি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নাই? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা উন্মুক্ত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন। তখন আল্লাহ্র দর্শনই সকল জান্নাতীর নিকট সর্বাপেক্ষা উত্তম ও প্রিয় বলিয়া মনে হইবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا। الخ আয়াতটি পাঠ করেন।

মুসলিম শরীফের আরেক হাদীসে আছে যে, জাবির (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ (কিয়ামতের চত্বরে) আল্লাহ্ তা'আলা হাসি মুখে আত্মপ্রকাশ করিবেন।

এই সব হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের চত্বরে এবং জান্নাতে ঈমানদারগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন। ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "নিম্ন পর্যায়ের একজন জান্নাতী দীর্ঘ দুই হাজার বছর পর্যন্ত তাহার রাজ্য পরিদর্শন করিবে। কাছের এবং দূরের বস্তুকে সে একই সমান দেখিতে পাইবে। তাহার

স্ত্রী ও সেবকগণ সর্বদা তাহার চোখের সামনে থাকিবে। আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন জান্নাতী প্রত্যহ দুইবার আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করিবে।" এই ধরনের আরো বহু হাদীস রহিয়াছে। স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ বিষয়ে সাহাবা তাবেয়ীন ও তাবয়ে-তাবেয়ীনসহ কাহারো কোন দ্বিমত নাই। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ। এই আয়াতের কেহ কেহ এই অর্থ করিতে চাহেন যে, ঈমানদারগণ তাহাদিগের প্রতিপালক হইতে পুরস্কার লাভের অপেক্ষায় থাকিবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি সংগত কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়।

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ - تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ এই অংশ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন বিপর্যয় আসিয়া পড়ে কিনা কোন কোন মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও মলিন হইয়া যাইবে। গুনাহগার ও ফাসিক ফাজিরদের অবস্থাই এইরূপ হইবে। تظن অর্থ تستيقن অর্থাৎ বিপর্যয় আসিবার ব্যাপারে তাহারা নিশ্চিত হইয়া যাইবে।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ অপরাধীরা সেইদিন এই ব্যাপারে নিশ্চিত হইয়া যাইবে যে, ধ্বংস তাহাদিগের অনিবার্য।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ তাহারা নিশ্চিত বুঝিবে যে, তাহাদিগের জাহান্নামে প্রবেশ করিতেই হইবে। আলোচ্য আয়াতটির অনুরূপ আরেকটি আয়াত হইল ঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ সেইদিন কতিপয় মুখমণ্ডল হইবে উজ্জ্বল আর কতিপয় হইবে কালো মলিন। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ - وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَتَرَةٌ - بَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ -

অর্থাৎ অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে উজ্জ্বল সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে ধূলিধূসর, সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা। ইহারাই কাফির ও পাপাচারী। অন্যত্র আছে ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ - تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً - تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ - لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ - لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ - وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ - لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ অর্থাৎ "সেইদিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত ক্লিষ্ট ক্লান্ত হইবে, উহারা প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে; উহাদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে, উহাদিগের জন্য খাদ্য থাকিবে না দারী ব্যতীত; যাহা উহাদিগকে তুষ্ট করিবে না এবং উহাদিগের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবে না।

আর অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে আলোকোজ্জ্বল নিজদিগের কর্মে সাফল্যে পরিতৃপ্ত-সুমহান জান্নাতে। এই ধরনের আরো বহু আয়াত রহিয়াছে।

(٢٦) كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىَ ۙ

(٢٧) وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ۙ

(٢٨) وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۙ

(٢٩) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۙ

(٣٠) اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمَسَاقُ ۚ

(٣١) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۙ

(٣٢) وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۙ

(٣٣) ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ۗ

(٣٤) اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۙ

(٣٥) ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۗ

(٣٦) اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۗ

(٣٧) اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۙ

(٣٨) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۙ

(٣٩) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۗ

(٤٠) اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ۧ

২৬. যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে,

২৭. এবং বলা হইবে, 'কে তাহাকে রক্ষা করিবে?'

২৮. তখন তাহার প্রত্যয় হইবে যে, ইহা বিদায়ক্ষণ।

২৯. এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে।

৩০. সেইদিন আল্লাহ্‌র নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে।

৩১. সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাত আদায় করে নাই।

৩২. বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।

৩৩. অতঃপর সে তাহার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল দম্ভভরে।

৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!
৩৫. আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!
৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?
৩৭. সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?
৩৮. 'অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন।
৩৯. অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল—নর ও নারী।
৪০. তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

তাফসীর ঃ মৃত্যুকালীন ভয়াবহ অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كَلاَّ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىَ "যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে।" এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, সাবধান হে আদম সন্তান! মৃত্যু আসিয়া পড়িলে তখন আমার কোন কথাই তোমরা অস্বীকার করিতে পারিবে না বরং সবই তখন তোমাদিগের চোখের সামনে সত্যরূপে ফুটিয়া উঠিবে। দ্বিতীয় অর্থ, সত্যিই যখন তোমার রূহ দেহ হইতে বাহির হইয়া কণ্ঠনালীতে আসিয়া পড়িবে; তখন নিঃসন্দেহে ...। – ترقوة تراقى এর বহুবচন অর্থাৎ কণ্ঠনালী। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَوْ لاَ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ - وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ - وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لاَّتُبْصِرُوْنَ - فَلَوْ لاَ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -

অর্থাৎ পরন্ত কেন নয়– প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক, আর আমি তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার নিকটতর কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও, তবে তোমরা উহা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ ইকরিমা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, "আর তখন বলা হইবে, কে আছ যে, ঝাড়-ফুঁক করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে।"

আবূ কিলাবা (র) বলেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, "তখন বলা হইবে, কে আছ ডাক্তার, যে চিকিৎসা করিয়া তাহাকে আরোগ্য দান করিবে?" কাতাদা, যাহ্হাক এবং ইব্‌ন যায়দ (র)-ও এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ অর্থ, তখন ফেরেশতারা বলাবলি করিবে যে,

এই লোকটির রূহ লইয়া কে আকাশে আরোহণ করিবে, রহমতের ফেরেশতা নাকি আযাবের?

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ "এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, মৃত্যুকালে মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট দুনিয়া ও আখিরাত একাকার হইয়া যায়। অর্থাৎ সেই মুহূর্তটি হয় দুনিয়ার শেষদিন আর আখিরাতের প্রথম দিন। ফলে বিপদের আর শেষ থাকে না।

ইকরিমা (র) বলেন, অর্থাৎ সেই সময় একটি ভয়াবহ বিষয় আরেকটি ভয়াবহ বিষয়ের সহিত একত্রিত হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এক বিপদ আরেক বিপদের সহিত মিলিত হয়।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ তীব্র মৃত্যু যন্ত্রণা ও অস্থিরতার ফলে মুমূর্ষ ব্যক্তির পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যায়।

হাসান বসরী (র) হইতে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, আয়াতের অর্থ হইল, কাফনের মধ্যে দুই পা একত্রে জড়াইয়া যাওয়া।

যাহহাক (র) বলেন ঃ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি আয়োজন শুরু হয়। একদিকে দুনিয়ার মানুষ তাহার কাফন-দাফনের আয়োজন করে। অপরদিকে ফেরেশতারা তাহার রূহ হেফাজতের আয়োজন করে।

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ "সেইদিন সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যানীত হইবে।" অর্থাৎ মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির আত্মা আকাশে তুলিয়া নেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাকে তোমরা পৃথিবীতে রাখিয়া আস। কারণ মানুষকে আমি মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। আবার সেই মাটিতেই আমি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিব। পুনরায় সেই মাটি হইতে আরেকবার তাহাদিগকে বাহির করিব। যেমন বারা ইব্‌ন আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلّٰى - وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى - ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى অর্থাৎ সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাত আদায় করে নাই– বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। অতঃপর সে তাহার পরিবার-পরিজনের নিকট দম্ভভরে ফিরিয়া গিয়াছিল।

এই আয়াতে সেই কাফিরদের সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হইতেছে, যাহারা পার্থিব জীবনে অন্তরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং আমল হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছিল। ফলে ভিতরে-বাহিরে কোন প্রকারেই কোন কল্যাণ লইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইতে পারে নাই। এতদসত্ত্বেও পার্থিব জীবনে তাহাদিগের দম্ভ ও অহমিকার

শেষ ছিল না। অত্যন্ত দম্ভের সহিত পরিবার-পরিজনের সংগে মিলিত হইত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ এবং যখন উহাদিগের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া। অন্য আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّهٗ كَانَ فِىْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا - اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ - بَلٰٓى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا অর্থাৎ সে তাহার স্বজনদিগের মধ্যে তো আনন্দে ছিল। যেহেতু সে ভাবিত যে, সে কখনই ফিরিয়া যাইবে না। নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবে, তাহার প্রতিপালক তাহার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই দাম্ভিক কাফিরদেরকে কঠোরভাবে ভীতি প্রদান করিয়া বলিতেছেন ঃ

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى - ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! অর্থাৎ আল্লাহ্র সহিত কুফরী কর আবার দম্ভ ও অহমিকা প্রকাশ কর, ইহা তোমাদিগের জন্য মোটেই মানায় না। এর পরিমাণে তোমাদিগের যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে। এইভাবে ধমক দিয়া অবজ্ঞার সূরে কথা বলিবার আরো প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে ধমকের ও অবজ্ঞার সুরে বলিবেন, এখন দেখ মজাটা, তুমি তো প্রতাপশালী ও সম্মানী লোক! অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ অর্থাৎ কিছুদিন সুখ ভোগ করিয়া লও, তোমরা তো অপরাধী।

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ অর্থাৎ ঠিক আছে, আল্লাহ্কে বাদ দিয়া যাহার ইচ্ছা, দাসত্ব করিয়া লও! অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ অর্থাৎ তোমাদিগের যাহা মনে চায় করিতে থাক।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... মূসা ইব্‌ন আবূ আয়েশা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আয়েশা (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলিয়াছেন اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى الخ। এই কথাটি প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ জাহলকে বলিয়াছিলেন। অতঃপর ওহীরূপে নাযিল হয়।

ইমাম নাসায়ী (র)....... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে اَوْلٰى لَكَ الخ। এই আয়াত সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে আবূ জাহলকে এই কথাটি বলিয়াছিলেন। পরে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীরূপে নাযিল করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র দুশমন নরাধম আবূ জাহল একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় টানিয়া ধরিয়াছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى الخ উত্তরে আবূ জাহল বলিল, মুহাম্মদ! তুমি আমাকে ভয় দেখাইতেছ? তুমি আর তোমার আল্লাহ্ একযোগ হইয়াও আমার কিছুই করিতে পারিবে না। জান, এই পাহাড়ের মাঝে যারা চলাচল করে তাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন, মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে পুনরুত্থিত করা হইবে না?

মুজাহিদ, শাফেয়ী, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ মানুষ কি মনে করে যে, কোন আদেশ-নিষেধ না করিয়া এমনিতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

বস্তুত, এই আয়াত দ্বারা ব্যাপকভাবে উভয় অর্থই বুঝানো হইয়াছে যে, মানুষকে দুনিয়াতেও আদেশ-নিষেধ না করিয়া স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই এবং পুনরুত্থিত না করিয়াও কবরে ফেলিয়া রাখা হইবে না। বরং দুনিয়াতেও তাহারা আল্লাহ্র আইনের অধীনে বন্দী আর মৃত্যুর পরও কবর হইতে হাশর ময়দানে উত্থিত করিয়া কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হইবে। এই আয়াত দ্বারা মূলত পুনরুত্থান প্রমাণ করা এবং পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের দাবি খণ্ডন করাই উদ্দেশ্য। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى অর্থাৎ মানুষ কি তুচ্ছ পানি দ্বারা গঠিত দুর্বল শুক্রবিন্দু ছিল না, যাহা পুরুষের মেরুদণ্ড হইতে স্খলিত হইয়া প্রথমে নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

অর্থাৎ অতঃপর সেই স্খলিত শুক্রবিন্দু রক্ত পিণ্ডে, তারপর গোশ্তের টুকরায় পরিণত হয়। তাহার পর আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে আকৃতি দান করেন ও আত্মা সঞ্চার করেন। অবশেষে উহা সুঠাম ও সুদেহী নারী বা পুরুষে পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى অর্থাৎ এই একবিন্দু শুক্র হইতে যেই সত্তা এত সুঠাম সুদেহী মানব সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তিনি কি মরিয়া যাইবার পর এই মৃত মানুষ গলিয়া পুনরায় জীবিত করিতে পারিবেন না? বস্তুত প্রথমবার সৃষ্টি করিবার তুলনায় পুনর্জীবিত করা আল্লাহ্র পক্ষে অধিক সহজ।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন আবার তিনিই পুর্নজীবিত করিবেন। বস্তুত পুনর্জীবিত করা প্রথম সৃষ্টির চেয়ে অনেক সহজ।

ইমাম আবূ দাউদ (র)…. আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমাদের কেহ সূরা ত্বীন পাঠ করিলে اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ পড়িয়া যেন সে بلى অর্থাৎ হ্যাঁ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করে। আর যদি কেহ সূরা কিয়ামা পাঠকালে اَلَيْسَ ذٰلِكَ الخ। পড়ে, সেও যেন بلىতথা হ্যাঁ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করে। আর যদি কেহ সূরা মুরসালাত পাঠকালে فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ পর্যন্ত পৌঁছে সে যেন বলে, اٰمَنَّا بِاللّٰهِ। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্তে ঈমান আনিয়াছি।

ইব্‌ন জারীর (র)……… কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ الخ। এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিতেন ঃ سُبْحَانَكَ وَ بَلٰى

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)……… সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ الخ। এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিতেন ঃ سُبْحَانَكَ وَبَلٰى

সূরা দাহ্র

৩১ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

মুসলিম শরীফে আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমুআর দিন ফজর নামাযে সূরা সাজদা ও সূরা দাহ্র পাঠ করিতেন।

একটি মুরসাল হাদীসে আছে যে, যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা পাঠ করেন, তখন কৃষ্ণ বর্ণের এক সাহাবী তথায় উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠ করিতে করিতে জান্নাতের বর্ণনা পর্যন্ত পৌঁছার পর লোকটি বিকট একটি চিৎকার দেয় এবং সংগে সংগে তাহার প্রাণ পাখী উড়িয়া যায়। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জান্নাতের উদগ্র স্পৃহা তোমাদিগের সাথীর প্রাণ কাড়িয়া নিয়াছে।

(١) هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ○

(٢) اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

(٣) اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ○

১. কাল প্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, এইজন্য আমি তাহাকে করিয়াছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

৩. আমি তাহাকে পথের নির্দেশ দিয়াছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হইবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ هَلْ أَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا। অর্থাৎ আমি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিবার পূর্বে

তুচ্ছ ও দুর্বল হওয়ার কারণে তাহারা উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই ছিল না। অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ অর্থাৎ আমি মানুষকে নারী ও পুরুষের মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।

مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি মানুষকে নারী ও পুরুষের মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ প্রথমে স্বামী-স্ত্রীর শুক্রবিন্দু একত্রে মিলিত হয়। অতঃপর কয়েকস্তর অতিক্রম করিয়া ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুঠাম মানুষের রূপ ধারণ করে। ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান এবং রবী ইব্ন আনাস (র)-ও এই কথাই বলেন যে, أَمْشَاجٍ অর্থ পুরুষের শুক্রবিন্দু নারীর শুক্রবিন্দুর সহিত মিলিত হওয়া। আর এইভাবে আমি পরীক্ষা করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا অর্থাৎ তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য যে, আমলের দিক থেকে তোমাদিগের কে ভালো।

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করিয়া আমি তাহাদিগকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছি, যাহাতে তাহার সেই শক্তি দ্বারা ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ অনুগতও হইতে পারে আবার ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্র নাফরমানীও করিতে পারে।

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ অর্থাৎ আমি মানুষকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমার সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى "ছামূদ জাতিকে আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছি কিন্তু তাহারা হিদায়াতের উপর অন্ধত্বকে প্রাধান্য দিয়াছে।" অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ অর্থাৎ মানুষকে আমি ভালো ও মন্দ উভয় পথেরই সন্ধান দিয়াছি।

ইকরিমা, আতিয়্যা, ইব্ন যায়দ, মুজাহিদ (র) ও জমহুর উলামা আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবূ সালিহ, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ অর্থ আমি মানুষকে মায়ের পেট হইতে বাহির হইয়া দুনিয়াতে আসিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছি। তবে এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম ব্যাখ্যাটিই সঠিক ও প্রসিদ্ধ।

إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا "হয় কৃতজ্ঞ হইবে, নয় তো অকৃজ্ঞ হইবে।" অর্থাৎ আমি মানুষকে সঠিক পথ বাতাইয়া দিয়াছি। এখন হয়তো সে সেই পথে চলিয়া

সৌভাগ্য অর্জন করিবে অন্যথায় উহা অমান্য করিয়া কপালে দুর্ভোগ ডাকিয়া আনিবে। যেমন ইমাম মুসলিম আবূ মালিক আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়া প্রতিটি মানুষই নিজেকে ক্রয়-বিক্রয় করে। ইহাতে হয় সে (শয়তানের হাতে তুলিয়া দিয়া) নিজেকে বরবাদ করে কিংবা (হিদায়াতের পথে চলিয়া) আবাদ করিয়া লয়।"

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা)-কে বলিলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নির্বোধদের নেতৃত্ব হইতে রক্ষা করুন।' কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! নির্বোধদের নেতৃত্ব বলিতে কি বুঝায়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমার পরে এমন বহু নেতার আবির্ভাব ঘটিবে; যাহারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করিবে না এবং আমার সুন্নত ও আদর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিবে না।

যাহারা তাহাদিগের বাতিল ও মিথ্যা মতবাদ সমর্থন করিবে এবং জুলুম ও অন্যায় কাজে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, তাহারা আমার কেহ নয়, আমিও তাহাদিগের কেহ নহি। আমার হাউযে কাওছারে তাহারা স্থান পাইবে না। আর যাহারা তাহাদিগের মিথ্যা মতবাদ সমর্থন না করিবে এবং জুলুম ও অন্যায় কাজে তাহাদিগের সাহায্য না করিবে— তাহারা আমার উম্মত বলিয়া বিবেচিত হইবে, আমিও তাহাদিগের আপন বলিয়া বিবেচিত হইব। আমার হাউযে কাওছারে তাহারা স্থান পাইবে। ওহে কা'ব ইব্‌ন উজরা! মনে রাখিও, রোযা হইল ঢাল তুল্য, সাদকা ছোট ছোট গুনাহসমূহ মুছিয়া ফেলে এবং নামায আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় কিংবা (বলিয়াছেন) মুক্তি সনদ। হে কা'ব ইব্‌ন উজরা! হারাম দ্বারা গঠিত গোশত্ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। জাহান্নামই এমন ব্যক্তির উপযুক্ত ঠিকানা। হে কা'ব! মানুষ প্রতি সকালে নিজেকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। কেহ তো নিজেকে ধ্বংসের হাত হইতে মুক্ত রাখে আবার কেহ নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেয়।"

ইমাম আহমদ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "প্রত্যেক ব্যক্তির ঘরের দরজায় দুটি পতাকা থাকে। একটি ফেরেশতার হাতে অপরটি শয়তানের হাতে। এখন যদি লোকটি আল্লাহ্‌র মনপূত কোন কাজের উদ্দেশ্যে বাহির হয়, তাহা হইলে ফেরেশতা পতাকা হাতে তাহার অনুসরণ করে। ফলে কাজ শেষে ঘরে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত লোকটি ফেরেশতার পতাকা তলে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে যদি লোকটি এমন কাজের উদ্দেশ্যে বাহির হয়, যাহা আল্লাহ্‌র মনপূত নয়, তাহা হইলে শয়তান পতাকা হাতে তাহার অনুসরণ করে। ফলে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত সে শয়তানের পতাকা তলে অবস্থান করে।"

(٤) اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ○

(٥) اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ○

(٦) عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○

(٧) يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ○

(٨) وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○

(٩) اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○

(١٠) اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ○

(١١) فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ○

(١٢) وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ○

৪. আমি অকৃতজ্ঞদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।

৫. সৎকর্মশীলেরা পান করিবে এমন পানীয় যাহার মিশ্রণ কাফূর—

৬. এমন একটি প্রস্রবণের যাহা হইতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করিবে, তাহারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করিবে।

৭. তাহারা কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে যেই দিনের বিপত্তি হইবে ব্যাপক।

৮. আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।

৯. এবং বলে, 'কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদিগের নিকট হইতে প্রতিদান চাহি না, কৃতজ্ঞতাও নহে।'

১০. 'আমরা আশংকা করি আমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।'

১১. পরিণামে আল্লাহ্ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হইতে এবং তাহাদিগকে দিবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ।

১২. আর তাহাদিগের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।

তাফসীর ঃ এইখানে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিতেছেন যে, আমার সৃষ্টির মধ্য হইতে যাহারা আমার সহিত কুফরী করিবে; তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য আমি শৃঙ্খল বেড়ী ও লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِذِ الاَغْلاَلُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُوْنَ - فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ অর্থাৎ কাফিরদিগের গলায় বেড়ী লাগাইয়া শৃঙ্খল দ্বারা পা বাঁধিয়া ফুটন্ত পানিতে টানিয়া নেওয়া হইবে। অতঃপর আগুনে পোড়ানো হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সৎ কর্মশীলদের পরিণাম সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا অর্থাৎ সৎ কর্মশীলেরা পান করিবে এমন পানীয় যাহার মিশ্রণ কাফূর। বলা বাহুল্য যে, কাফূর মিশ্রিত জান্নাতের এই পানীয় অত্যন্ত সুঘ্রাণযুক্ত ও ঠাণ্ডা হইবে। কাফূর এমনিতেই ঠাণ্ডা ও সুঘ্রাণযুক্ত হইয়া থাকে। তদুপরি জান্নাতের পানীয় হিসাবে উহা অত্যন্ত সুস্বাদু হইবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ অর্থাৎ কাফুর মিশ্রিত এই পানীয় এর প্রস্রবণ থাকিবে, যাহা হইতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করিবে এবং কেবল উহা হইতে পান করিয়াই তাহারা তৃপ্ত হইয়া যাইবে। উল্লেখ্য যে, عَيْنًا শব্দটি তারকীবে তমীযরূপে নসব হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ এই পানীয় কাফূরের ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত। আর কেহ বলেন, তাহা কাফূর নামক প্রস্রবণ হইতে পান করিবে।

يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا অর্থাৎ পানি পান করিবার জন্য প্রস্রবণের কাছে আসিবার প্রয়োজন হইবে না বরং আল্লাহ্‌র বান্দাগণ নিজেদিগের প্রাসাদে, বাগ-বাগিচায়, বৈঠকখানায়, মোটকথা যখন যেখানে ইচ্ছা উহা প্রবাহিত করিতে পারিবে। تفجر অর্থ لانباع। অর্থাৎ প্রবাহিত করা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الاَرْضِ يَنْبُوْعًا অর্থাৎ তাহারা বলিল, আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদিগের জন্য যমীন হইতে একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া দাও।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهَا نَهْرًا অর্থাৎ উহার মাঝখানে আমি একটি নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছি।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ঐ প্রস্রবণটি যেইখানে ইচ্ছা হাঁকাইয়া নিবে। ইকরিমা এবং কাতাদা (র)-ও এই অর্থ বলিয়াছেন।

সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র বান্দা যেইভাবে ইচ্ছা উহা ব্যবহার করিবে।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাদের পরিচয় হইল এই যে, তাহারা আল্লাহ্র যাবতীয় আদেশ নিষেধ মানিয়া চলে এবং নযরের মাধ্যমে নিজেরা নিজদিগের উপর যাহা ওয়াজিব করে, উহা যথাযথভাবে পূর্ণ করে আর এমন একদিনের ভয় করে যাহার বিপত্তি হইবে ব্যাপক।

ইমাম মালিক (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যের মানত করে সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্য করিয়া উহা পূরণ করে আর কেহ আল্লাহ্র নাফরমানী করিবার মানত করিলে যেন সে আল্লাহ্র নাফরমানী না করে। ইমাম বুখারী (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا অর্থাৎ আর তাহারা কিয়ামত দিবসের হিসাবের পরিণাম মন্দ হইবার আশংকায় আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করিয়া চলে। বস্তুত উহা এমন এক দিবস যাহার বিপত্তি সকলকেই গ্রাস করিবে। তবে আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন কেবল সে-ই রক্ষা পাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مستطير অর্থ فاشيا অর্থাৎ বিস্তৃত। কাতাদা (র) বলেন ঃ আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, সেই দিবসের বিপত্তিতে আকাশ-যমীন সবকিছুই ছাইয়া যাইবে।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا অর্থাৎ আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। মুজাহিদ, মুকাতিল ও ইব্ন জারীর (র)-এর মতে على حبه অর্থ আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও। কেহ কেহ বলেন, على حبه অর্থ আল্লাহ্র ভালোবাসায়। তবে প্রথম অর্থটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ অর্থাৎ সম্পদের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও আল্লাহ্র পথে সম্পদ দান করে। আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করিবে না।

ইমাম বায়হাকী (র) আ'মাশের সূত্রে নাফি' (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, নাফি' (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) একবার অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন আঙ্গুরের মওসুম সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। তিনি আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার স্ত্রী হযরত সফিয়্যা (রা) এক দিরহাম দ্বারা একছড়া আঙ্গুর খরীদ করাইয়া আনেন। যাহাকে আঙ্গুর খরীদ করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছিল ফিরিবার পথে তাহার

সংগে একজন ভিক্ষুক আসিয়া দরজায় হাঁক দিবার সংগে সংগে ইব্ন উমর (রা) আঙ্গুরগুলি তাহাকে দান করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। ফলে আঙ্গুরগুলি তাহাকে দিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর সফিয়্যা (রা) আবারো লোক পাঠাইয়া এক দিরহামের আঙ্গুর খরীদ করাইয়া আনেন। এইবারও তাহার পিছনে পিছনে ভিক্ষুকটি আসিয়া হাঁক দিলে ইব্ন উমর (রা) আঙ্গুরগুলি তাহাকে দান করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। ফলে আঙ্গুর তাহাকে দিয়ে দেওয়া হয় এবং হযরত সফিয়্যা (রা)-এর নির্দেশে তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, আবার আসিলে কিন্তু আর কিছুই দেওয়া হইবে না। অতঃপর সফিয়্যা (রা) পুনরায় এক দিরহামের আঙ্গুর খরীদ করাইয়া আনেন।

সহীহ হাদীসে আছে যে, "সুস্থ অবস্থায় সম্পদের প্রতি লোভ ধনী হইবার আকাঙ্খা ও গরীব হইবার আশংকা থাকা সত্ত্বেও যে দান করা হয় উহাই সর্বোত্তম দান।" অর্থাৎ সম্পদের প্রতি আসক্তি ও সম্পদের প্রয়োজন থাকাবস্থায় যে দান করা হয় উহা উত্তম দান। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا অর্থাৎ আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করে। মিসকীন ও ইয়াতীম সম্পর্কে উপরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। اسير অথবা কয়েদী সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন ঃ এইখানে اسير বলিতে মুসলিম কয়েদীদেরকে বুঝানো হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তৎকালে মুসলমানদের বন্দীরা সকলেই ছিল মুশরিক। অতএব বন্দী বলিতে শুধু মুসলিম বন্দীদেরকেই বুঝানো হয় নাই। বদরের যুদ্ধে যেসব কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবার জন্য সাহাবীদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ফলে সাহাবাগণ পানাহারের ব্যাপারে নিজদিগের উপর তাহাদিগকে প্রাধান্য দিতেন। ইকরিমা (র) বলেন ঃ اسير অর্থ দাস-দাসী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসংখ্য হাদীসে দাস-দাসী ও অধীনস্তদের সহিত সদাচরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এমনকি মৃত্যুকালেও এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে, তোমরা নামায ও অধীনস্তদের প্রতি যত্নবান হও।

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَاشُكُوْرًا অর্থাৎ অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায় যে, তাহারা বলে, আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও প্রতিদানের আশায়ই তোমাদিগকে আহার্য দান করি। তোমাদিগের নিকট আমরা ইহার কোন প্রতিদান চাই না এবং ইহাও কামনা করি না যে, মানুষের কাছে তোমরা আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ এই কথাগুলি তাহারা মুখে না বলিলেও উৎসাহ প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا। অর্থাৎ আমরা ইহা এইজন্য করি যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ভীতি প্রদত্ত ভয়ংকর দিনে আমাদিগকে তিনি বিপদ হইতে মুক্ত রাখেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, عَبُوْسًا অর্থ ضَيِّقًا অর্থাৎ সংকীর্ণ। قَمْطَرِيْرًا অর্থ طَوِيْلاً অর্থাৎ– দীর্ঘ। ইকরিমা (র) বলেন, সেইদিন কাফিরদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া যাইবে ও দুই চক্ষুর মধ্যখান হইতে আলকাতরার ন্যায় ঘাম প্রবাহিত হইবে। ইব্ন যায়দ (র) বলেন, عَبُوْسًا অর্থ الشر। তথা বিপত্তি। আর قَمْطَرِيْرًا অর্থ الشديد। তথা তীব্র। তবে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ قَمْطَرِيْرًا অর্থ الشديد। তথা তীব্র। যেমন ঃ বলা হয় يوم عضيب - يوم قماطر - هو يوم قمطرير ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, কিয়ামত দিবসই সর্বাপেক্ষা তীব্র ও দীর্ঘ বিপদের দিবস।

فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا অর্থাৎ পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সেই দিবসের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগের চেহারায় প্রফুল্লতা ও মনে আনন্দ দান করিবেন। হাসান বসরী, কাতাদা, আবুল আলিয়া ও রবী ইব্ন আনাস (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ অর্থাৎ "অনেক মুখমণ্ডল হইবে সেইদিন উজ্জ্বল সহাস্য ও প্রফুল্ল।" বলাবাহুল্য যে, মনে আনন্দ হইলে মুখমণ্ডল এমনিতেই উজ্জ্বল হইয়া যায়। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কারণে আনন্দিত হইলে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া যাইত এবং দেখিতে চাঁদের টুকরার ন্যায় মনে হইত।

আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আনন্দিত অবস্থায় আমার কাছে আগমন করেন। দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহার মুখমণ্ডলের শিরাগুলি যেন ঝকঝক করিতেছে।

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا অর্থাৎ ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জান্নাত তথা সুখময় প্রাসাদ ও মনোরম পোষাক দান করিবেন।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) বলেন আবূ সুলাইমান ইব্ন দারানীকে একদিন সূরা দাহর পাঠ করিয়া শুনানো হয়। পাঠক .... وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا পর্যন্ত আসিলে তিনি বলিলেন ঃ ধৈর্যের সহিত দুনিয়াতে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা দমন করিবার ফলেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ইহা দান করিবেন।

(١٣) مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّ لَا زَمْهَرِيْرًا ۚ۝

(١٤) وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝

(١٥) وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّ اَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۙ۝

(١٦) قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝

(١٧) وَ يُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۚ۝

(١٨) عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝

(١٩) وَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۝

(٢٠) وَ اِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّ مُلْكًا كَبِيْرًا ۝

(٢١) عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّ اِسْتَبْرَقٌ ۫ وَّ حُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَ سَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝

(٢٢) اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّ كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۚ۝

১৩. সেথায় তাহারা সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে, তাহারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করিবে না।

১৪. সন্নিহিত বৃক্ষ-ছায়া তাহাদিগের উপর থাকিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের আয়ত্তাধীন করা হইবে।

১৫. তাহাদিগকে পরিবেশন করা হইবে রৌপ্য পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে।

১৬. রজত শুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করিবে।

১৭. সেথায় তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়।

১৮. জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যাহার নাম সালসাবীল।

১৯. তাহাদিগকে পরিবেশন করিবে চির কিশোরেরা, উহাদিগকে দেখিয়া মনে হইবে উহারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

২০. তুমি যখন সেথায় দেখিবে, দেখিতে পাইবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।

২১. তাহাদিগের আবরণ হইবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তাহারা অলংকৃত হইবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে আর তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে পান করাইবেন বিশুদ্ধ পানীয়।

২২. অবশ্য, ইহাই তোমাদিগের পুরস্কার এবং তোমাদিগের কর্ম প্রচেষ্টা স্বীকৃত।

তাফসীর ঃ জান্নাতের অধিবাসী এবং তাহাদিগকে জান্নাতে যেসব সুখ-সামগ্রী প্রদান করা হইবে সেই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যে সুসজ্জিত আসনে সমাসীন হইবে। اِتِّكَا। অর্থ কি শয়ন করা, নাকি হেলান দিয়া বা আসন করিয়া বসা বা অন্য কিছু— এই বিষয়ে সূরা সাফ্ফাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

لَايَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَازَمْهَرِيْرًا অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে জান্নাতীরা অতিশয় গরম বা তীব্র শীত বোধ করিবে না– বরং সর্বদা এমন আবহাওয়া বিরাজমান থাকিবে যাহাতে তাহাদিগের বিন্দুমাত্র কষ্ট হইবে না। কখনো আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনও হইবে না।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا অর্থাৎ বৃক্ষের ডালসমূহ ঝুঁকিয়া জান্নাতীদের নিকটবর্তী হইয়া ছায়াদান করিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণ উহাদিগের আয়ত্তাধীন থাকিবে। যখনই ইচ্ছা করিবে, জান্নাতীরা অনায়াসে ফলমূল ছিঁড়িয়া লইতে পারিবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ অর্থাৎ দুই উদ্যানের ফল হইবে তাহাদিগের নিকটবর্তী। وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا -এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ জান্নাতীরা দণ্ডায়মান হইলে ফল-বৃক্ষ তদানুযায়ী উপরে উঠিয়া যাইবে, বসিলে বা শয়ন করিলে পরিমাণ মত ঝুঁকিয়া যাইবে, যাহাতে অনায়াসে ফল আহরণ করা যায়।

কাতাদা (র) বলেন ঃ কাঁটা বা দূরত্বের কারণে ফল আহরণে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে না। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ জান্নাতের জমি হইল রৌপ্যের, মাটি খাঁটি মিশকের, বৃক্ষের মূল কাণ্ড স্বর্ণ ও রৌপ্যের, ডাল হীরা, মোতী ও পান্নার। ইহারই মাঝে থাকিবে পাতা ও ফল। সেই ফল দাঁড়াইয়া খাইতেও কোন অসুবিধা হইবে না, বসিয়া খাইতেও অসুবিধা হইবে না, শুইয়া খাইতেও কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا - قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ অর্থাৎ খাদেমগণ খাদ্যের রৌপ্য বরতন ও স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ পান পাত্র গ্লাস লইয়া ঘুরাফেরা করিবে। এই গ্লাস এতই স্বচ্ছ হইবে যে, উহার বাহির হইতে ভিতরের বস্তু স্পষ্ট দেখা যাইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলা যতকিছু দান করিবেন, দুনিয়াতে উহার সবগুলিরই নমুনা রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ অর্থাৎ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ রৌপ্য পান পাত্রের কোন নমুনা দুনিয়াতে নাই।

قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا অর্থাৎ খাদিমগণ যথাযথভাবে উহা পূর্ণ করিয়া রাখিবে। তৃপ্তি লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তদপেক্ষা কমও হইবে না বেশীও না। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ সালিহ, কাতাদা, ইব্‌ন আবযা, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমায়র, কাতাদা, শা'বী ও ইব্‌ন যায়দ (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً অর্থাৎ জান্নাতে সৎ কর্মশীলদেরকে সেই গ্লাসে করিয়া যানজাবীল মিশ্রিত সুরা পান করানো হইবে। মোটকথা সৎকর্মশীল জান্নাতীদিগকে কখনো কাফূর মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে আবার কখনো যানজাবীল মিশ্রিত গরম পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে। এইভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র মুকার্‌রব বান্দাগণ সরাসরি কাফূর এবং যানজাবীলের প্রস্রবণ হইতেই পান করিবে।

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلاً অর্থাৎ যানজাবীল জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম, যাহাকে সালসাবীল বলা হয়। ইকরিমা (র) বলেন ঃ সালসাবীল জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ অবিরাম ও দ্রুত প্রবাহিত হওয়ার কারণে উহার নাম সালসাবীল রাখা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, অনেকের ধারণা, এই প্রস্রবণটির সালসাবীল নামকরণের কারণ হইল উহার পানীয় এতই সুস্বাদু ও সুপেয় যে, মুখে দেওয়ার সংগে সংগে উহা ভিতরে চলিয়া যাইবে।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীদের সেবার জন্য জান্নাতের কিশোরদের হইতে এমন বহু কিশোর তাহাদিগের আশে-পাশে ঘুরাফেরা করিবে, যাহারা চিরকাল একই রকম থাকিবে। উহাদিগের কৈশোরে কখনো কোন পরিবর্তন আসিবে না এবং বয়সও বৃদ্ধি পাইবে না।

اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا অর্থাৎ উহাদিগকে দেখিলে মনে হইবে যেন উহারা বিক্ষিপ্ত মুক্তার ন্যায়। এদিক-ওদিক ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে। উহাদিগের চেহারা, গায়ের রং, পোশাক ও অলংকারাদি ঠিক মুক্তারই ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে আবূ আইয়ূব (রা) সূত্রে কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ এক একজন জান্নাতীর সেবায় এক হাজার খাদিম নিয়োজিত থাকিবে। ইহাদিগের প্রত্যেকে পৃথক পৃথক কাজ আঞ্জাম দিবে। অর্থাৎ এক হাজার জন খাদিম এক হাজার রকম সেবায় তৎপর থাকিবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি জান্নাত, জান্নাতের সুখ-সামগ্রী, জান্নাতের প্রশস্ততা ও উচ্চতার প্রতি লক্ষ্য করিলে অফুরন্ত নাজ-নিয়ামাত ও বিশাল সাম্রাজ্য দেখিতে পাইবেন।

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া সর্বশেষে যে লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বলিবেন, যাও তোমার জন্য দুনিয়ার সমান এবং আরো দশগুণ সাম্রাজ্য রহিয়াছে।

উপরে ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "সর্বনিম্নস্তরের একজন জান্নাতীকে যে স্থান দেওয়া হইবে উহা পরিদর্শন করিতে তাহার দুই হাজার বছর লাগিয়া যাইবে। তবুও উহার সবচেয়ে কাছের স্থান ও সবচেয়ে দূরের স্থান সমানভাবে দেখিতে পাইবে।" সর্বনিম্নের জন্য এই নিয়ামত তাহা হইলে সর্বোচ্চ জান্নাতীর জন্য আল্লাহ্ কতটুকু নিয়ামত তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন অনুমান করুন।

তারারানী (র)....... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদিন হাবশা হইতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তোমার কোন প্রশ্ন থাকিলে করিতে পার।" লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আকার-আকৃতি, রং-রূপ ও নবূওত দ্বারা আপনাদিগকে আমাদিগের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে। আচ্ছা আপনি যাহার উপর ঈমান আনিয়াছেন, আমিও যদি তাহার উপর ঈমান আনি এবং আপনি যেই আমল করেন, আমিও সেই আমল করি তো আমি কি আপনার সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, যেই সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ! জান্নাতে (দুনিয়ার) কৃষ্ণ লোকদের এক হাজার বছরের দূরত্ব হইতেও দেখা যাইবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিল, সে আল্লাহ্র নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া গেল আর যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ পড়িল সে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লাভ করিল। এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, ইহার পরও আমরা কিভাবে ধ্বংস হইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "অনেক লোক কিয়ামতের দিন এত অধিক আমল লইয়া উপস্থিত হইবে যে, উহা কোন একটি পাহাড়ের উপর রাখিয়া দিলেও তাহার ভারী অনুভব করিবে। কিন্তু আল্লাহ্র নিয়ামতের তুলনায় উহা নিতান্তই নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, তখন আল্লাহ্ যাহাকে স্বীয় রহমতের কোলে টানিয়া নিবেন কেবল সেই রক্ষা পাইবে। এই প্রসংগেই .... هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ وَّمُلْكًا كَبِيْرًا নাযিল হয়। অতঃপর হাবশী লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর! জান্নাতে আপনি যাহা দেখিবেন আমিও কি তাহা দেখিতে পাইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

হ্যাঁ। শুনিয়া লোকটি কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে মরিয়া গেল। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে তাঁহাকে কবরে দাফন করিয়াছেন।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে রেশমী পোশাক পরিধান করিবে। এই রেশমী পোশাক আবার দুই ধরনের হইবে। এক ধরনের নাম হইল 'সুনদুস' অর্থাৎ উন্নতমানের খাঁটি নরম রেশম যাহা দেহের সংগে মিলিয়া থাকিবে। আরেক প্রকার হইল ইসতাবরাক অর্থাৎ উন্নতমানের স্থূল রেশম যাহা উপরে পরিধান করা হইবে ও ঝিকমিক করিতে থাকিবে।

وَحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ অর্থাৎ এই রেশমী পোশাকের সহিত রূপার কংকন দ্বারা সাজানো হইবে। এই গেল 'আবরার' তথা সৎকর্মশীলদের বর্ণনা। পক্ষান্তরে মুকার্‌রাবদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٍ
অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে সোনার কংকন ও মুক্তা পরানো হইবে আর উহাদিগের আবরণ হইবে খাঁটি রেশম।

وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদিগকে এমন পানীয় পান করাইবেন, যাহা তাহাদিগের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় কুচরিত্র যেমন ঃ হিংসা-দ্বেষ, অহংকার ইত্যাদি দূর করিয়া নির্মল ও নিষ্কলুষ করিয়া দিবে। যেমন ঃ হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন যে, জান্নাতীরা জান্নাতের দরজায় পৌঁছিয়া দুইটি প্রস্রবণ দেখিতে পাইবে। তাহার উহার একটির পানি পান করিবে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের উদরস্ত যাবতীয় মলিনতা দূর করিয়া দিবেন। তাহার পর অপরটিতে নামিয়া তাহারা গোসল করিবে। ফলে তাহাদিগের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিবে।

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا অর্থাৎ জান্নাতীদেরকে সম্মানার্থে বলা হইবে, ইহাই তোমাদিগের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةْ অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা যে নেক আমল করিয়াছিলে উহার বিনিময়ে এখন তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহার করিতে থাক।

وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে ডাকিয়া বলা হইবে, এই হইল তোমাদিগের জান্নাত। তোমরা দুনিয়াতে যেই নেক আমল করিতে উহার বিনিময়ে তোমাদিগকে ইহা দেওয়া হইয়াছে।

وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের অল্প আমলের বিনিময়ে অনেক পুরস্কার দিয়াছেন।

(٢٣) اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ الۡقُرۡاٰنَ تَنۡزِيۡلًا ۚ

(٢٤) فَاصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعۡ مِنۡهُمۡ اٰثِمًا اَوۡ كَفُوۡرًا ۚ

(٢٥) وَاذۡكُرِ اسۡمَ رَبِّكَ بُكۡرَةً وَّاَصِيۡلًا ۚ

(٢٦) وَمِنَ الَّيۡلِ فَاسۡجُدۡ لَهٗ وَسَبِّحۡهُ لَيۡلًا طَوِيۡلًا

(٢٧) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوۡنَ الۡعَاجِلَةَ وَيَذَرُوۡنَ وَرَآءَهُمۡ يَوۡمًا ثَقِيۡلًا

(٢٨) نَحۡنُ خَلَقۡنٰهُمۡ وَشَدَدۡنَاۤ اَسۡرَهُمۡ ۚ وَاِذَا شِئۡنَا بَدَّلۡنَاۤ اَمۡثَالَهُمۡ تَبۡدِيۡلًا

(٢٩) اِنَّ هٰذِهٖ تَذۡكِرَةٌ ۚ فَمَنۡ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيۡلًا

(٣٠) وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ۖ

(٣١) يُّدۡخِلُ مَنۡ يَّشَآءُ فِىۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِيۡنَ اَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا ۚ

২৩. আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি ক্রমে ক্রমে।

২৪. সুতরাং ধৈর্যের সহিত তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং উহাদিগের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তাহার আনুগত্য করিও না।

২৫. এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

২৬. রাত্রির কিয়দংশে তাঁহার প্রতি সিজদায় নত হও এবং দীর্ঘ সময় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

২৭. উহারা ভালোবাসে পার্থিব জীবনকে এবং উহার– পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করিয়া চলে।

২৮. আমি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদিগের গঠন সুদৃঢ় করিয়াছি। আমি যখন ইচ্ছা করিব উহাদিগের পরিবর্তে উহাদিগের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিব।

২৯. ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।

৩০. তোমরা ইচ্ছা করিবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৩১. তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু জালিমরা- উহাদিগের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ স্বীয় রাসূলের প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন যে, আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে। সুতরাং আপনিও এই অনুগ্রহের মোকাবিলায় ধৈর্যের সহিত দায়িত্ব পালন করুন এবং আমার সিদ্ধান্তের উপর অবিচল থাকুন। আমিই আপনাকে কাজের উত্তম রীতিনীতি ও পদ্ধতি শিখাইয়া দিব।

وَلاَتُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا অর্থাৎ কাফির মুনাফিকদের কোন কথার প্রতি আপনি কর্ণপাত করিবেন না। উহাদিগের বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা প্রত্যাদেশ হয় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া উহা মানুষের কাছে পৌঁছাইতে থাকুন। প্রতিপক্ষের অনিষ্টতা হইতে আল্লাহই আপনাকে রক্ষা করিবেন। اثم বলা হয় বদ 'আমল নাফরমানকে আর كفور বলা হয় অন্তরে আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারীকে।

وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর।

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً অর্থাৎ এবং রাত্রির কিয়দংশে তাহার প্রতি সিজদায় নত হও আর দীর্ঘ সময় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا অর্থাৎ এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে।

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফির ও তাহাদিগের সমমনাদের সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

اِنَّ هٰؤُلاَءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلاً অর্থাৎ এই কাফির বে-ঈমানরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং উহার পরবর্তী কঠিন দিবস তথা কিয়ামত দিবসকে উপেক্ষা করিয়া চলে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ - وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلاً

অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদিগের গঠন সুদৃঢ় করিয়াছি। আবার যখন আমি ইচ্ছা করিব কিয়ামতের দিন উঠাইয়া উহাদিগকে আমি নতুনভাবে সৃষ্টি করিব।

ইব্ন যায়দ ও ইব্ন জারীর (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমি যখন ইচ্ছা করিব উহাদিগের পরিবর্তে আমি আরেকটি জাতি সৃষ্টি করিতে পারিব। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنْ يَّشَاءْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِاٰخَرِيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذَالِكَ قَدِيْرًا অর্থাৎ ওহে মানুষ! আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে নির্মূল করিয়া অন্য জাতি সৃষ্টি করিতে পারিবেন। আর আল্লাহ্ এই কাজ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنْ يَّشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে নির্মূল করিয়া নতুন এক জাতি আনিয়া দিবেন। আর এই কাজ আল্লাহ্র জন্য মোটেই কঠিন নহে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ - فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا অর্থাৎ এই সূরাটি বিশেষ একটি উপদেশ। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন দ্বারা হিদায়াত লাভ করিতে চাহে, সে তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ ধরুক। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কাহারো ইচ্ছা পূরণ হইবার নহে। আল্লাহ্র মঞ্জুরি ব্যতীত কেহ নিজেকে হিদায়াত করিতে, ঈমান আনয়ন করিতে এবং নিজের কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا। অর্থাৎ কে হিদয়াতের উপযুক্ত আল্লাহ্ তাহা জানেন। ফলে তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য যাবতীয় উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি বিভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য তাহাকে হিদায়াত হইতে বঞ্চিত করেন। আর তিনি প্রজ্ঞাময়। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন আর যাহাকে ইচ্ছা পথহারা করেন। আল্লাহ্ যাহাকে হিদায়াত দান করেন, কেহ তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না আর আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন, কেহ তাহাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আর অত্যাচারীদের জন্য তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

সূরা মুরসালাত

৫০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম বুখারী (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত মিনার এক গুহায় অবস্থান করিতেছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরাটি তিলাওয়াত করিতে লাগিলেন আর আমরা তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া মুখস্ত করিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ একটি সর্প আমাদিগকে দংশন করিতে উদ্যত হয়। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "উহাকে মারিয়া ফেল"। আমরা মারিতে উদ্যত হইলে সাপটি চলিয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "সাপটি তোমাদিগের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইল আর তোমরাও উহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইয়াছ।" ইমাম মুসলিম ও আ'মাশ (র) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে উম্মে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, উম্মে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মাগরিবের সালাতে وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا পাঠ করিতে শুনিয়াছি।

(١) وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ

(٢) فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ

(٣) وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ

(٤) فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ

(٥) فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ

(٦) عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝

(٧) اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝

(٨) فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝

(٩) وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝

(١٠) وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝

(١١) وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝

(١٢) لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۝

(١٣) لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝

(١٤) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝

(١٥) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

১. শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর,
২. আর প্রলয়ংকারী ঝটিকার,
৩. শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর
৪. আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর,
৫. এবং তাহার যাহা মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয় উপদেশ—
৬. অনুশোচনাস্বরূপ বা সতর্কতাস্বরূপ।
৭. নিশ্চয়ই তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্যম্ভাবী।
৮. যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে,
৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,
১০. এবং যখন পর্বতমালা উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হইবে,
১১. এবং রাসূলগণকে নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হইবে,
১২. এই সমুদয় স্থগিত রাখা হইয়াছে কোন্ দিবসের জন্য?
১৩. বিচার দিবসের জন্য।
১৪. বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?
১৫. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ফেরেশতা, মাসরূক আবূ যোহা, মুজাহিদ, সুদ্দী এবং রবী ইব্‌ন আনাস (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ সালিহ (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, রাসূলগণ। فارقات - ناشرات - ملقيات এবং عاصفات সম্পর্কেও আবূ সালিহ (র) বলেন যে, এইগুলি দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা।

ছাওরী (র) আবুল আবী দায়ন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল আবী দায়ন (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে وَالْمُرْسَلٰتِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, وَالْمُرْسَلٰتِ অর্থ ঃ বায়ু। অনুরূপভাবে ناشرات ও عاصفات সম্পর্কেও তিনি বলেন যে, এইগুলি দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বায়ু। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং কাতাদা (র) অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) المرسلات। দ্বারা অর্থ ফেরেশতা না বায়ু কোন স্থির মত পোষণ করেন নাই। তবে عاصفات দ্বারা বায়ু বলিয়াছেন। ইহা ইবন মাসউদ ও আলী (রা) এবং সুদ্দীও বলিয়াছেন। কিন্তু ناشرات দ্বারা ফেরেশতা না বায়ু কোন স্থির মত প্রকাশ করেন নাই।

আবূ সালিহ (র) হইতে বর্ণিত যে, ناشرات অর্থ বৃষ্টি। তবে প্রসিদ্ধ মতে مُرْسَلَات অর্থ বায়ুই সঠিক। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَ اَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ অর্থাৎ আমি বায়ুসমূহকে প্রেরণ করিয়াছি যাহা মেঘমালা পরিচালিত করে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রহমত প্রেরণের পূর্বে সুসংবাদ স্বরূপ বায়ু প্রেরণ করেন।

অনুরূপভাবে عَاصِفَات অর্থও বায়ু যেমন প্রবলবেগে শোঁ শোঁ করে বায়ু প্রবাহিত হইলে বলা হয় عَصَفَتِ الرِّيَاحُ তদ্রূপ ناشرات অর্থও বায়ু, যাহা আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী আকাশ প্রান্তে মেঘমালা ছড়াইয়া দেয়।

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا - فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا - عُذْرًا اَوْ نُذْرًا অর্থাৎ শপথ বিচ্ছিন্নকারীর এবং তাহার যাহা মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয় উপদেশ, অনুশোচনা স্বরূপ বা সতর্কতা স্বরূপ।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস (রা), মাসরূক, মুজাহিদ, কাতাদা, রবী ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী ও ছাওরী (র) বলেন ঃ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا الخ। অর্থাৎ ফেরেশতা

বস্তুত ইহাতে কোন দ্বিমত নাই। কারণ ফেরেশতাই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে রাসূলদের নিকট এমন বাণী অবতীর্ণ করেন যাহা হক-বাতিল, হিদায়াত-গোমরাহী ও হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং রাসূলদের নিকট এমন ওহী অবতীর্ণ করে যাহাতে সত্যের প্রতি আহ্বান ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উপরিউক্ত কয়েকটি বিষয়ের শপথ করিয়া বলিতেছেন, কিয়ামত, শিংগায় ফুৎকার প্রদান, পুনরুত্থান, পূর্বাপর সকল মানুষকে একই চত্বরে সমবেত করা ও ভালোমন্দ সব ধরনের কর্মের প্রতিফল প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কে তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহা বাস্তবায়িত হইবে, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ। অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ। "যখন নক্ষত্ররাজি নিস্প্রভ হইয়া যাইবে।" অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ। "যখন তারকারাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।"

وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ। "আর যখন আকাশ ফারিয়া বিদীর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে এবং তাহার পার্শ্ব ও কিনারা ধ্বংস হইবে।"

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ। আর যখন পর্বতমালা উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত নিশ্চিত হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا অর্থাৎ লোকেরা আপনাকে পর্বতমালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলিয়া দিন যে, আমার প্রতিপালক উহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন।

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ যখন রাসূলগণকে সমবেত করা হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ "যেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলদিগকে একত্রিত করিবেন।"

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اُقِّتَتْ অর্থ اُجِّلَتْ অর্থাৎ যেইদিন রাসূলদিগকে নির্ধারিত সময়ে উত্থিত করা হইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِاىْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ۔

অর্থাৎ যমীন তাহার প্রতিপালকের নূরে আলোকিত হইবে, আমলনামা স্থাপন করা হইবে, নবী ও সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদিগের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা করা হইবে ও কাহারো প্রতি অবিচার করা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لِاَىِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ অর্থাৎ বিচার দিবসের জন্য এই সমুদয় স্থগিত রাখা হইয়াছে। বিচার দিবসে কিয়ামতের মাঠে এই সকল বিষয়ে মীমাংসা করা হইবে। হে রাসূল! আপনি কি জানেন যে, বিচার দিবস কী? উল্লেখ্য যে, বিচার দিবসের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ সেই দিবসের মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ রহিয়াছে।

(١٦) اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۝

(١٧) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ۝

(١٨) كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝

(١٩) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

(٢٠) اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝

(٢١) فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝

(٢٢) اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

(٢٣) فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ۝

(٢٤) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

(٢٥) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۝

(٢٦) اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۝

(٢٧) وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ۝

(٢٨) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করি নাই!
১৭. অতঃপর আমি পরবর্তীদিগকে উহাদিগের অনুগামী করিব।
১৮. অপরাধীদিগের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি।
১৯. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য।
২০. আমি কি তোমাদিগকে তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই?
২১. অতঃপর আমি উহা স্থাপন করিয়াছি নিরাপদ আধারে,
২২. এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,
২৩. আমি উহাকে গঠন করিয়াছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা!
২৪. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য।
২৫. আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করি নাই ধারণকারীরূপে,
২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য?
২৭. আমি উহাতে স্থাপন করিয়াছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদিগের দিয়াছি সুপেয় পানি।
২৮. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ পূর্বযুগে যাহারা রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং আল্লাহ্র বিধানের বিরোধীতা করিয়াছিল আমি কি তাহাদিগকে ধ্বংস করি নাই? অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ পরবর্তীতেও যাহারা উহাদের ন্যায় আচরণ করিবে আমি তাহাদিগকেও ধ্বংস করিয়া দিব। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ অপরাধীদিগের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি। মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য তো ধ্বংস রহিয়াছেই। এই ব্যাখ্যা ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পুনরুত্থানের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়া বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ অর্থাৎ আমি কি তোমাদিগকে এমন পানি দ্বারা সৃষ্টি করি নাই, যাহা আল্লাহ্র শক্তির মুকাবিলায় নিতান্তই তুচ্ছ, হীন ও অপদার্থ?

فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ অতঃপর এক নির্ধারিত সময় তথা ছয় কিংবা নয় মাস পর্যন্ত আমি সেই পানিকে এক নিরাপদ আধার তথা মাতৃজরায়ুতে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি।

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ অতঃপর আমি পরিমিতভাবে উহাকে গঠন করিয়াছি। দেখ আমি কত বড় নিপুণ স্রষ্টা!

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ দুর্ভোগ সেইদিন মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا অর্থাৎ আমি কি যমীনকে জীবিত ও মৃতের জন্য ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করি নাই? অর্থাৎ যমীনকে আমি তোমাদিগের এই খিদমতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, উহা জীবিতাবস্থায় তোমাদিগকে পিঠে বহন করিবে আর মৃত্যুর পর পেটে ধারণ করিবে? শা'বী, মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ অর্থাৎ যমীনের উপর সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি যাহাতে যমীন হেলিয়া দুলিয়া না পড়ে।

وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا অর্থাৎ আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া এবং যমীন হইতে প্রস্রবণ উৎসারিত করিয়া আমি তোমাদিগের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করিয়াছি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ ধ্বংস সেই সব লোকদের জন্য যাহারা স্রষ্টার মহত্ব ও বিরাট প্রমাণকারী এত সব সৃষ্টি দেখিয়াও সত্যকে উপেক্ষা করিয়া চলে ও কুফরী করে।

(٢٩) اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۚ

(٣٠) اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۙ

(٣١) لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ۗ

(٣٢) اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۚ

(٣٣) كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۗ

(٣٤) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

(٣٥) هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۙ

(٣٦) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ

(٣٧) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

(٣٨) هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ○

(٣٩) فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ○

(٤٠) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

২৯. তোমরা যাহাকে অস্বীকার করিতে, চল তাহারই দিকে
৩০. চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে,
৩১. যে ছায়া শীতল নহে এবং যে ছায়া রক্ষা করে না অগ্নি শিখা হইতে।
৩২. উহা উৎক্ষেপ করিবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য,
৩৩. উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ,
৩৪. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।
৩৫. ইহা এমন একদিন যেইদিন কাহারো বাকস্ফূর্তি হইবে না,
৩৬. এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না অপরাধ স্খালনের।
৩৭. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।
৩৮. ইহাই ফয়সালার দিন, আমি একত্র করিয়াছি তোমাদিগকে এবং পূর্ববর্তীদিগকে।
৩৯. তোমাদিগের কোন অপকৌশল থাকিলে তাহা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।
৪০. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ পুনরুত্থান, প্রতিদান ও জান্নাত-জাহান্নাম অস্বীকারকারী কাফিরদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ

اِنْطَلِقُوْا اِلٰى مَاكُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ - اِنْطَلِقُوْا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ لَّاظَلِيْلٍ وَّلَايُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ -

অর্থাৎ তোমরা যাহাকে অস্বীকার করিতে তাহারই দিকে চল। চল, তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নহে এবং যে ছায়া রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হইতে। তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়া বলিয়া অগ্নিশিখাকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ, প্রজ্বলিত অগ্নি যখন দাউ দাউ করিয়া উপরের দিকে উঠে এবং সংগে ধোঁয়া থাকে তখন আগুনের তীব্রতা ও শক্তির কারণে উহার তিনটি শাখা পরিলক্ষিত হয়। এই লেলিহান অগ্নিশিখার মুকাবিলায় ধোঁয়ার ছায়া শীতল নহে এবং উহা অগ্নিশিখা হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ অর্থাৎ সেই অগ্নিশিখা হইতে প্রাসাদতুল্য স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপিত হইতে থাকিবে।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, মালিক (র) প্রমুখ বলেন كَالْقَصْرِ অর্থ كاصول شجر অর্থাৎ বৃহৎ বৃক্ষ মূলের ন্যায়।

كَاَنَّهُ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ অর্থাৎ দেখিতে যেন উহা ঠিক কালো বর্ণের উষ্ট্র শ্রেণী। মুজাহিদ, কাতাদা, হাসান, ও যাহ্হাক (র) جِمٰلَتٌ صُفْرٌ -এর অর্থ করিয়াছেন كَالاِبِلِ السُّوْدِ অর্থাৎ কালো উষ্ট্র শ্রেণী। এবং ইব্ন জারীর (র) ইহাকে পছন্দ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা বলেন ঃ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ অর্থ জাহাজের রশি।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন ঃ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ অর্থ তামার টুকরা।

ইমাম বুখারী (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই তাফসীরে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা তিন হাত বা ইহার অধিক দীর্ঘ খুঁটি গাড়িয়া যখন কোন কোছ নির্মাণ করি তখন উহাকে আমরা قصر বলিয়া থাকি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ ধ্বংস সেই দিন মিথ্যা আরোপকারীদিগের। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هٰذَا يَوْمُ لاَيَنْطِقُوْنَ وَلاَيُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে কেহই মুখ খুলিয়া কথা বলিতে সক্ষম হইবে না এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবারও অনুমতি দেওয়া হইবে না।

এইখানে উল্লেখ্য যে, কিয়ামতের ময়দানে এক এক সময় এক এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করিবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কখনো এক অবস্থা আবার কখনো আরেক অবস্থা বর্ণনা করিয়া সেই দিবসের ভয়াবহতা প্রকাশ করিতেছেন। বিধায় প্রতি অধ্যায়ের পরই وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ এই বাক্যটি বলিতেছেন।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ - جَمَعْكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ - فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদিগকে বলিবেন, ইহা মীমাংসার দিন। আমি তোমাদিগকে এবং পূর্ববর্তী সকলকে এইখানে সমবেত করিয়াছি। এখন যদি চেষ্টা-তদবীর করিয়া বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করিয়া আমার আযাব হইতে নিস্তার লাভ করিতে পার তো চেষ্টায় ত্রুটি করিও না। চুপ করিয়া আছ কেন? তোমাদিগের সেই বুদ্ধি-বিবেক আজ কোথায় গেল? কিন্তু সেই দিন আল্লাহ্র হাত হইতে ছুটিয়া যাইবার শক্তি কাহারো থাকিবে না।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لاَتَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطَانٍ অর্থাৎ হে জিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা যদি তোমরা অতিক্রম করিতে পার, তবে অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না শক্তি ব্যতিরেকে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لاَتَضُرُّوْنَهُ شَيْئًا তোমরা আল্লাহ্র কোনই ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না। হাদীসে কুদসীতে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা না আমার কোন উপকার করিতে পার, না আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতে পার।

ইব্‌ন আবূ হাতিম....... আবূ আব্দুল্লাহ্ জাদালী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আব্দুল্লাহ্ জাদালী (র) বলেন, একদিন আমি বায়তুল মুকাদ্দাস আসিয়া দেখি, উবাদা ইব্‌ন সামিত, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ও কা'ব (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। এক পর্যায়ে উবাদা (রা) বলিলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একটি চত্বরে সমবেত করিবেন এবং ঘোষণাকারী ঘোষণা প্রদান করিয়া সবাইকে হুঁশিয়ার করিয়া দিবেন। সেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الخ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম তাহার ঘাড় বাহির করিয়া মানুষের মাঝে আসিয়া ঘোষণা দিবে যে, হে লোক সকল! আমি আজ তিন শ্রেণীর লোককে গ্রাস করিব। পিতা নিজ সন্তানকে যেমন চিনে, এক সহোদর আরেক সহোদরকে যেমন চিনে, আমি তাহাদিগকে তদপেক্ষা বেশি চিনি। কোন প্রকারেই আজ তাহারা আমার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে না। (১) আল্লাহ্র সংগে অংশীদার স্থাপনকারী (২) খোদাদ্রোহী এবং অহংকারী ও (৩) নাফরমান শয়তান। অতঃপর জাহান্নাম বাছিয়া বাছিয়া এই শ্রেণীর লোকদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অথচ তখন হিসাব-নিকাশের চল্লিশ বছর বাকী।

(٤١) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّ عُيُوْنٍ ۙ

(٤٢) وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ؕ

(٤٣) كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(٤٤) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(٤٥) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

(٤٦) كُلُوْا وَ تَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ○

(٤٧) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٤٨) وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ○

(٤٩) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٥٠) فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

৪১. মুত্তাকীরা থাকিবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে,

৪২. তাহাদিগের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।

৪৩. 'তোমাদিগের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।'

৪৪. এইভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

৪৫. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।

৪৬. তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করিয়া লও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী।

৪৭. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য,

৪৮. যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র প্রতি নত হও, উহারা নত হয় না।'

৪৯. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।

৫০. সুতরাং উহারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে!

তাফসীর ঃ উপরে আল্লাহ্ তা'আলা নাফরমান ও বদকার বান্দাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এইখানে মুত্তাকী তথা যাহারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র বিধান মানিয়া চলে উহাদিগের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ মুত্তাকীরা থাকিবে, ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে। তাহাদিগের বাঞ্ছিত রকমারী ফল-মূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। বদকারদের বিপরীতে। তাহারা কাল ও দুর্গন্ধ ধোঁয়া এবং উষ্ণ ছায়ায় থাকিবে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদিগের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ যাহারা উত্তমভাবে আমল করে আমি তাহাদিগকে এইরূপ পুরস্কারই প্রদান করিব।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের উপর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বিচার দিবসকে অস্বীকারকারীদিগকে ধমক দিয়া বলিতেছেন ঃ

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلاً اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ তোমরা অল্প কিছুদিন পানাহার কর ও ভোগ করিয়া লও। তোমরা তো অপরাধী। ফলে এক দিন তোমাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে অল্প কিছুদিন ভোগের সুযোগ দিব, অতঃপর কঠোর শাস্তি প্রদান করিব।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لاَ يَرْكَعُوْنَ অর্থাৎ এই নাদান কাফিরদিগকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র সামনে নত হও, জামাতের সহিত সালাত আদায় কর, তখন তাহারা অহংকার ও অবজ্ঞাবশত সেই আহ্বান উপেক্ষা করিয়া চলে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ দুর্ভোগ সেইদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ ইহারা যদি এই কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে?

ইব্‌ন আবূ হাতিম .... ইসমাঈল ইব্‌ন উমায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইসমাঈল (র) বলেন যে, আমি এক বেদুঈন লোককে বলিতে শুনিয়াছি, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ সূরা মুরসালাত পাঠ করিলে فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া যেন সে বলে, اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِمَا اُنْزِلَ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার অবতীর্ণ ওহীর উপর ঈমান রাখি। সূরা কিয়ামায় এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ত্রিশতম পারা

সূরা নাবা

৪০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۚ

(٢) عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۙ

(٣) الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۚ

(٤) كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۙ

(٥) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ

(٦) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ

(٧) وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۖ

(٨) وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ

(٩) وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ

(١٠) وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ

(١١) وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ

(١٢) وَّ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ

(١٣) وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ

(١٤) وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ

(١٥) لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ

(١٦) وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۗ

১. উহারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে?

২. সেই মহাসংবাদ বিষয়ে,

৩. যেই বিষয়ে উহাদিগের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

৪. কখনই না, উহাদিগের ধারণা অবাস্তব, উহারা শীঘ্র জানিতে পারিবে।

৫. আবার বলি, কখনই না, উহারা অচিরেই জানিবে।

৬. আমি কি করি নাই, ভূমিকে শয্যা

৭. ও পর্বতসমূহকে কীলক?

৮. আমি সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদিগকে জোড়ায়-জোড়ায়,

৯. তোমাদিগের নিদ্রাকে করিয়াছি বিশ্রাম,

১০. করিয়াছি রাত্রিকে আবরণ,

১১. এবং করিয়াছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়,

১২. আর নির্মাণ করিয়াছি তোমাদিগের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ

১৩. এবং সৃষ্টি করিয়াছি প্রোজ্জ্বল দীপ।

১৪. এবং বর্ষণ করিয়াছি মেঘমালা হইতে প্রচুর বারি।

১৫. তদ্দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ,

১৬. ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।

তাফসীর ঃ যে সব মুশরিক কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করিত এবং উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিত আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করিয়া কিয়ামতের হাকীকত বর্ণনা করিয়া এবং উহাদিগের মতামত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন ঃ

عَمَّا يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ মুশরিকরা একে অপরকে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? উহারা কি কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? বস্তুত কিয়ামতের বিষয়টি তো একটি ভয়াবহ সংবাদ।

কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ اَلنَّبَاِ الْعَظِيْمِ অর্থ হইল মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। মুজাহিদ (র) বলেন কুরআন। তবে প্রথম অর্থটিই সমধিক গ্রহণীয়।

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ অর্থাৎ এই কিয়ামত দিবস সম্পর্কে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। একদল উহা সংঘটিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে আরেক দল বিশ্বাস করে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবস অস্বীকারকারীদিগকে ধমক প্রদান করিয়া বলিতেছেন ঃ

كَلاَّ سَيَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের হাকীকত উহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে– শুধু শীঘ্রই কেন, এইতো এই এখনই উহা তাহাদিগের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অদ্ভূত ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া নিজের মহান কুদরতের নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। যদ্দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যিনি কোন নমুনা ছাড়াই প্রথম পর্যায়ে এতসব বস্তু সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, একবার ধ্বংস হইবার পর পুনরায় উহা সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। এই পর্যায়ে তিনি বলেন ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا অর্থাৎ আমি কি ভূমিকে সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য শয্যারূপে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগের করায়ত্ব করিয়া দেই নাই?

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا অর্থাৎ পর্বতমালাকে কি ভূমির জন্য কীলক বানাইয়া দেই নাই? ফলে ভূমি এখন স্থির-শান্ত ও অবিচল হইয়া গিয়াছে। উহার অধিবাসীদের লইয়া পূর্বের ন্যায় এখন আর ভূমি নড়াচড়া করে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا অর্থাৎ আর আমি তোমাদিগকে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ তোমাদিগের কাউকে বানাইয়াছি পুরুষ আর কাউকে বানাইয়াছি নারী। ফলে তোমরা একজন অপরজন দ্বারা উপকৃত হও এবং নারী-পুরুষের মিলন দ্বারা বংশ বৃদ্ধি পায়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হইল এই যে, তিনি তোমাদিগ হইতেই তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা প্রশান্তি লাভ করিতে পার আর তিনি তোমাদিগের মাঝে ভালোবাসা ও প্রীতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا অর্থাৎ আমি নিদ্রাকে বিশ্রাম বানাইয়াছি যে, তোমাদিগের দিনের যাবতীয় ক্লান্তি ও শ্রান্তি দূর হইয়া যায়। সূরা ফুরকানেও এই ধরনের আয়াত রহিয়াছে।

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا অর্থাৎ আমি রাত্রিকে আবরণ করিয়াছি, অর্থাৎ রাতের অন্ধকার সমস্ত মানুষকে আচ্ছাদন করিয়া দেয়। যেমন অন্যত্র আছে وَالَّيْلِ اِذَا

يَغْشَاهَا অর্থাৎ রাতের কসম, যখন অন্ধকার তাহাকে আচ্ছাদন করে। কাতাদা (র) বলেন ঃ لِبَاسًا অর্থ سكنا অর্থাৎ রাতকে আমি প্রশান্তি লাভের মাধ্যম বানাইয়াছি।

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا অর্থাৎ দিবসকে আমি আলোকময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে মানুষ কাজকর্ম, যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা উপার্জন করিতে সক্ষম হয়।

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا অর্থাৎ তোমাদিগের মাথার উপর আমি নির্মাণ করিয়াছি, সাত আকাশ। যাহা অত্যন্ত প্রশস্ত, সুবিস্তৃত, লম্বা, চওড়া, অত্যন্ত মজবুত, সুদৃঢ় ও তারকারাজি দ্বারা সাজানো।

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا অর্থাৎ আর আমি সূর্যকে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও আলোকময় করিয়াছি, যাহা গোটা জগতকে আলোকিত করিয়া দেয়।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا অর্থাৎ আর আমি মেঘমালা হইতে প্রচুর পানি বর্ষণ করিয়াছি।

আওফী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, الْمُعْصِرَات অর্থ الرِّيْح অর্থাৎ বায়ু।

ইব্‌ন আবূ হাতিম.......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, الْمُعْصِرَات অর্থ الرياح অর্থাৎ বায়ু। ইকরিমা, কাতাদা, মুকাতিল, কালবী, যায়দ ইব্‌ন আসলাম এবং আব্দুর রহমান (র) এইরূপ মত পেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বায়ু মেঘমালাকে পানি একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত করে আর উহাতেই বারি বর্ষিত হয়।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন الْمُعْصِرَات অর্থ ঃ السحاب অর্থাৎ মেঘ। অনুরূপ ইকরিমা, আবুল আলিয়া, যাহ্‌হাক, হাসান, রবী ইব্‌ন আনাস ও ছাওরী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ফাররা বলেন ঃ مُعْصِرَات সেই মেঘ যাহা বারি বর্ষণ করিবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু এখনও বারি বর্ষিত হয় নাই। যেমন, যেই মহিলার স্রাব আসার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু এখনও শুরু হয় নাই। আরবের পরিভাষায় তাহাকে إِمْرَأَةٌ مُعْصِرَةٌ বলা হয়। হাসান ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত আছে الْمُعْصِرَات অর্থ السَّمٰوٰت। তবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হইল معصرات অর্থ মেঘ।

مَاءً ثَجَّاجًا ছাওরী (র) বলেন ঃ ثَجَّاجًا অর্থ متتابعا অর্থাৎ অবিরাম। ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ كَثِيْرًا অর্থাৎ প্রচুর। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ افضل الحج .... والثج অর্থাৎ সেই হজ্জ সর্বোত্তম যাহাতে উচ্চস্বরে অধিক পরিমাণ লাব্বায়ক বলা হয় এবং অত্যধিক রক্ত প্রবাহিত করা হয়–

অর্থাৎ বেশি বেশি কুরবানী করা হয়। এস্তেহাযা ওয়ালী এক মহিলাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরসুক তথা তুলা ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিলে মহিলাটি বলিয়াছিল যে, না হুযূর। তুলা দ্বারা উহা বন্ধ করা সম্ভব নয়। انما اثج ثجا। অর্থাৎ অবিরাম রক্ত বাহির হইতেই থাকে। ইহা প্রমাণ করে যে, الثج। শব্দটি অনবরত অত্যধিক প্রবাহিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

لِنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا - وَجَنّٰتٍ اَلْفَافًا অর্থাৎ আকাশ হইতে বর্ষিত এই পানি দ্বারা আমি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান উৎপন্ন করি। حَبٌّ অর্থ শস্য, যাহা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা আহার করে। نبات অর্থ উদ্ভিদ তথা সবুজ তরি-তরকারী যাহা তাজা খাওয়া যায়। جنت অর্থ– বাগান বা উদ্যান যাহাতে নানা রং ও নানা স্বাদের রকমারী ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন الفافا। অর্থ مجتمعة অর্থাৎ ঘন সন্নিবিষ্ট।

(١٧) اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۙ

(١٨) يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۙ

(١٩) وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ

(٢٠) وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ؕ

(٢١) اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۙ

(٢٢) لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ۙ

(٢٣) لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۚ

(٢٤) لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۙ

(٢٥) اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۙ

(٢٦) جَزَآءً وِّفَاقًا ؕ

(٢٧) اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۙ

(٢٨) وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ؕ

(٢٩) وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۙ
(٣٠) فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۧ

১৭. নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস।

১৮. সেইদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে,

১৯. আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে, ফলে উহা হইবে বহুদ্বার বিশিষ্ট।

২০. এবং চলমান করা হইবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেইগুলি হইয়া যাইবে মরীচিকা।

২১. নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে,

২২. সীমালংঘন কারীদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল।

২৩. সেথায় উহারা যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে।

২৪. সেথায় উহারা আস্বাদন করিবে না শৈত্য, না কোন পানীয়—

২৫. দুর্গন্ধ পানি ও পূঁজ ব্যতীত;

২৬. ইহাই উপযুক্ত প্রতিফল।

২৭. উহারা কখনও হিসাবের আশংকা করিত না,

২৮. এবং উহারা দৃঢ়তার সহিত আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল।

২৯. সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করিয়াছি লিখিতভাবে।

৩০. অতঃপর তোমরা আস্বাদন গ্রহণ কর, আমি তো তোমাদিগের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, বিচার দিবস তথা কিয়ামত দিবস একটি নির্ধারিত তারিখেই অনুষ্ঠিত হইবে। উহার এক মুহূর্ত আগেও হইবে না এবং পরেও হইবে না। কিন্তু উহা কখন সংঘটিত হইবে আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উহা জানে না। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ অর্থাৎ একটি নির্ধারিত সময়ের জন্যই আমি উহাকে সুযোগ দিতেছি।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا অর্থাৎ সেইদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইলে সমস্ত মানুষ দলে দলে সমবেত হইবে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اَفْوَاجًا অর্থ زمرا زمرا অর্থাৎ দলে দলে। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মত সেইদিন নিজ নিজ রাসূলের সংগে সমবেত হইবে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ অর্থাৎ সেই দিন আমি প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ নেতার সংগে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিব।

ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ দুই ফুৎকারের মাঝে ব্যবধান হইবে চল্লিশ। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চল্লিশ দিন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'জানি না'। অতঃপর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিল, কি চল্লিশ মাস? হুযূর (সা) বলিলেন, 'জানি না' সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন হুযূর! তাহা হইলে কি চল্লিশ বছর? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'আমি তাহাও জানি না'। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ তথা উপর হইতে বারি বর্ষণ করিবেন। ফলে যমীন হইতে যেমন ফসল উৎপন্ন করা হয়, তেমনি মানুষও মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিবে। মৃত্যুর পর মানবদেহের সবই গলিয়া পঁচিয়া যায় কিন্তু একটি হাড্ডি অর্থাৎ মেরুদণ্ডের নীচের মাথার হাড্ডি অক্ষুণ্ন থাকে। উহা হইতেই কিয়ামতের দিন সকলকে পুনর্জীবিত করা হইবে।

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا অর্থাৎ আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে। ফলে উহা বহুদ্বার বিশিষ্ট হইয়া ফেরেশতা অবতরণের পথ হইয়া যাইবে।

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا অর্থাৎ পর্বতসমূহকে চলমান করা হইবে ফলে সেইগুলি মরীচিকায় পরিণত হইয়া যাইবে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ অর্থাৎ পর্বতসমূহকে দেখিয়া তুমি মনে করিতেছ উহা মজবুততভাবে স্থির রহিয়াছে। কিন্তু একদিন সেইগুলি মেঘের ন্যায় চলিতে শুরু করিবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ অর্থাৎ পর্বতসমূহ হইবে ধূনিত রংগিন পশমের মত।

فَكَانَتْ سَرَابًا অর্থাৎ পর্বতসমুহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া এমন হইয়া যাইবে যে, দেখিয়া উহাকে কিছু-একটা মনে হইবে, কিন্তু আসলে উহা কিছুই নয়। অতঃপর উহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যাইবে।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِيْنَ مَآبًا অর্থাৎ জাহান্নাম সীমা লংঘনকারীদিগের জন্য ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে। এই জাহান্নামই উহাদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী ও কাতাদা (র) বলেন, জাহান্নাম অতিক্রম না করিয়া কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যার আমল ভালো হইবে সে তো জাহান্নাম অতিক্রম করিয়া জান্নাতে পৌঁছিয়া যাইবে আর যাহার আমল ভালো নয় সে জাহান্নামেই নিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন, জাহান্নামের উপর তিনটি পুল থাকিবে।

لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا অর্থাৎ যুগ যুগ ধরিয়া উহারা সেথায় অবস্থান করিবে। احقاب। শব্দটি حقب এর বহুবচন। দীর্ঘ একটি সময়কে حقب বলা হয়। তবে উহার পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......... সালিম ইব্‌ন আবুল জাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালিম ইব্‌ন আবুল জাদ (র) বলেন, হযরত আলী (রা) একদিন হিলাল হাজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কুরআনে যে হাকাব এর কথা বলা হইয়াছে উহার পরিমাণ কত? উত্তরে তিনি বলিলেন, আশি বছর। প্রতি বছর বার মাসে হইবে এবং প্রতি মাস ত্রিশ দিনে হইবে আর প্রত্যেকটি দিন এক হাজার বছরের সমতুল্য হইবে। আবূ হুরায়রা (রা) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর, ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আমর ইব্‌ন মায়মূন, হাসান, কাতাদা রবী ইব্‌ন আনাস এবং যাহ্‌হাক (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। হাসান বসরী ও সুদ্দী (র)-এর এক বর্ণনা মতে অনুরূপ সত্তর বছর। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-এর এক বর্ণনা মতে চল্লিশ বছর যার প্রত্যেকটি দিন এক হাজার বছরের সমান হইবে। বশীর ইব্‌ন কা'ব (র) বলেন, এক হাজার হইল তিনশত বছর যাহার প্রতি বছর বার মাসে, প্রতি মাস ত্রিশ দিনে আর প্রতিদিন হইল দুনিয়ার হিসাব মতে এক হাজার বছর। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'এক হাকাব এক মাসে, এক মাসে ত্রিশ দিনে এবং এক বছর বার মাসে ও তিনশত ষাট দিনে। আর ইহার প্রতিটি দিন হইল তোমাদিগের হিসাব মতে এক হাজার বছর। কিন্তু এই হাদীসটি মুনকার। বর্ণনাকারী কাসিম ও জা'ফর উভয়েই সনদের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত বলিয়া বিবেচিত।

বায্‌যার (র)....... সুলায়মান ইব্‌ন মুসলিম আবুল আ'লা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম ইব্‌ন আবুল আ'লা (র) বলেন, আমি সুলায়মান তায়মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, জাহান্নাম হইতে কি কেহ কখনো বাহির হইতে পারিবে? উত্তরে তিনি বলিলেন, নাফি' (র) ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জাহান্নাম হইতে কেহ কখনো বাহির হইতে পারিবে না। হাকাবের পর হাকাব তাহারা সেথায় অবস্থান করিবে। এক হাকাবে প্রায় আশির অধিক বছর। প্রত্যেক বছর হইল তোমাদিগের হিসাব অনুযায়ী তিন শত ষাট দিন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ لَابِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا -এ اَحْقَابًا বলিয়া সাতশত হাকাব বুঝানো হইয়াছে। প্রতি এক হাকাব সত্তর বছরে, প্রতিটি বছর হইল তিনশত ষাট দিনে আর প্রতিটি দিন হইল দুনিয়ার হিসাব মতে, এক হাজার বছরের সমান।

মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান (র) বলেন ঃ এই আয়াতটি পরবর্তী আয়াত فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلاَّ عَذَابًا দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। খালিদ ইব্ন মা'দান (র) বলেন ঃ এই আয়াত এবং اِلاَّ مَاشَاءَ رَبُّكَ (অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন) ঈমানদারদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে।

সাঈদ (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন ঃ لاَّبِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا -এর মধ্যে যেই হাকাবের কথা বলা হইয়াছে উহা কখনো শেষ হইবার নহে। এক হাকাব শেষ হওয়ার সংগে সংগে আরেক হাকাব শুরু হইয়া যাইবে। বস্তুত ইহাই সঠিক কথা। রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন এক হাকাবের প্রকৃত পরিমাণটা যে কত উহা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারোই জানা নাই। তবে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক হাকাব হইল আশি বছরে এবং এক বছর তিনশত ষাট দিনে যাহার প্রতিটি দিন এক হাজার বছরের সমান।

لاَيَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلاَشَرَابًا اِلاَّ حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا অর্থাৎ জাহান্নামীরা জাহান্নামে হৃদয় জুড়ানোর মতো কোন বস্তু এবং সুপেয় কোন পানীয়ও পাইবে না। পাইবে শুধু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। حَمِيْمٌ অর্থ যার পর নাই গরম ফুটন্ত পানি আর غَسَّاقٌ হইল জাহান্নামীদের পুঁজ, ঘাম ও অশ্রুর সমষ্টি। যাহা অসহনীয় ঠাণ্ডা ও দুর্গন্ধময় হইবে। সূরা ص -এ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ আমাদিগকে এই সব আযাব হইতে রক্ষা করুন। কেহ কেহ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে برد অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, নিদ্রা।

جَزَاءً وِّفَاقًا অর্থাৎ এইসব হইল দুনিয়ায় কৃত উহাদিগের অপকর্মের পরিপূর্ণ পরিণাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا لاَيَرْجُوْنَ حِسَابًا। অর্থাৎ মৃত্যুর পর একদিন দুনিয়ায় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হইবে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত না।

كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا كِذَّابًا অর্থাৎ আর আমি আমার রাসূল (সা)-এর উপর যে সব নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণ নাযিল করিয়াছিলাম উহারা সেইগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত ও অস্বীকার করিত।

وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتَابًا অর্থাৎ বান্দার প্রতিটি আমলই আমি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি। একদিন আমি উহার প্রতিফল দিব। আমল যদি ভালো হয়

তাহা হইলে ফলাফলও ভালো হইবে আর আমল যদি মন্দ হয় তাহা হইলে ফলাফলও মন্দ হইবে।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلاَّ عَذَابًا অর্থাৎ জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পর উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, তোমরা যাহাতে আছ উহাই আস্বাদন করিতে থাক। এখন হইতে তোমাদিগের শাস্তি বৃদ্ধি হ্রাস করা হইবে না। এক এক সময় এক এক রকম শাস্তি আসিয়া তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

কাতাদা (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে তিনি বলেন ঃ জাহান্নামীদের সম্পর্কে এই আয়াত ব্যতীত এত কঠোর অন্য কোন আয়াত নাযিল হয় নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, আমি আবূ বারযা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, কাফিরদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে কঠোর আয়াত কোন্টি? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন فَذُوْقُوْا فَلَنْ الخ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন ঃ "উহারা আল্লাহ্র নাফরমানীর কারণেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।" এই হাদীসের রাবীদের মধ্যে জিসর ইব্ন ফারকাদ দুর্বল বলিয়া প্রমাণিত।

(٣١) اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۙ

(٣٢) حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۙ

(٣٣) وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۙ

(٣٤) وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ؕ

(٣٥) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۚ

(٣٦) جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۙ

৩১. মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য,
৩২. উদ্যান, দ্রাক্ষা,
৩৩. সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী
৩৪. এবং পূর্ণ পান পাত্র।
৩৫. সেথায় তাহারা শুনিবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য।
৩৬. ইহা পুরস্কার, যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের।

তাফসীর ঃ সৌভাগ্যের অধিকারী ব্যক্তি এবং আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের জন্য যে সব নিয়ামত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا। অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে সাফল্য। ইহারা জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে। حدائق অর্থাৎ খর্জুর এবং বৃক্ষের উদ্যান। اعنابا। অর্থ– আঙ্গুর বা দ্রাক্ষা। كَوَاعِبَ اَتْرَابًا অর্থ উন্নত বক্ষ বিশিষ্টা নবযৌবনা সমবয়স্কা হুর। অর্থাৎ জান্নাতে মুত্তাকীদিগকে এইসব দেওয়া হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) সহ অনেকে বলেন, كواعب অর্থ نواعب অর্থাৎ উন্নত সুডৌল স্তন বিশিষ্টা। সূরা ওয়াকিয়ায় হুরদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই প্রকাশ পাইবে জান্নাতীদের পোশাকে এবং মেঘমালা তাহাদেরকে আসিয়া বলিবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা কি বর্ষণের আকাঙ্ক্ষাকারী, তখন وَكَاْسًا دِهَاقًا সমবয়স্কা সুডৌল স্তন বিশিষ্টা হুর বর্ষণ করিবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَكَاْسًا دِهَاقًا অর্থ পরিপূর্ণ পানপাত্র।

ইকরিমা (র) বলেন دِهَاقًا অর্থ صافيته অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন دِهَاقًا অর্থ الملاى المترعه। অর্থাৎ কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلاَ كِذّٰبًا অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে কোন অসার ও মিথ্যা কথা শুনিবে না। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لاَ لَغْوٌ فِيْهَا وَلاَتَاْثِيْمٌ অর্থাৎ জান্নাতে কোন অসার বা গুনাহের কথা বা কাজ থাকিবে না। কারণ জান্নাত হইল শান্তি নিকেতন। উহা যাবতীয় ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিরাপদ।

جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য যেসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হইল উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রদত্ত উহাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে এই সব অফুরন্ত নিয়ামত দান করিবেন।

(٣٧) رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۝

(٣٨) يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙۗ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

(٣٩) ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ○

(٤٠) اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَ يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ○

৩৭. যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁহার নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাহাদিগের থাকিবে না।

৩৮. সেই দিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে। দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে।

৩৯. এই দিবস সুনিশ্চিত, অতএব যাহার অভিরুচি সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক।

৪০. আমি তোমাদিগকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিলাম; সেইদিন মানুষ তাহার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করিবে এবং কাফির বলিবে, "হায়, আমি যদি মাটি হইতাম।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক এবং তিনি পরম দয়ালু. তাঁহার দয়া ও রহমত সর্বত্র বিস্তৃত।

لَايَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত আগে বাড়িয়া কেহ তাঁহার সহিত কথা বলিতে সক্ষম হইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ কে আছে, যে আল্লাহ্র নিকট তাহার অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করিবে? অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ يَاْتِىْ تُكَلَّمُ نَفْسَهٗ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ সেইদিন তাঁহার অনুমতি কেহ তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিবে না।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا অর্থাৎ সেইদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে। এই আয়াতে রূহ দ্বারা কি বুঝানো হইয়াছে; সেই সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণের দ্বিমত রহিয়াছে। কেহ বলেন, রূহ অর্থ আদম সন্তান তথা মানুষের রূহ। আওফী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আদম সন্তান। কেহ বলেন ঃ এই রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ্র এক ধরনের সৃষ্ট জীব। উহারা মানুষও নয় জিনও নয়। তবে উহারা পানাহার করে। ইব্ন আব্বাস (রা). মুজাহিদ, আবূ সালিহ ও আ'মাশ (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শা'বী, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও যাহ্হাক (র) বলেন, রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত জিবরাঈল (আ)। নিম্নের আয়াত দ্বারা ইহার স্বপক্ষে দলীল পেশ করা হইয়াছে।

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ অর্থাৎ 'রূহুল আমীন' উহা তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন, যেন তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পার। এই আয়াতে রূহুল আমীন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত জিবরাঈল (আ)।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কুরআন। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا অর্থাৎ "অনুরূপভাবে আমি আমার নির্দেশে তোমার কাছে রূহ প্রত্যাদেশ করিয়াছি।" এইখানে রূহ বলিয়া কুরআন বুঝানো হইয়াছে।

কেহ বলেন, রূহ এমন একজন ফেরেশতা, যিনি আল্লাহ্র সমগ্র সৃষ্ট জীবের সমান। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সর্ববৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট ফেরেশতা।

ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রূহ নামক এই ফেরেশতার অবস্থান হইল চতুর্থ আকাশে। আকাশমণ্ডলী, পাহাড়-পর্বত ও সমস্ত ফেরেশতা অপেক্ষাও সে বড়। প্রতিদিন বার হাজার তাসবীহ পাঠ করে। প্রত্যেক তাসবীহ হতে একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি হয়। কিয়ামতের দিন একাই সে এক সারি লইয়া উপস্থিত হইবে। এই মতটি খুবই গরীব।

তাবারানী (র)....... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্র এমন একজন ফেরেশতা আছে, যদি তাহাকে সমগ্র আকাশ-যমীন গিলিয়া ফেলিতে বলা হয় তো সে এক লোকমায়ই সেইগুলি গিলিয়া ফেলিতে পারিবে। তাহার তাসবীহ হইল ঃ سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ এই হাদীসটিও খুবই গরীব। ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা কিনা তাহাতে আপত্তি রহিয়াছে। ইসরাঈলী বর্ণনা হওয়াও বিচিত্র নয়।

উল্লেখ্য যে, ইব্ন জারীর (র) রূহ সম্পর্কিত উপরোক্ত সব ক'টি ব্যাখ্যাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন ফয়সালা দেন নাই। আমার কাছে রূহ দ্বারা আদম সন্তান উদ্দেশ্য হওয়াই বেশি যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয়।

لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন দয়াময় আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কেহই কথা বলিতে পারিবে না। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ يَاْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র অনমুতি ব্যতীত কেহই তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিবে না।" সহীহ হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন রাসূলগণ ব্যতীত কেহই কথা বলিতে পারিবে না।

وَقَالَ صَوَابًا এবং সে যথার্থ তথা হক কথা বলিবে। সর্বাধিক হক ও সত্য কথা হইল, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের সংগঠন সুনিশ্চিত। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَاٰبًا সুতরাং যাহার অভিরুচি তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক। অর্থাৎ এমন পথ অবলম্বন করুক, যাহা তাহাকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে।

اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে শীঘ্র আসন্ন তথা কিয়ামত দিবসের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিলাম। উল্লেখ্য যে, কিয়ামত দিবসের শাস্তিকে শীঘ্র আসন্ন এই জন্য বলা হইয়াছে যে, উহার আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। আর যাহার আগমন ও সংগঠন নিশ্চিত বলিতে গেলে উহা আসিয়াই পড়িয়াছে।

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের যাবতীয় ভালো-মন্দ ও নতুন-পুরাতন যাবতীয় আমল উহাদিগের সম্মুখে পেশ করা হইবে। ফলে মানুষ নিজেদের কৃতকর্ম স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا অর্থাৎ মানুষ নিজেদের কৃতকর্ম উপস্থিত দেখিতে পাইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ অর্থাৎ সেইদিন মানুষকে পূর্বাপর যাবতীয় আমল সম্পর্কে অবহিত করা হইবে।

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন কাফিররা ফেরেশতাদের হাতে লিখিত উহাদিগের বদ আমল ও উহার অশুভ পরিণাম দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা বলিবে হায়! যদি আমরা দুনিয়ার জীবনে মানুষ না হইয়া মাটি হইতাম!

কেহ কেহ বলেন ঃ মানব ও জিন জাতি ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীকুল দুনিয়ার জীবনে একের প্রতি অপরে যে অবিচার করিয়াছে, কিয়ামতের দিন ন্যায়সঙ্গতভাবে উহার প্রতিশোধের ব্যবস্থা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন যে, এবার তোমরা মাটি হইয়া যাও, তখন কাফিররা বলিবে হায়! আমরাও যদি মাটি হইয়া যাইতাম! অর্থাৎ আমরাও যদি মানুষ না হইয়া পশু হইতাম আর এখন মাটি হইয়া যাইতাম।

সূরা নাযি‘আত

৪৬ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ

(٢) وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ

(٣) وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ

(٤) فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ

(٥) فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ

(٦) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ

(٧) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ

(٨) قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ

(٩) اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ

(١٠) يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ؕ

(١١) ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ؕ

(١٢) قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۘ

(١٣) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝

(١٤) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

১. শপথ তাহাদিগের যাহারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,
২. এবং যাহারা মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়,
৩. এবং যাহারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে,
৪. আর যাহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়,
৫. অতঃপর যাহারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।
৬. সেইদিন শিংগা ধ্বনি প্রকম্পিত করিবে।
৭. উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি,
৮. কত হৃদয় সেইদিন সন্ত্রস্ত হইবে।
৯. উহাদিগের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হইবে।
১০. তাহারা বলে, 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইবই—
১১. 'গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?'
১২. তাহারা বলে, 'তাহাই যদি হয় তবে তো ইহা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।'
১৩. ইহাতো কেবল এক বিকট আওয়াজ।
১৪. তখনই ময়দানে উহাদিগের আবির্ভাব হইবে।

তাফসীর ঃ ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা), মাসরুক, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবূ সালিহ, আবূ যোহা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ফেরেশতা। অর্থাৎ ফেরেশতা বিভিন্নভাবে মানুষের রূহ কবজ করিয়া থাকেন। কাহারো রূহ অত্যন্ত কঠোরভাবে কবজ করা হয় আবার কাহারো রূহ বন্ধন মুক্ত করার ন্যায় আরামের সহিত কব্জ করা হয়। وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সেই সকল ফেরেশতা যাহারা মৃদুভাবে রূহ কবজ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, কাফিরদের রূহ নির্মমভাবে উৎপাটন করিয়া বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, অতঃপর জাহান্নামে ডুবাইয়া দেওয়া হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মৃত্যু। হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নক্ষত্ররাজি। আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) বলেন ঃ وَالنّٰزِعٰتِ وَّالنّٰشِطٰتِ অর্থ কঠোর যোদ্ধা। কিন্তু এই সবক'টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। অর্থাৎ রূহ কবজকারী ফেরেশতা। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মত ইহাই।

وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا যাহারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইলে ফেরেশতা। আলী (রা), মুজাহিদ,

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র এবং আবূ সালিহ (র)-ও এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, وَالسَّبِحَٰتِ سَبْحًا দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যু। কাতাদা (র) বলেন ঃ নক্ষত্ররাজি। আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) বলেন ঃ নৌযান।

وَالسَّبِقَٰتِ سَبْقًا -আর যাহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। আলী (রা), মাসরূক, মুজাহিদ, আবূ সালিহ ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, وَالسَّبِقَٰتِ سَبْقًا অর্থ ফেরেশতা। হাসান (র) বলেন ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসে যে সব ফেরেশতা অগ্রগামী। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মৃত্যু। কাতাদা (র) বলেন ঃ নক্ষত্ররাজি। আতা (র) বলেন, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধরত ঘোড়া।

فَالْمُدَبِّرَٰتِ أَمْرًا অতঃপর যাহারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। আলী (রা), মুজাহিদ, আতা, আবূ সালিহ, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্‌ন আনাস ও সুদ্দী (র) বলেন, فَالْمُدَبِّرَٰتِ أَمْرًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ফেরেশতা। হাসান (র) বলেন, যে সব ফেরেশতা আল্লাহ্‌র নির্দেশে আকাশ হইতে পৃথিবীর সকল কর্ম নির্বাহ করে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ অর্থাৎ সেইদিন শিংগা ধ্বনি প্রকম্পিত করিবে উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াতে প্রথম ও দ্বিতীয় শিংগা ফুৎকারের কথা বলা হইয়াছে। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও যাহ্‌হাক (র)-সহ অনেকেই এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).......... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "প্রকম্পিতকারী শিংগা ধ্বনি আসিবে উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি। অর্থাৎ মৃত্যু যাবতীয় বিপদাপদসহ আগমন করিবে। এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর! আমি যদি আমার অযীফার পূর্ণ সময়ে আপনার উপর দরূদ পাঠ করি তাহা হইলে কেমন হয়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তাহা হইলে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় চিন্তা ও অশান্তি দূর করিয়া দিবেন।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের শেষ তৃতীয়াংশে উঠিয়া বলিতেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। প্রকম্পিতকারী শিংগা ধ্বনি আসিয়া পড়িবে। উহার অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি অর্থাৎ মৃত্যু উহার যাবতীয় বিপদাপদসহ আসিয়া পড়িবে।

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ অর্থাৎ "কত হৃদয় সেইদিন ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে।" ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন ঃ وَاجِفَةٌ অর্থ خَائِفَةٌ ভীত-সন্ত্রস্ত।

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ উহাদিগের দৃষ্টি সেইদিন ভীতি-বিহ্বলতায় নত হইবে। অর্থাৎ সেইদিনের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করিয়া লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবে।

يَقُولُونَ ءَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ - ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً অর্থাৎ কুরাইশরা মুশরিকরা এবং যাহারা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তাহারা বলে, মৃত্যুর পর গলিত অস্তিত্বে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইব?

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ حَافِرَةٌ অর্থ 'কবর'। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও ইকরিমা (র) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে যে, اَلْحَافِرَةُ অর্থ মৃত্যুর পর জীবন লাভ করা। ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন اَلْحَافِرَةُ অর্থ জাহান্নাম। ইহার আরো কয়েকটি নাম রহিয়াছে। যথা জাহীম, সাকার, হাবিয়া, লাযা ও হুতামা এবং হাফিরাও জাহান্নামের একটি নাম।

تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ অর্থাৎ কুরাইশরা বলে যে, মৃত্যুর পর যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে পুনরায় জীবিত করেন তাহা হইলে তো আমরা সর্বনাশ হইয়া যাইব।

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, কাফির মুশরিকরা যেই পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করিতেছে। আমার কুদরতের কাছে উহা একটি ব্যাপারই নয়। একদিকে বিকট একটি আওয়াজ দেওয়া হইবে আরেকদিকে সকলে ময়দানে উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত ইসরাফীল (আ) শিংগায় ফুৎকার দিবে। সংগে সংগে পূর্বাপর সকল মানুষ আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে থাকিবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا

অর্থাৎ সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন। ফলে তোমরা সেই ডাকে সপ্রশংস সাড়া দিবে। তখন তোমরা মনে করিবে যে, তোমরা কবরে কিছুক্ষণ মাত্র অবস্থান করিয়াছ। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ অর্থাৎ চোখের পলকের ন্যায় আমার একটি নির্দেশ হইবে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ অর্থ صَيْحَةٌ وَّاحِدَةٌ একটি বিকট আওয়াজ। ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির উপর সর্বাপেক্ষা বেশি রাগান্বিত হইবেন কিয়ামতের দিন। আবূ মালিক ও রবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন, زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ অর্থ শেষ শিংগা ধ্বনি।

فَاِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবায়র, কাতাদা ও আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ سَاهِرَةَ দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে বুঝানো হইয়াছে। ইকরিমা, হাসান, যাহ্হাক ও ইব্ন যায়দ বলেন ঃ سَاهِرَةَ অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। মুজাহিদ (র) বলেন, ভূগর্ভ হইতে ভূপৃষ্ঠে বাহির করিয়া আনা হইবে। উছমান ইব্ন আবুল আলিয়া (র) বলেন ঃ سَاهِرَةَ অর্থ বায়তুল মুকাদ্দাসের ভূমি। ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন ঃ سَاهِرَةَ অর্থ হইল, বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্ববর্তী পাহাড়। ছাওরী (র) বলেন ঃ سَاهِرَةَ হইল শাম দেশ। কাতাদা (র) বলেন ঃ سَاهِرَةَ অর্থ জাহান্নাম। তবে এই সবক'টি মতের মধ্যে প্রথম মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ سَاهِرَةَ দ্বারা উদ্দেশ্য, এই পৃথিবীর উপরিভাগ।

(١٥) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ

(١٦) اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ

(١٧) اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۖ

(١٨) فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۙ

(١٩) وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۚ

(٢٠) فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۖ

(٢١) فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۖ

(٢٢) ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۖ

(٢٣) فَحَشَرَ فَنَادٰى ۖ

(٢٤) فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۖ

(٢٥) فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ۗ

(٢٦) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۗ

১৫. তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে কি?

১৬. যখন তাহার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,

১৭. 'ফিরআওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে।'
১৮. এবং বল, 'তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও—
১৯. 'আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি, যাহাতে তুমি তাঁহাকে ভয় কর?'
২০. অতঃপর সে উহাকে মহানিদর্শন দেখাইল।
২১. কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং অবাধ্য হইল।
২২. অতঃপর সে পশ্চাত ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল।
২৩. সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল,
২৪. আর বলিল, 'আমিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'
২৫. অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়াতে কঠিন শাস্তি দেন।
২৬. যে ভয় করে তাহার জন্য ইহাতে অবশ্যই শিক্ষা রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে এই সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি হযরত মূসা (আ)-কে ফিরআওনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বিভিন্ন মু'জিযা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপিও ফিরআওন আবাধ্যতা ও আল্লাহ্‌দ্রোহীতায় অবিচল থাকে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করেন। সুতরাং যাহারা আপনার বিরোধিতা করিবে এবং আপনার প্রতি প্রেরিত ওহীকে অস্বীকার করিবে তাহাদিগকেও অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে। এই দিকে ইংগিত করিয়াই সবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى। অর্থাৎ যাহারা ভয় করে ইহাতে তাহাদিগের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى অর্থাৎ আপনি কি মূসার সংবাদ শুনিয়াছেন যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় ডাকিয়া বলিলেন,

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى। ফিরআওনের নিকট যাও, কারণ সে সীমালংঘন ও অবাধ্যতা করিয়াছে।

فَقُلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى অর্থাৎ ফিরআওনের নিকট গিয়া তাহাকে বল, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য লাভ করিয়া পবিত্র হও এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের আনুগত্য দাসত্বের সন্ধান দিব, যাহাতে তুমি আল্লাহ্‌র সামনে নত হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়া যাইবে।

فَاَرٰاهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى। অর্থাৎ মূসা (আ) ফিরআওনকে ঈমানের দাওয়াত প্রদানের সহিত আল্লাহ্ হইতে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট দলীল ও এক শক্তিশালী নিদর্শনও দেখান।

فَكَذَّبَ وَعَصٰى অর্থাৎ তথাপিও ফিরআওন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং মূসা (আ)-এর বিরোধিতা করিল।

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى অর্থাৎ অতঃপর সে পশ্চাতে ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল। অর্থাৎ মূসা (আ)-কে ঘায়েল করিবার জন্য যাদুকরদেরকে একত্রিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। বস্তুত এই চক্রান্ত ছিল সত্যকে মিথ্যা দ্বারা পরাজিত করিবার অপচেষ্টা মাত্র।

فَحَشَرَ فَنَادٰى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى অর্থাৎ অতঃপর নিজ জাতির সকলকে সমবেত করিয়া ঘোষণা করিল যে, আমি তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমি ছাড়া তোমাদিগের আর কোন ইলাহ আছে বলিয়া আমার জানা নাই।" ফিরআওন এই কথাটি বলার চল্লিশ বছর পর "আমিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক" কথাটি বলিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى অর্থাৎ ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতে এমন শাস্তি প্রদান করেন ,যাহা তাহার সমমনা দুনিয়ার অন্যান্য খোদাদ্রোহীদের জন্য শিক্ষা হইয়া রহিয়াছে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ অর্থাৎ আমি উহাদিগকে জাহান্নামের প্রতি আহ্বানের হোতা বানাইয়াছি। কিয়ামতের দিন উহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করা হইবে না।

উল্লেখ্য যে, نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى -এর সঠিক অর্থ হইল, نكال الدنيا والاخرة অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি। কেহ কেহ বলেন, উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ফিরআউনের প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তি। কেহ বলেন, ফিরআউনের কুফরী ও নাফরমানী। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সন্দেহাতীতরূপে সঠিক।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى অর্থাৎ যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে ফিরআওনের এই ঘটনায় শিক্ষা রহিয়াছে।

(٢٧) ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاۤءُ ۚ بَنٰىهَا ۝

(٢٨) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۝

(٢٩) وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۝

(٣٠) وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ۝

(٣١) اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ۝

(٣٢) وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ۝

(٣٣) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝

২৭. তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন।

২৮. তিনি ইহাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।

২৯. তিনি রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করিয়াছেন সূর্যালোক।

৩০. এবং পৃথিবীকে ইহার পর বিস্তৃত করিয়াছেন।

৩১. তিনি উহা হইতে বহির্গত করিয়াছেন উহার পানি ও তৃণ,

৩২. এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন।

৩৩. এই সমস্ত তোমাদিগের ও তোমাদিগের আন'আমের ভোগের জন্য।

তাফসীর ঃ যাহারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রমাণ পেশ করিয়া বলিতেছেন ঃ

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا অর্থাৎ হে মানুষ! তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর না আকাশ সৃষ্টি করা? অর্থাৎ তোমাদিগকে সৃষ্টি করা অপেক্ষা আকাশ সৃষ্টি করা অধিক কঠিন। যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ অর্থাৎ নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় কাজ। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

بَنَاهَا অর্থাৎ আল্লাহই আকাশমণ্ডলীকে নির্মাণ করিয়াছেন। এই بَنَاهَا এর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا অর্থাৎ আকাশকে আল্লাহ্ তা'আলা সুউচ্চ, অত্যন্ত চওড়া সুবিস্তৃত, সুবিন্যস্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا অর্থাৎ তিনি রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সূর্যালোক দ্বারা দিবসকে করিয়াছেন আলোকময়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا অর্থ اَظْلَمَ لَيْلَهَا। অর্থাৎ রাত্রিকে তিনি অন্ধাকারাচ্ছন্ন করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইকরিমা ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) সহ অনেকেই এই অর্থ করিয়াছেন। وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا অর্থ انارنها رها। অর্থাৎ দিবসকে আলোকময় করিয়াছেন।

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا অর্থাৎ ইহার পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে তিনি বহির্গত করিয়াছেন পানি ও তৃণ। উল্লেখ্য যে, সূরা হামীম সাজদায় বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীকে আকাশ সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর বিস্তার ও নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হইয়াছে আকাশ সৃষ্টির পরে। ইব্‌ন আব্বাস (রা)সহ আরো অনেক হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত ইব্‌ন জারীর (র)-ও ইহাই পছন্দ করিয়াছেন।

وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا অর্থাৎ পাহাড়সমূহকে অত্যন্ত মজবুতভাবে তিনি যথাস্থানে প্রোথিত করিয়াছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী ও দয়াময়।

ইমাম আহমদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে সৃষ্টি করিবার পর উহা নড়াচড়া করিতে শুরু করে। তখন পর্বত সৃষ্টি করিয়া চাপা দিলে পরে পৃথিবী স্থির হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে যে, হে আল্লাহ্! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড় অপেক্ষা আর কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? আল্লাহ্ বলিলেন, হ্যাঁ, আছে, লোহা। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিয়া, হে আল্লাহ্! লোহা অপেক্ষা কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? আল্লাহ্ বলিলেন, হ্যাঁ, আছে, আগুন। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিল, আগুন অপেক্ষা কোন শক্তিশালী জিনিস আছে কি? আল্লাহ্ বলিলেন, হ্যাঁ আছে, পানি। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্! পানি অপেক্ষা কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? আল্লাহ্ বলিলেন, হ্যাঁ আছে, বায়ু। অতঃপর ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্! আপনার সৃষ্টির মধ্যে বায়ু অপেক্ষা কোন শক্তিশালী কিছু আছে কি? উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, "হ্যাঁ, আছে, সেই আদম সন্তান, যে ডান হাতে দান করে আর তার বাম হাতও তাহা টের পায় না।"

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পৃথিবীর বিস্তার সাধন, পানি প্রবাহ করা, গুপ্ত ধন প্রকাশ করা, নদী-নালা প্রবাহিত করা, ফসলাদি, গাছ-গাছড়া, তরু-লতা ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন করা ইত্যাদি সবই মানুষ এবং সেই সব জীবজন্তু ভোগের জন্য যাহা এই দুনিয়ার জীবনে মানুষের বিভিন্ন উপকারে আসে।

(٣٤) فَإِذَا جَاءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ○

(٣٥) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰى ○

(٣٦) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ○

(٣٧) فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ○

(٣٨) وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○

(٣٩) فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ○

(٤٠) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ○

(٤١) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ○

(٤٢) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا ○

(٤٣) فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ○

(٤٤) إِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ○

(٤٥) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ○

(٤٦) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا ○

৩৪. অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হইবে,

৩৫. সেই দিন মানুষ যাহা করিয়াছে তাহা স্মরণ করিবে,

৩৬. এবং প্রকাশ করা হইবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য।

৩৭. অনন্তর যে সীমালংঘন করে,

৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে বাছিয়া লয়,

৩৯. জাহান্নামই হইবে তাহার আবাস।

৪০. পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজেকে বিরত রাখে,

৪১. জান্নাতই হইবে তাহার আবাস।

৪২. উহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামত সম্পর্কে', 'উহা কখন ঘটিবে?

৪৩. ইহার আলোচনার সহিত তোমার কী সম্পর্ক!

৪৪. ইহার চরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।

৪৫. যে উহার ভয় রাখে তুমি কেবল তাহার সতর্ককারী।

৪৬. যেইদিন উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিবে, সেইদিন উহাদিগের মনে হইবে যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করিয়াছে!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَاذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى অর্থাৎ যখন মহাসংকট উপস্থিত হইবে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اَلطَّامَّةُ الْكُبْرٰى অর্থ কিয়ামত দিবস। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ অর্থাৎ কিয়ামত দিবস বড় কঠোর ও অনভিপ্রেত বস্তু।

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الانْسَانُ مَاسَعٰى অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেক মানুষ দুনিয়ার জীবনে কৃত ভালো ও মন্দ প্রতিটি আমলের কথাই স্মরণ করিবে। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى অর্থাৎ সেইদিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করিবে। কিন্তু সেই উপদেশ গ্রহণে কোন ফল হইবে না।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى অর্থাৎ জাহান্নামকে প্রকাশ করা হইবে। ফলে মানুষ সচক্ষে উহা দেখিতে পাইবে।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى - وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا - فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহার আবাস হইবে জাহান্নাম, খাদ্য হইবে যাক্‌কুম এবং পানীয় হইবে হামীম বা ফুটন্ত গরম পানি।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى - فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى। অর্থাৎ অপরদিকে যাহারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়া স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করে তাহার আবাস হইল জান্নাত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا - اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا অর্থাৎ লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, উহা কখন সংঘটিত হইবে? আপনি বলিয়া দিন যে, আমার এবং সৃষ্টির অন্য কারোই ইহা জানা নাই। একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন, কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে।

আর এই কারণে হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি জানেন না।"

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَّنْ يَّخْشَهَا। অর্থাৎ আপনার দায়িত্ব হইল মানুষকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা। অতঃপর যে আল্লাহ্কে ভয় করিবে এবং আপনার আনুগত্য করিবে সেই সফলতা লাভ করিবে আর যাহারা আপনাকে অস্বীকার করিবে ও আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদিগের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْضُحَهَا অর্থাৎ মানুষ যখন কবর হইতে উঠিয়া হাশর ময়দানে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগের মনে হইবে যেন দুনিয়ার জীবনটা ছিল এক সকাল বা এক বিকালের সময়ের পরিমাণ।

ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জোহর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকুকে عَشِيَّةً বলা হয় আর সূর্যোদয় হইতে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত সময়কে বলা হয় ضُحى। কাতাদা (র) বলেন ঃ আখিরাতের দীর্ঘ জীবনকে দেখিয়া দুনিয়ার এই জীবনকে এত ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে।

সূরা আবাসা

৪২ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) عَبَسَ وَتَوَلّٰۤى ۙ

(٢) اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ؕ

(٣) وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى ۙ

(٤) اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ؕ

(٥) اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۙ

(٦) فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ؕ

(٧) وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ؕ

(٨) وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۙ

(٩) وَهُوَ يَخْشٰى ۙ

(١٠) فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۚ

(١١) كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ

(١٢) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۘ

(١٣) فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۙ

(١٤) مَّرۡفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ۝

(١٥) بِأَيۡدِي سَفَرَةٍ ۝

(١٦) كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ۝

১. সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল,
২. কারণ তাহার নিকট অন্ধ লোকটি আসিল।
৩. তুমি কেমন করিয়া জানিবে– সে হয়ত পরিশুদ্ধ হইত,
৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত, ফলে উপদেশ তাহার উপকারে আসিত।
৫. পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না,
৬. তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়াছ।
৭. অথচ সে পরিশুদ্ধ না হইলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই,
৮. অন্য পক্ষে যে তোমার নিকট ছুটিয়া আসিল,
৯. আর সে সশংকচিত্ত,
১০. তুমি তাহাকে অবজ্ঞা করিলে।
১১. না, এই আচরণ অনুচিত, ইহা তো উপদেশবাণী;
১২. যে ইচ্ছা করিবে, সে ইহা স্মরণ রাখিবে,
১৩. উহা আছে মহান লিপিসমূহে
১৪. যাহা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র,
১৫, ১৬. মহান, পূত-চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।

তাফসীর ঃ বহু মুফাস্সিরের অভিমত হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন জনৈক কুরাইশ নেতাকে দীনের কথা বুঝাইতে ছিলেন। ইত্যবসরে ইব্ন উম্মে মাকতূম, যিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন– আসিয়া দীনের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দীনী কাজে ব্যস্ত ছিলেন বিধায় ইব্ন উম্মে মাকতূমের প্রতি মনোযোগ দেন নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতগুলি নাযিল করেন।

عَبَسَ وَتَوَلَّى - اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى - وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى - اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى - اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى - فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى - وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى - وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى - وَهُوَ يَخْشٰى - فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى -

অর্থাৎ হে নবী! দীন শিক্ষার জন্য আগত আমার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অন্ধ লোকটি হইতে বিমুখ হইয়া খোদাদ্রোহী ও অহংকারী লোকটির সহিত আলাপে রত থাকা আপনার শান ও উন্নত চরিত্রের জন্য শোভনীয় হয় নাই। কারণ, বিচিত্র কি ছিল যে, এই

লোকটি হয়ত পরিশুদ্ধ হইত, আল্লাহ্‌র কথা শুনিয়া অন্যায় ও অপরাধ হইতে বিরত থাকিত এবং আল্লাহ্‌র বিধান পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইত। সুতরাং কেন আপনি এই বেপরোয়া ও খোদা বিমুখ লোকটির প্রতি পূর্ণ মনো-সংযোগ করিলেন? সে পবিত্রতা অর্জন না করিলে তো তজ্জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না।

মোটকথা, এই আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে ইতর-ভদ্র, দুর্বল-সবল, ধনী-গরীব, দাস-মুনিব, ছোট-বড় ও নারী-পুরুষ ইত্যাদির মাঝে কোন ভেদাভেদ নাই– বরং এ ব্যাপারে সকলকেই সমান চোখে দেখিতে হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে হিদায়াত দান করিবেন। হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) عَبَسَ وَتَوَلّٰى الخ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন উবাই ইব্‌ন খালফের সংগে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। ইত্যবসরে ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) তাঁহার কাছে আগমন করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার প্রতি মনোযোগ দেন নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা عَبَسَ وَتَوَلّٰى الخ নাযিল করেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্‌ন উম্মে মাকতূমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।

আবূ ইয়ালা ও ইব্‌ন জারীর (র).......... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ عَبَسَ وَتَوَلّٰى الخ এই আয়াতগুলি অন্ধ সাহাবী ইব্‌ন উম্মে মাকতূম সম্পর্কে নাযিল হয়। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হুযূর! আমাকে হিদায়াতের কথা শিক্ষা দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন জনৈক কুরাইশ নেতার সহিত কথা বলিতেছিলেন। ফলে তিনি ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের প্রতি মনোযোগ না দিয়া সেই কুরাইশ নেতার সহিতই আলাপ করিয়া যাইতেছিলেন এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন , "কি বল, আমি কি ভুল বলিলাম?" আর লোকটি উত্তরে বলিতেছিল, না, আপনি ভুল বলেন নাই। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা عَبَسَ وَتَوَلّٰى الخ নাযিল করেন।

ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আওফীর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উতবা ইব্‌ন রবীয়া, আবূ জাহল, ইব্‌ন হিশাম ও আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিবের ঈমান ও হিদায়াতের প্রতি খুবই কৌতূহলী ও আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। একদিন তিনি ইহাদিগের সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম নামক এক অন্ধ সাহাবী আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যাহা শিখাইয়াছেন উহা হইতে আমাকে কিছু শিক্ষা দিন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অন্যদের সহিতই কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। আলাপ শেষে ঘরে যাইবার পথে আল্লাহ্ তা'আলা عَبَسَ وَتَوَلّٰى الخ আয়াতগুলি নাযিল করেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্‌ন উম্মে মাকতূমকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন এবং যত্নসহকারে তাঁহার কথা শুনিতেন এবং সর্বদা তাঁহার কোন প্রয়োজন আছে কি না খোঁজখবর নিতেন।

উল্লেখ্য যে, অধিক সংখ্যক মুফাস্‌সিরদের মতেই আলোচ্য আয়াতগুলি ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তবে অনেকে তাহাকে আমর বলিয়া ডাকিত।

كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ অর্থাৎ এই সূরা বা দীনী ইল্‌মের তাবলীগের ব্যাপারে বৈষম্য সৃষ্টি না করার নির্দেশ প্রদান করা একটি উপদেশ। কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ এই কুরআন একটি উপদেশ।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ অর্থাৎ যে ইচ্ছা করিবে সে তাহার প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখিবে ও তাহার আইন মানিয়া চলিবে। কিংবা আয়াতের অর্থ হইল, যে ইচ্ছা করিবে, সে আল্লাহ্‌র ওহীর কথা স্মরণ রাখিবে।

فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ অর্থাৎ এই সূরা বা এই উপদেশবাণী– বরং গোটা কুরআনই উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন যাবতীয় পংকিলতা ও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পবিত্র মহান লিপিসমূহে রহিয়াছে।

بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ অর্থাৎ উহা পূত-চরিত্র লিপিকরের হস্তে লিপিবদ্ধ।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্‌হাক ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, سَفَرَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ফেরেশতা। ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) বলেন ঃ سَفَرَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণ। কাতাদা (র) বলেন سَفَرَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণ। কাতাদা (র) বলেন, سَفَرَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কারী সম্প্রদায়। ইব্‌ন জুরাইজ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নিবতী ভাষায় سَفَرَةٍ অর্থ কারী। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, এই সব কয়টি মতের মধ্যে সঠিক মত হইল যে, سَفَرَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ سَفَرَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য সেইসব ফেরেশতা যাহারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ওহী অবতরণ করেন যাহা দ্বারা মানুষ সংশোধন লাভ করে।

كِرَامٍ بَرَرَةٍ অর্থাৎ উহাদিগের চরিত্র পূত-পবিত্র, নিষ্কলংক ও নির্দোষ। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের ধারক-বাহকগণ কথায় ও কাজে পূত-চরিত্রের অধিকারী হইতে হইবে।

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দক্ষতার সহিত যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে সে মহান পূত-চরিত্রের অধিকারী কুরআন লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতার সমান মর্যাদা লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি, কষ্ট করিয়া কুরআন পাঠ করিবে, তাহাকে দুইগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে।" বুখারী ও মুসলিমসহ অনেকেই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٧) قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ۝

(١٨) مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝

(١٩) مِنْ نُّطْفَةٍ ۭ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝

(٢٠) ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝

(٢١) ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝

(٢٢) ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝

(٢٣) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ۝

(٢٤) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۝

(٢٥) اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۝

(٢٦) ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۝

(٢٧) فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝

(٢٨) وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۝

(٢٩) وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۝

(٣٠) وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۝

(٣١) وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۝

(٣٢) مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝

১৭. মানুষ ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ!
১৮. তিনি উহাকে কোন বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?
১৯. শুক্রবিন্দু হইতে তিনি উহাকে সৃষ্টি করেন, পরে উহার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন,
২০. অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দেন।
২১. তৎপর উহার মৃত্যু ঘটান এবং উহাকে কবরস্থ করেন।
২২. ইহার পর যখন ইচ্ছা তিনি উহাকে পুনর্জীবিত করিবেন।

২৩. এই প্রকার আচরণ অনুচিত, তিনি উহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন সে এখনও উহা পুরাপুরি করে নাই।
২৪. মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।
২৫. আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি;
২৬. অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি;
২৭. এবং উহাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য;
২৮. দ্রাক্ষা, শাক-সবজি,
২৯. যায়তূন, খর্জুর,
৩০. বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান,
৩১. ফল এবং গবাদির খাদ্য,
৩২. ইহা তোমাদিগের ও তোমাদিগের আন'আমের ভোগের জন্য।

তাফসীর ঃ যাহারা মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে; আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন ঃ قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ অর্থাৎ মানুষ ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ!

যাহ্হাক (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ قُتِلَ الْاِنْسَانُ অর্থ لعن الانسان অর্থাৎ মানুষ অভিশপ্ত হউক! ইব্ন জুরাইজ (র) বলেনঃ مَا اَكْفَرَهُ অর্থ ما اشد كفره অর্থাৎ সে কত বড় অকৃতজ্ঞ। কেহ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, কোন্ জিনিস তাহাকে কাফির বানাইল অর্থাৎ পুনরুত্থানকে অস্বীকার করিবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিল? কাতাদা (র) বলেন ঃ مَا اَكْفَرَهُ অর্থ ما العنه অর্থাৎ মানুষ কত অভিশপ্ত! অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একটি তুচ্ছ বস্তু দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করা এবং প্রথমবারের ন্যায় পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে নিজের শক্তি সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ - مِنْ نُّطْفَةٍ - خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ অর্থাৎ তিনি মানুষকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন শুক্রবিন্দু হইতে, পরে উহার হায়াত, রিয্ক, আমল এবং ভালো কি মন্দ তাহা নির্ধারণ করিয়াছেন।

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ "অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন।" আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ অর্থ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য মায়ের পেট হইতে বাহির হইবার পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। ইকরিমা, যাহ্হাক, আবূ সালিহ, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল ঃ অতঃপর আমি মানুষের জন্য দীনের উপর চলার পথ সহজ করিয়া দিয়াছি।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا অর্থাৎ আমি মানুষকে পথের সন্ধান দিয়াছি। হয়ত সে কৃতজ্ঞ হইবে নতুবা অকৃতজ্ঞ হইবে। হাসান এবং ইব্‌ন যায়দ (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যাই নির্ভরযোগ্য।

ثُمَّ اَمَاتَه فَاَقْبَرَه অর্থাৎ এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করিবার পর একদিন উহাকে মৃত্যু দান করেন ও কবরস্থ করেন।

ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَه অর্থাৎ অতঃপর যখন ইচ্ছা করে আল্লাহ্ উহাকে কবর হইতে জীবিত করিয়া হাশর ময়দানে উপস্থিত করিবেন। এই পুনরুত্থানকেই অন্য শব্দে বা'ছ ও নুশূর বলা হয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মাটি মানুষের প্রতিটি অংগ-প্রত্যঙ্গকে খাইয়া ফেলে। কিন্তু সরিষার দানা পরিমাণ মেরুদণ্ডের মাথার একটি হাড্ডি অক্ষত থাকে। উহা হইতেই মানুষ পুনরায় জীবিত হইবে।" এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ রহিয়াছে।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَه ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন এই যে, অকৃতজ্ঞ মানুষ দাবী করে যে, তাহারা নিজের আত্মার এবং নিজের সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ্র হক আদায় করিয়াছে; তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। বস্তুত মানুষ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব আদায় করিতে পারে নি।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র), ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَه অর্থ মানুষ কখনো নিজের দায়িত্ব পুরাপুরি আদায় করিতে পারিবে না। ইমাম বাগাবী (র) হাসান বসরী (র) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমার মতে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে কবর হইতে এখনই উত্থিত করিবেন না বরং নির্ধারিত তাকদীর ও তাহার মেয়াদ শেষ হইবার পরই এইরূপ করিবেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত উযায়র (আ) বলিয়াছেন ঃ এক ফেরেশতা আসিয়া আমাকে বলিল, কবরসমূহ হইল পৃথিবীর পেট আর পৃথিবী হইল, সৃষ্টির মা। যখন সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করা শেষ হইয়া যাইবে এবং মৃত্যুবরণ করিয়া সবাই কবরে চলিয়া যাইবে তখন দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটিবে এবং পৃথিবী তাহার উদরস্ত সমুদয় বস্তু বাইরে নিক্ষেপ করিবে আর কবরসমূহ তাহার মধ্যকার সবকিছু বাহির করিয়া ফেলিবে। এই বর্ণনা আমার বক্তব্যের সামঞ্জস্য রাখে।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিয়ামতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক যে,

اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا وَشَقَقْنَا الاَرْضَ شَقًّا অর্থাৎ আমি আকাশ হইতে পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করি এবং ভূমিকে প্রকৃষ্ট রূপে বিদারিত করি।

فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ـ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلاً وَّحَدَائِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا অর্থাৎ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া, ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করিয়া উহাতে উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজী, যায়তূন, খর্জুর, বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য। وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন أَبٌّ বলা হয় ভূমি উৎপন্ন সেইসব বস্তুকে যাহা গবাদি পশুর খাদ্য– মানুষের নয়। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র ও আবূ মালিক (র) বলেন ঃ أَبٌّ অর্থ ঘাস। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা বলেন ঃ মানুষের জন্য أَبٌّ যেমন গবাদি পশুর জন্য أَبٌّ তেমন। আতা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, ভূমিতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহাকেই أَبٌّ বলা হয়। যাহ্‌হাক (র) বলেন, ফল ছাড়া ভূমিতে উৎপন্ন সবকিছুকেই أَبٌّ বলা হয় ইত্যাদি।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ অর্থাৎ এই সব কিছু পার্থিব জীবনে আমি তোমাদিগের এবং তোমাদিগের আন'আম তথা জীব-জানোয়ারের ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।

(٣٣) فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۝

(٣٤) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝

(٣٥) وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝

(٣٦) وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝

(٣٧) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝

(٣٨) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝

(٣٩) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝

(٤٠) وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝

(٤١) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝

(٤٢) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

৩৩. যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে,
৩৪. সেই দিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে
৩৫. এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা,
৩৬. তাহার পত্নী ও তাহার সন্তান হইতে;
৩৭. সেইদিন উহাদিগের প্রত্যেকের হইবে এমন গুরুতর অবস্থা যাহা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখিবে।
৩৮. অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে উজ্জ্বল,
৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল
৪০. এবং অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে ধূলি-ধূসর,
৪১. সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা।
৪২. ইহারাই কাফির ও পাপাচারী।

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلصَّاخَّةُ কিয়ামত দিবসের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ اَلصَّاخَّةُ সম্ভবত শিংগায় ফুৎকারের নাম। বাগাবী (র) বলেন ঃ اَلصَّاخَّةُ অর্থ কিয়ামত দিবসের বিকট ধ্বনি।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ - وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ আত্মীয় স্বজনকে চোখে দেখিয়া পলায়ন করিয়া দূরে সরিয়া যাইবে। কারণ সেই দিন অবস্থা খুবই ভয়াবহ হইবে।

ইকরিমা (র) বলেন, কিয়ামতের দিন স্বামী স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া বলিবে, বলতো স্বামী হিসাবে দুনিয়াতে আমি তোমার সহিত কেমন ব্যবহার করিয়াছিলাম? উত্তরে স্ত্রী স্বামীর যথাসম্ভব প্রশংসা বর্ণনা করিবে। তখন স্বামী তাহাকে বলিবে, বেশি কিছু নয়; আজ তোমার কাছে আমি একটি মাত্র নেকী প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাকে একটি মাত্র নেকী দান কর। আশা করি উহা দ্বারা আমি এই ভয়াবহ বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব। উত্তরে স্ত্রী বলিবে, তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, উহা নিতান্তই নগণ্য বস্তু। কিন্তু একটি নেকীও আমি তোমাকে দিতে পারিব না। কারণ তোমার ন্যায় আমিও আজ বিপদগ্রস্ত। তুমি যাহার ভয় করিতেছ, আমিও উহার ভয় করিতেছি।

অপরদিকে পিতা ছেলেকে দেখিতে পাইয়া বলিবে, বৎস! বলতো দুনিয়াতে আমি তোমার কেমন পিতা ছিলাম? উত্তরে ছেলে পিতার যথাসম্ভব প্রশংসা করিবে। তখন পিতা বলিবে, বৎস! আজকের এই ভয়াবহ দিনে বিপদ হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমার বিন্দু পরিমাণ নেকীর প্রয়োজন। তুমি আমাকে সামান্য একটু নেকী দান কর। উত্তরে ছেলে বলিবে, আব্বাজান! আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা বেশি কিছু নহে, কিন্তু আপনি যেই বিপদের ভয় করিতেছেন, আমিও উহার ভয় করিতেছি। আপনাকে কোন নেকী দান করা আজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সহীহ্ হাদীসে আছে যে, সেইদিন মুক্তি লাভের সুপারিশের জন্য মানুষ একে একে প্রত্যেক নবীর কাছে ধর্ণা দিবে। কিন্তু সকলেই অপারগতা প্রকাশ করিয়া নাফ্সী নাফ্সী করিতে থাকিবে। এমনকি হযরত ঈসা (আ) বলিবেন, অন্য কারো জন্যে তো দূরের কথা আজ জন্মধাত্রী মা মরিয়মের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করার সাহসও আমার নাই।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। ফলে কেহই কাহারো কোন উপকার করিতে পারিবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে নাঙ্গা পা, উলঙ্গ দেহ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় হাশর ময়দানে সমবেত করা হইবে।" এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জনৈকা স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে কি আমরা একে অপরের গুপ্তাংগ দেখিতে পাইব না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অর্থাৎ সেই প্রত্যেক মানুষ নিজেকে লইয়া এমনভাবে ব্যস্ত থাকিবে যে, অন্য সবদিক হইতে তারা সম্পূর্ণ বিমুখ থাকিবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত হাদীস বলার পর এক মহিলা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তবে কি একে অপরের গুপ্তাংগ দেখিবে না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আরে সেইদিন প্রত্যেকে নিজেকে লইয়া এমনভাবে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে যে, অন্যদের হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বিমুখ থাকিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন তোমরা নাঙ্গা পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনা বিহীন অবস্থায় উত্থিত হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা হইলে গুপ্তাংগ দেখা যাইবে না ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সেই দিন প্রত্যেকেই নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। হযরত সাওদা (রা) হইতেও এই মর্মে একটি হাদীস রহিয়াছে।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ দুই দলে বিভক্ত হইবে। এক দলের মুখমণ্ডল হইবে উজ্জ্বল, সহাস্য এবং অন্তর হইবে প্রফুল্ল! ইহারা হইবে জান্নাতী।

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ - تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ - اُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ। অর্থাৎ অপর দলের মুখমণ্ডল হইবে ধূলি-ধূসর ও কালিমা লিপ্ত। ইহারা হইল কাফির ও পাপাচারী। অর্থাৎ ইহারা সেই সম্প্রদায় যাহাদিগের অন্তরে কুফরী রহিয়াছে এবং কাজে-কর্মে যাহারা পাপী ও আল্লাহ্র অবাধ্য।

সূরা তাকবীর

২৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝

(٢) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝

(٣) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

(٤) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝

(٥) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝

(٦) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝

(٧) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝

(٨) وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝

(٩) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝

(١٠) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

(١١) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝

(١٢) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝

(١٣) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝

(١٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝

১. সূর্য যখন নিষ্প্রভ হইবে,
২. যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়িবে,
৩. পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হইবে,
৪. যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হইবে,
৫. যখন বন্য পশু একত্র করা হইবে,
৬. সমুদ্র যখন স্ফীত হইবে,
৭. দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হইবে,
৮. যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে,
৯. 'কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল ?'
১০. যখন আমলনামা উন্মোচিত হইবে,
১১. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হইবে,
১২. জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হইবে,
১৩. এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হইবে,
১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিবে সে কী লইয়া আসিয়াছে।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) ...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ কিয়ামত দিবসকে স্বচক্ষে দেখিতে চাহিলে যেন إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ও إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ। এই তিনটি সূরা পাঠ করে।" ইমাম তিরমিযী (র) আব্বাস ইব্ন আব্দুল আযীম আমবরী (র) সূত্রে আব্দুর রায্যাক (র) হইতে হাদীসটি উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, كُوِّرَتْ অর্থ اظلمت। অর্থাৎ সূর্য যখন আলোহীন হইয়া অন্ধকার হইয়া পড়িবে। আওফী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইত বর্ণনা করেন, كُوِّرَتْ অর্থ ذهبت অর্থ সূর্য যখন অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িবে। কাতাদা (র) বলেন, যখন সূর্য নিষ্প্রভ হইবে।

রবী ইব্ন খুছায়ম (র) বলেন ঃ كُوِّرَتْ অর্থ رمى بها অর্থাৎ যখন সূর্য নিক্ষিপ্ত হইবে। যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ। অর্থ সূর্য যখন পৃথিবীতে পতিত হইবে। ইব্ন জারীর (র) বলেন, এক অংশকে অন্য অংশের সহিত একত্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিয়া আলোকহীন করা হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে আলোকহীন করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বায়ু প্রবাহিত করিবেন ও সমুদ্রে আগুন ধরিয়া যাইবে। আমির শা'বীও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)..... আবূ মারয়াম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মারয়াম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সূর্যকে আলোকহীন করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

ইমাম বুখারী (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্য উভয়কেই নিষ্প্রভ করা হইবে।"

وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন প্রকাশ পাইবে। মানুষ হাটে-বাজারে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকিবে, ইত্যবসরে অকস্মাৎ ঃ (১) সূর্যের আলো বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, (২) নক্ষত্ররাজি খসিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে, (৩) পর্বতসমূহ ভূপৃষ্ঠে ধ্বসিয়া পড়িবে, (৪) ফলে পৃথিবী কাঁপিতে শুরু করিবে, (৫) মানুষ, জিন ও পশুপাখী সব একাকার হইয়া যাইবে এবং (৬) মানুষ একে অপরের উপর দোলা খাইতে থাকিবে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ انْكَدَرَتْ। অর্থ تغيرت অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি বিকৃত হইয়া যাইবে।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যেইসব জিন ও নক্ষত্র ইত্যাদির উপাসনা করা হইয়াছিল সবই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। তবে হযরত ঈসা ও মরিয়ম (আ) ইহা হইতে রক্ষা পাইবেন। কিন্তু ইহারাও যদি ইহাদিগের উপাসনায় রাযী থাকিত তাহা হইলে ইহারাও জাহান্নামে প্রবেশ করিত।

وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ অর্থাৎ যখন পর্বতসমূহ স্থানচ্যুত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ফলে যমীন সম্পূর্ণ সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে।

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) বলেন, الْعِشَارُ। অর্থ عشار الابل। অর্থ দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী। মুজাহিদ (র) বলেন, عُطِّلَتْ অর্থ تُرِكَتْ অর্থাৎ

পরিত্যাগ করা হইবে। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) ও যাহ্‌হাক (র) বলেন ঃ عُطِّلَتْ অর্থ رهلها অর্থাৎ মালিক উহা পরিত্যাগ করিবে। সারকথা কিয়ামতের পূর্বে এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, মানুষ দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মত আকর্ষণীয় নিজদিগের মূল্যবান সম্পদের খোঁজ-খবর ছাড়িয়াই দিবে। এই অর্থ ছাড়াও আরো কিছু অর্থ অন্যরা বর্ণনা করিয়াছেন যাহা গ্রহণযোগ্য নয়।

আলোচ্য আয়াতে حُشِرَتْ অর্থ جمعت অর্থাৎ যখন বন্য পশুসমূহকে একত্রিত করা হইবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রতিটি বস্তু এমনকি মাছি পর্যন্ত একত্রিত করা হইবে। রাবী ইব্‌ন খুছায়ম এবং সুদ্দী (র) প্রমুখও এই কথা বলিয়াছেন। ইকরিমা (র) বলেন, মৃত্যুই বন্য পশুর হাশর।

ইব্‌ন জারীর (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ চতুষ্পদ জন্তুসহ সকল বস্তুর মৃত্যুই হইল সেইগুলির হাশর। তবে মানুষ ও জিন জাতিকে কিয়ামতের দিন হিসাবের জন্য তাহাদেরকে দণ্ডায়মান করা হইবে।

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ইব্‌ন জারীর (র) ......সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা) বলেন, হযরত আলী (রা) এক ইয়াহুদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলতো জাহান্নাম কোথায় ? উত্তরে সে বলিল, সমুদ্রে। শুনিয়া আলী (রা) বলিলেন, তোমার কথা ঠিকই বলিয়া মনে হয়। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ অর্থাৎ উদ্বেলিত সমুদ্রের শপথ! আর যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হইবে। وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ এর আওতায় এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুনানে আবূ দাউদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হজ্জ, উমরা এবং জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সমুদ্র ভ্রমণ করিবে না। কারণ সমুদ্রের নীচে জাহান্নামের অগ্নি রহিয়াছে এবং অগ্নির নীচে আবার সমুদ্র রহিয়াছে। সূরা ফাতিরে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

মুজাহিদ ও হাসান ইব্‌ন মুসলিম (র) বলেন ঃ سُجِّرَتْ অর্থ اوقدت। অর্থাৎ যখন সমুদ্র প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ سُجِّرَتْ অর্থ يبست অর্থ শুকাইয়া যাইবে।

وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ যখন সর্বপ্রকারের মানুষ একত্রিত করা হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اُحْشُرُوْا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ অর্থাৎ জালিম এবং উহাদিগের সহগোত্রীয়দেরকে একত্রিত কর।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ......নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে যেই জাতির পথ অনুসরণ করিবে সে সেই জাতির সহিত তাহার হাশর হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। কতিপয় ডান হাতে আমলনামা লাভ করিবে, কতিপয় বাম হাতে লাভ করিবে, আর কতিপয় হইবে আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত অগ্রগামী দল। ইহারাই সমগোত্রীয় দল যাহাদেরকে একত্র করা হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি একদিন খুতবা দানকালে وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ সমগোত্রীয়দের সহিত একত্রিত করা হইবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, যেই দুই ব্যক্তি একই ধরনের আমল করে তাহারা হয়ত একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করিবে বা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত উমর (রা)-কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ নেককার নেককারের সহিত আর বদকার বদকারের সহিত মিলিত হইবে।

নু'মান (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত উমর (রা) একদিন লোকদিগকে وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কাহারো কোন উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই বলিলেন ঃ এই আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, জান্নাতী ব্যক্তি তাহার ন্যায় জান্নাতীর এবং জাহান্নামী তাহার ন্যায় জাহান্নামীর সঙ্গলাভ করিবে। অতঃপর তিনি اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

কেহ কেহ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল যখন দেহের সহিত আত্মার সংযোগ করা হইবে। কেহ বলেন ঃ ঈমানদারদিগকে হুরদের সহিত এবং কাফিরদিগকে শয়তানেদের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইবে। ইমাম কুরতুবী তাযকিরা গ্রন্থে ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ـ بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছে।

অর্থাৎ জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করা হইত। ফলে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে উহাদিগকে জীবন্ত কবর দিয়া রাখা হইত। কিয়ামতের দিন উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তাহাদিগকে কী অপরাধে হত্যা করা হইয়াছিল। এইভাবে নিহতদেরকে হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে দেখিয়া হত্যাকারীরা বেশী আতংকিত হইবে। আর যখন এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নিহতদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে, তাহা হইলে হত্যাকারীদিগকে কত কড়াভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ অর্থ যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা নিজের হত্যার বিচার প্রার্থনা করিবে। সুদ্দী এবং কাতাদা (র) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই مَوْءُدَةُ তথা জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন ঃ

ইমাম আহমদ (র) ...... জুযামা বিনতে ওহাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুযামা বিনতে ওহাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমি একবার লোকদিগকে গর্ভাবস্থায় সহবাস করিতে নিষেধ করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু জানিতে পারিলাম যে, রোম ও পারস্যের মানুষ এইরূপ করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না। অতঃপর কতিপয় সাহাবা আযল (যোনি গর্ভের বাহিরে বীর্যপাত ঘটানোকে আযল বলা হয়) করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহাও এক ধরনের গোপন জীবন্ত সমাধিস্থ করার শামিল। وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ -এর মধ্যে ইহাও অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) ...... সালামা ইব্ন ইয়াযীদ জুফী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমার ভাই আর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদিগের মা মুলাইকা। তিনি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখিতেন, অতিথি আপ্যায়ন করিতেন এবং আরো অনেক ভালো কাজ করিতেন। কিন্তু তিনি জাহেলী যুগেই মারা যান। এখন তাহার এইসব ভালো কাজ তাহার কোন উপকারে আসিবে কি ? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, না। আমরা বলিলাম, তিনি আমাদিগের এক বোনকে জীবন্ত কবর দিয়াছিলেন। ইহাতে কি তাহার কোন উপকার হইবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জীবন্ত কবর দানকারী এবং জীবন্ত সমাধিস্ত কন্যা উভয়ই জাহান্নামী। তবে জীবন্ত কবর দানকারী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহা হইলে আল্লাহ্ উহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে জীবন্ত কবর দেয় এবং যাহাকে কবর দেয় উভয়ই জাহান্নামে যাইবে।

ইমাম আহমদ (র) ...... খানাসা বিনত মুআবিয়া সুরাইমিয়া (রা) তাহার ফুফু হইতে বর্ণনা করেন যে, খানাসার ফুফু বলেন, আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতে কে যাবে ? উত্তরে তিনি বলিলেন, নবী, শহীদ, শিশু ও জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) ...... কুররা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কুররা (র) বলেন, আমি হাসান (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, জান্নাতে কে প্রবেশ করিবে ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, মুশরিকদের শিশু সন্তানরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। যে তাহাদিগকে জাহান্নামী মনে করিবে সে মিথ্যুক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

আব্দুর রায্যাক (র) ..... হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কায়স ইব্‌ন আসিম একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো জাহেলী যুগে আমার কয়েকটি শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর দিয়াছিলাম, এখন কি করি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, একটি কন্যার পরিবর্তে একটি গোলাম আযাদ করিয়া দাও। কায়স বলিল, আমার তো কোন গোলাম নাই, তবে উট আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহা হইলে একটি করিয়া উট কুরবানী কর।

অপর এক সনদে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... কায়স ইব্‌ন আসিম (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জাহিলী যুগে বার বা তেরটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করিয়াছি এখন আমি কি করি? তিনি বলিলেন, প্রত্যেকটির বদলে একটি করিয়া গোলাম বাঁদী আযাদ কর। তিনি তাহাই করিলেন পরবর্তী বৎসর কায়স একশত উট নিয়া উপস্থিত হইয়া বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই উটগুলি মুসলমানদের কাজে ব্যবহার করুন। আলী (রা) বলেন, আমরা সেই উটগুলিকে ঘাস চরাতাম ও কায়সী উট বলিয়া ডাকিতাম।

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ "আর যখন আমলনামা উন্মোচিত হইবে।"

যাহ্হাক (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল যখন প্রত্যেক মানুষকে ডান বা বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে।

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ অর্থাৎ যখন আকাশের আবরণ অপসারিত করা হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, كُشِطَتْ অর্থ جتذبت। অর্থাৎ আকাশকে টানিয়া আনা হইবে।
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

সুদ্দী (র) বলেন, سُعِّرَتْ অর্থ حمين অর্থাৎ যখন জাহান্নামের অগ্নিকে উদ্দীপিত করা হইবে। কাতাদা (র) বলেন, سُعِّرَتْ অর্থ اُوْقِدَتْ। অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র রোষ এবং মানুষের পাপই জাহান্নামের অগ্নিকে উদ্দীপিত করিবে।

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ আবূ মালিক, কাতাদা ও রবী ইব্‌ন খুছায়ম (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, যখন জান্নাতকে জান্নাতীদের নিকটে আনা হইবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ অর্থাৎ উপরোক্ত প্রতিটি ঘটনা সংঘটিত হইলে পরে মানুষ জানিতে পারিবে যে, দুনিয়ার জীবনে তাহারা কি করিয়াছিল। তাহাদিগের সকল

কৃতকার্যের ফলাফল তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ তাহাদিগের ভালো-মন্দ প্রতিটি কর্মই সম্মুখে উপস্থিত পাইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ অর্থাৎ সেইদিন মানুষকে পূর্বাপর সকল আমল সম্পর্কে অবহিত করা হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........... আসলাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম (র) বলেন, হযরত উমর (রা) একদিন এই সূরাটি পাঠ করিবার সময় عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا الخ। এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া বলিলেন যে, এই কথাটি বলিবার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বের কথা বলিয়াছেন।

(١٥) فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝

(١٦) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝

(١٧) وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۝

(١٨) وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۝

(١٩) اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝

(٢٠) ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝

(٢١) مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝

(٢٢) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۝

(٢٣) وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۝

(٢٤) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝

(٢٥) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝

(٢٦) فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ۝

(২৭) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۙ

(২৮) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۞

(২৯) وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

১৫. আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের,
১৬. যাহা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়,
১৭. শপথ নিশার যখন উহার অবসান হয়,
১৮. আর ঊষার যখন উহার আবির্ভাব হয়,
১৯. নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী,
২০. যে সামর্থ্যশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন,
২১. যাহাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং সে বিশ্বাসভাজন।
২২. এবং তোমাদিগের সাথী উন্মাদ নহে,
২৩. সে তো তাহাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছে,
২৪. সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে।
২৫. এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে।
২৬. সুতরাং তোমরা কোথায় চলিয়াছ?
২৭. ইহাতো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ,
২৮. তোমাদিগের মধ্যে যে সরল পথে চলিতে চাহে, তাহার জন্য।
২৯. তোমরা ইচ্ছা করিবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন।

তাফসীর ঃ মুসলিম ও নাসায়ী .... আমর ইব্ন হুরায়ছ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে ফজরের নামায পড়ি। সেই নামাযে তিনি فَلَا اُقْسِمُ الخ। এই আয়াতগুলি পাঠ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র)........ আলী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ اَلْخُنَّس। অর্থ নক্ষত্র, যাহা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে এবং দিনের বেলায় বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ইব্ন জারীর (র)............ খালিদ ইব্ন আরআরা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, খালিদ (র) বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, হযরত আলী (রা)-কে فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّس অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, خُنَّس দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নক্ষত্র, যাহা রাতে আত্মপ্রকাশ করে আর দিবসে লুকাইয়া থাকে।

ইউনুস (র)........ আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ اَلْخُنَّس। অর্থ اَلنُّجُوْم। বা নক্ষত্র। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান, উবাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন জারীর (র)...... বকর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, اَلْخُنَّسُ। অর্থ উজ্জ্বল নক্ষত্র। কেহ কেহ বলেন, উদয়কালে নক্ষত্রকে خُنَّسِ এবং অদৃশ্য হইয়া গেলে كنس বলা হয়।

আ'মাশ (র), ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্র (র) মতে خُنَّسِ অর্থ বন্য গাভী। সুফিয়ান ছাওরীর মতও ইহাই।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْخُنَّسِ। অর্থ গাভী। সাঈদ ইব্ন জুবায়রও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, خنس অর্থ হরিণ। সাঈদ, মুজাহিদ এবং যাহ্হাকও এইরূপ মত ব্যক্ত করেন।

আবূশ্ শা'ছা জাবির ইব্ন যায়দ (র) বলেন, خنس অর্থ গাভী ও হরিণ। ইব্ন জারীর (র) এই কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটিকেই প্রাধান্য দেন নাই। তিনি বলেন, خنس -এর অর্থ নক্ষত্র, গাভী ও হরিণ সব কয়টিই হইতে পারে।

وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ "শপথ নিশার, যখন উহার অবসান হয়।"

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ عَسْعَسَ অর্থ ظلم। অর্থাৎ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। হাসান বসরী (র) বলেন, عَسْعَسَ অর্থ যখন মানুষকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। আতিয়্যা আওফী (র)-ও এই অর্থ করিয়াছেন। আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, عَسْعَسَ অর্থ ادبر। অর্থাৎ পশ্চাদপসারণ হয়। মুজাহিদ, কাতাদা এবং যাহ্হাক (র)-ও এই অর্থ করিয়াছেন। যায়দ ইব্ন আসলাম ও তাহার পুত্র আব্দুর রহমান (র) বলেন ঃ যখন উহার অবসান হয়। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ সব কয়টি অর্থের মধ্যে পশ্চাদ্ভাবন হওয়ার কথাটিই আমার নিকট পছন্দনীয়। আমার মতে এই আয়াতের অর্থ হইল, রাতের শপথ, যখন উহা যদিও চলে যাওয়ার অর্থে হইতে পারে। ইহা উভয় অর্থেই আগমন করে ব্যবহৃত হয়।

وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ যাহ্হাক (র) বলেন, تَنَفَّسَ অর্থ طلع অর্থাৎ শপথ ঊষার যখন উহার আবির্ভাব হয়। কাতাদা (র) বলেন ঃ تَنَفَّسَ অর্থ اضاء واقبل। অর্থাৎ যখন ঊষার উন্মেষ ঘটে। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ যখন দিনের আলো প্রকাশ পায়।

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ। অর্থাৎ এই কুরআন একজন সম্মানিত চরিত্রবান ও সুদর্শন বার্তাবহ ফেরেশতার আনীত বাণী, তিনি হইলেন হযরত জিবরীল (আ)। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), শাবী, মায়মূন ইব্ন মিহরান, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ذِىْ قُوَّةٍ অর্থাৎ এই বার্তাবহ ফেরেশতা হইলেন প্রবল শক্তিশালী। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى অর্থাৎ প্রবল শক্তিধর ফেরেশতা তাহাকে উহা শিক্ষা দিয়াছেন।

عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ অর্থাৎ সেই ফেরেশতা আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ হযরত জিবরীল (আ) অনুমতি ছাড়াই নূরের সত্তরটি পর্দার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। অর্থাৎ তাঁহার জন্য অবাধ অনুমতি রহিয়াছে।

مُطَاعٍ ثَمَّ অর্থাৎ উর্ধ্বজগতে তাহাকে মান্য করা হয়। কাতাদা (র) বলেন, প্রতিটি আকাশের প্রত্যেক ফেরেশতাই হযরত জিবরীল (আ)-কে মান্য করিয়া চলে। অর্থাৎ সাধারণ ফেরেশতা নহেন– বরং ফেরেশতাকুলের সর্দার ও নেতৃস্থানীয়। আবার তিনি اَمِيْنٍ তথা বিশ্বস্ত। এখানে তাঁহার বিশ্বস্ততা বর্ণনা করা হইয়াছে যেমন নবী (সা) সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে বলেন ঃ

وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ "তোমাদিগের সংগী উন্মাদ নহেন।" শা'বী, মায়মূন ইব্ন মিহরান ও আবূ সালিহ (র) বলেন, وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ অর্থাৎ তোমাদিগের সংগী মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ নহেন।

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র পথ হইতে বার্তা বহনকারী জিবরীল (আ)-কে ছয়শত ডানা বিশিষ্ট তাঁহার আসল আকৃতিতে স্পষ্ট দিগন্তে দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাই হইল নিজ আকৃতিতে জিবরীল (আ)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথম দর্শন। যাহা বাতহা নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল। বাহ্যত বুঝা যায় যে, এই সূরাটি মি'রাজের ঘটনার আগে নাযিল হইয়াছে। কারণ, প্রথম দর্শন ছাড়া অন্য কোন দর্শনের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। আর দ্বিতীয় দর্শনের ঘটনা সূরা নাজমে বলা হইয়াছে, যাহা নাযিল হয় সূরা ইসরার পর।

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি তৎসম্পর্কে সন্দিহান নহেন। কেহ কেহ ضاد بِضَنِيْنٍ দ্বারা পড়েন। তখন অর্থ হয় মুহাম্মদ (সা) অদৃশ্য বিষয় তথা আল্লাহ্র ওহীর ব্যাপারে কৃপণ নহেন– বরং সকলকেই উহা অবহিত করান। সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) বলেন ঃ ظَنِيْنٍ আর ضَنِيْنٍ এর অর্থ একই।

কাতাদা (র) বলেন ঃ কুরআন এক সময় অদৃশ্য ছিল। পরে আল্লাহ্ তা'আলা উহা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিল করেন। তিনি অত্যন্ত যত্ন ও গুরুত্বের সহিত মানুষের নিকট উহা প্রচার করেন। ইকরিমা ও ইব্ন যায়দ (র) সহ অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) ضاد দ্বারা بِضَنِيْنٍ পড়া পছন্দ করিয়াছেন। বস্তুত ضَنِيْنٍ ও ظَنِيْنٍ দুই রকমই পড়া যায়।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ অর্থাৎ এই কুরআন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে। অর্থাৎ শয়তান এই কুরআন বহন করিয়া আনে নাই এবং সে ইহার যোগ্যও নহে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ। অর্থাৎ এই কুরআন শয়তানরা বহন করিয়া আনে নাই আর তাহাদিগের জন্য ইহা শোভাও পায় না এবং তাহারা সক্ষমও নহে। বস্তুত উহাদিগকে কুরআন শ্রবণ হইতেও বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ অর্থাৎ কুরআনের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবার পরও তোমরা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ? তোমাদিগের বিবেক বুদ্ধি কোথায় যাইতেছে? কাতাদা (র) বলেন ঃ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ অর্থ আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁহার আনুগত্য ছাড়িয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ?

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ। অর্থাৎ এই কুরআন বিশ্বজগতের তথা প্রতিটি মানুষের জন্য উপদেশ।

لِمَنْ شَاۤءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ অর্থাৎ কেহ হিদায়াত লাভ করিতে চাহিলে তাহাকে এই কুরআনই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। কুরআন ছাড়া মুক্তি ও হিদায়াতের বিকল্প কোন পথ নাই।

وَمَا تَشَاۤءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ মানুষ যাহা চাহে তাহাই বাস্তবায়িত হয় না। বরং মানুষের ইচ্ছার বাস্তবায়ন আল্লাহ্‌র মঞ্জুরির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কেহ চাহিলেই হিদায়াত লাভ করিতে পারে না আবার ইচ্ছা করিলেই পথভ্রষ্ট হইতে পারে না– বরং আল্লাহ্ যাহাকে হিদায়াত দান করেন সেই হিদায়াত পায় আর যাহাকে বিভ্রান্ত করেন সেই বিভ্রান্ত হয়।

সুফিয়ান ছাওরী (র)........ সুলায়মান ইব্ন মূসা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, لِمَنْ شَاۤءَ। الخ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবূ জাহ্‌ল বলিল, ক্ষমতা তো সবই আমাগিদের হাতে। আমরা ইচ্ছা করিলে সঠিক পথে চলিতে পারি আর ইচ্ছা করিলে বিপথেও চলিতে পারি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَمَا تَشَاۤءُوْنَ। الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

সূরা ইন্‌ফিতার

১৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম নাসায়ী (র)........ জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, হযরত মুআয (রা) একদিন ইশার নামাযের ইমামতি করেন। তাহাতে তিনি দীর্ঘ কিরআত পাঠ করেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, মুআয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছ? সূরা আলা, সূরা দুহা ও সূরা ইনফিতার কি তোমার জানা নাই? বুখারী ও মুসলিম সহীহ্‌দ্বয়ে ইহার উল্লেখ আছে তবে সূরা ইনফিতারের কথা নাই।

ইতিপূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "কেউ স্বচক্ষে কিয়ামত দেখিতে চাহিলে সে যেন সূরা তাকবীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক পাঠ করে।"

(١) إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝

(٢) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝

(٣) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝

(٤) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝

(٥) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝

(٦) يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝

(٧) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ۝

(৮) فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝

(৯) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝

(১০) وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝

(১১) كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝

(১২) يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

১. আকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে,
২. যখন নক্ষত্রমণ্ডলী, বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে,
৩. সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে,
৪. এবং যখন কবর উন্মোচিত হইবে,
৫. তখন প্রত্যেকে জানিবে, সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।
৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিল?
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং সুসমঞ্জস করিয়াছেন,
৮. যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন।
৯. না, কখনই না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করিয়া থাক;
১০. অবশ্যই আছে তোমাদিগের তত্ত্বাবধায়কগণ;
১১. সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ;
১২. উহারা জানে তোমরা যাহা কর।

তাফসীর ঃ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ। অর্থাৎ "যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে।" যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ। অর্থাৎ যেইদিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে।

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িবে।

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ অর্থাৎ "সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে।" আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ এক সমুদ্রকে আরেক সমুদ্রের সহিত একাকার করিয়া দিবেন। হাসান (র) বলেন, সমুদ্র শুকাইয়া যাইবে। কাতাদা (র) বলেন, فُجِّرَتْ অর্থ লবণাক্ত পানি আর মিষ্টি পানি একাকার হইয়া যাইবে।

وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হইবে। সুদ্দী (র) বলেন, যখন কবরসমূহ ফাটিয়া যাইবে এবং ভিতরের সব কিছু বাহির হইয়া যাইবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ অর্থাৎ এই ঘটনাগুলি ঘটিবার পর মানুষ তাহার পূর্বাপর যাবতীয় আমল সম্পর্কে অবহিত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ধমকের সুরে বলিতেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ অর্থাৎ ওহে মানুষ!' কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিল যে, তুমি তাঁহার অবাধ্যতা করিতে সাহস পাইলে?

এক হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলিবেন, "হে আদম সন্তান! আমার সম্পর্কে কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করিল? হে আদম সন্তান! রাসূলগণকে তুমি কী জবাব দিয়াছিলে?"

আবূ হাতিম (র).... সুফিয়ান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) একদিন এক ব্যক্তিকে আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিতে শুনিয়া বলিলেন, অজ্ঞতাই মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).......... আবূ খালিদ ইয়াহয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ খালিদ (র) বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) একদিন يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! অজ্ঞতাই মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), রবী ইব্‌ন খুছায়াম এবং হাসান বসরী (র)-ও হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

কাতাদা (র) বলেন, শয়তানই মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিয়াছে। বাগাবী (র) বর্ণনা করেন যে, কালবী ও মুকাতিল (র)-এর মতে এই আয়াতটি আসওয়াদ ইব্‌ন শুরায়ক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এই নরাধম একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রহার করিয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোন শাস্তি না আসায় তাহার মধ্যে আরো বেশী ধৃষ্টতা জন্ম নেয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ অর্থাৎ তোমাকে তোমার সেই মহান প্রতিপালক সম্পর্কে কিসে বিভ্রান্ত করিয়াছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়া সুঠাম সুসমঞ্জস ও সুদর্শন বানাইয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......... বিশর ইব্‌ন জাহ্হাশ কুরায়শী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বিশর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হাতে থুথু লইয়া উহার উপর আঙ্গুল রাখিয়া বলিলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমাকে কি করিয়া অক্ষম করিবে? আমি তো তোমাকে এই ধরনের একটি বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তোমাকে সুঠাম ও সুসমঞ্জস করিয়াছি। বড় করিয়াছি। তাহার পর তুমি দুইটি কাপড় পরিধান করিয়া চলাফিরা করিয়াছ এবং সম্পদ উপার্জন করিয়া উহা সঞ্চয় করিয়াছ- আমার পথে ব্যয় কর নাই। এইভাবে মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিলে তখন

বল, "আমি অমুক অমুক সম্পদ আল্লাহ্‌র রাহে দান করিতেছি। কিন্তু তখন দান করিবার সময় কোথায়?" হাদীসটি ইব্‌ন মাজাহ্ কিতাবেও উল্লেখ আছে।

فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاءَ رَكَّبَكَ অর্থাৎ যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, আল্লাহ্ তোমাকে সেই আকৃতিকে গঠন করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কাহাকে পিতার আকৃতিতে, কাহাকেও মাতার আকৃতিতে আবার কাহাকেও বা খালা, মামা, চাচা ইত্যাদির আকৃতিতে সৃষ্টি করেন।

সহীহ্ বুখারীতে এই মর্মে একটি হাদীস আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরিমা (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা বানরের আকৃতিতে এবং যাহাকে ইচ্ছা শূকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করিতে পারেন। আবূ সালিহ (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে মানুষকে যে কোন আকৃতিতেই সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় সুদর্শন, সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করিয়া সৃষ্টি করেন।

كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ অর্থাৎ পুনরুত্থান, হাশর-নশর ও হিসাব প্রদানের অস্বীকৃতিই তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا وَكَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَاتَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য সম্মানিত ফেরেশতা নিয়োজিত করিয়া রাখা হইয়াছে। উহারা তোমাদিগের যাবতীয় কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করিয়া রেকর্ড করিয়া রাখেন। তোমরা যাহা কর সবই উহাদিগের জানা। সুতরাং মন্দ কাজ হইতে তোমাদিগের বিরত থাকা উচিত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা আমল লিপিকর ফেরেশতাদেরকে সম্মান কর। যাহারা জানাবাত এবং পোশাব-পায়খানার সময় ছাড়া সর্বদাই তোমাদিগের সঙ্গে থাকে। সুতরাং গোসল করিবার সময় তোমরা আড়াল করিয়া লইও।"

হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার (র).......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে উলংগ হইতে নিষেধ করেন। সুতরাং তোমরা কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের ব্যাপারে লজ্জা করিয়া চল, যাহারা পেশাব-পায়খানা, জানাবাত এবং গোসল এই তিন সময় ব্যতীত তোমাদের থেকে পৃথক হন না। খোলা ময়দানে গোসল করিবার সময় তোমরা কাপড়, দেয়াল বা উট দ্বারা আড়াল করিয়া লইও।"

হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার (র)........ আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ফেরেশতা আল্লাহ্‌র দরবারে বান্দার দৈনন্দিনের আমল পেশ

করার পর যদি আমলনামার শুরু ও শেষে ইস্তিগফার থাকে তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার মধ্যকার সব ভুল-ত্রুটি মাফ করিয়া দিলাম।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্র এমন কতিপয় ফেরেশতা আছে যাহারা মানুষ এবং মানুষের আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে কোন নেক কাজ করিতে দেখিলে তাহারা পরস্পর আলোচনা করে এবং বলে যে, আজ রাত অমুক ব্যক্তি কামিয়াব হইয়াছে। পক্ষান্তরে কাউকে মন্দ কাজ করিতে দেখিলে পরস্পর বলাবলি করে যে, 'আজ রাত অমুক অমুক ব্যক্তি ধ্বংস হইয়াছে।'

(١٣) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝

(١٤) وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ۝

(١٥) يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

(١٦) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝

(١٧) وَمَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

(١٨) ثُمَّ مَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

(١٩) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝

১৩. পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে;

১৪. এবং পাপাচারীরা থাকিবে জাহান্নামে;

১৫. উহারা কর্মফল দিবসে উহাতে প্রবেশ করিবে;

১৬. তাহারা উহা হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে না।

১৭. কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান?

১৮. আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান?

১৯. সেইদিন একের অপরের জন্য কিছু করিবার সামর্থ্য থাকিবে না, এবং সেইদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহ্র।

তাফসীর ঃ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ। অর্থাৎ আবরার তথা পুণ্যবানগণ জান্নাতে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিবে। এখানে আল্লাহ্ আবরারদের শুভ পরিণাম উল্লেখ করেন। আবরার উহাদিগকে বলা হয়, যাহারা যথাযথভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য করে এবং তাহারা নাফরমানী ও বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত থাকে।

ইব্‌ন আসাকির (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ এই পুণ্যবানদিগকে "আবরার' নামকরণের কারণ হইল, ইহারা দুনিয়াতে মাতা-পিতা ও সন্তানদের সহিত সদাচরণ করে।"

অতঃপর নাফরমান ও পাপীদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ - يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ অর্থাৎ পাপাচাররা থাকিবে জাহান্নামে। হিসাব প্রতিদান ও কিয়ামতের দিন উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এক মুহূর্তের জন্য উহাদিগের শাস্তি মুলতবী রাখা হইবে না এবং কখনও শাস্তি লঘু করা হইবে না। মৃত্যু বা একটু শান্তি লাভের কাতর প্রার্থনা করিলেও উহাদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইবে না। অতঃপর কিয়ামত দিবসের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَايَوْمُ الدِّيْنِ অর্থাৎ কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান? আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান? অতঃপর এই কর্মফল দিবসের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا অর্থাৎ সেইদিন একের জন্য অপরের উপকার করিবার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না। এবং যাহাকে যেই অবস্থায় রাখা হইবে আল্লাহ্‌র মর্যী ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ উহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে না।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, হে বনী হাশেম! তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া লও। আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার কোন ক্ষমতা আমার নাই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই হইবেন সেইদিন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ - لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارُ অর্থাৎ আজিকার রাজত্ব কাহার? মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র। আরেক আয়াতে বলেন ঃ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্মফল দিবসের মালিক। কাতাদা (র) বলেন, জগতের রাজত্ব এবং মালিকানা এখনও আল্লাহ্‌রই হাতে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র রাজত্ব ব্যতীত অন্য কাহারো বিন্দুমাত্র প্রভাব ও ক্ষমতা চলিবে না। আল্লাহ্‌ই হইবেন সেই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।

সূরা মুতাফ্ফিফীন

৩৬ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ

(٢) الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ

(٣) وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۗ

(٤) اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۙ

(٥) لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۙ

(٦) يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ

১. মন্দ পরিণাম তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়,
২. যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে
৩. এবং যখন তাহাদিগের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়।
৪. উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে
৫. মহা দিবসে?
৬. যেদিন দাঁড়াইবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে।

তাফসীর ঃ ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন ওজন ও মাপের ব্যাপারে মদীনাবাসীরা নিকৃষ্ট মানুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الخ নাযিল করেন। অতঃপর তাহারা সংশোধন হইয়া যায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... হিলাল ইব্ন তাল্ক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হিলাল ইব্ন তালক (র) বলেন, একদিন আমি ইব্ন উমর (রা)-এর সংগে ভ্রমণ করিতেছিলাম। কথা প্রসংগে আমি বলিলাম, অন্যান্য লোকদের তুলনায় মক্কা এবং মদীনার মানুষগুলি বেশী সুদর্শন এবং ওজনে ও মাপে নীতিবান। উত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ নাযিল করিবার পর তাহারা ওজন ও মাপে কেন নীতিবান হইবে না?

ইব্ন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, হে আবূ আব্দুর রহমান! মদীনাবাসীদের দেখিতেছি যে, তারা ওজন ও মাপে বড়ই নীতিবান! উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ কেন হইবে না, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ .... لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এইখানে تطفيف অর্থ ওজনে ও মাপে কম দেয়া। অন্যের হইতে নেয়ার সময় বেশী নেওয়ার মাধ্যমে হোক কিংবা অন্যকে দেওয়ার সময় কম দেওয়ার মাধ্যমে হোক। তাই ইহার ব্যাখ্যায় পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ অর্থাৎ যখন তাহারা অন্যের নিকট হইতে মাপিয়া লয়, তখন পুরাপুরি বরং বেশী লইয়া থাকে। আর অন্যকে মাপিয়া দেওয়ার সময় কম দেয়। এইভাবে কম বেশী না করিয়া সঠিকভাবে মাপিবার জন্য নির্দেশ দিয়া অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ অর্থাৎ যখন মাপ, তখন সঠিকভাবে মাপিও আর সঠিক পাল্লা দ্বারা ওজন করিও। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لاَتُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا অর্থাৎ মাপে ও ওজনে সঠিকভাবে ইনসাফের সহিত করিও। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতীত কষ্ট চাপাইয়া দেই না। আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَتُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ অর্থাৎ "ইনসাফের সহিত সঠিকভাবে মাপ এবং মীযানে কম করিবে না।"

উল্লেখ্য যে, হযরত শু'আয়ব (আ)-এর জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে ওজনে ও মাপে ধোঁকাবাজি করিবার অপরাধে সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ধমক প্রদান করিয়া বলেন ঃ

اَلاَ يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ এইভাবে যাহারা অন্যের হক নষ্ট করে– তাহারা কি এই ভয় করে না যে, এক ভয়াবহ ও কঠিন দিবসে তথা কিয়ামত দিবসে তাহাদিগের আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে? সেখানে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সে উত্তপ্ত জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ সেইদিন সকল মানুষ উলঙ্গ দেহে ও নাঙ্গা পায়ে খৎনাবিহীন ভয়ানক ও সংকটপূর্ণ দিবসে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে।

ইমাম মালিক (র)........... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন মানুষ আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। তখন প্রত্যেকে নিজের দেহ হইতে নির্গত ঘামে কানের অর্ধেক পরিমাণ ডুবিয়া যাইবে।" বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন মানুষ মহান আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। এমনকি প্রতিটি মানুষ নিজের ঘামে আধা কান বরাবর ডুবিয়া যাইবে।"

ইমাম আহমদ (র)........ মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ কিন্দী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের এক বা দুই খাল অর্থাৎ সুরমাদানীর সলাই বা মাইল পরিমাণ উপরে থাকিবে। ইহাতে প্রত্যেকেই ঘর্মাক্ত হইয়া পড়িবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল পরিমাণ ঘামে ডুবিয়া থাকিবে। কেহ গোড়ালী পর্যন্ত, কেহ হাঁটু পর্যন্ত আবার কেহ কোমর পর্যন্ত ঘামে ডুবিয়া যাইবে। আবার কেহবা সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইবে।" মুসলিম ও তিরমিযী (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).......... আবূ উমামা (রা) হইতে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কেহ গোড়ালী পর্যন্ত, কেহ পায়ের গোছা পর্যন্ত, কেহ হাঁটু পর্যন্ত, কেহ কোমর পর্যন্ত, কেহ কাঁধ পর্যন্ত, কেহ মুখের অর্ধেক পর্যন্ত ঘামে ডুবিয়া থাকিবে। আবার কেহবা সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইবে। অনুরূপ আরো একটি ইমাম আহমদ (র) উকবা ইব্ন আমির হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মানুষ সেই অবস্থায় অবস্থান করিবে সত্তর বছর মতান্তরে তিনশত বা চল্লিশ হাজার বছর নির্বাক দাঁড়াইয়া থাকিবে। এবং দশ হাজার বছর পরিমাণ সময়ের মধ্যে বিচার চলিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বশীর গিফারী (রা)-কে বলিলেন ঃ "যেদিন মানুষ তিনশত বছর পর্যন্ত আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে তাহাদের নিকট আকাশ হইতে কোন সংবাদও আসিবে না এবং তাহাদিগের উপর কোন ফরমানও জারী করা হইবে না। সেইদিন তুমি কী করিবে? উত্তরে বশীর বলিল, আল্লাহ্ই রক্ষা করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "রাতে শুইবার সময় তুমি কিয়ামতের বিভীষিকা এবং হিসাবের কঠোরতা হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে।"

সুনানে আবূ দাউদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিয়ামত দিবসের স্থানের সংকীর্ণতা হইতে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিতেন।

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন মানুষ আকাশের দিকে মাথা উঠাইয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই সময়ে তাহাদিগের সহিত কেহ কোন কথা বলিবে না। ভালো-মন্দ সকলেই ঘামে ডুবিয়া থাকিবে। ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে, এইভাবে মানুষ একশত বছর ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। উভয় হাদীসটি ইব্ন জারীর (রা) উল্লেখ করিয়াছেন।

সুনানে আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্য় আছে যে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িবার পূর্বে দশবার আল্লাহ্ আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহ্, দশবার সুবহানাল্লাহ্ ও দশবার আস্তাগফিরুল্লাহ্ পড়িতেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করিয়া কিয়ামত দিবসের স্থানের সংকীর্ণতা হইতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাহিতেন। দু'আটি হইল এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ

(٧) كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ ○

(٨) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَاسِجِّيْنٌ ○

(٩) كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ○

(١٠) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(١١) الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○

(١٢) وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ○

(١٣) اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

(١٤) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(١٥) كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ○

(١٦) ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ○

(١٧) ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

৭. না, কখনই না, পাপাচারীদিগের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে।
৮. সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জান ?
৯. উহা চিহ্নিত 'আমলনামা।

১০. সেইদিন মন্দ পরিণাম হইবে মিথ্যাচারীদিগের,

১১. যাহারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,

১২. কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী ইহা অস্বীকার করে;

১৩. উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীদিগের উপকথা।'

১৪. না, ইহা সত্য নহে, উহাদিগের কৃতকার্যই উহাদিগের হৃদয়ে জঙ ধরাইয়াছে।

১৫. না, অবশ্যই সেইদিন উহারা উহাদিগের প্রতিপালক হইতে অন্তরিত থাকিবে;

১৬. অতঃপর উহারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করিবে,

১৭. অতঃপর বলা হইবে, 'ইহাই তাহা, যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ অর্থাৎ পাপাচারীদিগের ঠিকানা নিশ্চিতভাবে সিজ্জীন হইবে। سِجِّيْنٌ শব্দটি فِعِّيْلٌ এর ওজনে سِجِّيْنٌ হইতে গঠিত। سِجِّيْنٌ এর মধ্যে সংকীর্ণতার অর্থ বিদ্যমান। যেমন ঃ বলা হয় خِمِّيْر-شِرِّيْب-فِسِّيْق ও سِكِّيْر ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَدْرَاكَ مَا سِجِّيْنٌ অর্থাৎ হে নবী! আপনি জানেন সিজ্জীন কি? অর্থাৎ ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, স্থায়ী কারাগার ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

অনেকের মতে, এই সিজ্জীনের অবস্থান সপ্ত যমীনের নীচে। বারা ইব্ন আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের রূহ সম্পর্কে বলেন, ইহার 'আমলনামা সিজ্জীনে লিপিবদ্ধ কর। সিজ্জীন সপ্ত যমীনের নীচে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন ঃ সিজ্জীন সাত তবক যমীনের নীচে অবস্থিত একটি সবুজ পাথরের নাম। কেহ বলেন, জাহান্নামের একটি কূপের নাম।

ইব্ন জারীর (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন যে, "ফালাক, জাহান্নামের একটি গর্ত যাহার মুখ বন্ধ, আর সিজ্জীন জাহান্নামের একটি গর্ত যাহার মুখ উন্মুক্ত।"। তবে বিশুদ্ধ মত হইল এই যে, سِجِّيْنٌ শব্দটি سِجْنٌ হইতে গঠিত। যাহার অর্থ সংকীর্ণ স্থান। কারণ আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যাহা যত উপরে তাহা তত বেশী প্রশস্ত আর যাহা যত নীচে তাহা তত সংকীর্ণ। এই জন্য নীচের দিক হইতে উপরের দিকে এক আসমান হইতে আরেক আসমান বেশী প্রশস্ত। আর যমীনের উপর থেকে নীচের দিকে এক তবক হইতে আরেক তবক বেশী সংকীর্ণ। তাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশস্ত হইল সপ্তম আকাশ সর্বাপেক্ষা বেশী সংকীর্ণ হইল সপ্তম যমীন। আর সপ্তম যমীনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংকীর্ণ হইল উহার মধ্যভাগ। উহাই হইল কাফির মুশরিক ও পাপাচারীদিগের ঠিকানা।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাহাদিগকে সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত করি। তবে তাহাদিগকে নহে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ।

كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ চিহ্নিত আমলনামা। উল্লেখ্য যে, وَمَا اَدْرَاكَ مَاسِجِّيْنٌ-এর ব্যাখ্যা নহে– বরং ইহার অর্থ হইল পাপাচারীগণের ঠিকানা জাহান্নামে হওয়ার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। مَرْقُوْمٌ অর্থাৎ ইহাদিগের ব্যাপারে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে উহাতে কোন প্রকার কম বেশী হইবে না। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ মিথ্যাচারীদিগের জন্য ধ্বংস রহিয়াছে কিয়ামতের দিন উহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে। وَيْلٌ শব্দের অর্থ ধ্বংস, পতন বা মন্দ পরিণাম। যেমন ঃ বলা হয় وَيْلٌ لِفُلاَنٍ অর্থাৎ অমুকের জন্য ধ্বংস রহিয়াছে। মুআবিয়া ইব্‌ন যামরা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ধ্বংস তাহার জন্য যে মিথ্যা কথা বলিয়া লোকদিগকে হাসাইবার চেষ্টা করে। ধ্বংস তাহার জন্য, ধ্বংস তাহার জন্য।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যাচারীদিগের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ মিথ্যাচারী তাহারা যাহারা কর্মফল দিবস তথা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে এবং কিয়ামত দিবসের সংঘটন করাকে আল্লাহ্র জন্য অসম্ভব বলিয়া মনে করে।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖ اِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ অর্থাৎ কাজে-কর্মে সীমালংঘনকারী এবং কথাবার্তায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেহ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করিতে পারে না। কাজে-কর্মে সীমালংঘন করার অর্থ হইল হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া এবং হালাল ভোগ করিবার ব্যাপারে সীমালংঘন করা। আর কথাবার্তায় পাপিষ্ঠ হওয়ার অর্থ হইল, মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা খেলাফ করা এবং ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়া গালি-গালাজ করা।

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ হইতে আল্লাহ্র কথা শুনিয়া তাহারা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করে এবং মনে করে যে, ইহা পূর্ববর্তী লোকদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ - قَالُوْا اَسَاطِيْرُ الاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ যখন উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছেন? তাহারা বলিল, পূর্ববর্তীদিগের উপকথা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যেমন মনে করে ও যাহা বলে, ব্যাপারটি তেমন ও তাহা নহে– বরং এই কুরআন আল্লাহ্র কালাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ তাহার ওহী। কিন্তু সীমাহীন পাপাচারের কারণে উহাদিগের অন্তরে জঙ ধরিয়া যাওয়ার ফলে ঈমানহারা হইয়া তাহারা এইরূপ প্রলাপ বকিয়া থাকে। পাপাচারের কারণে কাফিরদের অন্তরে যে জঙ ধরিয়া যায় উহাকে رين বলা হয়। আর আবরারদের ও মুকাররাবদের অন্তরে যে ভাব সৃষ্টি হয় উহাকে যথাক্রমে غيم ও غين বলা হয়।

ইব্ন জারীর, তিরমিযী ও নাসায়ী (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ কোন পাপ কাজ করিলে উহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। অতঃপর তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাওবা ও ইস্তেগফার করিলে উহা পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু পাপ কাজ বার বার করিলে কালো দাগও বাড়িতে থাকে। كَلاَّ بَلْ رَانَ الخ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাটিই বলিয়াছেন।"

ইমাম আহমদ (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মু'মিন বান্দা কোন গুনাহের কাজ করিলে তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। অতঃপর তাওবা করিলে ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে অন্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু ক্রমে গুনাহ করিতে থাকিলে কালো দাগও বাড়িতে থাকে। এমনকি এক সময় এই কালো দাগে অন্তর ভরিয়া যায়। كَلاَّ بَلْ رَانَ الخ। এই আয়াতে ران বলিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকেই বুঝাইয়াছেন।"

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ গুনাহের উপর গুনাহ করিতে থাকিলে এক সময় অন্তর অন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। মুজাহিদ, ইব্ন জুবায়র, কাতাদা এবং ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখও এইরূপ বলিয়াছেন।

كَلاَّ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ অর্থাৎ এইসব লোক জাহান্নামের নিক্ষিপ্ত হইবার ফলে আল্লাহ্র দর্শন হইতে বঞ্চিত ও অন্তরিত হইবে। অর্থাৎ ইহারা আল্লাহ্কে দেখিতে পাইবে না।

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ শাফেয়ী (র) বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, সেইদিন ঈমানদারগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইবে। অন্য আয়াতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ কতিপয় মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে প্রফুল্ল, তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। অনুরূপভাবে বহু মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পরকালে কিয়ামতের চত্বরে এবং জান্নাতের সুরম্য উদ্যানে জান্নাতীরা স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইবে।

ইব্ন জারীর (র)..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (র) كَلاَّ اِنَّهُمْ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পর্দা উন্মুক্ত করা হইবে। ফলে মু'মিন, কাফির নির্বিশেষ সকলেই আল্লাহ্কে দেখিবে। অতঃপর আল্লাহ্ ও কাফিরদের মাঝে আড়াল করিয়া দেওয়া হইবে। অবশেষে শুধু ঈমানদারগণ প্রত্যহ সকাল-বিকাল আল্লাহ্র দীদার লাভ করিবে।

ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্র দর্শন হইতে বঞ্চিত এইসব কাফিররা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ অতঃপর ধিক্কার, ধমক ও অবজ্ঞাবশত উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহাই তাহা যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।'

(١٨) كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۝

(١٩) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝

(٢٠) كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝

(٢١) يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

(٢٢) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝

(٢٣) عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝

(٢٤) تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝

(٢٥) يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝

(٢٦) خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝

(٢٧) وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝

(٢٨) عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

১৮. অবশ্যই পুণ্যবানদিগের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে,
১৯. ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কী জান?
২০. উহা চিহ্নিত 'আমলনামা।
২১. যাহারা আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তাহারা উহা দেখে।
২২. পুণ্যবান তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া অবলোকন করিবে।

২৪. তুমি তাহাদিগের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখিতে পাইবে,
২৫. তাহাদিগকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হইতে পান করান হইবে।
২৬. উহার মোহর মিস্‌কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।
২৭. উহার মিশ্রণ হইবে তাস্‌নীমের,
২৮. ইহা একটি প্রস্রবণ, যাহা হইতে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ كَلاَّ اِنَّ كِتٰبَ الاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় আবরার তথা পুণ্যবানদের ঠিকানা হইল ইল্লিয়্যীন। আবরার فجار এর বিপরীত। অর্থ পুণ্যবান। আর عِلِّيِّيْنَ হইল سجين এর বিপরীত।

আ'মাশ (র), হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ (র) বলেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমার উপস্থিতিতে কা'ব (রা)-কে سجين সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, উহা সপ্তম আকাশ। কাফিরদের আত্মা সেথায় অবস্থান করে। আর ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহা সপ্তম আকাশ। সেথায় ঈমানদারদিগের আত্মা অবস্থান করে।

আলী ইব্‌ন আবু তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইল্লিয়্যীন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল জান্নাত। কেহ কেহ বলেন ঃ ইল্লিয়্যীন। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, عِلِّيِّيْنَ শব্দটি علو হইতে গঠিত, যাহার অর্থ উঁচু ও উন্নত হওয়া। বলা বাহুল্য যে, যে জিনিস যত বেশি উন্নত ও উঁচু হয় উহা তত বড় ও প্রশস্ত হইয়া থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া বলেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَا عِلِّيُّوْنَ অর্থাৎ ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কী জান? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ অর্থাৎ পুণ্যবানদের ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করার কথা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত। উহা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা উহা দেখে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ অর্থাৎ পুণ্যবানগণ কিয়ামতের দিন পরম স্বাচ্ছন্দ্য ও অপার ভোগ-বিলাসে থাকিবে।

عَلَى الاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া নিজের রাজত্ব ও আল্লাহ্ প্রদত্ত বিলাস সামগ্রী ও নাজ-নিয়ামত দেখিতে থাকিবে। কেহ কেহ বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া আল্লাহ্‌কে দেখিবে।

ইব্‌ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, "সর্বনিম্ন স্তরের একজন জান্নাতীকে যে নিয়ামত ও রাজত্ব দান করা হইবে উহার পরিধি হইবে দুই হাজার

বছরের রাস্তা। উহার নিকট ও দূরের সব একই সমান দেখা যাইবে। আর সর্বোচ্চ স্তরের একজন জান্নাতে প্রত্যহ দুইবার আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইবে।"

تَعْرِفُ فِى وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ অর্থাৎ জান্নাতীদের মুখমণ্ডলে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যে সুখের দীপ্ত প্রফুল্লতা দেখিতে পাইবে।

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে জান্নাতের সুরা পান করানো হইবে। رَحِيْقٍ মদেরই একটি নাম। ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) এই কথা বলিয়াছেন ।

ইমাম আহমদ (র)......... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ঈমানদার অন্য ঈমানদার পিপাসু ব্যক্তিকে পানি পান করায়; আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে "রাহীকে মাখতূম" পান করাইবেন। আর যে মু'মিন ব্যক্তি অন্য ক্ষুধার্ত মু'মিন ব্যক্তিকে আহার করায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জান্নাতের ফল আহার করাইবেন। আর যে মু'মিন ব্যক্তি বস্ত্রহীন কোন মুমিন ব্যক্তিকে বস্ত্র পরিধান করায়; আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জান্নাতের সবুজ পোষাক পরিধান করাইবেন।

خِتَامُهُ مِسْكٌ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, خِتَامُهُ مِسْكٌ অর্থাৎ উহার মিশ্রণ হইবে মিসকের। আওফী (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

জান্নাতীদের সুরা হইবে খুবই সুগন্ধযুক্ত। সবশেষে উহাতে মিসক দেওয়া হইবে। আয়াতে ইহাকেই খেতাম তথা মোহর বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কাতাদা এবং যাহ্হাকও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, জান্নাতীদের সুরা রৌপ্যের ন্যায় সাদা হইবে। দুনিয়ার কোন মানুষ যদি উহাতে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া আবার উহা বাহির করিয়া আনিত, তাহা হইলে দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণীই উহার সুঘ্রাণ লাভ করিত। মুজাহিদ (র) বলেন, خِتَامُهُ مِسْكٌ অর্থ উহার সুঘ্রাণ হইবে মিসকের ন্যায়।

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ অর্থাৎ এইরূপ নিয়ামতের লাভ করিবার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া প্রতিযোগিতা করা উচিত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ অর্থাৎ এইরূপ নিয়ামত লাভ করিবার জন্য আমলকারীদের জন্য আমল করা উচিত।

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ অর্থাৎ আলোচ্য রাহীক হইবে তাসনীম মিশ্রিত। তাসনীমও জান্নাতের সবচেয়ে উন্নতমানের পানীয় যাহা মুকাররবগণ পান করিবে। অর্থাৎ তাসনীম এক প্রকার পানীয় যাহা মুকাররব বান্দাগণ সরাসরি পান করিবে আর ডান হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত জান্নাতীগণ তাহাদিগের পানীয় রাহীকের মিশ্রণরূপে ব্যবহার করিবে। ইহা ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস (রা) মাসরূক ও কাতাদা (র) প্রমুখের ব্যাখ্যা।

(٢٩) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝

(٣٠) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝

(٣١) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝

(٣٢) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝

(٣٣) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ۝

(٣٤) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝

(٣٥) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۝

(٣٦) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

২৯. যাহারা অপরাধী তাহারা তো মু'মিনদিগকে উপহাস করিত।

৩০. এবং উহারা যখন মু'মিনদিগের নিকট দিয়া যাইত তখন চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত।

৩১. এবং যখন উহাদিগের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া

৩২. এবং যখন উহাদিগকে দেখিত তখন বলিত, 'ইহারাই তো পথভ্রষ্ট।'

৩৩. উহাদিগকে তো তাহাদিগের তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই।

৩৪. আজ মু'মিনগণ উপহাস করিতেছে কাফিরদিগকে,

৩৫. সুসজ্জিত আসন হইতে উহাদিগকে অবলোকন করিয়া।

৩৬. কাফিররা উহাদিগের কৃতকর্মের ফল পাইল তো?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহগার ও পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, ইহারা দুনিয়াতে মু'মিনদিগকে উপহাস করে এবং যখন উহারা মু'মিনদিগের নিকট দিয়া যায় তখন অবজ্ঞাবশত চোখ টিপিয়া ইশারা করে।

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ অর্থাৎ আর যখন উহারা নিজদিগের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া যায়, তখন তাহাদিগের উদ্দেশ্য ও পার্থিব চাহিদা পূরণ হওয়ার কারণে উৎফুল্ল হইয়া ফিরে। কিন্তু তথাপিও তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে উল্টা মু'মিনদিগকে উপহাস করে এবং উহাদিগের সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করে।

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ অর্থাৎ এই কাফিররা যখন মু'মিনদিগকে দেখে, তখন যেহেতু মু'মিনরা তাহাদিগের দীনের অনুসারী নয় তাই তাহাদিগকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলিয়া আখ্যায়িত করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ অর্থাৎ এই কাফিরদিগকে তো মু'মিনদিগের তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই যে, মু'মিনরা কি করে আর কি বলে তা উহাদিগের তাহার হিসাব রাখিতে হইবে। সুতরাং কেন তাহারা মু'মিনদিগকে লইয়া এত উন্মত্ততা করে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ অর্থাৎ দুনিয়াতে কাফিররা মু'মিনদিগকে উপহাস ও অবজ্ঞা করে উহার প্রতিশোধ স্বরূপ কিয়ামতের দিন মু'মিনরা কাফিরদিগকে উপহাস করিবে।

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ অর্থাৎ মু'মিনরা পথভ্রষ্ট নয়– বরং উহারা নৈকট্যপ্রাপ্ত ওলীদের অন্তর্ভুক্ত। ফলে একসময় সম্মানিত স্থানে বসিয়া তাহারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিবে।

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন বলা হইবে যে, কাফিররা মু'মিনদিগকে যে জ্বালাতন করিত, উহাদিগকে উহার উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হইল কিনা? অর্থাৎ সেইদিন কাফিরদিগকে ইহা উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হইবে।

সূরা ইন্‌শিকাক

২৫ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম মালিক (র)....... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি একদিন নামাযের ইমামতি করেন। সেই নামাযে তিনি সূরা ইনশিকাক পাঠ করেন এবং তিলাওয়াতে সিজদা করেন। নামায শেষে তিনি জানাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও এই সূরাটি পড়িয়া সিজদা করিয়াছিলেন। ইমাম মুসলিম এবং নাসায়ী ও ইমাম মালিকের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)...... আবূ রাফি' (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ রাফি' (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর পিছনে ইশার নামায আদায় করি। তিনি উহাতে সূরা ইনশিকাক পাঠ করেন এবং সিজদা আদায় করেন। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি আবুল কাসেম (সা)-এর পিছনে এই আয়াত শেষে সিজদা দিয়াছি। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত আমি এই আয়াতে সিজদা দিতে থাকিব। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সংগে সূরা اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ সূরাগুলিতে সিজদা করিয়াছি।

(١) اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ

(٢) وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ

(٣) وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ

(٤) وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۙ

(٥) وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

(٦) يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۝

(٧) فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝

(٨) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝

(٩) وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝

(١٠) وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝

(١١) فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝

(١٢) وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝

(١٣) اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝

(١٤) اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝

(١٥) بَلٰىٓ ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۝

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,
২. ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং ইহাই তাহার করণীয়।
৩. এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হইবে,
৪. ও পৃথিবী তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিবে ও শূন্যগর্ভ হইবে;
৫. এবং তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে আর ইহাই তাহার করণীয়, তখন তোমরা পুনরুত্থিত হইবেই।
৬. হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা করিয়া থাক, পরে তুমি তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে।
৭. যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে;
৮. তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে;
৯. এবং সে তাহার স্বজনদিগের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া যাইবে।
১০. এবং যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিকে হইতে দেওয়া হইবে।
১১. সে অবশ্য তাহার ধ্বংস আহ্বান করিবে;

১২. এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।
১৩. সে তাহার স্বজনদিগের মধ্যে তো আনন্দে ছিল,
১৪. যেহেতু সে ভাবিত যে, সে কখনই ফিরিয়া যাইবে না;
১৫. নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবে; তাহার প্রতিপালক তাহার উপর সবিশেষ্ দৃষ্টি রাখেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ অর্থাৎ যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে। সেইদিনটি হইল কিয়ামতের দিন।

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ অর্থাৎ আকাশ তাহার প্রতিপালক তথা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পুংখানুপুংখরূপে পালন করিবে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করাই তাহার করণীয়। কারণ আল্লাহ্ এমন এক মহান সত্তা যাঁহার নির্দেশ অমান্য করিবার শক্তি ও সাহস কাহারো নাই। সকলেই তাহার আইন মানিতে বাধ্য। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا الاَرْضُ مُدَّتْ অর্থাৎ আর যখন পৃথিবীকে বিছাইয়া সম্প্রসারিত করা হইবে।

ইব্‌ন জারীর (র)........ আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে চামড়ার ন্যায় টানিয়া সম্প্রসারিত করিবেন। তখন মানুষ মাত্র দুই পায়ে দাঁড়াইবার জায়গা পাইবে মাত্র। সর্বপ্রথম আমাকে আহ্বান করা হইবে। হযরত জিবরীল (আ) আল্লাহ্‌র ডান পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। আল্লাহ্‌র শপথ! উহাই হইবে আল্লাহ্‌কে জিবরীল (আ)-এর প্রথম দর্শন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিব, হে আমার প্রতিপালক! ইনি আপনার দূত হিসাবে আমার কাছে আসা-যাওয়া করিত উহা কি ঠিক? উত্তরে আল্লাহ্ বলিবেন, হ্যাঁ ঠিক। অতঃপর আমি উম্মতের জন্য সুপারিশ করিয়া বলিব, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থাকিয়া আপনার ইবাদত করিয়াছে।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সেই স্থানটিই হইল মাকামে মাহমূদ।"

وَاَلْقَتْ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتْ অর্থাৎ পৃথিবী তাহার পেট হইতে সমুদয় মৃত জীবকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া শূন্য গর্ভ হইয়া যাইবে। মুজাহিদ, সাঈদ ও কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

يَاَيُّهَا الاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيْهِ অর্থাৎ হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা ও আমল করিয়া থাক ভালো হোক আর মন্দ হোক, এক সময় তুমি উহা পাইবে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র).......... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "জিবরীল (আ) একদিন আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ! যতদিন ইচ্ছা বাঁচিয়া লও। একদিন তোমাকে মরিতেই হইবে। যাহার সংগে

ইচ্ছা বন্ধুত্ব স্থাপন কর, একদিন তুমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং যাহা ইচ্ছা করিয়া লও, একদিন তুমি উহা পাইবে।

কেহ কেহ বলেন, فَمُلٰقِيْهِ অর্থ একদিন তুমি তোমার প্রতিপালকের সংগে সাক্ষাৎ করিবে। অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন। উভয় অর্থই কাছাকাছি এবং পরস্পরের পরিপূরক।

আওফী (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ননা করেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মানুষ! ভালো-মন্দ যাহাই কর উহা লইয়া একদিন তোমাকে আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَه بِيَمِيْنِه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا অর্থাৎ যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে। অর্থাৎ তাহার হইতে কড়ায় গন্ডায় হিসাব লওয়া হইবে না। কারণ, যাহার হইতে কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব চাওয়া হইবে সে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

ইমাম আহমদ (র)...... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যাহাকে হিসাবের জন্য ধরা হইবে সে শাস্তি ভোগ করিবে।" আয়িশা (রা) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন আল্লাহ্ তো বলেন ঃ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ۔الخ উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, উহা মূলত হিসাব নহে। কিয়ামতের দিন যাহাকে হিসাবের জন্য ধরা হইবে, সেই শাস্তি পাইবে।

ইব্ন জারীর (র)........ আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন যাহার নিকটই হিসাব চাওয়া হইবে, সেই আযাবে নিপতিত হইবে।" শুনিয়া আমি বলিলাম, আল্লাহ্ তো বলেন ঃ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ۔الخ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "উহা মূলত কোন রকম পেশ করা মাত্র। হিসাবের জন্য যাহাকেই ধরা হইবে সেই শাস্তি ভোগ করিবে।"

ইমাম আহমদ (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন নামাযের মধ্যে দু'আ করিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَسِيْرًا। নামায শেষে বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! "সহজ হিসাব" অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, সহজ হিসাবের অর্থ হইল, আমলনামা দেখিয়া ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। শুনো আয়িশা! সেই দিন যাহাকে হিসাবের জন্য ধরা হইবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য।"

وَّيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِه مَسْرُوْرًا অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে যাইয়া তাহাদিগের স্বজনদের সহিত প্রফুল্ল ও আনন্দচিত্তে মিলিত হইবে।

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِىَ كِتٰبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا অর্থাৎ যাহার আমলনামা তাহার পশ্চাৎদিক হইতে বাম হাতে দেওয়া হইবে, সে অবশ্যই তাহার ধ্বংস আহ্বান করিবে এবং পরিশেষে জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

انَّهُ كَانَ فِىْ اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا। অর্থাৎ এই ধরনের লোক দুনিয়াতে স্বজনদের লইয়া বড় আনন্দে ছিল। কখনো আখিরাত এবং পরিণাম সম্পর্কে চিন্তাও করিয়া দেখে নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সামান্য আনন্দের পরিবর্তে তাহাকে দীর্ঘ ও অনন্ত দুঃখে নিমজ্জিত করিবেন।

انَّهُ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ। অর্থাৎ তাহার বিশ্বাস ছিল যে, সে কখনো আল্লাহ্‌র নিকট ফিরিয়া যাইবে না। এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইবে না। يَحُوْرَ অর্থ الرجوع। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلٰى اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا অর্থাৎ সে যাহাই মনে করুক আল্লাহ্ তাহাকে অবশ্যই পুনরায় জীবিত করিবেন এবং তাহার ভালো, মন্দ যাবতীয় কর্মের প্রতিফল দিবেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কার্যকলাপ সম্পর্কে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং সবকিছু সম্পর্কে খবর রাখেন।

(١٦) فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ

(١٧) وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۙ

(١٨) وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۙ

(١٩) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۗ

(٢٠) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ

(٢١) وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۩

(٢٢) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۖ

(٢٣) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۖ

(٢٤) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

(٢٥) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ࣖ

১৬. আমি শপথ করি অস্তরাগের
১৭. এবং রাত্রির আর উহার যাহা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তাহার,
১৮. এবং চন্দ্রের শপথ, যখন উহা পূর্ণ হয়;
১৯. নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করিবে।
২০. সুতরাং উহাদিগের কি হইল যে, উহারা ঈমান আনে না,
২১. এবং উহাদিগের নিকট কুরআন পাঠ করা হইলে উহারা সিজদা করে না?
২২. পরন্তু কাফিরগণ উহাকে অস্বীকার করে।
২৩. এবং উহারা যাহা পোষণ করে আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত।
২৪. সুতরাং উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।
২৫. কিন্তু যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের পুরস্কার নিরবচ্ছিন্ন।

তাফসীর ঃ হযরত আলী, ইব্ন আব্বাস, উবাদা ইব্ন সামিত, আবু হুরায়রা, শাদ্দাদ ইব্ন আওস, ইব্ন উমর (রা), মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন, মাকহুল, বকর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ মুযানী, যুকাইব ইব্ন আশাজ, মালিক ইব্ন আবূ যির ও আব্দুল আযীয ইব্ন আবূ সালামা মাজিশূন (র) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা বলেন الشَّفَق। দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সেই লালিমা যাহা সূর্যাস্তের পর বেশ কিছুক্ষণ পর আকাশের পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেয়। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এক বর্ণনায় আছে যে, شفق হইল আকাশের পশ্চিম দিগন্তের সাদা রেখা। অভিধানবিদদের মতে شفق অর্থ লালিমা চাই তাহা সূর্যাস্তের পরের হউক বা সূর্যোদয়ের আগের হউক।

খলীল ইব্ন আহমদ (র) বলেন, সূর্যাস্তের পর হইতে ইশার ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কার লালিমাকে شفق বলা হয়। জাওহারী (র) বলেন, রাতের প্রথমদিকে ইশার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সূর্যের যে কিরণ ও লালিমা অবশিষ্ট থাকে উহাকে شفق বলা হয়। ইকরিমা (র) বলেন, মাগরিব হইতে ইশার মধ্যবর্তী লালিমাকে شفق বলা হয়।

মুসলিম শরীফে আছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'শাফাক' অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের সময়।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, জাওহারী ও খলীল شفق এর যে অর্থ করিয়াছেন উহাই সঠিক। কিন্তু মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ এর মধ্যে الشفق। অর্থ সমস্ত দিন। আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন شفق অর্থ সূর্য।

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ অর্থাৎ আমি শপথ করি রাত্রির এবং উহা যাহার সমাবেশ ঘটায় তাহার। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদা (র) বলেনঃ مَا وَسَقَ অর্থ مَاجَمَعَ অর্থাৎ যাহার সমাবেশ ঘটায়। কাতাদা (র) বলেন, مَا وَسَقَ অর্থ

مَاجَمَعَ অর্থাৎ রাত্রি যাহার সমাবেশ ঘটায়। যেমন রাতের নক্ষত্র ও বিচরণশীল প্রাণী ইত্যাদি।

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ আর চন্দ্রের শপথ যখন উহা পূর্ণ হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اِذَا اتَّسَقَ অর্থ اذا اجتمع واستوى অর্থাৎ শপথ চন্দ্রের যখন উহা পূর্ণতা লাভ করে এবং আলোকময় হইয়া যায়। ইকরিমা, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মাসরূক, আবূ সালিহ, যাহ্‌হাক ও ইব্‌ন যায়দ (র)-ও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ "নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করিবে।"

ইমাম বুখারী (র) ...... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ অর্থ করিয়াছেন لَتَرْكَبُنَّ حَالاً بَعْدَ حَالٍ অর্থাৎ তোমরা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উপনীত হইবে। তিনি বলেন, তোমাদিগের নবী (সা) আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ...... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদিগের নবী (সা) বলিতেন ঃ لَتَرْكَبُنَّ حَالاً بَعْدَ حَالٍ অর্থাৎ তোমরা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উপনীত হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শা'বী (র) বলেন لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا الخ অর্থ لتركبن يامحمد سماء بعد سماء অর্থাৎ হে মুহাম্মদ অবশ্যই তুমি এক আকাশের পর আরেক আকাশ আরোহণ করিবে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) মাসরূক এবং আবূল আলিয়া (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, طبقا عن طبق অর্থ منزلا على منزل অর্থাৎ ধাপে ধাপে।

সুদ্দী (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা ধাপে ধাপে পূর্ববর্তীদের মতাদর্শ অনুসরণ করিবে। যেমন এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

لتركبن سنن من قبلكم حذوالقذة بالقذة حتى لو دخلوا حجرضب لدخلتموه-

অর্থাৎ "তোমরা হুবহু পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ করিবে। এমনকি যদি তাহারা গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও তাহাই করিবে।" শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি ইয়াহুদ, নাসারাদিগের অনুসরণ করিব? উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আর কাহাদের?'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইবনে জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জাবির (রা) বলেন ঃ মাকহুল (র) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا الخ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ প্রতি বিশ বছর পর তোমরা এমন কিছু কাজ করিবে যাহা ইতিপূর্বে কর নাই।

আ'মাশ (র) ইবরাহীমের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন, আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। অতঃপর লাল বর্ণ ধারণ করিবে। অতঃপর বর্ণ পরিবর্তন হইতে থাকিবে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, لَتَرْكَبُنَّ الخ বহুলোক, যাহারা দুনিয়াতে মর্যাদাহীন বলিয়া বিবেচিত। পরকালে তাহারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইবে আবার দুনিয়ার অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোক পরকালে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হইবে।

ইকরিমা (র) বলেন ঃ طَبَقًا الخ তোমারা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উন্নীত হইবে। যেমন দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে কিশোর ও যুবক হইতে বৃদ্ধ।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ অবস্থার পরিবর্তন যেমন অস্বচ্ছলতার পর স্বচ্ছলতা, স্বচ্ছলতার পর অস্বচ্ছলতা, দারিদ্রের পর ধনাঢ্যতা, ধনাঢ্যতার পর দারিদ্রতা, সুস্থতার পর অসুস্থতা এবং অসুস্থতার পর সুস্থতা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকেও কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ব্যাপারে মানুষ বড়ই উদাসীন। আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলে প্রথমে একজন ফেরেশতাকে উহার রিয্‌ক, হায়াত, কর্ম এবং সৎ হইবে, না অসৎ হইবে উহা লিপিবদ্ধ করিতে নির্দেশ দেন। অতঃপর সেই ফেরেশতা চলিয়া যায় এবং উহাকে রক্ষণা বেক্ষণ করিবার জন্য আরেকজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। দায়িত্ব পালন করিয়া সে চলিয়া গেলে তাহার ভালো মন্দ আমল লিপিবদ্ধ করিবার জন্য দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন।

এইভাবে মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে তাহারা চলিয়া যায় এবং মালাকুল মউত আসিয়া তাহার রূহ কবজ করিয়া নেয়। অতঃপর দাফন করিবার পর উহাকে পুনরায় জীবিত করিয়া মালাকুল মাউত চলিয়া যায় এবং কবরের দুই ফেরেশতা আগমন করে। আসিয়া তাহারা উহার পরীক্ষা লইয়া চলিয়া যায়। এইভাবে কিয়ামতের সময় নেকী ও বদীর দুই ফেরেশতা আসিয়া উহার ঘাড় হইতে আমলনামা খুলিয়া নিয়া তাহারা উহার সংগে চলিতে থাকিবে। এই দুই ফেরেশতার একজনকে সায়েক এবং অপরজনকে শহীদ বলা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, لقد كنت فى غفلة من هذا অবশ্যই তুমি এই বিষয়ে উদাসীনতায় ছিলে। এই পর্যন্ত বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا الخ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, طبقا عن طبق অর্থ حالا بعد حال অর্থাৎ তোমরা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উপনীত হইবে। তাহার পর রাসূলুল্লাহ্

(সা) বলিলেন, তোমাদিগের সম্মুখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রহিয়াছে যাহা তোমাদিগের সাধ্যের অতীত। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। এই হাদীসটি মুনকার। ইহার সনদের মধ্যে অনেক দুর্বল রাবী। কিন্তু হাদীসটির মর্ম সঠিক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ইব্‌ন জারীর (র) সব কয়টি ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের সঠিক অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ! আপনি একটির পর একটি কঠিন সমস্যায় পতিত হইবেন। আর কথাটি যদিও শুধু রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে কিন্তু উদ্দেশ্য সমস্ত মানুষ। কিয়ামতের দিন মানুষ একটির পর একটি বিপদে নিপতিত হইতে থাকিবে।

فَمَا لَهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَايَسْجُدُوْنَ অর্থাৎ মানুষের কি হইল যে, এত বুঝাইবার পরও তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনে না। এবং উহাদিগের সম্মুখে কুরআন তিলাওয়াত করা হইলে, কুরআনের সম্মানার্থে সিজদা করে না?

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করা তো দূরের কথা কাফিররা উল্টা সত্যকে অস্বীকার করিয়া বেড়ায়।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, بِمَا يُوْعُوْنَ অর্থ مَا يَكْتُمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা মনের মধ্যে যাহা গোপন করিয়া রাখ আল্লাহ্ তা'আলা সেই সম্পর্কেও পরিজ্ঞাত।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি তাহাদিগকে এই সংবাদ দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের জন্য যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ। অর্থাৎ তবে যাহারা অন্তরে ঈমান আনিবে এবং অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা সৎ নেক আমল করিবে পরকালে তাহাদিগকে এমন পুরস্কার দেওয়া হইবে যাহা কখনো শেষ হইবার নহে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থ غَيْرُ مَنْقُوْصٍ অর্থাৎ যাহা কখনো হ্রাস পাইবে না। মুজাহিদ, যাহ্‌হাক (র) বলেন غير محسوب অর্থাৎ যাহারা কোন হিসাব নেই। মোটকথা, ঈমানদারদিগকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের সব নিয়ামত দান করিবেন, তাহা কখনো শেষও হইবে না এবং কমিবেও না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ অর্থাৎ প্রতিদান দেওয়া হইবে যাহা কখনো শেষ হইবে না।

সূরা বুরুজ

২২ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইশার নামাযে সূরা বুরুজ ও সূরা তারিক পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইশার নামাযে সূরা বুরুজ ও সূরা তারিক পাঠ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

(١) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝

(٢) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝

(٣) وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝

(٤) قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝

(٥) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝

(٦) اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝

(٧) وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝

(٨) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

(٩) الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۝

(١٠) اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝

১. শপথ বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের
২. এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,
৩. শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—
৪. ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা—
৫. ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি,
৬. যখন উহারা ইহার পাশে উপবিষ্ট ছিল,
৭. এবং উহারা মু'মিনদিগের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।
৮. উহারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহে।
৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁহার আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।
১০. যাহারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছে এবং পরে তাওবা করে নাই তাহাদিগের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি আছে দহন যন্ত্রণা।

তাফসীর ঃ বুরুজ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বড় বড় নক্ষত্র تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا। -এর ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, بُرُوْج অর্থ نُجُوم অর্থাৎ নক্ষত্র। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন রাফে' (র) বলেন, বুরুজ অর্থ আকাশের প্রাসাদসমূহ। ইব্ন খুছায়মার মতে, বুরুজ অর্থ চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথ। উহার সংখ্যা বারটি। উহার প্রত্যেকটিতে সূর্য একমাস এবং চন্দ্র দুইদিন ও এক-তৃতীয়াংশ দিন ভ্রমণ করে। অতএব আটাশ মনযিল ভ্রমণ করে এবং দুই রাত লুকাইয়া থাকে।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ "এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিন আর দ্রষ্টা ও দৃষ্টের।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণের মতভেদ রহিয়াছে।

ইবন আবূ হাতিম (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ দ্বারা উদ্দেশ্য কিয়ামত দিবস شَاهِد দ্বারা উদ্দেশ্য জুমুআর দিন। জুমুআর দিবসের অপেক্ষা উত্তম কোন দিন নাই। এই দিনে একটি সময় এমন আছে যেই সময়ে কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহ্র নিকট যেই দু'আ করেন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে উহাই দান করেন এবং কোন অনিষ্ট হইতে আল্লাহ্ চাহিলে আল্লাহ্ তাহা আশ্রয় দান করেন। আর مَشْهُوْد অর্থ "আরাফার দিবস।" অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন شَاهِدٍ দ্বারা জুমুআর দিন এবং مَشْهُوْدٍ দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন شاهد দ্বারা জুমুআর দিন এবং مشهود দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য। আর موعود দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কিয়ামত দিবস। হাসান, কাতাদা এবং ইব্‌ন যায়দ (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবূ মালিক আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ কিয়ামত দিবস اَلشَّاهِدُ জুমুআর দিবস এবং اَلْمَشْهُوْدُ আরাফার দিবস। জুমুআর দিবসকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগের জন্য একটি বিরাট সম্পদরূপে গচ্ছিত রাখিয়াছেন।"

ইব্‌ন জারীর (র)...... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, সকল দিবসের সরদার হইল, জুমুআর দিন। কুরআনে شاهد দ্বারা এই দিবসকে বুঝানো হইয়াছে আর مَشْهُوْدٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আরাফার দিবস।"

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন شاهد হইল মুহাম্মদ (সা) এবং مَشْهُوْدٍ হইল কিয়ামত দিবস। এই বলিয়া তিনি ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ আয়াতটি পাঠ করেন।

ইবন হুমাইদ (র)...... শাব্বাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শাব্বাক (র) বলেন, এক ব্যক্তি হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-কে وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ -এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি কি ইতিপূর্বে অন্য কাহাকেও ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছ? উত্তরে সে বলিল, হ্যাঁ, হযরত ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা شاهد এর অর্থ কুরবানীর দিন এবং مَشْهُوْدٍ অর্থ জুমুআর দিন বলিয়াছেন। শুনিয়া হাসান (রা) বলিলেন, না বরং شاهد মুহাম্মদ (সা) এবং مَشْهُوْدٍ কিয়ামত দিবস। হাসান বসরী (র)-ও এই কথা বলিয়াছেন।

সুফিয়ান ছাওরী ইব্‌ন হারশালা সূত্রে ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ مَشْهُوْدٍ অর্থ কিয়ামত দিবস।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلشَّاهِدُ মানুষ এবং اَلْمَشْهُوْدِ জুমআর দিবস। অনেকে বলেন, اَلْمَشْهُوْدِ জুমুআর দিন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, জুমুআর দিন তোমরা বেশী করিয়া নামায পড়; কারণ সেইদিন ফেরেশতাগণের সমাবেশ ঘটে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, الشاهد। আল্লাহ্। ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا এই আয়াতটি পাঠ করেন। এবং اَلْمَشْهُوْدُ। আমরা ইমাম বগবী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ আলিম বলেন ঃ الشاهد। জুমুআর দিবস এবং اَلْمَشْهُوْدُ। আরাফার দিবস।

قُتِلَ اَصْحَابُ الاُخْدُوْدِ এই আয়াতে قُتِلَ অর্থ لُعِنَ অভিশপ্ত হইয়াছিল। الاُخْدُوْدُ। বহুবচন اخاديد। অর্থ মাটির গর্ত বা কুণ্ড। অর্থাৎ কুণ্ডের অধিবাসীরা অভিশপ্ত ও ধ্বংস হইয়াছিল। ইহারা কাফিরদের একটি সম্প্রদায়, যাহারা পূর্ববর্তী এককালে ঈমানদারদিগকে পরাজিত করিয়া দীন ও ঈমান হইতে বিচ্যুত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ঈমানদাররা ঈমান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে। অবশেষে তাহারা একটি গর্ত খনন করিয়া উহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া মু'মিনদিগকে পোড়াইয়া ফেলিবার ভয় দেখায়। কিন্তু তথাপিও উহারা ঈমান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে। ফলে কাফিররা ঈমানদারদিগকে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। ইহাদের প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُتِلَ اَصْحٰبُ الاُخْدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ـ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ـ وَهُمْ عَلٰى مَايَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ـ

অর্থাৎ ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা ইন্ধনপূর্ণ কুণ্ডে যা ছিল অগ্নি, যখন ইহারা উহাদিগের পাশে উপবিষ্ট ছিল আর উহারা মু'মিনদিগের সহিত যাহা করিতেছিল উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّوْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ الَّذِىْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ

অর্থাৎ উপরোক্ত কুণ্ডের অধিপতিরা ঈমানদারদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল উহার কারণ কেবল একটিই যে, তাঁহারা পরাক্রমশালী প্রশংসনীয় আল্লাহে বিশ্বাস করিত, যিনি আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে সব কিছুর মালিক।

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে যে দ্রষ্টা কোন কিছুই তাঁহার হইতে গোপন নহে।

এই ঘটনায় উল্লিখিত কুণ্ডের অধিপতি কাহারা এই ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের মাঝে মতভেদ রহিয়াছে। আলী (রা) হইতে তিনটি মত পাওয়া যায়। (১) উহারা ছিল পারস্যের অধিবাসী। পারস্যের রাজা মাহরাম মহিলাদেরকে বিবাহ করা বৈধ করিতে চাইলে তৎকালের আলিমগণ উহাতে বাধা প্রদান করে। ফলে রাজা একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া বাধা প্রদানকারী আলিমদেরকে উহাতে নিক্ষেপ করে। (২) উহারা ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। ইয়ামানের মু'মিন ও কাফিরদের মাঝে একবার যুদ্ধ হয়। আর সেই যুদ্ধে কাফিররা পরাজিত হইলে পুনরায় যুদ্ধ হয়। কিন্তু কাফিররা এইবার বিজয়

লাভ করিয়া তাহারা আগুনের কুণ্ড তৈয়ার করিয়া মু'মিনদিগকে উহাতে পোড়াইয়া মারে। (৩) উহারা ছিল হাবশার অধিবাসী।

আওফী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বনী ইসরাঈলের একদল লোক। ইহারা মাটিতে কয়েকটি গর্ত খুঁড়িয়া উহাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করিয়া কতিপয় ঈমানদার নারী ও পুরুষকে উহাতে নিক্ষেপ করে। যাহ্‌হাক, ইব্‌ন মুযাহিমও এইরূপ বলিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন দানিয়াল (আ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ। ইমাম আহমদ (র)...... সুহাইব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, পূর্বযুগে এক বাদশাহ ছিল। তাহার একজন যাদুকর ছিল। বৃদ্ধ হইয়া গেলে যাদুকর বাদশাহকে বলিল, আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। হয়ত আর বেশী দিন বাঁচিব না। আপনি আমাকে একটি যুবক ছেলে দিন তাহাতে আমি যাদু শিক্ষা দিয়া যাইব। যাদুকরের পরামর্শে বাদশাহ তাহাকে একটি যুবক দিলেন। যাদুকর তাহাকে যাদু শিখাইতে আরম্ভ করিল। এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া যায়।

বাদশাহ্‌র নিকট হইতে যাদুকরের কাছে যাওয়ার পথে এক পাদ্রী বাস করিত। একদিন যুবক যাদুকরের কাছে যাওয়ার সময় পাদ্রীর কাছে যায় এবং তাহার কথাবার্তা শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু পাদ্রীর কাছে যাওয়ার কারণে যাদুকরের কাছে যাওয়া দেরী হওয়ার ফলে একদিকে যাদুকর তাহাকে শাস্তি দেয়, অপরদিকে বাড়ির অভিভাবকরাও শাস্তি দেয়। উভয় দিকের মার খাইয়া যুবক পাদ্রীর কাছে আসিয়া অভিযোগ করে। শুনিয়া পাদী তাহাকে এই বুদ্ধি দিল যে, যাদুকর তোমার প্রহার করিতে চাহিলে বলিও বাড়ি থেকে আসিতে দেরী হইয়াছে আর বাড়িতে গিয়া বলিও যাদুকরের নিকট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এইভাবে আরো কিছুদিন কাটিয়া যায়।

একদিন যুবক দেখিতে পাইল যে, লোক চলাচলের রাস্তার উপর বিরাট হিংস্র প্রাণী পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। উহার ভয়ে মানুষ এক পাও সামনে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। দেখিয়া যুবকটি মনে মনে বলিল, আজ আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব যে, পাদ্রীর দীন আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় নাকি যাদুকরের। এই ভাবিয়া সে একখণ্ড পাথর হাতে লইয়া এই বলিয়া উহা প্রাণীটির গায়ে নিক্ষেপ করিল যে, হে আল্লাহ্! পাদ্রীর আদর্শ তোমার নিকট যদি যাদুকরের আদর্শ হইতে প্রিয় হয় তাহা হইলে, তুমি এই প্রাণীটি মারিয়া লোকদিগকে রাস্তা অতিক্রম করিতে দাও। সংগে সংগে প্রাণীটি মরিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। অতঃপর পাদ্রীর নিকট সে এই ঘটনাটি ব্যক্ত করে। শুনিয়া পাদ্রী বলিল, বৎস! তুমি আমার চাইতেও শ্রেষ্ঠ। তবে ভবিষ্যতে তোমাকে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। তখন কিন্তু কাহারো কাছে আমার কথা বলিবে না।

অতঃপর যুবক অসাধারণভাবে অন্ধ, কুষ্ঠ ইত্যাদি দূরারোগ্য ব্যাধি ভালো করিতে লাগিল। বাদশাহ্‌র ছিল এক অন্ধ সহচর। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া সে বিপুল উপঢৌকন সহ যুবকের কাছে আসিয়া বলিল, আমার পক্ষ হইতে তুমি এই হাদিয়াটুকু গ্রহণ কর এবং আমার চোখ ভালো করিয়া দাও। যুবক বলিলেন, আমিতো কোন রোগ ভালো করিতে পারি না। ভালো করিবার মালিক আল্লাহ্। তুমি যদি তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর তাহা হইলে আমি তোমার জন্য তাঁহার নিকট দু'আ করিব আর তিনি

তোমাকে ভালো করিয়া দিবেন। অতঃপর যুবকের দু'আয় লোকটির চক্ষু ভালো হইয়া গেল।

বাদশাহ্‌র দরবারে ফিরিয়া আসিয়া লোকটি যথারীতি উপবেশন করিল। দেখিয়া বাদশাহ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার, তুমি এই চোখ পাইলে কোথায়? উত্তরে সে বলিল, আমার প্রতিপালক। বাদশাহ বলিল, আমি? লোকটি বলিল, না, আপনি নহেন, যিনি আপনার ও আমার প্রতিপালক। বাদশাহ বলিল, কী আমি ছাড়া আবার তোমার প্রতিপালক কে? লোকটি বলিল, তোমার ও আমার প্রতিপালক হইলেন আল্লাহ্। শুনিয়া বাদশাহ লোকটিকে অমানুষিক শাস্তি প্রদান করে এবং চাপে পড়িয়া সে যুবকের সন্ধান বলিয়া দেয়।

সন্ধান পাইয়া বাদশাহ যুবকটিকে ডাকিয়া পাঠায়। সে আসিলে বাদশাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নাকি যাদু মন্ত্র দ্বারা অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী ইত্যাদি ভালো কর। যুবক বলিল, আমি তো কাহাকেও ভালো করিতে পারি না, ভালো করেন আল্লাহ্ তা'আলা। বাদশাহ বলিল, আমি? যুবক বলিল, আপনি নহেন। বাদশাহ বলিল, আমি ছাড়া কি তোমার অন্য কোন প্রতিপালক আছে? যুবক বলিল, হ্যাঁ আছে। আমার ও আপনার প্রতিপালক হইলেন আল্লাহ্। শুনিয়া বাদশাহ তাহার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। অবশেষে চাপে পড়িয়া বাধ্য হইয়া যুবক পাদ্রীর কথা বলিয়া দেয়।

পাদ্রীকে দরবারে উপস্থিত করিয়া বাদশাহ তাহাকে নিজের দীন ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাযী না হওয়ায় করাত দ্বারা ফাঁড়িয়া তাহার মাথাকে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া ফেলে। এইভাবে ঈমান ত্যাগ না করায় অন্ধ লোকটিকেও মারিয়া ফেলে।

অতঃপর যুবককে বলিল, ভালো আছো তো এখনও ঈমান ত্যাগ কর নতুবা তোমার পরিণতি শুভ হইবে না। কিন্তু ঈমান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় একদল লোক সহ তাহাকে একটি পাহাড়ে পাঠাইয়া দেয়। এই লোকদিগকে বলিয়া দেয় যে, যদি সে ঈমান ত্যাগ করিতে সম্মত না হয়; তাহা হইলে তাহাকে পাহাড়ের চূড়া হইতে ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া মারিয়া ফেলিও। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া যুবকটি বলিল, আল্লাহ্! ইহাদিগের ব্যাপারে তুমি ফয়সালা কর। সংগে সংগে পাহাড় প্রকম্পিত হইয়া সকলকে লইয়া ধসিয়া পড়ে এবং সকলেই মারা যায়। কিন্তু যুবকটি প্রাণে বাঁচিয়া যায়। মৃত্যুর হাত রক্ষা হইতে পাইয়া সে বাদশাহ্‌র দরবারে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিয়া বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমার সংগীরা কোথায়? সে বলিল, আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন।

অতঃপর ডুবাইয়া মারিবার জন্য বাদশাহ তাহাকে নদীতে পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু এইখানেও বাদশাহ্‌র লোকেরা সব ডুবিয়া মরে আর সে প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া আসে। এইবার তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিলে সকলেই পুড়িয়া মরে কিন্তু সে বাঁচিয়া যায়।

অবশেষে যুবক বলিল, বাদশাহ নামদার! আমাকে মারিবার সাধ্য আপনার নাই। এতে একটি পরামর্শ মত কাজ করিলে হয়ত আপনি সফল হইতে পারেন। বাদশাহ বলিল, কী তোমার পরামর্শ? যুবক বলিল, আপনার প্রজা সাধারণকে আপনি একটি

খোলা ময়দানে সমবেত করেন। অতঃপর আমাকে একটি শূলিতে চড়াইয়া আমার তুনীর হইতে একটি তীর লইয়া 'এই যুবকের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নামে' বলিয়া আমার গায়ে নিক্ষেপ করুন। এইভাবেই কেবল আমাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবেন। যুবকের পরামর্শে বাদশাহ এইভাবেই তাহাকে হত্যা করিবার আয়োজন করে এবং 'এই যুবকের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নামে' বলিয়া তীর নিক্ষেপ করিলে যুবক মরিয়া যায়। অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত লোকেরা বলিয়া উঠিল, আমরা এই যুবকের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া বাদশাহ ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে এবং অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড তৈয়ার করিয়া সকলকে উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইয়া মারে। একদুগ্ধ পোষ্য শিশু সহ তাহার মাকে নিক্ষেপ করিবার সময় সে একটু ইতস্তত বোধ করিলে অবোধ শিশুটি বলিয়া উঠিল, মা ধৈর্য ধর, কারণ তুমি সৎপথে রহিয়াছ। ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) তাঁহার রচিত সীরাত গ্রন্থে এই ঘটনাটি অন্য রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ করিয়াছেন যে, নাজরানবাসী মূর্তি পূজারী ছিল। সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন তামির খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। তাকে তখনকার রাজা হত্যা করে। ইহার পর সমস্ত নাজরানবাসী খৃস্টান হইয়া যায়। অতঃপর যুনওয়াস তাহাদেরকে ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। সেই রাজা একদিনেই প্রায় কুড়ি হাজার খৃস্টান লোক হত্যা করে। মাত্র একজন লোক রক্ষা পাইয়াছিল, সে শামদেশের রাজাকে অবহিত করিল আর সে হাবশার রাজা নাজ্জাশীকে এর প্রতিকার নিতে বলিল। পরিশেষে যুনওয়াস পলায়ন করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া ডুবিযা মরিল। ইবন ইসহাক (র) ইহাও উল্লেখ করেন যে, উমর (রা)-এর খিলাফতকালে নাজরানের এক ব্যক্তি অনাবাদ একটি স্থানে গর্ত খনন করিতেছিল তখন সেখানে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন তামিরকে মাটিতে বসা অবস্থায় দাফনকৃত পাইল। তাঁহার হাত মাথার এক স্থানে আটকানো ছিল। হাতটি সরাইয়া নিলে রক্ত প্রবাহিত হয়। উমর (রা)-কে এই ঘটনা জানানো হইলে এইভাবে তাঁহাকে রাখিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতে নির্দেশ দিলেন। এইখানে সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হইল। বিস্তারিত কিতাবে দ্রষ্টব্য।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) ইস্পাহান দখল করিবার পর শহরের একটি দেয়াল পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া উহা মেরামত করিয়া দিলেন। কিন্তু সংগে সংগে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। তিনি পুনরায় মেরামত করিয়া দিলে আবারও উহা পড়িয়া যায়। অতঃপর তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই দেয়ালের নীচে একজন সৎকর্মপরায়ণ লোকের লাশ রহিয়াছে। জায়গাটি খনন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার সংগে একটি তরবারী। তরবারীর গায়ে লিখা আছে আমি হারিছ ইব্‌ন মাযায। কুণ্ডের অধিপতিদের নির্যাতনে আমার এই দশা হইয়াছে। অতঃপর উহাকে বাহির করিয়া আবূ মূসা (রা) দেয়ালটি ঠিক করিয়া দেন। এই ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, কুণ্ডের অধিপতির ঘটনাটি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রায় পাঁচশত বছর পরের ঘটনা। অন্য বর্ণনায় বুঝা যায় যে, ইহা হযরত মূসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যকার ঘটনা। তবে হইতে পারে যে,

এইরূপ ঘটনা পৃথিবীতে বহুবার ঘটিয়া থাকিবে। যেমন ইব্ন হাতিম (র)...... সাফওয়ান ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উখদূদের ঘটনা একটি তুব্বার আমলে ইয়ামানে এবং একটি ইরাকের কাবিল শহরে সংঘটিত হইয়াছে। আরেকটি কনস্টানটিন রাজার আমলে শামদেশে।

একদল লোক قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত কুণ্ডের সংখ্যা ছিল তিনটি। একটি ইরাকে, একটি শামে ও একটি ইয়ামানে।

মুকাতিল (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কুণ্ড ছিল তিনটি। একটি ইয়ামানের নাজরানে, একটি শামে, একটি পারস্যে। ইহাতে ঈমানদারদিগকে আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করে। এই সব কাজের মধ্যে শামের ঘটনার নায়ক ইন্তনানূস রুমী, পারস্যের নায়ক বুখ্তনাসার ও আরবের ইউসুফ যুনওয়াস। তবে পারস্য ও শামের ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে কিছু বলা হয় নাই। শুধু নাজরানের ঘটনা সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইবন আবূ হাতিম (র)..... রবী ইব্ন আনাস (র) বর্ণনা করেন যে, রবী ইব্ন আনাস (র) قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ইহা ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর যমানার মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা। তখনকার কতিপয় লোক সমাজের অধঃপতন ও বিপর্যয় দেখিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া জনমানব শূন্য এক গ্রামে বসবাস করিতে শুরু করে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করিতে শুরু করে। কিন্তু তৎকালের অত্যাচারী বাদশাহ এই সংবাদ পাইয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে এবং আল্লাহ্র ইবাদত ছাড়িয়া মূর্তি পূজা করিতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু তাহারা সকলেই মূর্তিপূজা করিতে অস্বীকার করিয়া বলিল, এর পরিণাম যাহাই হউক আমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করিতে থাকিব। ফলে বাদশাহ আগুনের কুণ্ড তৈয়ার করিয়া উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলে, সময় থাকিতে এখনই ঐ সব ত্যাগ করিয়া মূর্তি পূজা করিতে শুরু কর। কিন্তু ঈমানের বলে বলিয়ান সেই লোকগুলি ঈমানের উপর অটল থাকে। অবশেষে নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সকলকেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কিন্তু অগ্নি উহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে উহাদিগের রূহ কবজ করিয়া নেওয়া হয়। আর আগুন কুণ্ড হইতে বাহির হইয়া অত্যাচারী বাদশাহ এবং তাহার সহচরদেরকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ। পর্যন্ত নাযিল করেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ -

অর্থাৎ যাহারা ঈমানদার নর-নারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছে অর্থাৎ আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করিয়াছে এবং অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র নিকট তাওবা করে নাই, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক ও ইব্ন আব্যা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের فتنوا। অর্থ حرقوا। অর্থাৎ আগুনে পোড়াইয়াছে।

(١١) اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتٌ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡكَبِيۡرُ ؕ

(١٢) اِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيۡدٌ ؕ

(١٣) اِنَّهٗ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيۡدُ ۚ

(١٤) وَهُوَ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡدُ ۙ

(١٥) ذُو الۡعَرۡشِ الۡمَجِيۡدُ ۙ

(١٦) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيۡدُ ؕ

(١٧) هَلۡ اَتٰٮكَ حَدِيۡثُ الۡجُـنُوۡدِ ۙ

(١٨) فِرۡعَوۡنَ وَثَمُوۡدَ ؕ

(١٩) بَلِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فِىۡ تَكۡذِيۡبٍ ۙ

(٢٠) وَّاللّٰهُ مِنۡ وَّرَآٮِٕهِمۡ مُّحِيۡطٌ ۚ

(٢١) بَلۡ هُوَ قُرۡاٰنٌ مَّجِيۡدٌ ۙ

(٢٢) فِىۡ لَوۡحٍ مَّحۡفُوۡظٍ ۚ

১১. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহাই মহাসাফল্য।

১২. তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন।

১৩. তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান।

১৪. এবং তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়,

১৫. আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।

১৬. তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

১৭. তোমার নিকট কি পৌঁছিয়াছে সৈন্য বাহিনীর বৃত্তান্ত—

১৮. ফিরআওন ও ছামূদের?

১৯. তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত;

২০. এবং আল্লাহ্ উহাদিগের অলক্ষ্যে উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

২১. বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন,

২২. সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার বান্দাদের সম্পর্কে সংবাদ দিতেছেন যে, উহাদিগকে তিনি জান্নাত দান করিবেন যাহার তলদেশে নদীনালা প্রবাহিত হইবে এবং উহারা তাহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে। আর ইহা ঈমানদারদিগের জন্য মহাসাফল্য। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র আইন অমান্য করে এবং তাহারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে উহাদিগ হইতে তিনি কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। তাঁহার ধরা ও তাঁহার প্রতিশোধ নেওয়া বড়ই কঠোর। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা পরম পরাক্রমশালী ও মহাশক্তিধর। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন মুহূর্তের মধ্যে তাহাই করিয়া ফেলিতে পারেন। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ। অর্থাৎ নিজ শক্তি ও ক্ষমতাবলে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন। অতঃপর প্রথমবারের ন্যায় পুনরায় সৃষ্টি করেন। তাঁহাকে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ। "তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল। অপরাধ যত বড়ই হউক অবনত মস্তকে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকট তাওবা করিলে তিনি অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন। আবার তিনি প্রেমময়; তাঁহার বান্দাদিগকে তিনি ভালোবাসেন।

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আরশের অধিপতি যাহা সমগ্র সৃষ্টিকুলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। مَجِيْدُ শব্দটি দুই রকম পড়া যায়। প্রথমত, আল্লাহ্ এর সিফাত হিসাবে রফা' দ্বারা। দ্বিতীয়ত, আরশের সিফাত হিসাবে জের দ্বারা। অর্থাৎ শব্দটি আল্লাহ্র সিফাতও হইতে পারে এবং আরশ-এর সিফাতও হইতে পারে। উভয়টির অর্থই সঠিক।

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তাঁহাকে ঠেকানোর ক্ষমতা কাহারো নাই এবং কাহারো নিকট তাঁহার জবাবদিহী হইতে করিতে হয় না। কারণ তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ও ন্যায় বিচারক। হযরত আবূ বকর (রা)-কে মৃত্যুর পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কোন ডাক্তার কি আপনাকে দেখিয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করা হইল ডাক্তার কী বলিয়াছে? তিনি বলিলেন, ডাক্তার বলিয়াছেন যে, আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করি।

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! ফিরআওন ও ছামূদ জাতিকে আমি যেই শাস্তি ও অপ্রত্যাশিত বিপদে নিপতিত করিয়াছিলাম উহার সংবাদ তুমি পাইয়াছ কি? এই আয়াতটি মূলত اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ। -এরই ব্যাখ্যা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......আমর ইব্ন মায়মূন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন মায়মূন (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন কোথাও যাইতেছিলেন।

পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, এক মহিলা هَلْ اَتٰـكَ حَدِيْثُ الْـجُنُـوْدِ فِرْعَـوْنَ وَثَـمُـوْدَ আয়াতটি পাঠ করিতেছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি উহাদিগের সংবাদ পাইয়াছি।"

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ অর্থাৎ কাফিররা সংশয়-সন্দেহ কুফরী ও অবাধ্যতায় লিপ্ত রহিয়াছে। আর আল্লাহ্ উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। আল্লাহ্র হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ উহাদিগের নাই।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ অর্থাৎ এই কুরআন মহান ও সম্মানিত যাহা উর্ধ্বজগতে হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইতে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ এই আয়াতে যে লাওহে মাহ্ফূজের কথা বলা হইয়াছে উহা হযরত ইসরাফীল (আ)-এর কপালের উপর অবস্থিত। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আব্দুর রহমান ইব্‌ন সালমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান ইব্‌ন সালমান (র) বলেন, দুনিয়াতে যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছে হইতেছে, ও হইবে সবই লাওহে মাহ্ফূজে সংরক্ষিত রহিয়াছে। আর এই লাওহে মাহ্ফূজ হযরত ইসরাফীল (রা)-এর দুই চোখের সামনে অবস্থিত। কিন্তু উহা তাঁহার দেখিবার অনুমতি নাই।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ এই কুরআন আল্লাহ্র নিকট লাওহে মাহ্ফূজে সংরক্ষিত। উহা হইতে তিনি যখন যাহার উপর যতটুকু ইচ্ছা নাযিল করেন।

বাগাবী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, লাওহে মাহ্ফূজে লিখা আছে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, তাঁহার দীন হইল ইসলাম, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। যে ব্যক্তি আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাহার ওয়াদাসমূহকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে এবং তাঁহার রাসূলের অনুসরণ করিবে তিনি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, লাওহে মাহফূজ সাদা মুক্তার তৈরি একটি ফলক। উহার দৈর্ঘ্য আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ, প্রস্থ পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত দূরত্ব পরিমাণ। উহার কিনারা ইয়াকূত ও মুক্তার দুই আবরণী লাল ইয়াকূতের তৈরি। উহার কলম হইল নূর, উহার কালাম আরশের সহিত সংশ্লিষ্ট। মুকাতিল (র) বলেন, লাওহে মাহফূজ আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থিত।

তাবারানী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা লাওহে মাহ্ফূজকে সাদা মুক্তা দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন। উহার পাতাগুলি লাল ইয়াকূতের তৈরী। উহার কলম নূর, হস্তাক্ষর নূর। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যহ তিনশত ষাটবার উহা পরিদর্শন করেন। তিনি সৃষ্টি করেন, জীবিকা দান করেন, জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন। সম্মান দান করেন, অপমানিত করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।"

সূরা তারিক

১৭ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমদ (র) .... খালিদ ইব্ন আবূ জাবাল আদওয়ানী (রা) হইতে বর্ণিত, খালিদ ইব্ন জাবাল (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বনী ছাকীফের পূর্ব প্রান্তে একটি ধনুক বা লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সূরা তারিক পড়িতে শুনিয়াছেন। তিনি বলেন, শুনিয়া জাহেলী যুগে মুশরিক অবস্থায়ই সূরাটি মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছি। অতঃপর মুসলমান হইয়া আমি সূরাটি পাঠ করি। সূরাটি শুনিয়া ছাকীফ গোত্রের নিকট আসিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ঐ লোকটির কাছে তুমি কি শুনিলে ? আমি সূরাটি পাঠ করিয়া উহাদিগকে শুনাইলাম। তথায় উপস্থিত কতিপয় কুরাইশ বলিয়া উঠিল, এই লোকটিকে আমরা ভাল করিয়াই জানি। তাহার কথা সত্য হইলে সর্বাগ্রে আমরাই তাহা গ্রহণ করিতাম।

ইমাম নাসায়ী (র) .... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, মুআয (রা) একদিন মাগরিবের নামাযে সুরা বাকারা ও সূরা নিসা পাঠ করেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "মুআয! তুমি কি লোকদিগকে বিপদে ফেলিতে চাহিতেছ ? কেন, সূরা তারিক ও সূরা শামশ বা এ ধরনের অন্য কোন সূরা পাঠ করিলে কি তোমার যথেষ্ট হইত না ?

(١) وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۙ

(٢) وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ

(٣) النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ

(٤) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۗ

(٥) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝

(٦) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝

(٧) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝

(٨) إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

(٩) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝

(١٠) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝

১. শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় তাহার
২. তুমি কী জান রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় উহা কি ?
৩. উহা উজ্জ্বল নক্ষত্র!
৪. প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রহিয়াছে।
৫. সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে—
৬. তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে স্খলিত পানি হইতে,
৭. ইহা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে।
৮. নিশ্চয় তিনি তাহার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান।
৯. যেইদিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হইবে,
১০. সেইদিন তাহার কোন সামর্থ্য থাকিবে না, এবং সাহায্যকারীও নহে।

তাফসীর ঃ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে আকাশমণ্ডলী ও তারিক তথা নক্ষত্রের শপথ করেন। অতঃপর বলেন وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ অর্থাৎ তুমি কি জান, তারিক জিনিস কি ? অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন ঃ

النَّجْمُ الثَّاقِبُ। অর্থাৎ তারিক হইল উজ্জ্বল নক্ষত্র। কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন, নক্ষত্রকে তারিক তথা রাত্রিতে আত্মপ্রকাশকারী বলিয়া নামকরণ করার কারণ হইল এই যে, নক্ষত্র রাত্রিতে আত্মপ্রকাশ করে আর দিবসকালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। হাদীসে আছে যে, نهى رسول الله ان يطرق الرجل طروقا অর্থাৎ রাত্রিকালে বিনা সংবাদে হঠাৎ করিয়া স্ত্রীর ঘরে আগমন করিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করিয়াছেন। অন্য এক হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একটি দু'আয়ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রি বুঝাইবার জন্য তারিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

الثَّاقِبُ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ الثَّاقِبُ। অর্থ উজ্জ্বল। সুদ্দী (র) বলেন الثَّاقِبُ। অর্থ সেই নক্ষত্র যাহাকে শয়তানের গায়ে নিক্ষেপ করা হয়। ইকরিমা (র) বলেন, الثَّاقِبُ। অর্থ উজ্জ্বল ও শয়তান প্রজ্জ্বলিতকারী নক্ষত্র।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যে মানুষকে পাহারা দিয়া বিপদাপদ হইতে রক্ষা করে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ মানুষের সামনে ও পিছনে পালাক্রমে আগমনকারী ফেরেশতা নিয়োজিত রহিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্র নির্দেশে তাহাকে রক্ষা করে।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ অর্থাৎ মানুষ দেখুক, উহাকে কী দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে ? এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সৃষ্টির মূল উপাদানের দুর্বলতার প্রতি সতর্ক করিয়াছেন এবং পুনরুত্থানের ঘটনাকে স্বীকার করিয়া লইবার নির্দেশ হিদায়াত করিয়াছেন। কারণ যিনি একটি বস্তুকে নমুনা ছাড়া প্রথমবার সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি সেইগুলিকে অনায়াসেই পুনরায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন; অতঃপর পুনরায় উহাকে সৃষ্টি করিবেন। আর তাহা তাহার জন্য সহজ।

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ - يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে নির্গত পানি তথা বীর্য হইতে যাহা পুরুষের মেরুদণ্ড ও নারীর পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে নির্গত হইয়া একত্রিত হইয়া পরে আল্লাহ্র নির্দেশে উহা দ্বারা সন্তান জন্ম হয়।

শাবীব ইব্‌ন বিশর (র) ইকরিমা (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পুরুষের মেরুদণ্ড এবং নারীর পঞ্জরাস্থি হইতে নির্গত পানি দ্বারা মানুষের জন্ম হয়। এই দুই প্রকার পানি ছাড়া মানুষ সৃষ্টি হইতে পারে না। তিনি আরো বলেন যে, নারীদের বীর্য পাতলা ও হলুদ বর্ণের হইয়া থাকে। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইকরিমা, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) প্রমুখ এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) নিজের বুকে হাত রাখিয়া বলিলেন, এই যে ইহা তারায়িব।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মহিলাদের দুই স্তনের মধ্যবর্তী জায়গাকে তারায়িব বলা হয়। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, দুই কাঁধ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানকে তারায়িব বলা হয়।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন ঃ দুই স্তনযুগলের উপরিভাগকে তারায়িব বলা হয়। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এই দেহের দিক হইতে চারটি

পাঁজরের হাড্ডিকে তারায়িব বলা হয়। যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, দুই স্তন, দুই পা এবং দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানকে তারায়িব বলা হয়।

اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, সবেগে স্খলিত পানি, যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছে উহাকে সেখানে ফিরাইয়া নিতে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ সক্ষম। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অর্থ হইল, সবেগে নির্গত পানি দ্বারা সৃষ্ট মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিতে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ সক্ষম। কারণ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম, মৃত্যুদান করিয়া পুনরায় জীবন দান করা তাঁহার জন্য ব্যাপারই নহে। কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা ইহার প্রমাণ পেশ করিয়াছেন।

যাহ্হাক (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইব্ন জারীর (র) ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ অর্থাৎ যেদিন যাবতীয় গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হইয়া যাইবে সেদিন কাহারো কোন ক্ষমতা, শক্তি বা সাহায্যকারী থাকিবে না। সেই দিনটি হইল কিয়ামত দিবস।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের নিতম্বের কাছে একটি করিয়া পতাকা উত্তোলন করা হইবে এবং এই ঘোষণা করা হইবে যে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।"

(١١) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۙ

(١٢) وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۙ

(١٣) اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۙ

(١٤) وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۗ

(١٥) اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۙ

(١٦) وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۚ

(١٧) فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۟

১১. শপথ আসমানের, যাহা ধারণ করে বৃষ্টি,

১২. এবং শপথ যমীনের, যাহা বিদীর্ণ হয়,

১৩. নিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।

১৪. এবং ইহা নিরর্থক নহে।

১৫. উহারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,

১৬. এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।

১৭. অতএব কাফিরদিগকে অবকাশ দাও; উহাদিগকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اَلرَّجْعِ অর্থ বৃষ্টি। আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন ঃ اَلرَّجْعِ অর্থ বৃষ্টিতে ভরা মেঘ। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ অর্থ শপথ সেই আকাশের যাহা অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করে। কাতাদা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, শপথ সেই আকাশের যাহা প্রতি বছর মানুষের নিকট জীবিকা পৌছাইয়া থাকে, তাহা না হইলে মানুষ ও পশু-পক্ষী কিছুই জীবন রক্ষা করিতে পারিত না।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ শপথ সেই আকাশের যাহা উহার নক্ষত্ররাজি ও চন্দ্র-সূর্যকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়।

وَالاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন , এই আয়াতের অর্থ হইল, শপথ সেই যমীনের যাহা বিদীর্ণ হইয়া বীজ অংকুরিত হয়। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, আবূ মালিক, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখও এই অর্থ বলিয়াছেন।

اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন فَصْلٌ অর্থ حَقٌّ অর্থাৎ এই কুরআন সত্য বাণী। কাতাদা (র)-সহ অন্যরা বলেন, ইনসাফপূর্ণ ও মীমাংসাকারী বাণী।

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ অর্থাৎ এই কুরআন নিরর্থক নহে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে বলেন ঃ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا। অর্থাৎ কাফিররা লোকদিগকে কুরআনের বিরুদ্ধে আহ্বান করার ব্যাপারে উহাদিগের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

وَاَكِيْدُ كَيْدًا। অর্থাৎ অপরদিকে উহাদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য আমিও ভীষণ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকি।

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا। অর্থাৎ তুমি উহাদিগের ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়া করিও না। কিছুদিনের জন্য উহাদিগকে সুযোগ দাও। অতঃপর দেখিতে পাইবে যে, কিভাবে ধ্বংস হইয়া উহারা ভীষণ শাস্তিতে নিপতিত হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ অর্থাৎ উহাদিগকে আমি কিছুকাল ভোগ করিবার সুযোগ দিতেছি। অতঃপর উহাদিগকে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করিব।

সূরা আ'লা

১৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

ইমাম বুখারী (র)........ বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত মুসআব ইব্ন উমায়র ও ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) আমাদের কাছে (মদীনায়) আগমন করেন। তাঁহারা আসিয়া আমাদিগকে কুরআন পড়াইতে শুরু করেন। অতঃপর হযরত আম্মার, বিলাল ও সা'দ (রা) আগমন করেন। তাহার পর বিশজন লোক সংগে করিয়া হযরত উমর (রা)-এর আগমন ঘটে। তাহার পর আসেন নবী করীম (সা)। বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা)-কে পাইয়া মদীনাবাসী এত আনন্দিত বোধ করিল যে, এ অন্য কোন কারণে তাহাদিগকে এত আনন্দবোধ করিতে কখনো দেখা যায় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের পূর্বেই আমি সূরা আ'লা এবং এই ধরনের আরো কয়েকটি সূরা পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা আ'লা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অর্থাৎ সূরাটি মক্কী।

ইমাম আহমদ (র)......... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা আ'লাকে খুব পছন্দ করিতেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মুআয (রা)-কে বলিয়াছিলেন ঃ কেন তুমি সূরা আ'লা, সূরা আশ্শামস্ ও সূরা ওয়াল্ লায়ল দ্বারা নামায পড়িলে না?

ইমাম আহমদ (র)......... নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই ঈদের নামাযে সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া পাঠ করিতেন। এবং ঈদ ও জুমা একত্রিত হইয়া পড়িলে উভয় নামাযেই এই দুইটি সূরা পড়িতেন। এই হাদীসটি সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী এবং ইব্ন মাজাহ্য়ও বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) স্বীয় মুসনাদে উবাই ইব্ন কা'ব, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতর নামাযে সূরা আ'লা ও সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিতেন। হযরত আয়িশা (রা) সূরা নাস এবং সূরা ফালাকের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত জাবির, আবূ উমামা, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, ইমরান ইব্ন হুসাইন এবং আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

(١) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۙ

(٢) الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۙ

(٣) وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۙ

(٤) وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۙ

(٥) فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ؕ

(٦) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۙ

(٧) اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ؕ

(٨) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۚ

(٩) فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ؕ

(١٠) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۙ

(١١) وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۙ

(١٢) الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۚ

(١٣) ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ؕ

১. তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,
২. যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন।
৩. এবং যিনি পরিমিত বিকাশ-সাধন করেন ও পথ-নির্দেশ করেন
৪. এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন,

৫. পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।
৬. নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না,
৭. আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত। যিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য ও যাহা গোপনীয়।
৮. আমি তোমার জন্য সুগম করিব পথ।
৯. উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও;
১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করিবে।
১১. আর উহা উপেক্ষা করিবে সে নিতান্ত হতভাগ্য,
১২. যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে,
১৩. অতঃপর সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)....... ইয়াস ইব্‌ন আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াস ইব্‌ন আমির (র) বলেন, আমি উকবা ইব্‌ন আমির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ অবতীর্ণ হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বলিলেন ঃ ইহাকে তোমরা রুকুতে পাঠ কর। অতঃপর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى নাযিল হয় তখন বলিলেন, ইহাকে তোমরা সিজদায় পাঠ কর।

ইমাম আহমদ (র)........... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى পড়িয়া বলিতেন, سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلَى হযরত আলী (রা) সম্পর্কেও বর্ণিত যে, তিনি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى পাঠ করিয়া سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلَى পাঠ করিতেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......... আবূ ইসহাক হামদানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইসহাক হামদানী (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى পড়িয়া سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلَى এবং لاَ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ শেষ পর্যন্ত পড়িয়া سُبْحَانَكَ وَبَلَى বলিতেন। কাতাদা (র) বলেন, আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى পাঠ করিয়া سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلَى বলিতেন।

اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى অর্থাৎ তুমি পবিত্র ও মহিমা ঘোষণা কর তোমার সেই প্রতিপালকের নামে, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেন ও সেইগুলিকে উত্তম আকৃতিতে সুঠাম করিয়া গঠন করেন।

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى অর্থাৎ আর যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন এবং পথ নির্দেশ করেন। মুজাহিদ (র) বলেন, فَهَدٰى অর্থাৎ মানুষকে ভালো-মন্দ, সৎ ও

সৎপথের সন্ধান দিয়াছেন এবং জীব-জন্তুকে চারণ ভূমি ইত্যাদির সন্ধান দিয়াছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে মূসা (আ) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তিনি ফিরআউনের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালক হইলেন তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর পথ নির্দেশ করিয়াছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই মানুষের তাকদীর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর।

وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى অর্থাৎ যিনি রকমারী তৃণলতা, উদ্ভিদ ও ফসল উৎপন্ন করিয়াছেন।

فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوٰى অর্থাৎ পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, غُثَاءً اَحْوٰى অর্থ। هشيما متغيرا অর্থাৎ পঁচা খড়-কুটা। মুজাহিদ, কাতাদা এবং ইব্ন যায়দ (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত আছে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, কোন কোন আরবী ভাষা পণ্ডিতের ধারণা হইল এই আয়াতের ইবারত মূলত এইরূপ হইবে যে, وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى اَحْوٰى فَجَعَلَهُ غُثَاءً অর্থাৎ যিনি কালোপনা সবুজ তৃণ উৎপন্ন করিয়াছেন। অতঃপর উহাকে শুষ্ক খড়-কুটায় পরিণত করেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, তবে এই ব্যাখ্যাটি সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহা অন্য সকল মুফাস্সিরের ব্যাখ্যার পরিপন্থী।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করিতেছেন যে, হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি উহা ভুলিয়া যাইবে না। তবে আল্লাহ্ কোন কিছু ভুলাইয়া দিতে চাইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ যাহা চাহিতেন, তাহা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুই ভুলিতেন না। মোটকথা, আয়াতের মর্ম হইল এই যে, কুরআনের কোন অংশই ভুলিবে না। তবে কোন আয়াত রহিত করিয়া নিলে উহা স্মরণ রাখা তোমার দায়িত্ব নহে।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى অর্থাৎ তোমার জন্য আমি সৎ কাজ করা ও সত্য কথা বলা সহজ করিয়াছি এবং এমন একটি সরল-সহজ সঠিক, সুন্দর ইনসাফ পূর্ণ শরীয়ত দান করিব যাহাতে কোন বক্রতা বা কাঠিন্যের লেশমাত্র থাকিবে না।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى অর্থাৎ উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয়, তাহা হইলে উপদেশ দাও। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অযোগ্যকে ইলমে দীন শিক্ষাদান করা অনুচিত। যেমন হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন, যাহাদিগের যে কথা বুঝিবার জ্ঞান নাই তাহাদের সামনে সেই কথা বলিলে পরিণামে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হইয়া উহা দ্বারা ফিতনা

সৃষ্টি হয়। তিনি আরো বলেন ঃ যাহার যে কথা বুঝিবার জ্ঞান আছে তাহার সহিত সেই কথাই বল। তোমরা কি চাও যে, মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক।

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى অর্থাৎ যে আল্লাহ্কে ভয় করে ও জানে যে, তাঁহার সহিত একদিন না একদিন সাক্ষাৎ করিতেই হইবে, সে তোমার উপদেশ গ্রহণ করিবে। আর যে মহা হতভাগ্য সে উহা উপেক্ষা করিবে। সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর মৃত্যুবরণ করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারিবে না এবং এমনভাবে বাঁচিয়াও থাকিতে পারিবে না যাহাতে তাহার কিঞ্চিত উপকার হয় বরং বিপদের পর বিপদ এবং শাস্তির পর শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে।

ইমাম আহমদ (র)..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, প্রকৃত জাহান্নামীরা কখনো মরিবেও না এবং সার্থক জীবনও লাভ করিবে না। কিন্তু যাহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিতে চাহিবেন তাহারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় মরিয়া যাইবে। অতঃপর সুপারিশকারীগণ ভস্মীভূত মানুষগুলি উঠাইয়া আনিবে এবং তাহাদিগকে নহরুল হায়াতে নিক্ষেপ করিয়া পবিত্র করা হইবে। এই হাদীসটি হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(١٤) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝

(١٥) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝

(١٦) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

(١٧) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

(١٨) اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝

(١٩) صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝

১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।
১৫. এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।
১৬. কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও,
১৭. অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।
১৮. ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে—
১৯. ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন্দ স্বভাব ও অসৎ চরিত্র হইতে নিজেকে পবিত্র করিল এবং আল্লাহ্র আইন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ মানিয়া চলিল, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করিবার জন্য ও শরীয়াতের পাবন্দীর খাতিরে যথাসময়ে নামায আদায় করিল— সে সাফল্য অর্জন করিল।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র)......... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ হইল "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, সর্বপ্রকার ভূয়া উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া সাক্ষ্য দিল, সে সাফল্য অর্জন করিল।" আর وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ "এইখানে পাঁচওয়াক্ত নামায এবং উহার গুরুত্বের কথা বলা হইয়াছে।"

ইব্ন জারীর (র)........... আবূ খালদা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ খালদা (র) বলেন ঃ একদিন আমি আবুল আলিয়ার কাছে গমন করি। দেখিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, আগামীকাল ঈদের মাঠে আমার সহিত তুমি দেখা করিবে। নির্দেশ অনুযায়ী পরদিন আমি তাহার সহিত দেখা করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন কিছু আহার করিয়াছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন, গোসল করিয়াছে? বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যাকাত ফিতরা দিয়াছ? বলিলাম, হ্যাঁ দিয়াছি। এইবার তিনি বলিলেন, ঠিক আছে যাও, এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আসিতে বলিয়াছিলাম। অতঃপর তিনি قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ মদীনাবাসীগণ ফিতরা প্রদান করা আর পানি পান করানোর চেয়ে উত্তম সাদকা আর আছে বলিয়া মনে করে না।

আবুল আহওয়াস (র) বলেন ঃ কেহ তোমাদের নিকট নামাযের মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে সংগে যাকাতের কথাও বলিয়া দিও। কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি তাহার সম্পদকে পবিত্র করিল ও তাহার স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ তোমরা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিচ্ছ অথবা পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা যে পুরস্কার ও প্রতিদান দিবে উহাই ছিল দুনিয়ার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী। কারণ দুনিয়া অপদার্থ স্বল্প মেয়াদী, অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। পক্ষান্তরে আখিরাত হইল চিরস্থায়ী। সুতরাং স্থায়ী জীবনকে ত্যাগ করিয়া অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল জীবনকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কি যুক্তি থাকিতে পারে?

ইমাম আহমদ (র)...... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "দুনিয়া তাহার ঘর, আখিরাতে যাহার কোন ঘর নাই, তাহার সম্পদ (আখিরাতে) যাহার কোন সম্পদ নাই, আর এই দুনিয়ার জন্য সঞ্চয় সেই করে যাহার কোন বুদ্ধি নাই।"

ইব্‌ন জারীর (র) .... আরফাজা ছাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আরফাজা (র) বলেন ঃ একদিন আমি ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর মুখে সূরা আ'লা শুনিতেছিলাম। بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الخ পর্যন্ত পৌঁছিয়া তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করিয়া সংগীদের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই আমরা দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়াছি। শুনিয়া সকলেই নিরব হইয়া রহিল। তিনি পুনরায় বলিলেন, সত্যিই দুনিয়ার সাজ-সজ্জা, নারী, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির মোহে পড়িয়া আমরা দুনিয়াকেই আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়া বসিয়াছি এবং আখিরাত আমাদের চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। ফলে পরকালকে ছাড়িয়া আমরা নগদ দুনিয়াকেই গ্রহণ করিয়াছি। উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর এই কথাগুলি তাঁহার যার পর নাই বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। অন্যথায় তিনি নিজে মূলত এইরূপ ছিলেন। অথবা মানুষের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসিল, সে তাহার আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইল আর যে ব্যক্তি তাহার আখিরাতকে ভালবাসিল, সে তাহার দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সুতরাং ধ্বংসশীল অস্থায়ী জীবনের উপর তোমরা স্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দাও।"

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ ইহা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে– ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

আবূ বকর বায্‌যার (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الخ এই আয়াতটি নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হুবহু এই কথাগুলিই মূসা ও ইবরাহীমের গ্রন্থে ছিল।

ইমাম নাসায়ী (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এই পূরা সূরাটিই ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে ছিল।

ইব্‌ন জারীর (র)......... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) اِنَّ هٰذَا لَفِى الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সূরা আ'লায় যে কয়টি আয়াত আছে, উহার সবই ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে আছে। আবূল আলিয়া (র) বলেন ঃ এই সূরার কাহিনীটি মূসা ও ইবরাহীমের গ্রন্থে আছে। ইব্‌ন জারীরের মতে اِنَّ هٰذَا বলিয়া قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى - بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا - وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى পর্যন্ত আয়াতসমূহকে বুঝানো হইয়াছে।

সূরা গাশিয়া

২৬ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ঈদ ও জুমুআর নামাযে সূরা আ'লা ও গাশিয়া পাঠ করিতেন।

ইমাম মালিক (র)....... উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ (র) বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ্‌ (র) বলেন, যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স (র) নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআর সহিত আর কোন সূরা পাঠ করিতেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, সূরা গাশিয়া।

(١) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ○

(٢) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ○

(٣) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ○

(٤) تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ○

(٥) تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ○

(٦) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ○

(٧) لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ○

১. তোমার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ আসিয়াছে?

২. সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত,

৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হইবে।
৪. উহারা প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে;
৫. উহাদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে;
৬. উহাদিগের জন্য খাদ্য থাকিবে না দারী' ব্যতীত,
৭. যাহা উহাদিগকে পুষ্ট করিবে না এবং উহাদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে না।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) কাতাদা ও ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, গাশিয়া কিয়ামতের একটি নাম। কারণ উহা মানুষদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে।

আবূ হাতিম (র)......... আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক মহিলা সূরা গাশিয়া তিলাওয়াত করিতেছে। দেখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উহা শুনিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার নিকট সেই সংবাদ আসিয়াছে।"

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً

কাতাদা (র)-এর মতে خَاشِعَةٌ অর্থ ذليلة অর্থাৎ অপদস্থ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুখমণ্ডল সেইদিন অবনত হইবে এবং উহাদিগের আমল উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না। عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ অর্থ কর্মক্লান্ত। উহারা কিয়ামতের দিন জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

হাফিজ আবূ বকর যারকানী (র)........ জাফর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাফর (র) বলেন, আমি আবূ ইমরান জাউনীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) একদিন এক পাদ্রীর আস্তানায় গমন করেন এবং হে পাদ্রী সাহেব! বলিয়া ডাক দেন। আওয়াজ শুনিয়া পাদ্রী অগ্রসর হইলে তাঁহাকে দেখিয়া হযরত উমর (রা) কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কুরআনের আয়াত ঃ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تُصْلٰى نَارًا حَامِيَةً স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নাসারা সম্প্রদায়। ইকরিমা ও সুদ্দী (র) বলেন, عَامِلَةٌ অর্থ দুনিয়াতে অন্যায় ও নাফরমানী করে। نَاصِبَةٌ অর্থ পরকালে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে ও ধ্বংস হইয়া যাইবে।

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ - اٰنِيَةٍ। অর্থ অত্যুষ্ণ, তথা এমন গরম যাহার পর আর গরম হইতে পারে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, হাসান ও সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ضَرِيْعٍ জাহান্নামের একটি বৃক্ষের নাম। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, ضَرِيْعٍ আর যাক্কূম একই বস্তু। অন্য এক বর্ণনায়

আছে, তিনি বলেন, ضَرِيْعٍ অর্থ পাথর। ইকরিমা (র) বলেন, ضَرِيْعٍ এক প্রকার কাঁটাদার বৃক্ষ যাহা মাটির উপর বিছাইয়া থাকে। সাঈদ (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন, ضَرِيْعٍ সবচাইতে নিকৃষ্ট খাদ্য।

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوْعٍ অর্থাৎ এই দারী' দ্বারা জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যও পূরণ হইবে না এবং উহা দ্বারা ক্ষুধাও নিবারণ হইবে না।

(٨) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۙ

(٩) لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۙ

(١٠) فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ

(١١) لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۗ

(١٢) فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۘ

(١٣) فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۙ

(١٤) وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۙ

(١٥) وَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۙ

(١٦) وَّ زَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ۗ

৮. অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে আনন্দোজ্জ্বল,
৯. নিজদিগের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত,
১০. সুমহান জান্নাতে–
১১. সেথায় তাহারা অসার বাক্য শুনিবে না,
১২. সেথায় থাকিবে বহমান প্রস্রবণ,
১৩. উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা,
১৪. প্রস্তুত থাকিবে পান-পাত্র,
১৫. সারি সারি উপাধান,
১৬. এবং বিছান গালিচা।

তাফসীর ঃ হতভাগ্য পাপীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এইবার আল্লাহ্ তা'আলা সৌভাগ্যশালীদের অবস্থা প্রসংগে বলিতেছেন ঃ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ অর্থাৎ

কিয়ামতের দিন কতিপয় মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হইবে। উহাদিগের মুখমণ্ডলেই আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে।

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ অর্থাৎ- উহারা নিজদিগের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকিবে।

فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ অর্থাৎ- তাহারা সুমহান ও সুসজ্জিত জান্নাতে নিরাপদে অবস্থান করিবে।

لاَتَسْمَعُ فِيْهَا لاَغِيَةً অর্থাৎ সেই জান্নাতে তাহারা কোন প্রকার অসার কথাবার্তা শুনিতে পাইবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لاَيَسْمَعُوْنَ فِيْهَا اِلاَّ سَلاَمًا অর্থাৎ 'সেথায় তাহারা শান্তির বাণী ছাড়া কোন অসার কথা শুনিবে না।" অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لاَلَغْوٌ فِيْهَا وَّلاَتَاْثِيْمٌ অর্থাৎ সেথায় কোন বা গুনাহের কথা থাকিবে না। আরেক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لاَيَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلاَتَاْثِيْمًا ـ اِلاَّ قِيْلاً سَلاَمًا سَلاَمًا অর্থাৎ সেথায় তাহারা কোন অসার ও গুনাহের কথা শুনিবে না, শুনিবে কেবল সালাম আর সালাম।

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ অর্থাৎ সেই জান্নাতে একটি নয়- বহু প্রবহমান প্রস্রবণ থাকিবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতের নহরসমূহ মিশকের পাহাড়ের তলদেশ হইতে প্রবাহিত হয়।"

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ অর্থাৎ সেথায় থাকিবে সুউচ্চ, উন্নতমানের কোমল শয্যা, যাহার উপর সুন্দরী হূরগণ অবস্থান করিবে। আল্লাহ্র বন্ধুগণ উহাতে উপবেশন করিবার ইচ্ছা করিলে সংগে সংগে উহা অবনত হইয়া যাইবে।

وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ অর্থাৎ আরো থাকিবে প্রস্তুত করিয়া রাখা পান-পাত্র।

وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ অর্থাৎ আরো থাকিবে সারি সারি বালিশ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, نَمَارِقُ অর্থ وسائد অর্থাৎ বালিশ। ইকরিমা, কাতাদা, যাহ্হাক সুদ্দী ও ছাওরী (র) প্রমুখও এইরূপ বলিয়াছেন।

وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ زَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ অর্থ الزرابى البسط। অর্থাৎ বিছাইয়া রাখা গালিচা। যাহ্হাক (র) প্রমুখও এইরূপ বলিয়াছেন। অর্থাৎ এদিক-সেদিক নানা ধরনের গালিচা বিছাইয়া রাখা হইবে। যে ইচ্ছা করিবে, সেই বসিতে পারিবে।

(١٧) اَفَلَا يَنظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ○

(١٨) وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ○

(١٩) وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ○

(٢٠) وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ○

(٢١) فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ○

(٢٢) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ○

(٢٣) اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ○

(٢٤) فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ○

(٢٥) اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ○

(٢٦) ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ○

১৭. তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে?
১৮. এবং আকাশের দিকে, কিভাবে উহাকে উর্ধ্বে স্থাপন করা হইয়াছে?
১৯. এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে?
২০. এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে উহাকে সমতল করা হইয়াছে?
২১. অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা;
২২. তুমি উহাদিগের কর্ম নিয়ন্ত্রক নহ।
২৩. তবে কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে ও কুফরী করিলে,
২৪. আল্লাহ্ উহাকে দিবেন মহাশাস্তি।
২৫. উহাদিগের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট;
২৬. অতঃপর উহাদিগের হিসাব-নিকাশ আমারই কাজ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার সেইসব সৃষ্টির প্রতি তাকাইয়া চিন্তা করিতে নির্দেশ দিতেছেন, যাহাতে তাঁহার কুদরত ও মহত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ অর্থাৎ মানুষ কি উটের দিকে দৃষ্টিপাত করে, না উহাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে? কারণ উট একটি বড় অদ্ভূত প্রাণী, উহার দেহের গঠন একটি বড় আশ্চর্যজনক। শক্তি ও সাহসে উহার

নজীর মেলা ভার। তদুপরি ভারী ভারী বোঝা বহন করা উহার জন্য কোন বিষয়ই নহে। একাধারে উহার গোশত খাওয়া যায়, দুধ পান করা যায় এবং পশম কাজে লাগে। অন্যান্য প্রাণীর পরিবর্তে উটের কথা উল্লেখ করার কারণ হইল তৎকালে এই উটই ছিল আরবদের উল্লেখযোগ্য প্রাণী।

কাযী শুরায়হ (র) বলিতেন, আস আমরা দেখিয়া আসি যে, উটকে কিভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই বিশাল আকাশকে কিভাবে যমীন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হইয়াছে? যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ -

অর্থাৎ 'তাহারা কি দেখে না যে, তাহাদিগের মাথার উপর আকাশকে কিভাবে আমি স্থাপন করিয়াছি? এবং উহাকে সুসজ্জিত করিয়াছি আর উহাতে কোন ছিদ্র নাই।

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ অর্থাৎ মানুষ কি পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে না যে, কিভাবে আমি উহাকে স্থাপন করিয়াছি? উহাকে আমি স্থির ও অটলভাবে স্থাপন করিয়াছি, যাহাতে পৃথিবী নড়াচড়া করিতে না পারে এবং উহাতে অনেক ধরনের উপকারী বস্তু ও খনিজ দ্রব্য রাখিয়া দিয়াছি।

وَاِلَى الاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ অর্থাৎ মানুষ কি ভূতলের দিক দৃষ্টিপাত করে না যে, উহাকে কিভাবে সমতলভাবে বিছাইয়া রাখা হইয়াছে?

মোটকথা, এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা এমন কতিপয় সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করার কথা বলিয়াছেন, যাহা সর্বদাই মানুষের চোখের সামনে থাকে। একজন বেদুইনও উটের পিঠে আরোহণ করিয়া থাকে, আকাশ তাহাদের মাথার উপর দৃশ্যমান, পাহাড়-পর্বতও মানুষের সচরাচর দেখা বস্তু এবং পৃথিবী তো সর্বদাই উহাদিগের পায়ের নীচে অবস্থান করে। এইগুলির প্রতি চিন্তা করিয়া যে সেই বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই এইগুলির সৃষ্টিকর্তা, তিনি সকলের পালনকর্তা ও বিশ্বজগতের সার্বভৌমত্বের একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য, গোটা সৃষ্টিজগত যাঁহার উপাসনা আনুগত্য করিতে পারে।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, এক সময় আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বারবার প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে বাহির হইতে কোন গ্রাম্য বুদ্ধিমান লোক আসিয়া কোন প্রশ্ন করিলে আমরা খুব আনন্দিত হইতাম এবং আগ্রহ সহকারে আমরা সেই প্রশ্ন ও উহার উত্তর শ্রবণ করিতাম। একদিনের ঘটনা, এক বেদুইন আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! তোমার এক দূত আমাদের নিকট গিয়া বলিল, তুমি নাকি মনে কর; আল্লাহ্ তোমাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "সে ঠিকই বলিয়াছে।"

লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে তুমি বলতো, আকাশ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্"। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্"। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, বলুন তো, পর্বতমালাকে স্থাপন করিয়াছেন এবং কে উহার মধ্যে এত মূল্যবান সম্পদ রাখিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্"।

এইবার লোকটি বলিল, যিনি আকাশ, যমীন ও পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন তো আল্লাহ্ কি আপনাকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ"। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার দূতের বক্তব্য যে, আমাদের উপর দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামায ফরয, ইহা কি ঠিক? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ ঠিক। লোকটি বলিল, আচ্ছা যিনি আপনাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ্ কি ইহার নির্দেশ দিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ"। লোকটি বলিল, আপনার দূত বলিল যে, আমাদের সম্পদের যাকাত দিতে হইবে ইহা কি সত্য? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, সত্য।" লোকটি বলিল, আপনার দূত বলিল যে, আমাদের মধ্যে যাহারা সক্ষম তাহাদের বায়তুল্লাহ্ গিয়া হজ্জ করিতে হইবে, ইহা কি ঠিক? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ ঠিক।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি ফিরিয়া যায়। যাওয়ার সময় এই কথা বলিয়া যায় যে, যিনি আপনাকে সত্য নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনি যাহা বলিলেন, আমি উহার উপর কোন কথা বাড়াইব না এবং উহা হইতে কোন কথা কমাইব না। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "লোকটি যদি সত্য বলিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা (র)...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই আমাদিগকে একটি ঘটনা শুনাইতেন যে, জাহেলী যুগে জনৈকা মহিলা কোন এক পাহাড়ের উপর বকরী চরাইত। সংগে ছিল তাহার ছোট্ট একটি ছেলে। একদিন ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, মা! তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আমার আব্বাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? মহিলা উত্তর দিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আকাশ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, পর্বত কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, এই বকরীগুলি কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। উত্তর শুনিয়া শিশুটি বলিয়া উঠিল, তবে তো আল্লাহ্ পাক মহান ও নিরতিশয় মর্যাদার অধিকারী। এই বলিয়া শিশুটি আল্লাহ্র প্রেম ও মহত্ত্বে বিমোহিত হইয়া পাহাড়ের চূড়া হইতে গড়াইয়া পড়ে এবং খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া মরিয়া যায়। ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়শই আমাদেরকে এই ঘটনাটি শুনাইতেন।

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, হে মুহাম্মদ! তোমাকে যে পয়গাম সহ পাঠানো হইয়াছে তুমি উহা মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। কারণ পৌঁছানো তোমার দায়িত্ব আর হিসাব লওয়া আমার কাজ। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ অর্থাৎ তুমি উহাদিগের কর্ম নিয়ন্ত্রক নহ। অর্থাৎ মানুষের অন্তরে ঈমান পয়দা করার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া হয় নাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ তুমি লোকদিগকে ঈমান আনয়নের উপর বাধ্য করিতে পার না।

ইমাম আহমদ (র)...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমাকে লোকদের সহিত লড়াই করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যতক্ষণ তারা এই ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। যদি তাহারা এই ঘোষণা প্রদান করে, তাহা হইলে তাহাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ আমার নিরাপত্তায় আসিয়া যাইবে। এবং উহার হিসাব গ্রহণ করার দায়িত্ব আল্লাহ্র। অতঃপর তিনি فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ الخ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানে এবং ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী কিতাবুত্ তাফসীরে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

اِلاَّ مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ - فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ অর্থাৎ তবে যাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় ও কুফরী করে অর্থাৎ যাহারা বাহ্যিক আমল পরিত্যাগ করে এবং অন্তরে ও মুখে সত্যকে অস্বীকার করে তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আলী ইব্ন খালিদ (র) বলেন, আবূ উমামা বাহিলী (রা) একদিন খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিআ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে হইতে শুনা সবচেয়ে সহজ হাদীস কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেছেন, "শুনো, প্রত্যেক মানুষই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তবে সেই ব্যক্তি নহে, যে মালিকের সহিত অবাধ্যতাকারী উটের ন্যায় উহার সহিত অবাধ্যতা করে।"

اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ অর্থাৎ এক সময় তাহাদের আমার দরবারেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন আমি তাহাদের ভালো-মন্দ কর্মের হিসাব গ্রহণ করিব এবং কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিব। ভালো কর্মের ভালো ফল আর মন্দ কর্মের মন্দ ফল।

সূরা ফাজ্‌র

৩০ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম নাসায়ী (র)....... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, হযরত মু'আয (রা) একদিন নামাযের ইমামত করেন এবং উহাতে দীর্ঘ কিরআত পাঠ করেন। ফলে এক ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দিয়া মসজিদের এক কোণে একাকী নামায পড়িয়া চলিয়া যায়। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া মু'আয (রা) বলিলেন, সে মুনাফিক। অতঃপর এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে চলিয়া যায়। তিনি লোকটিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাহার পিছনে জামাতের সহিত নামায পড়িতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কিরআত দীর্ঘ করায় মসজিদের এক কোণে একাকী নামায পড়িয়া উট চড়াইতে চলিয়া যাই। ঘটনা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "মু'আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাহ? কেন, সূরা আ'লা, শামস্, ফাজর ও লায়ল দ্বারা নামায পড়াইতে তোমার কি অসুবিধা ছিল?"

(١) وَالْفَجْرِ ۙ

(٢) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ

(٣) وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ

(٤) وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۚ

(٥) هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۗ

(٦) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۙ

(٧) اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۖ

(٨) الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۖ

(٩) وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۖ

(١٠) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۖ

(١١) الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۖ

(١٢) فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۖ

(١٣) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۖ

(١٤) اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۗ

১. শপথ ঊষার,
২. শপথ দশ রজনীর,
৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের
৪. এবং শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে–
৫. নিশ্চয় ইহার মধ্যে শপথ রহিয়াছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।
৬. তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছেন 'আদ বংশের–
৭. ইরাম গোত্রের প্রতি—যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?
৮. যাহার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই।
৯. এবং ছামূদের প্রতি? যাহারা উপত্যকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল;
১০. এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরআউনের প্রতি?
১১. যাহারা দেশে সীমালংঘন করিয়াছিল?
১২. এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।
১৩. অতঃপর তোমার প্রতিপালক উহাদিগের উপর শাস্তির কশাঘাত হানিলেন।
১৪. তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

তাফসীর ঃ আল-ফাজর এর অর্থ বলার অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ প্রভাত বা ঊষা। আলী ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এইখানে ফাজর দ্বারা শুধু কুরবানীর দিবসের প্রভাত অর্থাৎ দশটি রাত্রির শেষ ভাগ। কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের নামায, কাহারো মতে গোটা দিন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ একটি মত পাওয়া যায়।

وَلَيَالٍ عَشْرٍ অর্থ– দশ রাত্রি। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, যিলহজ্জের দশদিন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইব্‌ন যুবায়র ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ এই কথা বলেন।

বুখারী শরীফে আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "এই দশদিনের অর্থাৎ– যিলহজ্জের দশ দিনের নেক আমল অপেক্ষা অন্য কোন দিনের নেক আমল আল্লাহ্‌র নিকট এত প্রিয় নহে।" জিজ্ঞাসা করা হইল, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করাও নয়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "না, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করাও নয়।" তবে যদি কেহ নিজের জান ও মাল সহ বাহির হইয়া পড়ে; অতঃপর ফিরিয়া না আসে তাহার কথা স্বতন্ত্র।"

কেহ বলেন, দশ দিবস দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মুহাররামের প্রথম দশদিন। আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ কুদায়না (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, وَلَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রমযানের প্রথম দশদিন। তবে প্রথম মতটিই সঠিক।

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আলোচ্য আয়াতের وَلَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা যিলহজ্জের প্রথম দশদিন الوتر। দ্বারা আরাফার দিন এবং الشفع। দ্বারা কুরবানীর দিন উদ্দেশ্য।"

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

(১) উক্ত হাদীসে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, اَلشَّفْعِ। দ্বারা কুরবানীর এবং اَلْوَتْرِ। দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য। কারণ আরাফার নয় তারীখ বেজোড় এবং কুরবানীর দশ তারিখ জোড় দিবস। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমা এবং যাহ্হাক (র)-ও এই কথা বলিয়াছেন।

(২) ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........ ওয়াসিল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ওয়াসিল (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, اَلْوَتْرِ। দ্বারা উদ্দেশ্য কি আমাদের এই বিতর নামায? উত্তরে তিনি বলিলেন, না, তাহা নহে– বরং اَلْوَتْرِ। দ্বারা উদ্দেশ্য কুরবানীর রাত আর اَلشَّفْعِ। দ্বারা উদ্দেশ্য আরাফার দিন।

(৩) ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).......... আবূ সাঈদ ইব্‌ন আউফ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ ইব্‌ন আউফ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) এক দিন জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! اَلشَّفْعِ। ও اَلْوَتْرِ। দ্বারা উদ্দেশ্য কি আমাকে বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ এই আয়াতে যে দুই দিবসের

কথা বলা হইয়াছে اَلشَّفْعِ। দ্বারা সেই দুই দিবস উদ্দেশ্য। আর اَلْوَتْرِ। দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, সেই এক দিবস যাহার কথা وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ এই আয়াতে বলা হইয়াছে।

ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুরতাকি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, اَلشَّفْعِ। দ্বারা উদ্দেশ্য আইয়্যামে তাশরীকের মধ্য দিন আর اَلْوَتْرِ। দ্বারা উদ্দেশ্য শেষ দিন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেইগুলি মুখস্ত করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি জোড় এবং বেজোড়কে ভালবাসেন।"

(৪) হাসান বসরী ও যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, اَلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ। দ্বারা উদ্দেশ্য সৃষ্টিকুল, যাহাতে জোড়ও আছে বেজোড়ও আছে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা গোটা সৃষ্টির নামে শপথ করিয়াছেন।

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি اَلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ। -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বেজোড় ও এক আর তোমরা জোড়। কেহ কেহ বলেন, اَلشَّفْعِ। অর্থ ফজর নামায আর اَلْوَتْرِ। অর্থ মাগরিব নামায।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)............ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, اَلشَّفْعِ। অর্থ জোড় এবং اَلْوَتْرِ। দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলা। আবূ আব্দুল্লাহ্ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ হইলেন বেজোড় আর সমগ্র সৃষ্টি জগত জোড় কেহ পুরুষ, কেহ নারী।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি اَلشَّفْعِ। وَالْوَتْرِ।-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সবই জোড়। আসমান-যমীন, নদী-সমুদ্র, জিন-মানুষ ও চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি সবই জোড়।

(৬) কাতাদা (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, اَلشَّفْعِ। وَالْوَتْرِ। দ্বারা জোড় ও বেজোড় সংখ্যা উদ্দেশ্য। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ اَلشَّفْعِ। দ্বারা দুই দিন এবং اَلْوَتْرِ। দ্বারা তৃতীয় দিবস উদ্দেশ্য।

আবুল আলিয়া ও রবী ইব্‌ন আনাস (র) প্রমুখ বলেন اَلشَّفْعِ। অর্থ জোড় রাকআত বিশিষ্ট নামায আর اَلْوَتْرِ। অর্থ– বেজোড় রাকআত বিশিষ্ট নামায।

আব্দুর রায্‌যাক (র) ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, اَلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ। দ্বারা উদ্দেশ্য পাঁচওয়াক্ত ফরয নামায, যাহার কিছু জোড় ও কিছু বেজোড়।

ইমাম আহমদ (র)...... ইমরান ইব্ন ইসাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্ন ইসাম (র) বলেন, বসরার এক প্রবীণ ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিল যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) اَلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ -এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "উহা দ্বারা উদ্দেশ্য জোড় ও বেজোড় নামায।" আরো বিভিন্ন সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, ইব্ন জারীর (র) اَلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ -এর এসব কয়টি ব্যাখ্যার কোন একটির প্রতিও দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন নাই।

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ "শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে।"

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, اِذَا يَسْرِ অর্থ اِذَا ذَهَبَ অর্থাৎ যখন গত হইয়া যায়। কেহ বলেন, اِذَا يَسْرِ অর্থ যখন আগমন করে। যাহ্হাক (র) বলেন, اِذَا يَسْرِ অর্থ اِذَا يَجْرِىْ অর্থাৎ যখন চলিতে থাকে। ইকরিমা (র) বলেন, وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য মুয্দালিফার রাত্রি। ইব্ন জারীর এবং ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... কাছীর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাছীর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন কার ফুরাযী (র)-কে وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ -এর ব্যাখ্যায় বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, এই আয়াতের অর্থ শপথ রাত্রির যখন উহা অতিবাহিত হইতে থাকে।

هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ অর্থাৎ নিশ্চয় ইহাতে বোধসম্পন্ন ও জ্ঞানীদের জন্য শপথ রহিয়াছে। حِجْرٍ অর্থ জ্ঞান, বিবেক বা বুদ্ধি। মানুষের জ্ঞানকে হিজর বলার কারণ হইল এই যে, জ্ঞান মানুষকে অশোভনীয় আচরণ ও উচ্চারণ হইতে বিরত থাকে। এই সূত্রেই কা'বার হাতীমকে হিজরুল বায়ত বলা হয়। কারণ এই হাতিম তাওয়াফকারীকে কা'বার শামী দেয়াল হইতে বিরত রাখে। হিজরুল ইয়ামামও এই সূত্রেই বলা হয়। বাদশাহ কাউকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে এই সূত্রেই আরবরা বলিয়া থাকে حَجَرَ الْحَاكِمُ عَلٰى فُلاَنٍ অর্থাৎ বাদশাহ অমুক ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

যা হউক, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ উপরোক্ত বিষয়গুলিতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষণীয় শপথ রহিয়াছে। কোথাও শপথ করা হইয়াছে বিভিন্ন ইবাদতের আবার কোথাও বা বিভিন্ন ইবাদাতের ওয়াক্তের। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি সেই সব ইবাদত, যাহা দ্বারা আল্লাহ্র নেক বান্দারা তাঁহার নৈকট্য অর্জন করে এবং তাহার সম্মুখে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ অর্থাৎ তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক 'আদ জাতির সহিত কিরূপ আচরণ করিয়াছেন?

ইহারা ছিল সীমালংঘনকারী খোদাদ্রোহী রাসূলদের অবাধ্য ও আসমানী কিতাব অস্বীকারকারী সম্প্রদায়। পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একেবারে ছারখার করিয়াছিলেন। ইহারা হইল, প্রথম আদ জাতি। অর্থাৎ আদ ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন আউস ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ এর বংশধর। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের নিকট হযরত হুদ (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা হুদ (আ)-কে এবং যাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে উহাদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নেন এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন। ঈমানদারদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা এই 'আদ জাতির কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ। অর্থাৎ এই জাতিকে ইরাম জাতিও বলা হইত। ইহারা বড় বড় সুউচ্চ প্রাসাদে বসবাস করিত। ইহারা ছিল সেই যুগের সর্বাপেক্ষা বড় দেহবিশিষ্ট ও শক্তির অধিকারী। এই কারণেই হযরত হুদ (আ) উহাদিগকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوْا آلَاءَ اللّٰهِ وَلَاتَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ـ

অর্থাৎ তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে নূহ (আ)-এর পর স্থলাভিষিক্ত বানাইয়াছিলেন এবং তোমাদিগের দৈহিক প্রশস্ততা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহকে স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ـ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ـ

অর্থাৎ 'আদ জাতি অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'আমাদের চেয়ে বড় শক্তিশালী আর আছে কে?' আচ্ছা তাহারা কি জানে না যে, "যে আল্লাহ্ তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তাহাদিগ হইতে বেশী শক্তিশালী?" আর এইখানে 'আদ জাতির পরিচয় প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ। অর্থাৎ উহারা এমন একটি জাতি ছিল, শক্তি-সামর্থ্য ও দৈহিক গঠনে সেই দেশে উহাদের ন্যায় আর কাউকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল না।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইরাম, প্রাচীন একটি জাতি অর্থাৎ প্রথম 'আদ। কাতাদা ইব্‌ন দিমা'আ ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইরাম হইল, 'আদ জাতির রাজপ্রাসাদ। এই মতটি

বেশী উত্তম ও শক্তিশালী। আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট ছিল বলিয়া উহাদিগকে ذات العمد বলা হইত।

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, এইখানে সর্বনামটির সম্পর্ক হইল العماد -এর সহিত অর্থাৎ সেই যুগে উহাদিগের প্রাসাদের ন্যায় কোন প্রাসাদ ছিল না।

কাতাদা ও ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ هَا সর্বনামের সম্পর্ক হইল القبيلة -এর সহিত। অর্থাৎ সেই গোত্রের ন্যায় অন্য কোন গোত্র তৎকালে সেই দেশে সৃষ্টি করা হইয়াছিল না। এই মতটিই সঠিক। ইব্‌ন যায়দের মতটি দুর্বল। কারণ যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে لَمْ يُخْلَقْ বলিয়া لَمْ يَجْعَلْ বলা হইত। অর্থাৎ এই কথা বলা হইত যে, উহাদের প্রাসাদের ন্যায় অন্য কোন প্রাসাদ বানানো হয় নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)............ মিকদাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মিকদাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "উহাদের এত শক্তি ছিল যে, উহাদের এক একজন লোক দূর-দূরান্ত হইতে বড় বড় পাথর বহন করিয়া আনিয়া গোত্রের লোকদের উপর নিক্ষেপ করিত, ফলে সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইত।"

কেহ কেহ বলেন, إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ দ্বারা উদ্দেশ্য দামেশক বা ইসকান্দারিয়া শহর। কিন্তু ইহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই সময় ইবারাতের সঠিক মর্ম পাওয়া যায় না। কেননা إِرَمَ الخ হয়ত পূর্ব হইতে বদল বা 'আতফুল বয়ান। ইহার কোন অবস্থাতেই আলোচ্য অর্থ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, এইকথা বলা যে, আদী নামক যেসব লোক আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করিয়াছিল, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে– বিশেষ কোন শহরকে নহে। এই কথাটি আমি এজন্য বলিলাম যে, যেসব মুফাস্‌সির এই আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহা দ্বারা যেন কেহ প্রতারিত না হয়। তাহারা বলেন ঃ ইরাম একটি শহরের নাম, যাহার একটি ইট সোনার, একটি ইট রূপার। উহার ঘর-দরজা বাগ-বাগিচা সবই সোনা-রূপার। পাথর হইল, মুক্তার ও হীরার। মাটি হইল মিসক, যা নদী-নালা প্রবাহিত হইতেছে এবং রকমারী ফলমূল উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু উহাতে কোন লোকের বসতি নাই। শহরটি সর্বদা স্থানান্তরিত হইতে থাকে। কখনো শামে, কখনো ইয়ামানে, কখনো ইরাকে, কখনো অন্য কোথাও ইত্যাদি। এসবই বনী ইসরাইলের মনগড়া আজগুবী গল্প। ইব্‌ন আবূ হাতিমও এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এমন সব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার কোন ভিত্তি নাই।

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ অর্থাৎ আর তুমি কি দেখ নাই ছামূদের প্রতি যাহারা উপত্যকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল?

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ আর তুমি কি দেখ নাই বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরআউনের প্রতি?

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন لاَوْتَاد। অর্থ সৈন্য-সামন্ত যাহারা ফিরআউনের ক্ষমতা বহাল রাখিত। ইহাও কথিত আছে যে, কেহ ফিরআউনের অবাধ্যতা করিলে তাহার হাতে পায়ে পেরেক মারিয়া বাঁধিয়া রাখিত। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, হাসান ও সুদ্দী (র) এই কথা বলিয়াছেন। সুদ্দী (র) আরো বলেন ঃ ফিরআউন লোকদের পায়ে পেরেক মারিয়া উপর হইতে ভারী পাথর নিক্ষেপ করিত। ইহাতে তাহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত।

ছাবিত বুনানী (র) আবূ রাফি' (রা) হইতে বর্ননা করেন যে, আবূ রাফি (রা) বলেনঃ মুসলমান হওয়ার অপরাধে ফিরআউন তাহার স্ত্রী আছিয়াকে দুই হাতে ও দুই পায়ে পেরেক মারিয়া মাটিতে উপুড় করিয়া শোওয়াইয়া পিঠের উপর বড় পাথরের চাক্কি রাখিয়াছিল। ইহাতেই আছিয়া মরিয়া যায়।

اَلَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلاَدِ ـ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ـ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ـ

অর্থাৎ ইহারা পৃথিবীতে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করিয়াছিল এবং ব্যাপক সন্ত্রাস করিয়া জনজীবনে অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের উপর শাস্তির অপ্রতিরোধ্য কষাঘাত হানিয়াছেন।

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ "তোমার প্রতিপালক সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ তোমার প্রতিপালক সকলের সব কথা শ্রবণ করেন ও সবকিছু দেখেন। অর্থাৎ তিনি মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া থাকেন। কাহারো প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) একটি অভিনব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার সনদে আপত্তি রহিয়াছে। হাদীসটি এই ঃ

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........ মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে মু'আয। ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র হাতে বন্দী। হে মু'আয! পুলসিরাত পার না হওয়া পর্যন্ত ঈমানদারের মনে শান্তি আসিতে পারে না। হে মু'আয! কুরআন ঈমানদারদেরকে আগের অনেক আশা-আকাঙ্খা হইতে বিরত রাখিয়াছে। যাহাতে তাহারা ধ্বংস হইয়া না যায়। সুতরাং কুরআন তাহার পথ প্রদর্শক, খোদাভীতি তাহার দলিল, আগ্রহ তাহার বাহন, নামায তাহার আশ্রয়, রোযা তাহার ঢাল, সাদকা তাহার মুক্তি, সততা তাহার আমীর, লজ্জা তাহার মন্ত্রী এবং এত কিছুর পরও তাহার প্রতিপালক তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, এই হাদীসের রাবী ইউনুস হায্‌যা ও আবূ হামযা অজ্ঞাত পরিচয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)..... ইব্‌ন আব্দুল কালায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্দুল কালায়ী (র) একদিন ওয়াজ করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ লোক সকল! জাহান্নামের সাতটি পুল আছে। সব কয়টির উপরে পুলসিরাত অবস্থিত। প্রথম পুলের কাছে লোকদিগকে থামাইয়া নামাযের হিসাব নেওয়া হইবে। ইহাতে একদল মানুষ ধ্বংস হইয়া যাইবে, একদল মুক্তি পাইবে। দ্বিতীয় পুলের কাছে পৌঁছিলে এই মুক্তি প্রাপ্তদের নিকট হইতে আমানতের হিসাব নেওয়া হইবে। ইহাতে কিছু লোক মুক্তি পাইবে ও কিছু লোক ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতঃপর তৃতীয় পুলের নিকট পৌঁছিলে আত্মীয়তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। ইহাতেও একদল মুক্তি লাভ করিবে এবং একদল ধ্বংস হইয়া যাইবে। আত্মীয়তা সম্পর্ক তখন বলিবে, "হে আল্লাহ্! যে আমাকে বজায় রাখিয়াছে; তুমি তাহাকে বজায় রাখ আর যে আমাকে ছিন্ন করিয়াছে তুমি তাহাকে ছিন্ন কর।" তিনি বলেন, اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ -এ এই কথাগুলিই বলা হইয়াছে।

(١٥) فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ۟

(١٦) وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ۟

(١٧) كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۟

(١٨) وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۟

(١٩) وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۟

(٢٠) وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۟

১৫. মানুষ তো এইরূপ যে, তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করিয়া, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

১৬. এবং যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন তাহার রিয্‌ক সংকুচিত করিয়া, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করিয়াছেন।'

১৭. না, কখনই নহে। বস্তুত তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না,

১৮. এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদিগকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না,

১৯. এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদিগের প্রাপ্ত সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করিয়া ফেল,

২০. এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালবাস।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, মানুষ এমন যে, পরীক্ষা করার জন্য যদি উহাদিগকে স্বচ্ছল জীবিকা দান করা হয়, তো তাহারা মনে করিয়া বসে যে, আল্লাহ্ তাহাদেরকে সম্মান করিল। কিন্তু মূলত উহা সম্মান নয়-পরীক্ষা। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ - نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّايَشْعُرُوْنَ -

অর্থাৎ ধন ও জনবলে সমৃদ্ধ হওয়াকে মানুষ সর্বোতভাবে কল্যাণের অগ্রগতি মনে করে। মূলত তাহারা আসল রহস্য উপলব্ধি করিতে পারে না।

তদ্রূপ অপরদিকে যদি পরীক্ষামূলকভাবে জীবিকায় সংকট সৃষ্টি করেন, তখন সে মনে করে যে, উহা তাহার জন্য একটি অপমান। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كَلَّا অর্থাৎ এই দুইটি বিষয়ের কোনটির ব্যাপারেই মানুষের ধারণা সঠিক নহে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রিয়-অপ্রিয় সকলকেই সম্পদ দান করেন এবং প্রিয়-অপ্রিয় সকলকেই জীবিকার সংকটে ফেলিয়া থাকেন। স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি নির্ভর করে তাহার আনুগত্যের উপর। ধনী হইয়া যে আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে সেও আল্লাহ্র প্রিয় এবং গরীব হইয়া যে ধৈর্যধারণ করিবে সেও আল্লাহ্র প্রিয়।

بَلْ لَّاتُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ অর্থাৎ বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। অর্থাৎ প্রকারান্তরে এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতীমদের সম্মান করিবার আদেশ করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মুসলিম সমাজের সর্বাপেক্ষা উত্তম ঘর হইল সেই ঘর, যাহাতে ইয়াতীম আছে এবং তাহার প্রতি সদয় আচরণ করা হয় আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর হইল সেই ঘর, যাহাতে ইয়াতীম আছে কিন্তু তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করা হয়। অতঃপর তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি এবং ইয়াতীম লালন-পালনকারী জান্নাতে এইভাবে থাকিব।"

আবূ দাউদ (র)....... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমি এবং ইয়াতীম লালন-পালনকারী জান্নাতে এই দুই অঙ্গুলির ন্যায় একত্রে বসবাস করিব।" এই বলিয়া তিনি মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলিদ্বয়কে একত্রিত করিয়া দেখান।

وَلَاتَحٰضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অর্থাৎ তাহারা গরীব-মিসকীনের প্রতি অনুগ্রহ করিতে নির্দেশ করে না এবং একে অপরকে এই কাজে উৎসাহিত করে না।

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا আর তাহারা হালাল-হারাম বাছ-বিচার না করিয়া যেভাবে পায় সেভাবেই মীরাছের সম্পদ ভোগ করে এবং ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালোবাসে।

(٢١) كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ

(٢٢) وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ

(٢٣) وَجِایْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۗ

(٢٤) يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ۚ

(٢٥) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۙ

(٢٦) وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ۗ

(٢٧) يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ

(٢٨) ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ

(٢٩) فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ۙ

(٣٠) وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ۚ

২১. ইহা সঙ্গত নহে। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে,

২২. এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হইবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও,

২৩. সেইদিন জাহান্নামকে আনা হইবে এবং সেইদিন মানুষ উপলব্ধি করিবে; কিন্তু এই উপলব্ধি তাহার কী কাজে আসিবে?

২৪. সে বলিবে, 'হায়! আমার এই জীবনের জন্য যদি আমি কিছু অগ্রিম পাঠাইতাম?'

২৫. সেইদিন তাঁহার শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারিবে না,

২৬. এবং তাঁহার বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করিতে পারিবে না।

২৭. হে প্রশান্ত চিত্ত!

২৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আইস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া,

২৯. আমার বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত হও,

৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে ভয়াবহ ঘটনা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সেইদিন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সমতল করা হইবে, পর্বতমালাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে এবং মানুষ কবর হইতে উঠিয়া আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে।

وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির মাঝে মীমাংসা করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাইবে।

সমস্ত মানুষ একে একে সকল নবীর কাছে সুপারিশের আবেদন করিয়া ব্যর্থ হইয়া অবশেষে যখন তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট সুপারিশের জন্য দরখাস্ত করিবে ইহা উহার পরের ঘটনা। মহানবী (সা) সুপারিশের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকের আসনে উপস্থিত হইবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র নিকট উম্মতের জন্য সুপারিশ করিতে আরম্ভ করিবেন। উহাই হইবে মাকামে মাহমূদে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম সুপারিশ।

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ "সেইদিন জাহান্নামকে আনা হইবে।"

ইমাম মুসলিম (র)....... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে সামনে আনা হইবে। উহার সত্তর হাজার লাগাম থাকিবে। প্রতিটি লাগামের সহিত সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকিবে। উহারা সেই লাগাম ধরিয়া টানিয়া জাহান্নামকে সকলের সামনে উপস্থিত করিবে।"

يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى অর্থাৎ সেইদিন মানুষ নতুন-পুরাতন যাবতীয় কর্মের কথা স্মরণ করিবে। কিন্তু সেই স্মরণ উহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ অর্থাৎ সেইদিন মানুষ মন্দ কাজের জন্য পস্তাইতে থাকিবে, নেক কাজ না করার জন্য বা কম করার জন্য আফসোস করিবে ও অনুতাপ প্রকাশ করিবে।

ইমাম আহমদ (র)......... মুহাম্মদ ইব্ন আমরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আমরা (রা) বলেন, কেহ যদি জন্মের পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সিজদায় পড়িয়া থাকে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করিতে থাকে, তবুও কিয়ামতের দিন সে তাহার এই ইবাদতকে তুচ্ছ মনে করিবে এবং দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিয়া নেককাজ করিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায় কেহ কঠিন শাস্তি দিতে পারিবে যাহা তিনি তাঁহার নাফরমান বান্দাদেরকে প্রদান করিবেন এবং কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাদের মাধ্যমে কাফিরদিগকে যেভাবে শৃংখলাবদ্ধ করিবেন তদ্রূপ অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব হইবে না। তবে পূত-পবিত্র ও প্রশান্তচিত্ত লোকদের কোন চিন্তা থাকিবে না। তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً অর্থাৎ হে প্রশান্ত চিত্ত! সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক হইয়া তোমার প্রতিপালকের প্রতি ফিরিয়া আইস।

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي অর্থাৎ আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। উল্লেখ্য যে, এই কথাটি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদেরকে মৃত্যুর সময় এবং কিয়ামতের দিন বলা হইবে। এই আয়াতটি কাহার সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। যেমন যাহ্‌হাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। বুরায়দা ইব্‌ন হুসাইব (রা) হইতে বর্ণিত যে, এই আয়াতটি হামযা ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন প্রশান্ত আত্মাদেরকে এই কথা বলা হইবে। ইকরিমা এবং কালবীও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র)-ও এই ইহা পছন্দ করিয়াছেন। তবে প্রথম মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَإِنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ অর্থাৎ অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদিগের সত্য মাওলার দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে। আল্লাহ্‌র নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি নাযিল হইবার সময় আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহা কত সুন্দর কথা! উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "শুন! এই কথাটি তোমাকেও বলা হইবে।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে একদিন আমি يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিলে শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ ইহা

কত সুন্দর কথা! উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ "মৃত্যুর সময় তোমাকেও এই কথা বলা হইবে।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) তায়েফ নগরীতে মৃত্যুবরণ করার পর অভিনব আকৃতির একটি পাখি আসিয়া তাঁহার লাশের মধ্যে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। লাশ কবরে দাফন করিবার পর কবরের এক কোন হইতে يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الخ।এই আয়াতটি তিলাওয়াত শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠকারী কে তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

কুবাছ ইব্ন রযীন (র) আবূ হাশিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমরা কতিপয় মুসলমান একবার রুমদের হাতে বন্দী হই। বাদশাহ আমাদেরকে দরবারে ডাকাইয়া বলিল, হয় আমার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কর, অন্যথায় তোমাদের মস্তক উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে আমাদের তিনজন মুরতাদ হইয়া যায়। কিন্তু চতুর্থজন ধর্মত্যাগ করার ব্যাপারে অস্বীকার করায় তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া উহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। সমুদ্রে নিক্ষেপ করার পর মাথাটা প্রথমে পানিতে ডুবিয়া যায় এবং কিছুক্ষণ পর পানির উপর ভাসিয়া উঠিয়া দীন ত্যাগকারী তিনজনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল, হে অমুক! হে অমুক! হে অমুক! আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলিয়াছেন ঃ يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الخ অতঃপর মাথাটা আবার ডুবিয়া যায়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই ঘটনা দেখিয়া খ্রিস্টানগণ মুসলমান হইয়া যায় এবং মুরতাদ হইয়া যাওয়া তিন ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হইয়া যায়। অতঃপর খলিফা আবূ জাফর মানসূরের পণের বিনিময়ে আমরা মুক্তি লাভ করি।

ইব্ন আসাকির (র)...... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন ঃ তুমি আল্লাহ্র নিকট এই দু'আ কর ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضٰى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ-

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এমন চিত্ত দান কর যাহা তোমার সাক্ষাতে বিশ্বাসী করিবে, তোমার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং তোমার দানে তৃপ্ত থাকিবে।'

সূরা বালাদ

২০ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ

(٢) وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ

(٣) وَ وَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۙ

(٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ؕ

(٥) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۘ

(٦) يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ؕ

(٧) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَدٌ ؕ

(٨) اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۙ

(٩) وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۙ

(١٠) وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ

১. শপথ করিতেছি এই নগরের,

২. আর তুমি এই নগরের অধিবাসী,

৩. শপথ জন্মদাতার ও যাহা সে জন্ম দিয়াছে।

৪. মানুষকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি ক্লেশের মধ্যে।

৫. সে কি মনে করে যে, কখনও তাহার উপর কেহ ক্ষমতাবান হইবে না ?
৬. সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করিয়াছি।'
৭. সে কি মনে করে যে, তাহাকে কেহ দেখে নাই ?
৮. আমি কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চক্ষু ?
৯. আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ ?
১০. এবং তাহাকে দুইটি পথ দেখাই নাই ?

তাফসীর ঃ খুসাইফ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা لا দ্বারা কাফিরদের উক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়া অতঃপর মক্কা নগরীর শপথ করিয়াছেন। শাবীব ইব্‌ন বিশ্‌র (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে নগরী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মক্কা।

وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! ভবিষ্যতে কোন এক সময় এই নগরীতে যুদ্ধ করা আপনার জন্য বৈধ হইবে। আবূ সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ সালিহ, আতিয়্যা, যাহ্‌হাক, কাতাদা, সুদ্দী এবং ইব্‌ন যায়েদ (র) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আপনি এখানে যাহা করিবেন, আপনার জন্য তাহাই বৈধ । কাতাদা (র) বলেন, এই নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা আপনার কোন অপরাধ নহে। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ কোন একদিনের কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা নগরকে মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য যুদ্ধ বৈধ করিয়াছিলেন।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আসমান-যমীন সৃষ্টির সময় হইতেই আল্লাহ্ তা'আলা এই মক্কা নগরীকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহার সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকিবে। ইহার বৃক্ষ কাটা যাইবে না এবং ইহার কাঁটা ছেঁড়াও যাইবে না। আল্লাহ্ একদিনের কিছু সময়ের জন্য আমার জন্য ইহাকে বৈধ করিয়াছিলেন। পুনরায় ইহার মর্যাদা ফিরিয়া আসিয়াছে। ফলে বিগত দিনের ন্যায় আজও ইহা মর্যাদাসম্পন্ন। শুন, উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিতদের নিকট আমার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কেহ যদি আল্লাহ্র রাসূলের যুদ্ধের সূত্র ধরে এইখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ প্রমাণ করিতে চাহে, তাহাকে তোমরা বলিয়া দিও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকেই কেবল অনুমতি দিয়াছিলেন, তোমাদেরকে নহে।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ইব্‌ন জারীর (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ الوالد। অর্থ যাহার সন্তান হয় আর مَا وَلَدَ অর্থ যাহার সন্তান হয় না। ইকরিমা (র) বলেন, الوالد। অর্থ যাহার সন্তান হয় না আর ماولد অর্থ যাহার সন্তান হয়।

মুজাহিদ, আবূ সালিহ, কাতাদা, যাহ্হাক, সুফিয়ান ছাওরী, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, সুদ্দী, হাসান বসরী, খুযাইফ ও শুরাহবীল (র) প্রমুখ বলেন ঃ الـوالـد দ্বারা উদ্দেশ্য আদম (আ) আর مـاولـد দ্বারা উদ্দেশ্য সমস্ত বনী আদম। এই ব্যাখ্যাটিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সঙ্গত। কারণ প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার শপথ করিয়াছেন। যাহা সমস্ত নগরী ও বাসস্থানের মা। আর এই আয়াতে শপথ করিয়াছেন উহার সকলের পিতা আদম (আ) ও তাঁহার সন্তানদের। আবূ ইমরান আল জওনী (র) বলেন ঃ والـد দ্বারা উদ্দেশ্য ইব্রাহীম (আ) আর مـاولـد দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁহার বংশধর। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্ন জারীরের পছন্দনীয় মত হইল, এই আয়াত দ্বারা ব্যাপকভাবে সকল পিতা ও সকল সন্তানই উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যাটিও ফেলিয়া দেওয়ার মত নহে।

لَـقَـدْ خَـلَـقْـنَـا الْاِنْـسَـانَ فِىْ كَـبَـدٍ ইব্ন মাসউদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) এবং ইকরিমা, মুজাহিদ, খায়ছামা ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল মানুষকে আমি অত্যন্ত সুঠাম, সুদেহী ও ঠিকঠাক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। মায়ের পেটে থাকিতেই আমি এইরূপ করিয়া থাকি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّـهَا الْاِنْـسَـانُ مَـاغَـرَّكَ بِـرَبِّـكَ الْـكَـرِيْـمِ الَّذِىْ خَلَقَـكَ فَـسَوّٰكَ فَـعَـدَلَـكَ فِىْ اَىِّ صُـوْرَةٍ مَّـاشَـاۤءَ رَكَّـبَـكَ

অর্থাৎ হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম ও সুসমঞ্জস করিয়াছেন, যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَـقَـدْ خَـلَـقْـنَـا الْاِنْـسَـانَ فِىْ اَحْـسَـنِ تَـقْـوِيْـمٍ অর্থাৎ আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।

ইব্ন আবূ নাজীহ, জুরায়জ ও আতা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এই আয়াতের অর্থ, আমি মানুষকে শক্তিশালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ আমি মানুষকে ক্লেশ ও জীবিকা উপার্জনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি। কাতাদা (র) বলেন ঃ আমি মানুষকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আব্দুল হামীদ ইব্ন জাফর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল হামীদ ইব্ন জাফর (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আলী জাফর বাকির (র) জনৈক আনসারীকে لَـقَـدْ خَـلَـقْـنَـا الخ -এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে বলিলেন ঃ

এই আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সুঠাম ও সুদেহী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আবূ জাফর (র) এই ব্যাখ্যাটি অস্বীকার করেন নাই।

হাসান বসরী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মানুষ একদিকে দুনিয়ার জন্য ক্লেশ ভোগ করে অপরদিকে আখিরাতের জন্য কষ্ট করে। ইব্‌ন জারীরের মতে كبد দ্বারা ক্লেশ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন।

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (র) বলেন ঃ মানুষ কি মনে করে যে, তাহার সম্পদ ছিনাইয়া নেওয়ার শক্তি কাহারো নাই ?

কাতাদা (র) বলেন, মানুষ মনে করে তাহাদের এই সম্পদ সম্পর্কে কেহই এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে না যে, তুমি ইহা কোথা হইতে উপার্জন করিয়াছ এবং কোথায় ব্যয় করিয়াছ ?

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا অর্থাৎ মানুষ বলে, আমি প্রচুর সম্পদ নিঃশেষ করিয়াছি। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ এই অর্থ করিয়াছেন।

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ মুজাহিদ (র) বলেন ঃ মানুষ কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দেখে নাই? পূর্বসূরী অনেক মুফাস্সিরই এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ অর্থাৎ আমি কি মানুষকে দেখিবার জন্য দুইটি চোখ, মনে কথা ব্যক্ত করিবার জন্য জিহ্বা এবং দুইটি ওষ্ঠ দান করি নাই, যাহা দ্বারা কথা বলার ও পানাহারে সুবিধা হয় এবং মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) আবূ রবী দামেশকীর জীবনীতে মাকহুল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাকহুল (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে বড় বড় এত নিয়ামত দান করিয়াছি যাহা তোমরা গুণিয়া শেষ করিতে পারিবে না এবং যাহার তোমরা যথাযথ কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে পারিবে না। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি নিয়ামত হইল, আমি তোমাদেরকে দুইটি চক্ষু দান করিয়াছি যদ্দারা তোমরা দেখ আবার উহার উপর আবরণ দান করিয়াছি। অতএব আমি তোমাদের জন্য যাহা বৈধ করিয়াছি দুই চক্ষু দ্বারা উহা দেখ। আর আমি যাহা তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছি যদি উহা চোখের সামনে পড়িয়া বসে তাহা হইলে পর্দা দ্বারা চোখ ঢাকিয়া ফেল। আমি তোমাদেরকে কথা বলিবার জন্য রসনা দিয়াছি এবং উহার গেলাফ দান করিয়াছি। সুতরাং আমি তোমাদেরকে যে কথা বলিবার আদেশ ও অনুমতি দিয়াছি কেবল তাহাই বল আর যাহা বলিতে নিষেধ করিয়াছি তাহা বলিতে বিরত থাক। আমি তোমাদেরকে যৌনাঙ্গ দান করিয়াছি। অনুমোদিত পন্থায় তোমরা উহা ব্যবহার কর আর নিষিদ্ধ পন্থায় উহা দ্বারা ঢাকিয়া রাখ। হে আদম সন্তান! আমার রোষ ও শাস্তি সহ্য করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই।

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ অর্থাৎ আমি কি মানুষকে দুইটি পথ দেখাই নাই ?

সুফিয়ান সাওরী (র) ...... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দুইটি পথ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ভালো ও মন্দ পথ। আলী ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ, ইকরিমা (র) প্রমুখ ইহাই বলিয়াছেন।

ইব্ন ওহাব (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষের জন্য ভালো ও মন্দ দুইটি পথ রহিয়াছে, কেন তোমরা ভালো পথ ত্যাগ করিয়া মন্দ পথে চল ?" এই হাদীসটি খুবই দুর্বল।

(١١) فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ۝

(١٢) وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۝

(١٣) فَكُّ رَقَبَةٍ ۝

(١٤) أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ۝

(١٥) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝

(١٦) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

(١٧) ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ۝

(١٨) أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۝

(١٩) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ۝

(٢٠) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ ۝

১১. সে তো বন্ধুর গিরিপথ অবলম্বন করে নাই।
১২. তুমি কী জান— বন্ধুর গিরিপথ কী ?
১৩. ইহা হইতেছে ঃ দাসমুক্তি
১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান—
১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে,
১৬. অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,
১৭. তদুপরি অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদিগের এবং তাহাদিগের যাহারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের;
১৮. ইহারাই সৌভাগ্যশালী।

১৯. এবং যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, উহারাই হতভাগ্য।
২০. উহারা হইবে অগ্নি-পরিবেষ্টিত।

তাফসীর ঃ ইব্ন জারীর (র) ...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ এই আয়াতে لَا اقْتَحَمَ অর্থ ما دخل অর্থাৎ প্রবেশ করে নাই আর اَلْعَقَبَةَ দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নামের একটি পর্বত।

কা'ব আল-আহবার (র) বলেন ঃ আকাবা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, জাহান্নামে অবস্থিত সত্তরটি স্তর বিশিষ্ট পর্বত। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ জাহান্নামের গিরিপথ। কাতাদা (র) বলেন ঃ ইহা একটি বন্ধুর ও দুর্গম গিরিপথ। আল্লাহ্র আনুগত্য করিয়া তোমরা উহা অতিক্রম কর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই আকাবা অতিক্রমের পদ্ধতি সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ অর্থাৎ দাস মুক্ত করা এবং আল্লাহ্র নামে আহার করানো।

ইমাম আহমদ (র) সাঈদ ইব্ন মারজানা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মারজানা (র) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ কোন ঈমানদার গোলামকে মুক্ত করিয়া দিলে আল্লাহ্ তা'আলা উহার এক একটি অংগের বিনিময়ে তাহার এক একটি অংগকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এই ভাবে হাতের বিনিময়ে তাহার হাত, পায়ের বিনিময়ে পা ও যৌনাঙ্গের বিনিময়ে যৌনাঙ্গ জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে।" আলী ইব্ন হুসায়ন (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সত্যি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইহা শুনিয়াছ? সাঈদ (র) বলিলেন, হ্যাঁ, শুনিয়াছি। অতঃপর আলী ইব্ন হুসায়ন (র) স্বীয় এক গোলামকে বলিলেন, মুতাররাফকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। মুতাররাফ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে তিনি বলিলেন ঃ যাও, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমি তোমাকে আযাদ করিয়া দিলাম। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ী ও সাঈদ ইব্ন মারজানা (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিমের বর্ণনা মতে আলী ইব্ন হুসায়ন (র) যাহাকে আযাদ করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন যয়নুল আবেদীন। আলী ইব্ন হুসায়ন (র) তাহাকে দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন মুসলমান পুরুষ যদি কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করিয়া দেয়; তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই আযাদকৃত গোলামের এক একটি হাড়ের বিনিময়ে তাহার এক একটি হাড়কে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। আর কোন মুসলিম নারী কোন মুসলিম দাসীকে আযাদ করিয়া দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার এক একটি হাড়ের বিনিময়ে তাহার এক একটি হাড়কে জাহান্নামের অগ্নি হইতে মুক্ত করিয়া দেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আমর ইব্‌ন আবাসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন আবাসা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করিবার জন্য কেহ একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া দিলে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তাহার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করিয়া রাখেন। কেহ একজন মুসলমান দাসীকে আযাদ করিলে উহার উসিলায় তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেহ ইসলামের অবস্থায় বৃদ্ধ হইয়া কেশ সাদা হইয়া গেলে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নূর হইয়া যায়।"

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ কোন মুসলিম দাসীকে আযাদ করিয়া দিলে তাহার এক একটি অংগের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা আযাদকারীর এক একটি অংগকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। কেহ আল্লাহ্‌র পথে বৃদ্ধ হইয়া কেশ সাদা হইয়া গেলে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নূরের রূপ ধারণ করে এবং কোন ব্যক্তি শত্রুর গায়ে তীর ছুঁড়িয়া লক্ষ্য অর্জন করিল বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, ইহাতে সে বনী ইসমাঈলের একজন দাস মুক্তির সওয়াব পাইবে।

ইমাম আহমদ (র)...... আমর ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া বালেগ হওয়ার পূর্বেই যদি মারা যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহুর পথে বার্ধক্যে উপনীত হইয়া কেশ সাদা হইলে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নূরের রূপ ধারণ করিবে। কেহ শত্রুর গায়ে তীর নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্য অর্জিত হোক বা না হোক উহার উসিলায় তাহাকে একটি দাস মুক্তির সওয়াব দেওয়া হইবে।

কেহ কোন ঈমানদার দাসীকে মুক্ত করিয়া দিলে উহার প্রতিটি অংগের বিনিময়ে তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে এক জোড়া বস্ত্র দান করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলিয়া দিবেন। উহার যে দরজা দিয়া ইচ্ছা সে প্রবেশ করিতে পারিবে।

ইমাম আহমদ (র).... উকবা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি একজন মুসলিম দাসীকে আযাদ করিয়া দিবে উহার উসিলায় তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে।"

ইমাম আহমদ (র)..... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি আ'মল বাতাইয়া দিন যাহাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি তো অল্প কথায় অনেক বড় প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছ! আচ্ছা, তুমি গোলাম আযাদ কর আর দাস মুক্ত কর।"

লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই দুইটি কাজ কি একই জিনিস নয় কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "না এক নহে– প্রথমটির অর্থ হইল তোমার একাই একটি গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া আর দ্বিতীয়টি হইল, গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা, গরীব-মিসকীনকে দুধ পান করার জন্য গাভী দান করা ও অত্যাচারী আত্মীয়ের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এইগুলি যদি না পার তো ক্ষুধার্তকে আহার দান কর; পিপাসার্তকে পানি পান করাও, সৎ কাজের আদেশ কর ও অসৎ কাজ করিতে নিষেধ কর। যদি ইহাও না পার তাহা হইলে ভালো ছাড়া কোন কথা বলিও না।"

أَوْ اِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ذِىْ مَسْغَبَةٍ অর্থ ذِى مَجَاعَةٍ অর্থাৎ ক্ষুধার্ত। ইকরিমা, মুজাহিদ, যাহ্হাক এবং কাতাদা (র) প্রমুখ এইরূপ বলিয়াছেন যে, السغب। অর্থ ক্ষুধা।

يَّتِيْمًا ذَامَقْرَبَةٍ অর্থাৎ আত্মীয় ইয়াতীমকে এইরূপ খাবার দান কর। ذَامَقْرَبَةٍ অর্থ ذَاقَرَابَةٍ مِنْهُ অর্থাৎ আত্মীয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমা, হাসান এবং সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... সালমান ইব্‌ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মিসকীনকে দান করিলে এক গুণ সওয়াব পাওয়া যায় আর আত্মীয়কে দান করিলে সওয়াব পাওয়া যায় দুই গুণ। এক গুণ দানের আরেক গুণ আত্মীয়তা বজায় রাখার।" ইমাম তিরমিযী এবং নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

أَوْ مِسْكِيْنًا ذَامَتْرَبَةٍ "অথবা আহার দান কর দারিদ্র্য নিষ্পেষিত মিসকীনকে।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ذَامَتْرَبَةٍ অর্থ পথে পড়িয়া থাকা এমন ব্যক্তি যাহার কোন সহায় নাই। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন ذَامَتْرَبَةٍ অর্থ মুসাফির। ইকরিমা (র) বলেন ঃ ঋণগ্রস্ত অসহায় দরিদ্র। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন ঃ যাহার কেহ নাই।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ এইসব সুন্দর ও পবিত্র গুণাবলীর সাথে সাথে অন্য ঈমানদার এবং আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিদান লাভের আশাবাদী। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ اَرَادَ الاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا ـ

অর্থাৎ যে আখিরাত কামনা করে এবং ঈমানের সহিত উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদের সেই চেষ্টা সফল হইবে।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ অর্থাৎ অন্যের অত্যাচারের ধৈর্যধারণ করিবার এবং অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবার জন্য পরস্পর উপদেশ বিনিময় করে। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যাহারা অন্যের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ্ তাঁহাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, আকাশবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন।"

অন্য হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ্ তাহার প্রতি দয়া করেন না।"

ইমাম আবূ দাউদ (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দের হক আদায় করে না সে আমাদের লোক নহে।

أُولَٰئِكَ أَصْحَٰبُ الْمَيْمَنَةِ অর্থাৎ এইসব গুণের অধিকারী লোকেরা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَٰبُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ

অর্থাৎ যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহারা হইল হতভাগ্য আসহাবুশ্ শিমালের অন্তর্ভুক্ত। অগ্নি উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে। উহা হইতে কোন প্রকারে তাহারা রেহাই পাইবে না।

আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমা (র) প্রমুখ বলেন ঃ مُّؤْصَدَةٌ অর্থ مطبقة অর্থাৎ পরিবেষ্টিত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مُّؤْصَدَةٌ অর্থ مغلقة الأبواب। অর্থাৎ রুদ্ধদ্বার। কাতাদা (র) বলেন ঃ অগ্নি উহাদিগকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে যে, উহাতে কোন ছিদ্র থাকিবে না, আলোর কোন রেশ প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকারে সেই বেষ্টনী হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

সূরা শাম্‌স

১৫ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীস উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মুআয (রা)-কে বলিয়াছিলেন ঃ "কেন তুমি সূরা শাম্‌স ও লায়ল দ্বারা নামায পড়িলে না?"

(١) وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝

(٢) وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝

(٣) وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝

(٤) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝

(٥) وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝

(٦) وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝

(٧) وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝

(٨) فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝

(٩) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝

(١٠) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝

১. শপথ সূর্যের এবং উহার কিরণের,
২. শপথ চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়,
৩. শপথ দিবসের, যখন সে উহাকে প্রকাশ করে,
৪. শপথ রজনীর, যখন সে উহাকে আচ্ছাদিত করে,
৫. শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার,
৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি উহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন তাঁহার,
৭. শপথ মানুষের এবং তাঁহার, যিনি উহাকে সুঠাম করিয়াছেন,
৮. অতঃপর উহাকে উহার অসৎ কর্ম ও উহার সৎ কর্মের জ্ঞান দান করিয়াছেন।
৯. সেই সফলকাম হইবে, যে নিজেকে পবিত্র করিবে।
১০. এবং সেই ব্যর্থ হইবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে।

তাফসীর ঃ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا মুজাহিদ (র) বলেন, وَضُحٰهَا অর্থ وضوءها অর্থাৎ সূর্যের কিরণ। কাতাদা (র) বলেন ঃ وَالشَّمْسِ অর্থ গোটা দিন। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ সঠিক কথা হইল এই যে, এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য ও উহার দিবসের শপথ করিয়াছেন। কেননা সূর্যের কিরণ দিনের বেলায়ই প্রকাশ হইয়া থাকে।

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا মুজাহিদ (র) বলেন ঃ تَلٰهَا অর্থ تبعها অর্থাৎ শপথ চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের অনুগমন করে। মালিক (র) যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ, শপথ চন্দ্রের, যখন উহা বদরের রাত্রিতে সূর্যের অনুগমন করে।

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اِذَا جَلّٰهَا অর্থ اضاء। অর্থাৎ দিবসের শপথ যখন উহা আলোকিত হয়।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন উহা সূর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া জগতকে অন্ধকারময় করিয়া তোলে।

ইয়াযিদ ইব্‌ন যী হামাদাহ (র) বলেন ঃ রাত্রি আসিলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাদেরকে আমার বৃহৎ এক সৃষ্টি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মানুষ রাত্রিকে ভয় করে। অথচ যিনি উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে আরো অধিক ভয় করা উচিত। (ইব্‌ন আবী হাতিম)

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতে ما হরফটি মাসদারিয়া। অর্থাৎ শপথ আকাশ ও উহা যিনি নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ما অর্থ من অর্থাৎ শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার। তবে উভয় অর্থই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا মুজাহিদ (র) বলেন ঃ طَحٰهَا অর্থ دحاها অর্থাৎ বিস্তৃত করিয়াছেন। আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, مَا طَحٰهَا অর্থ مَا خَلَقَ فِيْهَا অর্থাৎ উহাতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, طَحٰهَا অর্থ قسمها অর্থাৎ বিভক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক, সুদ্দী, ছাওরী, আবূ সালিহ ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ مَا طَحٰهَا অর্থ بَسَطَهَا অর্থাৎ বিছাইয়া দিয়াছেন। এই মতটিই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মত ইহাই।

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا অর্থাৎ শপথ মানুষের এবং তাঁহার যিনি উহাদেরকে সুঠাম ও সুন্দর করিয়া সঠিক ফিতরতের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক সন্তানই সঠিক ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাহাদের মাতা-পিতা তাহাদেরকে ইয়াহুদী, নাসারা ও মজুসী রূপে গড়িয়া তোলে।

সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাদেরকে আমি সঠিক মন মানসিকতা দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান প্রতারণা করিয়া উহাদেরকে দীনের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে।"

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ভালো ও মন্দ উভয় পথের জ্ঞান দান করিয়া ভালো পথে চলিবার হিদায়াত দিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সামনে সৎ ও অসৎ উভয় পথ খুলিয়া দিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক এবং ছাওরী (র)-ও এই কথা বলিয়াছেন। ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ হইল, মানুষের স্বভাবে তিনি ভালো ও মন্দ কর্মের প্রবণতা রাখিয়া দিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)....... আবুল আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন তো, মানুষ প্রতিনিয়ত যাহা কিছু করিয়া থাকে, উহা কি আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত না কি মানুষ নিজ হইতেই করিয়া থাকে। উত্তরে আমি বলিলাম, নিজ হইতে নহে বরং ইহা সবই পূর্ব নির্ধারিত, উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, তাহা হইলে মানুষের অপরাধটা কি? আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, জগতের প্রতিটি জিনিস তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, সবকিছুর মালিক ও অধিকর্তা তিনিই। তাঁহার কোন কাজে বা সিদ্ধান্তে আপত্তি করিবার অধিকার কাহারো নাই। আমরা সকলেই একদিন তাঁহার সম্মুখে জিজ্ঞাসিত হইব। অতঃপর আমি বলিলাম, আসলে আমিও আপনার মতে একমত। শুধু আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। শুন, সুযায়না কিংবা জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে

উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "মানুষ যাহা কিছু করে সবই পূর্ব নির্ধারিত। শুনিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে আমাদের আমল করার দরকার কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে স্তরের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন সে উহার কাজই করিতে থাকিবে। জান্নাতী হইলে জান্নাতের কাজ করিবে আর জাহান্নামী হইলে জাহান্নামের কাজ করিবে। ইহার সমর্থনে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ই এ আয়াতের দুই রকম অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করিল সে সফলকাম হইবে। আর আল্লাহ্‌র আনুগত্য বর্জন করিয়া নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিল সে হইবে ব্যর্থ।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে পবিত্র করিবেন সে সফলকাম হইবে আর যাহাকে কলুষাচ্ছন্ন করিবেন সে ব্যর্থ হইবে। আওফী ও আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) قَدْ اَفْلَحَ। الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ "সফল সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র করিয়াছেন।"

তাবারানী (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَنَفْسٍ وَّمَا। الخ - এই আয়াতটি পড়িয়া থামিয়া গেলেন এবং বলিলেন ঃ "হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে তাকওয়া দান কর, তুমি আমার মালিক ও অভিভাবক এবং তুমি উত্তম পবিত্রকারী।"

ইমাম আহমদ (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি বিছানায় দেখিতে না পাইয়া অন্ধকারে হাতাইয়া দেখিলাম যে, তিনি সিজদায় পড়িয়া বলিতেছেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি তাকওয়া দান কর। তুমি আমার হৃদয়ের অধিকর্তা। আমার হৃদয়কে তুমি পবিত্র করিয়া দাও, তুমি উত্তম পবিত্রকারী।"

ইমাম আহমদ (র).... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আটি পাঠ করিতেন ঃ

اللهم انى اعوذبك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل و
عذاب القبر اللهم ات نفس تقواها وزكها انت خير من زكها انت
وليها ومولاها اللهم انى اعوذبك من قلب لايخشع ومن نفس لاتشبع
وعلم لاينفع ودعوة لايستجاب لها -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কার্পণ্য ও কবর আযাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে তুমি তাকওয়া দান কর ও উহাকে পবিত্র কর। তুমি উত্তম পবিত্রকারী ও অন্তরের অধিকর্তা। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আমি পানাহ চাই এমন হৃদয় হইতে যাহা তোমার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয় না, এমন নফস হইতে যাহা তৃপ্ত হয় না, এমন ইলম হইতে যাহাতে কোন উপকার হয় না এবং এমন দু'আ হইতে যাহা কবূল করা হয় না।" যায়দ ইব্‌ন আরকাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে এই দু'আটি শিক্ষা দিতেন আর আমরা এখন তোমাদেরকে শিখাইয়া দিতেছি। ইমাম মুসলিম (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(١١) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰىهَآ ۖ

(١٢) إِذِ انۢبَعَثَ أَشْقٰىهَا ۖ

(١٣) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۗ

(١٤) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۖ

(١٥) وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۗ

১১. ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করিয়াছিল।

১২. উহাদিগের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হইয়া উঠিল,

১৩. তখন আল্লাহ্‌র রাসূল উহাদিগকে বলিল, 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও উহাকে পানি পান করাইবার বিষয়ে সাবধান হও।'

১৪. কিন্তু উহারা রাসূলকে অস্বীকার করিল এবং উহাকে কাটিয়া ফেলিল। উহাদিগের পাপের জন্য উহাদিগের প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিয়া দিলেন।

১৫. এবং ইহার পরিণামের জন্য আল্লাহ্‌র আশংকা করিবার কিছু নাই।

তাফসীর ঃ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, তাহারা অবাধ্যতাবশত তাহাদিগের রাসূলদেরকে অস্বীকার করিয়াছিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) বলেন, بِطَغْوَاهَا অর্থ بِاَجْمَعِهَا অর্থাৎ সকলে মিলিয়া। তবে প্রথম অর্থটিই উত্তম।

اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا অর্থাৎ যখন গোত্রের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তিটি তৎপর হইয়া উঠিল, সেই লোকটি নাম কুদার ইব্‌ন সালিফ। এই লোকটি অত্যন্ত ভদ্র কুলীন ও

নেতৃস্থানীয় ও মাননীয় ছিল। যেমন এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন খুতবা দানকালে উষ্ট্রী ও উহার হত্যাকারীর সম্পর্কে বলিলেন ঃ "যখন উহাদের সর্বাধিক হতভাগ্য লোকটি তৎপর হইয়া উঠিল। এই লোকটি ছিল আবূ যামআর ন্যায় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)..... আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আলী (রা)-কে বলিলেন ঃ আমি তোমাকে হতভাগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সংবাদ দিব? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "মানুষের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য হইল দুই ব্যক্তি। একজন হইল ছামূদ সম্প্রদায়ের আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী হত্যাকারী; অপরজন হইল সেই ব্যক্তি যে তোমার কপালে আঘাত করিবে, এমনকি রক্তে তোমার দাঁড়ি ভিজিয়া যাইবে।"

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا অর্থাৎ তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তথা হযরত সালিহ (আ) বলিলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র উষ্ট্রীকে ভয় করিয়া চল, উহার কোন ক্ষতিসাধন করিও না এবং উহার পানি পান করার ব্যাপারে সীমালংঘন করিও না। সে একদিন পানি পান করিবে আর একদিন তোমরা তোমাদের পশুপালকে পান করাইবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا অর্থাৎ রাসূল তাহাদের নিকট যে বাণী লইয়া আসিয়া ছিলেন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং অবশেষে সেই উষ্ট্রীটিকে কাটিয়া ফেলিল, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিদর্শন স্বরূপ পাথর খণ্ড হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا অর্থাৎ ফলে উহাদের পাপের জন্য উহাদের প্রতিপালক রাগান্বিত হইয়া উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিয়া দেন।

কাতাদা (র) বলেন, কুদার উষ্ট্রীকে হত্যা করিবার পূর্বে সে সম্প্রদায়ের ছোট বড় নারী-পুরুষ সকলেই এক বাক্যে তাহার হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে উষ্ট্রী হত্যার অপরাধে সকলেই অপরাধী সাব্যস্ত হইলে আল্লাহ্ তা'আলা নির্বিচারে সকলকেই সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন।

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করিতে আল্লাহ্ তা'আলা কাহারো পরোয়া করেন না। পরিণামে কি হইবে, না হইবে তাহা আল্লাহ্‌র চিন্তার বিষয় নহে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান ও বকর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ মুযনী (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহ্‌হাক ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, উষ্ট্রী হত্যাকারী লোকটি ইহার পরিণামের আশংকা করে নাই। তবে প্রথম কথাটিই উত্তম।

সূরা লায়ল

২১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ

(٢) وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ

(٣) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۙ

(٤) اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۗ

(٥) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۙ

(٦) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ

(٧) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۗ

(٨) وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ

(٩) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ

(١٠) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۗ

(١١) وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۗ

১. শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে,
২. শপথ দিবসের, যখন উহা আবির্ভূত হয়,
৩. এবং শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন–
৪. অবশ্যই তোমাদিগের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।

৫. সুতরাং কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে
৬. এবং যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করিলে,
৭. আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।
৮. এবং কেহ কার্পণ্য করিলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে,
৯. আর যাহা উত্তম তাহা বর্জন করিলে,
১০. তাহার জন্য আমি সুগম করিয়া দিব কঠোর পরিণামের পথ।
১১. এবং তাহার সম্পদ তাহার কোন কাজে আসিবে না, যখন সে ধ্বংস হইবে।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)...... আলকামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলকামা (র) একদিন শামে আসিয়া দামেস্কের মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িলেন, অতঃপর বলিলেন اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا হে আল্লাহ্! আমাকে একজন সৎ সংগী দান কর। অতঃপর উঠিয়া হযরত আবুদ্দারদা (রা)-এর পাশে গিয়া বসিলেন। দেখিয়া আবুদ্দারদা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? তিনি বলিলেন, কুফায়। আবুদ্দারদা (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তুমি কি বলিতে পার যে, ইব্ন উম্মে আবদ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى الخ এই সূরাটি কিভাবে পড়েন? আলকামা (র) বলিলেন, তিনি وَالذَّكَرَ وَالاُنْثٰى পড়িতেন। শুনিয়া আবুদ্দারদা (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, আমিও তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এইরূপ পড়িতে শুনিয়াছি। কিন্তু এই লোকগুলি আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে।

এই হাদীসটি বুখারী শরীফে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সংগী ও শিষ্যগণ হযরত আবুদ্দারদা (রা)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরআতের সমর্থক কে? তাহারা বলিল, আমরা সকলেই তাঁহার কিরআতের সমর্থক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে মুখস্ত শক্তি বেশী কাহার? উত্তরে সকলে আলকামাকে দেখাইয়া দিলেন। আবুদ্দারদা (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, বলতো আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى الخ এই সূরাটি কিভাবে পড়িতেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তিনি وَالذَّكَرَ وَالاُنْثٰى পাঠ করিতেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও এইরূপ পড়িতে শুনিয়াছি আর ইহারা চায় যে, আমি وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالاُنْثٰى পড়ি। আল্লাহ্র শপথ! আমি ইহাদের গ্রাহ্য করিব না। ইহা ইব্ন মাসউদ ও আবুদ্দারদা (রা)-এর কিরআত।

পক্ষান্তরে জমহুর আলিমগণ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالاُنْثٰى পড়িয়া থাকেন। বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত মুসহাফে উছমানীতে ইহাই লিখা আছে।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى অর্থাৎ শপথ রাতের যখন সে সমগ্র সৃষ্টিকে অন্ধকার দ্বারা ঢাকিয়া ফেলে।

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى অর্থাৎ শপথ দিবসের যখন উহা আলোকিত হয়।

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى অর্থাৎ আরো শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি। আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুকে আমি জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি। উপরের এই কয়টি বিষয়ের শপথ করিয়া অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى অর্থাৎ মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টা বিভিন্ন হইয়া থাকে। কেহ ভালো কাজ করে আর কেহ করে মন্দ কাজ।

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক নিজের সম্পদ হইতে দান করিল, প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিল এবং আল্লাহ্‌র প্রতিদানকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল। কাতাদা (র) বলেন ঃ اَلْحُسْنٰى অর্থ প্রতিদান। আবূ আব্দুর রহমান ও যাহ্হাক (র) বলেন اَلْحُسْنٰى অর্থ লা-ইলাহা ইল্লাহ্। অর্থাৎ যে কলেমা তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করিল। ইকরিমা (র) হইতে এক বর্ণনায় আছে যে, اَلْحُسْنٰى অর্থ আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামত। ইব্‌ন যায়েদ (র) হইতে এক বর্ণনায় আছে, اَلْحُسْنٰى অর্থ নামায, যাকাত ও রোযা।

এক হাদীসে আছে যে, হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, اَلْحُسْنٰى অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ "হুসনা হইল জান্নাত।"

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى অর্থাৎ আমি তাহার জন্য সহজ পথ সুগম করিয়া দিব। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ لِلْيُسْرٰى অর্থ لِلْخَيْرِ অর্থাৎ কল্যাণের পথ। যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, يُسْرٰى জান্নাত। অর্থাৎ আমি তাহার জান্নাতের পথ সুগম করিয়া দিব।

وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ অর্থাৎ আর কেহ আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিতে কার্পণ্য করিলে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে ও পরকালের প্রতিদানকে অস্বীকার করিলে তাহার জন্য

অকল্যাণের পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ নিয়ম আছে যে, কেউ সৎকর্ম করিলে উহার পুরস্কার স্বরূপ পরবর্তীতে তাহাকে আরো সৎ কাজ করিবার তাওফীক দেওয়া হয় এবং কেহ কোন মন্দ কাজ করিলে শাস্তি স্বরূপ পরবর্তীতে তাহাকে আরো মন্দ কাজ করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার সপক্ষে কুরআন ও হাদীসের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র).... আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) বলেন যে, আবূ বকর (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব আমল করিয়া থাকি, তাহা কি পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী না-কি নবসৃষ্ট ব্যাপার? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, নবসৃষ্ট ব্যাপার নহে বরং পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ীই হইয়া থাকে। শুনিয়া আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহা হইলে আমাদের আমল করিয়া লাভ কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জন্য সে কাজের সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন।"

ইমাম বুখারী (র).... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলিয়াছেন ঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বাকীয়ে গারকাদে জানাযার নামায় পড়িতে গিয়াছিলাম। তখন কথা প্রসংগে তিনি বলিলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তাহা পূর্ব হইতেই লিখিয়া রাখা হইয়াছে।" শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা হইলে তো আমরা আমল ছাড়িয়া দিয়া উহার উপরই ভরসা করিয়া থাকিতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "না, আমল করিতে থাক। আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে সেই কাজের সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন।" অতঃপর তিনি فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى হইতে لِلْعُسْرٰى পর্যন্ত পাঠ করেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, উমর (রা) একদিন বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা যেসব আমল করিয়া থাকি উহা কি পূর্ব নির্ধারিত না-কি নবসৃষ্ট? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "পূর্ব নির্ধারিত। তবে হে উমর! তুমি আমল করিতে থাক। কারণ, সকলকেই আল্লাহ্ তা'আলা আমলের সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন। সৌভাগ্যবানরা সৌভাগ্যের আমল করিবে আর হতভাগ্যরা হতভাগ্যের আমল করিবে।"

ইব্ন জারীর (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা যাহা করি তাহা কি পূর্ব নির্ধারিত, না-কি নবসৃষ্ট? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "পূর্ব নির্ধারিত।" শুনিয়া সুরাকা (রা) বলিলেন, তাহা হইলে আমরা আমল করিব কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "প্রত্যেক আমলকারীকে নিজ নিজ আমলের জন্য সুযোগ দিয়া রাখা হইয়াছে।"

ইমাম আহমদ (র)............ আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, সাহাবাগণ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল আমরা সেসব আমল করি তাহা কি পূর্ব হইতেই নির্ধারিত না-কি নবসৃষ্ট বিষয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "নবসৃষ্ট বিষয় নহে– বরং পূর্ব হইতেই নির্ধারিত।" শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে আমরা আমল করি কেন? হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "যাহাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাকে সে কাজের জন্যই তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে।"

ইব্ন জারীর (র)...... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় সূর্যের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই ফেরেশতা বলিতে থাকে যে, "হে আল্লাহ্! দানশীলকে উত্তম বিনিময় দান কর আর কৃপণের সম্পদ বিনাশ কর।" মানুষ এবং জিন ব্যতীত সকলেই এই আওয়াজ শুনিতে পায়। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى الخ।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ এই আয়াতগুলি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন ঃ

ইব্ন জারীর (র)..... আমির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, 'আমির ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় যে সব বৃদ্ধা মহিলা ও দুর্বল মানুষ, যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিত, আযাদ করিয়া দিতেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার পিতা একদিন বলিলেন, বৎস! এই দুর্বল লোকদেরকে আযাদ না করিয়া যদি তুমি শক্তিশালী বলিষ্ঠ পুরুষদেরকে আযাদ করিতে, তাহা হইলে পরবর্তীতে তাহারা তোমার কাজে আসিত। উত্তরে আবূ বকর (রা) বলিলেন, ইহার প্রতিদান তো আমি দুনিয়াতে নহে আখিরাতে পাওয়ার আশা রাখি। এই প্রসংগেই আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে।

وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدّٰى মুজাহিদ (র) বলেন, اِذَا تَرَدّٰى অর্থ اذا مات অর্থাৎ মৃত্যুর পর সম্পদ তাহার কোন উপকারে আসিবে না। আবূ সালিহ ও মালিক (র) যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঃ اِذَا تَرَدّٰى অর্থ اذا تردى فى النار অর্থাৎ যখন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে।

(١٢) اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝

(١٣) وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۝

(١٤) فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝

(١٥) لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۝

(١٦) الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ○

(١٧) وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ○

(١٨) الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ○

(١٩) وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ○

(٢٠) اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ○

(٢١) وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ○

১২. আমার কাজ তো কেবল পথ নির্দেশ করা,
১৩. আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের।
১৪. আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি,
১৫. উহাতে প্রবেশ করিবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য,
১৬. যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়;
১৭. আর উহা হইতে বহু দূরে রাখা হইবে পরম মুত্তাকীকে,
১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্ম-শুদ্ধির জন্য।
১৯. এবং তাহার প্রতি কাহারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে,
২০. কেবল তাহার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়,
২১. সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করিবে।

তাফসীর ঃ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, কোন্‌টা হালাল আর কোন্‌টা হারাম, তাহা বলিয়া দেওয়ার দায়িত্ব আমার। অন্যরা বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে চলিবে সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সন্ধান লাভ করিবে। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَإِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى অর্থাৎ আমিই ইহলোক ও পরলোকের মালিক অর্থাৎ সবকিছুর মালিকানা আমারই, আমিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিয়া থাকি।

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى মুজাহিদ (র) বলেন ঃ تَلَظّٰى অর্থ تـوهـج অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি।

ইমাম আহমদ (র)..... সিমাক ইব্‌ন হারব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সিমাক (র) বলেন, আমি নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি শুনিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন খুতবা দান কালে বলিয়াছিলেন ঃ "লোক সকল!

আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি।" কথাটি তিনি এত উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন যে, এখান হইতে বাজার পর্যন্ত উহার আওয়াজ শুনা গিয়াছিল। ইহা শুনিয়া তাঁহার কাঁধের চাদর পায়ের উপর পড়িয়া গিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র)....... নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নুমান ইব্‌ন বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হাল্‌কা সাজাপ্রাপ্ত জাহান্নামী সেই ব্যক্তি হইবে, যাহার দুই পায়ের পাতার উপর দুটি জ্বলন্ত অংগার রাখা হইবে, যাহাতে তাহার মস্তক উৎলিতে থাকিবে।" ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)...... নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সবচেয়ে হাল্‌কা সাজাপ্রাপ্ত জাহান্নামীর পায়ের জুতা জোড়া ও উহার ফিতা হইবে আগুনের, যাহার উত্তাপে ফুটন্ত পানির ন্যায় তাহার মস্তক উৎলিতে থাকিবে। তাহার শাস্তি সর্বাপেক্ষা লঘু হওয়া সত্ত্বেও সে মনে করিবে ইহা অপেক্ষা কঠিন শাস্তি আর হইতে পারে না।

لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقٰى অর্থাৎ নিতান্ত হতভাগ্য ছাড়া কেহ এই জাহান্নামের অগ্নিতে প্রবেশ করিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা اَشْقٰى তথা হতভাগ্য কাহারা উহারা ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ

اَلَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى অর্থাৎ হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে অন্তরে সত্যকে অস্বীকার করে এবং অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা আমল করা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "হতভাগ্য ছাড়া কেহ জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না।" জিজ্ঞাসা করা হয়, হতভাগ্য কে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে না এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানী হইতে বিরত থাকে না।"

ইমাম আহমদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অস্বীকারকারী কে? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ "যে আমার অনুসরণ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর যে আমার নাফরমানী করিবে, সে-ই অস্বীকারকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।" ইমাম বুখারী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র) ও ফুলায়হ (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقٰى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى অর্থাৎ এই জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইবে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে যে পূত-পবিত্র মুত্তাকী ও পরহেযগার।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করিয়া নিজেকে ও নিজের সম্পদ পবিত্র করিবার জন্য যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের কাজে নিজের সম্পদ ব্যয় করে।

وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى অর্থাৎ তাহার সেই সম্পদ ব্যয় করা কাহারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى অর্থাৎ এইসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি অচিরেই সন্তুষ্ট হইবে। বহুসংখ্যক মুফাস্‌সিরের মতে, এই আয়াতগুলি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। অনেকের মতে, সমস্ত মুফাসসিরই ইহাতে একমত। তবে ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, আবূ বকর (রা)-ও এইসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কারণ মানবীয় এমন কোন গুণ বাকী ছিল না, যাহা তিনি অর্জন করেন নাই।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে একজোড়া বস্ত্র ব্যয় করিবে জান্নাতের দারোগা তাহাকে এই বলিয়া আহ্বান করিবে যে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! এই দিকে আস, এই দরজা সবচেয়ে উত্তম। শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কেহ এমন হইবে কি, যাহাকে জান্নাতের প্রতিটি দরজা হইতেই ডাকা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, আমি আশা রাখি যে, তুমিও উহাদের মধ্যে একজন হইবে।"

সূরা দুহা

১১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

আমাদের কাছে আবুল হাসান আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বায্‌যা মুকরী (র) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি ইকরিমা ইব্‌ন সুলায়মান (র)-এর কাছে কিরাআত পাঠ করিলাম। তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন কুস্তুনতীন ও শিব্‌ল ইব্‌ন আব্বাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তিলাওয়াত করিতে করিতে এই সূরা পর্যন্ত পৌঁছিবার পর তাঁহারা দু'জন বলিলেন, এখন হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি সূরার শেষে আল্লাহু আকবর বলিবে। আমরা ইব্‌ন কাছীর (র)-এর সামনে তিলাওয়াত করিয়াছিলাম। তিনিও আমাদেরকে এই কথা বলিয়াছেন। আবার ইব্‌ন কাছীরকে মুজাহিদ (র), মুজাহিদ (র)-কে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) এবং উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই শিক্ষা দিয়াছেন। আবুল হাসান আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) কেবল এই সুন্নতের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি কিরআত শাস্ত্রের ইমাম বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। তবে হাদীসের রাবী হিসাবে আবূ হাতিম রাবী তাঁহাকে দুর্বল আখ্যা দিয়া বলেন, আমি তাঁহার হাদীস গ্রহণ করি না। অনুরূপভাবে আবূ জাফর উকায়লী (র) বলেন, তাহার হাদীস অগ্রহণযোগ্য। তবে শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র) একদিন এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে এই তাকবীর দিতে শুনিয়া বলিলেন, তুমি ঠিকই করিয়াছ এবং সুন্নত অনুযায়ী আমল করিয়াছ। ইহাতে হাদীসটি সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

আবার এই তাকবীর কোন্ জায়গায় কিভাবে পাঠ করিতে হইবে, তাহাতে কারীদের মতভেদ রহিয়াছে। কেউ বলেন, সূরা লায়লের শেষ হইতে, কেহ বলেন, সূরা দুহার শেষ হইতে তাকবীর পড়িতে হইবে। তাকবীরের পদ্ধতি সম্পর্কে কেহ বলেন, শুধু 'আল্লাহু আকবর' বলিবে, কেহ বলেন, 'আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর' বলিতে হইবে।

সূরা দুহা হইতে এই তাকবীর বলার কারণ প্রসংগে কোন কোন কিরআত বিশেষজ্ঞ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী আগমন স্থগিত থাকার পর জিবরীল (আ) সূরা দুহা লইয়া আগমন করিলে তিনি খুশী ও আনন্দে 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া উঠেন। তবে এই তথ্যের কোন সনদ পাওয়া যায় নাই, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ইহার বাস্তবতা ও দুর্বলতা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(١) وَالضُّحٰى ۙ

(٢) وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ

(٣) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۗ

(٤) وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۗ

(٥) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۗ

(٦) اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۠

(٧) وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۠

(٨) وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۗ

(٩) فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۗ

(١٠) وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۗ

(١١) وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۠

১. শপথ পূর্বাহ্নের,

২. শপথ রজনীর যখন উহা হয় নিঝুম,

৩. তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই।

৪. তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।

৫. অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করিবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হইবে।

৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?

৭. তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।

৮. তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন;
৯. সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না;
১০. এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না।
১১. তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)…. আসওয়াদ ইব্ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ (র) বলেন, আমি জুন্দুব (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে তিনি একরাত বা দুইরাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠিতে পারেন নাই। ফলে ইহা দেখিয়া এক মহিলা আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! তোমার শয়তানটা তো মনে হয় তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই ঘটনা প্রসংগে সূরা দুহার এই আয়াতগুলি নাযিল হয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, জুন্দুব (রা) বলেন, একদা হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী লইয়া আসিতে বিলম্ব হইলে মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, মুহাম্মদের রব তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ আলোচ্য সূরাটি নাযিল করেন।

ইমাম আহমদ (র)….. আসওয়াদ ইব্ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইব্ন কায়স (র) বলেন, জুন্দুব (রা) বলিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঙ্গুলে একখণ্ড পাথর নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আঙ্গুলটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি তো একটি আঙ্গুল মাত্র আল্লাহ্র রাহে তোমাকে যখম করা হইয়াছে।" বর্ণনাকারী বলেন, ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুইরাত বা তিন রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠিতে পারেন নাই। ফলে এক মহিলা বলিল, কিহে মুহাম্মদ! তোমার শয়তানটা তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে বুঝি! এই প্রসংগে وَالضُّحٰى হইতে مَاقَلٰى পর্যন্ত নাযিল হয়। কেহ কেহ বলেন, এই মহিলাটি ছিল আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল।

তবে ইব্ন জারীর (র)….. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) বলেন, হযরত খাদীজা (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিমর্ষ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, মনে হয় আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা وَالضُّحٰى الخ নাযিল করেন। এই হাদীসটি মুরসাল রূপে বর্ণিত। এখানে খাদীজা (রা)-এর উল্লেখ সঠিক নয়।

ইব্ন ইসহাক (র)সহ কোন কোন পূর্বসূরী আলিম বলেন, জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে নিজের প্রকৃত আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিবার এবং আবতাহ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একান্ত সন্নিকটে আগমন করার পরবর্তী সময়ে এই সূরাটি নাযিল হয়।

আওফী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী লইয়া আগমন করিতে বিলম্ব হইয়া গেলে মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল, মুহাম্মদকে তাহার প্রতিপালক ছাড়িয়া দিয়াছে এবং তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা وَالضُّحٰى হইতে مَاقَلٰى পর্যন্ত নাযিল করেন।

এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা প্রভাত এবং নিঝুম রাতের শপথ করিয়াছেন যাহা আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ।

مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى অর্থাৎ শুন হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক তোমাকে ত্যাগও করেন নাই এবং তোমার প্রতি রুষ্টও হন নাই।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى অর্থাৎ পরকালের জীবন তোমার জন্য এই পার্থিব জীবন হইতে উত্তম। বস্তুত এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা বেশী যাহিদ ও দুনিয়া বিমুখ ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁহাকে দুনিয়াতে আজীবন থাকা এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলিয়া যাওয়ার মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হইলে তিনি আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলিয়া যাওয়াকেই বরণ করিয়া নিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, খালি চাটাইয়ের উপর শুইতে শুইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া যায়। একদিন ঘুম হইতে উঠিবার পর আমি তাঁহার দেহে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম এবং বলিলাম, হুযূর! অনুমতি হইলে চাটাইয়ের উপর আমি একটা কিছু বিছাইয়া দিতে চাই। উত্তরে তিনি বলিলেন, "আরে দুনিয়ার সহিত আমার কী সম্পর্ক! আমার ও দুনিয়ার উপমা তো হইল, সেই পথিকের ন্যায়, যে চলার পথে একটি গাছের ছায়াতলে কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিল। অতঃপর সেই স্থান ত্যাগ করিয়া আবার গন্তব্যস্থল অভিমুখে রওয়ানা হইল। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى অর্থাৎ আখিরাতে আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতদেরকে এত অধিক পরিমাণ নিয়ামত ও সম্মান দান করিবেন, যাহাতে আপনি সন্তুষ্টি হইয়া যাইবেন। বিশেষত আপনাকে হাওযে কাওছার দান করা হইবে।

ইমাম আবূ আমর আওযায়ী (র)...... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুসলমানদেরকে পরকালে যে সব নিয়ামত দেওয়া হইবে এক এক করিয়া উহার সবই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইলে খুশীতে তাঁহার মন ভরিয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল

করেন। জান্নাতে তাঁহাকে হাজার হাজার প্রাসাদে এবং প্রত্যেক প্রাসাদে অসংখ্য স্ত্রী ও সেবক দেওয়া হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ ইহাও যে, তাঁহার পরিবার-পরিজনের কেহ জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন। হাসান (র) বলেন ঃ ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল শাফায়াত। আবূ জাফর বাকির (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......... আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমরা সেই পরিবার, যাহাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে পছন্দ করিয়াছেন।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল (সা)-এর উপর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى অর্থাৎ তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর আশ্রয় দান করেন নাই? উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মায়ের গর্ভে থাকাকালে মতান্তরে জন্মের পর তাঁহার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ছয় বছর বয়সে মাতা আমিনা বিনতে ওহাব মারা যান। তাঁহার দাতা আব্দুল মত্তালিব তাঁহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে দাদা মৃত্যুবরণ করিলে চাচা আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লালন-পালন করেন। এইভাবে চল্লিশ বছর কাটিয়া গেলে তিনি নবূওত লাভ করেন। এই সব ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতেই করিয়াছিলেন।

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى অর্থাৎ তিনি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পাইলেন এবং পথের সন্ধান দিলেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ـ

অর্থাৎ অনুরূপভাবে আমি নিজের নির্দেশে তোমার নিকট রূহ (জিবরীল বা কুরআন) প্রত্যাদেশ করিয়া ছিলাম। তুমি তখন ইহাও জানিতে না যে, কিতাব কি জিনিস এবং ঈমানের কি পরিচয়। কিন্তু আমি তাহাকে নূর বানাইয়াছি ঃ যাহা দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিশুকালে একবার মক্কার গলিতে হারাইয়া গিয়াছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে অভিভাবকদের কাছে ফিরাইয়া দেন। কেহ বলেন, একদা চাচার সহিত উটে চড়িয়া শামে যাওয়ার পথে ইবলীস বাহানা করিয়া তাঁহাকে জংগলে লইয়া যায়। তখন হযরত জিবরীল (আ) এক ফুৎকারে ইবলীসকে হাবশায় ফেলিয়া দিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পথে উঠাইয়া দেন। ইমাম বগবী (র) উভয় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى অর্থাৎ তিনি তোমাকে পরিবার-পরিজনের অধিকারী দরিদ্র পাইলেন। অতঃপর তোমাকে অভাবমুক্ত ও পরমুখাপেক্ষীহীন করিয়া দিলেন। ইহাতে তুমি ধৈর্যশীল দরিদ্র এবং কৃতজ্ঞ ধনী উভয় মর্যাদার অধিকারী হইয়াছ।

এই أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى - وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন ঃ এইগুলি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবূওত লাভের পূর্বের অবস্থা ছিল। ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "অধিক সম্পদের মালিক হইলেই ধনী হওয়া যায় না– বরং যাহার হৃদয় পরমুখাপেক্ষীতা মুক্ত সেই প্রকৃত ধনী।"

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সফল সেই ব্যক্তি যে ইসলামের পথে চলিল, পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবিকা লাভ করিল এবং স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদে তুষ্ট থাকিবার তাওফীক লাভ করিল।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ অর্থাৎ তুমি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হইও না, তাহাদেরকে ধমক দিও না ও তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করিও না বরং তোমার নিজের ইয়াতীম অবস্থার কথা স্মরণ রাখিয়া উহাদের সহিত সদয় ও সদ্ব্যবহার করিও। কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, তুমি ইয়াতীমদের সহিত দয়ালু পিতার ন্যায় ব্যবহার কর।

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ অর্থাৎ একদিন তুমি যেমন পথ সম্পর্কে অনবহিত ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ তোমাকে পথের সন্ধান দিয়াছেন। তদ্রূপ তুমিও সঠিক পথের সন্ধান প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না। কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ ভিক্ষুককে কিছু দিতে না পারিলেও নরম ও ভদ্র ভাষায় কথা বলিয়া বিদায় দিও।

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি যেসব অনুগ্রহ করিয়াছেন তুমি সেসব অনুগ্রহের কথা মানুষকে বলিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই নির্দেশ বাস্তবায়নার্থে এই দু'আ করিতেন ঃ

واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك تابليها واتمها علينا অর্থাৎ হে খোদা! আমাদেরকে তোমার নিয়ামতের শোকরগুজার, উহার কারণে তোমার গুণকীর্তণকারী ও উহার স্বীকৃতি দানকারী বানাও এবং আমাদের উপর তোমার নিয়ামত পূর্ণ কর।

ইব্ন জারীর (র)....... আবূ নাযরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ নাযরা (রা) বলেন, প্রথম যুগের মুসলমানরা মনে করিতেন যে, নিয়ামতের কথা প্রকাশ করাও শোকর গুজারের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র)..... নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নু'মান ইব্ন বশীর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ "যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট না হয়; সে বেশী পাইয়াও তুষ্ট হইতে পারিবে না, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতাও আদায় করিতে পারে না, আল্লাহ্র দেওয়া নিয়ামতের কথা মানুষের কাছে বলাও কৃতজ্ঞতার এবং না বলা অকৃতজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত এবং দলবদ্ধ হইয়া থাকা আল্লাহ্র রহমত ও বিচ্ছিন্ন থাকা আযাব স্বরূপ।"

সহীত বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অভিযোগ করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সব সওয়াব তো আনসাররাই লইয়া গেল! উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিবে এবং তাহাদের প্রশংসা করিবে।"

আবূ দাউদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতাও আদায় করিতে পারে না।" ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ কোন নিয়ামত পাইয়া যদি উহা প্রকাশ করে তাহা হইলে সে সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করিল আর যদি গোপন রাখে তাহা হইলে সে অকৃতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইল।"

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কাহাকে কোন কিছু দান করা হইলে তাহার উচিত উহার বিনিময় প্রদান করা। আর যদি বিনিময় দেওয়া সম্ভব না হয় তাহা হইলে দানকারীর প্রশংসা করা। যে প্রশংসা করিল সে উহার কৃতজ্ঞতা আদায় করিল আর যে গোপন রাখিল সে অকৃতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইল।

মুজাহিদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে নিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নবূওত। অর্থাৎ আপনি আপনার নবূওতের কথা প্রচার করিতে থাকুন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন। হাসান ইব্ন আলী (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আপনি যে সব ভালো আমল করেন তাহা মানুষের কাছে প্রকাশ করিয়া দিন।

সূরা ইন্‌শিরাহ্‌

৮ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝

(٢) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝

(٣) الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝

(٤) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

(٥) فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

(٦) اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

(٧) فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝

(٨) وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

১. আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই?
২. আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার।
৩. যাহা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক।
৪. এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি।
৫. কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে,
৬. অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।
৭. অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা করিও;
৮. এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ অর্থাৎ আমি কি তোমার বক্ষ জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ও দয়াময় করিয়া দেই নাই? যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ অর্থাৎ যাহাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দিতে ইচ্ছা করেন ইসলামের জন্য তাহার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তরকে যেমন প্রশস্ত করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার শরীয়তকেও প্রশস্ত, ব্যাপক, সহজ, ঝামেলা ও সংকীর্ণতামুক্ত বানাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এইখানে বক্ষ প্রশস্তকরণ দ্বারা মি'রাজ রজনীর বক্ষ প্রশস্ত করা উদ্দেশ্য। যেমন ঃ মালিক ইব্ন সা'সা'আ (রা) এইরূপ বর্ণণা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, অন্যদের তুলনায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করিবার সাহসী বেশী ছিল। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নবূওতের প্রথম লক্ষণ আপনি কি দেখিয়াছিলেন? প্রশ্ন শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন ঃ শুন, আবূ হুরায়রা! আমার বয়স তখন দশ বছর কয়েক মাস। আমি মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। ইত্যবসরে মাথার উপর শুনিতে পাইলাম যে, একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ইনিই, কে তিনি? ইহার পর তাহারা দুইজন আমার দিকে আগাইয়া আসে। তাহাদের চেহারা ও তাহাদের পোশাকের লোক জীবনে কখনো আমি দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা দুইজন আমার কাছে আসিয়া আমার বাহুতে ধরিয়া একজন অপরজনকে বলিল, একে শোয়াইয়া দাও। কিন্তু আমি তাহাদের কাউকেই স্পর্শ করিতে পারিতেছিলাম না। তাহারা আমাকে শোয়াইয়া দিল। আমি টেরও পাইলাম না। অতঃপর একে অপরকে বলিল, ইহার বক্ষ বিদীর্ণ কর। নির্দেশ শুনিয়া একজন আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু ইহাতে রক্তও বাহির হয় নাই। আমি ব্যথাও পাই নাই। অতঃপর একজন বলিল, ইহার মধ্য হইতে ধোঁকাবাজী ও হিংসা-বিদ্বেষ বাহির করিয়া ফেল। ফলে সে আমার ভিতর হইতে জমাট রক্তের ন্যায় কি যেন বাহির করিয়া উহা দূরে ফেলিয়া দিল। অতঃপর একজন অপরজনকে বলিল,ইহার ভিতরে দয়া-মায়া প্রবেশ করাইয়া দাও। সবশেষে আমার ডান পায়ের অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল, যাও, শান্তিতে নিরাপদে বসবাস কর। আমি তথা হইতে রওয়ানা হইলে আমার অন্তরে ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি দয়া অনুভূত হইল।

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ অর্থাৎ আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার যাহা তোমার জন্য ছিল অতিশয় কষ্টদায়ক। এই মর্মেই অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ অর্থাৎ "আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় পদস্খলন ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।" الإنقاض অর্থ আওয়াজ।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ অর্থাৎ আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি। মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আমি এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি যে, যখনই আমার নাম স্মরণ করা হইবে, সাথে সাথে আপনার নামও স্মরণ করা হইবে। যেমন বলা হইবে, اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّه

ইব্‌ন জারীর (র) ...... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদিন আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, আপনার ও আমার প্রতিপালক বলিতেছেন যে, তিনি আপনার মর্যাদা কিভাবে উচ্চ করিবেন? উত্তরে আমি বলিলাম, আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। অতঃপর জিবরীল (আ) নিজেই বলিলেন, যখন আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হইবে, সংগে আপনার নামও স্মরণ করা হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'আমি একদা আল্লাহ্‌র নিকট একটি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যাহা না করাই ভালো ছিল। আমি বলিয়াছিলাম, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো আমার পূর্বের নবীদের মধ্যে কাহারো জন্য বায়ুকে অনুগত করিয়া দিয়াছেন এবং কাহাকেও মৃত প্রাণী জীবিত করিবার শক্তি দিয়াছেন! উত্তরে আল্লাহ্‌ বলিলেন, কেন হে মুহাম্মদ! আমি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাইয়া আশ্রয় দেই নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ দিয়াছেন তো! আল্লাহ্‌ বলিলেন ঃ আমি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পাইয়া পথের সন্ধান দেই নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ দিয়াছেন। আল্লাহ্‌ বলিলেন, আমি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাইয়া অভাবমুক্ত করিয়া দেই নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ দিয়াছেন। আল্লাহ্‌ বলিলেন, আমি কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দেই নাই? এবং তোমার মর্যাদাকে উচ্চ করি নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ করিয়াছেন।

ইমাম বগবী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আযানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নাম উচ্চারণ করা।

অন্য মুফাসসিরগণ বলেন, ইহার অর্থ হইল, পূর্ব যুগের নবীগণের মধ্যে আল্লাহ্‌ আপনার নাম আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া, এবং সমস্ত রাসূল হইতে আপনার উপর ঈমান আনিবার ও উম্মতদেরকে আপনার উপর ঈমান আনিবার নির্দেশ দেওয়ার অংগীকার লইয়া আপনার মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছি। অতঃপর আপনার উম্মতের মধ্যে আপনার নাম প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছি। ফলে আপনার নাম ব্যতীত আমার নাম স্মরণ করা হয় না।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই সংবাদ দিয়াছেন যে, কষ্টের সাথেই স্বস্তি পাওয়া যায়। অতঃপর এই কথাটি পুনর্ব্যক্ত করিয়া কথাটি আরো দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদিন বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ছিল একখণ্ড পাথর। তিনি বলিলেন ঃ যদি কষ্ট আসিয়া এই পাথরটিতে ঢুকিয়া পড়ে তাহা হইলে

অবশ্যই স্বস্তি আসিয়া ইহাতে প্রবেশ করিয়া কষ্টকে বাহির করিয়া ফেলিবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন, মুসলমানগণ বলিত যে, এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

ইব্‌ন জারীর (র) .... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হাস্যোজ্জ্বল মুখে আনন্দচিত্তে ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন ঃ "শোন তোমরা! এক কষ্ট কখনো দুই স্বস্তির উপর বিজয় লাভ করিতে পারে না, এক কষ্ট কখনো দুই স্বস্তির উপর বিজয় লাভ করিতে পারে না। কষ্টের পর স্বস্তি আছে, অবশ্য কষ্টের পর স্বস্তি আছে।"

হাসান ইব্‌ন সুফিয়ান (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আকাশ হইতে শ্রম অনুযায়ী সাহায্য এবং বিপদ অনুযায়ী ধৈর্য নাযিল হইয়া থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ

صبرا جميلا ما اقرب الفرجا - من راقب الله فى الامور نجا

من صدق الله لم ينله اذى - ومن رجاه يكون حيث رجا

অর্থাৎ উত্তম ধৈর্য স্বচ্ছলতার কতই না নিকটবর্তী। যে ব্যক্তি প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখে সেই নাজাত পায়। যে আল্লাহ্‌র বাণীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না এবং আল্লাহ্‌র কাছে যে যেমন আশা রাখে তেমনই হইয়া থাকে।

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও ব্যস্ততা হইতে অবসর হইয়াই ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর এবং একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ কর। একটি সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ খানা উপস্থিত রাখিয়া এবং পেশাব-পায়খানা চাপা দিয়া রাখিয়া নামায পড়া ঠিক নহে। অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যখন এমন হইবে, একদিকে নামাযের জামাআত দণ্ডায়মান, অপরদিকে রাতের খাবার সামনে উপস্থিত—এমতাবস্থায় আগে খানা খাইয়া লও। কারণ অন্যথায় নামাযে একাগ্রতা থাকিবে না।"

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ দুনিয়ার ধান্ধা হইতে অবসর হইয়া নামাযে দাঁড়াইয়া যত্নসহকারে ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ কর। ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল যখন ফরয নামায হইতে অবসর গ্রহণ কর, তখন তাহাজ্জুদ নামাযে আত্মনিয়োগ কর। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, فَانْصَبْ অর্থ দু'আয় আত্মনিয়োগ কর।' যায়দ ইব্‌ন আসলাম, যাহ্‌হাক (র) বলেন, আয়াতের অর্থ জিহাদ হইতে ফারেগ হইয়া তুমি ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর। ছাওরী (র) বলেন, فَارْغَبْ অর্থ তোমার নিয়ত ও মনোযোগ আল্লাহ্‌র পানেই রাখ।

সূরা ত্বীন

৮ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

মালিক ও শু'বা (র) .... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফজরের নামাযে দুই রাকাতের এক রাকাতে সূরা ত্বীন পাঠ করিতেন। আমি তাঁহার ন্যায় এত সুন্দর তিলাওয়াত আর কাহারো মুখে শুনি নাই। (সিহাহ সিত্তাহ)

(١) وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ

(٢) وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ

(٣) وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ

(٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۫

(٥) ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ

(٦) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ؕ

(٧) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ؕ

(٨) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۧ

১. শপথ 'তীন' ও 'যায়তূন'-এর

২. শপথ 'সিনাই' পর্বতের

৩. এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর–

৪. আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,

৫. অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদিগের হীনতমে পরিণত করি।

৬. কিন্তু ইহাদিগের নহে যাহারা মুমিন ও সৎ কর্মপরায়ণ, ইহাদিগের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

৭. সুতরাং ইহার পর তোমাকে কিসে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?

৮. আল্লাহ্ কি বিচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন?

তাফসীর ঃ তীন দ্বারা উদ্দেশ্য কি, এই ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, তীন দ্বারা উদ্দেশ্য দামেস্কের মসজিদ। কেহ বলেন, দামেস্ক। কেহ বলেন, দামেস্কের একটি পাহাড়। কুরতুবী (র) বলেন, তীন দ্বারা উদ্দেশ্য আসহাবে কাহফের মসজিদ। আওফী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তীন দ্বারা উদ্দেশ্য জূদী পাহাড়ে অবস্থিত মসজিদে নূহ। মুজাহিদ (র) বলেন, ডুমুর ফল وَالزَّيْتُوْنِ -এর ব্যাখ্যায় কা'ব আহবার, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ বলেন, যয়তূন দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাস। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য প্রচলিত যায়তূন।

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ কা'ব আহবার (র) প্রমুখ বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য সেই পাহাড় যাহার উপর আল্লাহ্ পাক মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছিলেন।

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ অর্থাৎ মক্কা। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, ইবরাহীম নাখয়ী, ইব্ন যায়দ ও কা'ব আহবার (র) প্রমুখ এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, তীন, যায়তূন ও বালাদে আমীন ইহা এমন তিনটি জায়গার নাম যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তিনজন প্রখ্যাত শরীয়তধারী নবী প্রেরণ করিয়াছেন। তীন ও যায়তূন দ্বারা উদ্দেশ্য বায়তুল মুকাদ্দাস, যেখানে হযরত ঈসা (আ) প্রেরিত হইয়াছিলেন। তূরে সীনীন দ্বারা উদ্দেশ্য সিনাই পর্বত, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর সহিত কথোপকথন করিয়া ছিলেন। এবং বালাদে আমীন দ্বারা উদ্দেশ্য মক্কা, যেখানে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হইয়াছিলেন।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ের শপথ করিয়া বলিতেছেন, আমি মানুষকে উত্তম গঠন দিয়া সুঠাম ও সুদর্শন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ অর্থাৎ অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে উপনীত করিয়াছি। মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, হাসান ও ইব্ন যায়েদ (র) প্রমুখ বলেন, اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নাম। অর্থাৎ মানুষ এত সুন্দর ও সুঠাম সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও যদি তাহারা আল্লাহ্র আইন মানিয়া না চলে, তাহা হইলে উহাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করিতে হইবে।

এইজন্যই পরে বলা হইয়াছে ঃ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ অর্থাৎ তবে যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎ কাজ করে তাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না।

কেহ কেহ বলেন ثُمَّ رَدَدْنٰهُ الخ অর্থ অতঃপর আমি তাহাকে হীন বয়সে উপনীত করি। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। তবে এই অর্থ গ্রহণ করিলে ঈমানদার ও সৎকর্ম পরায়ণদেরকে ইহার আওতা হইতে বাহির করা অর্থহীন হইয়া পড়ে। কারণ অনেক পাকা ঈমানদার লোকও হীন বয়সে উপনীত হইয়া থাকে। আসলে আমরা প্রথমে যাহা বলিয়াছি তাহাই সঠিক। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

অর্থাৎ সময়ের শপথ, সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা নহে।

فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে এমন পুরস্কার যাহা কখনো শেষ হইবার নহে। এই প্রসংগে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ অর্থাৎ হে আদম সন্তান! ইহার পর তোমরা কেন মৃত্যুর পর জীবিত করিয়া কর্মফল প্রদানকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরা জান যে, প্রথমবার তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর যিনি নতুনভাবে নমুনাবিহীন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করা তাঁহার জন্য কোন ব্যাপারই নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... মানসূর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মানসূর (র) বলেন, একদা আমি মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ এই আয়াতে কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বুঝানো হইয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, নাউযুবিল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) নহে বরং সাধারণ মানুষকে বুঝানো হইয়াছে। ইকরিমা (র) প্রমুখও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ অর্থাৎ সেই মহান আল্লাহ্ কি শ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন? যিনি কাহারো প্রতি কোন জুলুম করেন না। ন্যায় পরায়ণতার ফলশ্রুতিতেই তিনি কিয়ামত অনুষ্ঠিত করিয়া সকলের মাঝে ইনসাফ কায়েম করিবেন।

আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক মারফূরূপে বর্ণিত একটি হাদীসে আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ সূরা তীন শেষ পর্যন্ত পড়িলে সে যেন বলে, وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ অর্থাৎ আমিও ইহার উপর সাক্ষী রহিলাম।

সূরা আলাক

১৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝

(٢) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

(٣) اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝

(٤) الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝

(٥) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۝

১. পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন–
২. সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে 'আলাক' হইতে।
৩. পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত,
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন—
৫. শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)........... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, নিদ্রাবস্থায় সত্য মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সর্বপ্রথম ওহী আগমন আরম্ভ হয়। যে কোন স্বপ্ন তাঁহার নিকট প্রভাতের ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইত। অতঃপর তাঁহার কাছে নির্জনতা প্রিয় করিয়া দেওয়া হয়। ফলে হেরাগুহায় আসিয়া একাধারে কয়েক রাত জাগিয়া ইবাদাত করিতেন। এই সময়ের জন্য তিনি পাথেয় লইয়া যাইতেন। অতঃপর খাদীজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া কয়েকদিনের পাথেয় লইয়া পুনরায় চলিয়া যাইতেন। এইভাবে একদিন হেরা গুহায় অবস্থানকালে তাঁহার নিকট ওহী

লইয়া আগমন করে। একজন ফেরেশতা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, পড়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ উত্তরে আমি বলিলাম, "আমি তো পড়িতে জানি না।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অতঃপর সে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া সজোরে চাপ দেয়। ইহাতে আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া ফেরেশতা বলিল, পড়। আমি বলিলাম, "আমি পড়িতে জানি না।" এইবারও সে আমাকে সজোরে চাপিয়া ধরে। ইহাতে আমি কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর আমাকে সে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, পড়। বলিলাম, আমি পড়িতে জানি না। এইবারও সে আমাকে সজোরে চাপ দেয়। আমি ইহাতে কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর সে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الاَكْرَمُ -
الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াতগুলি লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে খাদীজা (রা)-এর নিকট ফিরিয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি বলিলেন ঃ "তোমরা আমার গায়ে কম্বল দাও, তোমরা আমার গায়ে কম্বল দাও।" ফলে গৃহবাসীরা তাঁহাকে কম্বল মুড়ি দিয়া শোয়াইয়া দিল। কিছুক্ষণ পর তাঁহার মন হইতে ভীতি কাটিয়া গেলে বলিলেন ঃ 'খাদীজা! আমার কি হইল?' অতঃপর তাঁহার নিকট সব ঘটনা খুলিয়া বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিলেন, "এই সব দেখিয়া আমি নিজের ব্যাপারে শংকিতই হইয়া পড়িয়াছিলাম।" শুনিয়া খাদীজা (রা) তাঁহাকে বলিলেন, 'এইসব আপনার জন্য সুসংবাদ বৈ নয়। আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহ্ আপনাকে কখনো অপমান করিবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তা বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, মেহমানদারী করেন ও বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন।'

অতঃপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বীয় চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নওফলের নিকট লইয়া গেলেন। তিনি জাহেলী যুগে নাসারা হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় লেখা জানিতেন এবং ইবরানী ভাষায় লিখিতেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন প্রধান ব্যক্তি। বার্ধক্যের কারণে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলেন। যাহোক খাদীজা (রা) বলিলেন, ভাই! আপনার ভাতিজার ঘটনা শুনুন। ওয়ারাকা বলিলেন, কি ব্যাপার বল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে ওয়ারাকা বলিলেন, ইনি সে-ই বার্তাবাহক ফেরেশতা, যিনি মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিতেন। হায়! যদি আমি এখন যুবক থাকিতাম, হায়! যদি আমি সে সময় জীবিত থাকিতে পারিতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, কি বলিলেন ? তাহারা আমাকে বাহির করিয়া দিবে? উত্তরে ওয়ারাকা বলিলেন, শুধু তুমিই কেন তোমার ন্যায় যাহারাই নবূওত লাভ করিয়াছিল তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিতই মানুষ শত্রুতা করিয়াছিল। সেই সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে আমি তোমাকে সাধ্য পরিমাণ সাহায্য করিব।

ইহার অল্প কদিন পরই ওয়ারাকা ইব্ন নওফল মৃত্যুবরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী আগমন স্থগিত হইয়া যায়। ইহাতে তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন। এমনকি কয়েকবার তিনি পাহাড়ের চূড়া হইতে গড়াইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জিবরীল (আ) আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়া যাইতেন যে, মুহাম্মদ! নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্র রাসূল। ইহাতে তিনি শান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। যুহরীর হাদীস হইতে বুখারী ও মুসলিমে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কুরআন শরীফের এই কয়টি আয়াতই সর্বপ্রথম নাযিল হয়। ইহা বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম রহমত ও নিয়ামত। এইখানে আরো বলা হইয়াছে যে, জমাটবাঁধা রক্ত হইতে মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অজানা জ্ঞান শিক্ষা দিয়া মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন। এই ইলমের ফলেই হযরত আদম (আ) ফেরেশতাকুলের উপর মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

(٦) كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۙ

(٧) اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ؕ

(٨) اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ؕ

(٩) اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۙ

(١٠) عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ؕ

(١١) اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۙ

(١٢) اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ؕ

(١٣) اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ؕ

(١٤) اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ؕ

(١٥) كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ۙ

(١٦) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ

(١٧) فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۙ

(١٨) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ

(١٩) كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩

৬. বস্তুত মানুষ সীমালংঘন করিয়াই থাকে,
৭. কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে।
৮. তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।
৯. তুমি কি উহাকে দেখিয়াছ, যে বাধা দেয়
১০ এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে?
১১. তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ, যদি সে সৎপথে থাকে
১২. অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়,
১৩. তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়,
১৪. তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন?
১৫. সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাহাকে অবশ্যই হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরিয়া—
১৬. মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।
১৭. অতএব সে তাহার পার্শ্বচরদিগকে আহ্বান করুক!
১৮. আমিও আহ্বান করিব জাহান্নামের প্রহরীগণকে।
১৯. সাবধান! তুমি উহার অনুসরণ করিও না, সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, মানুষ অভাবমুক্ত হইয়া গেলে এবং জীবন লাভ করিলেই আত্মম্ভরিতা ও খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। অথচ তাহাদের উচিত ছিল সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলা। কারণ আজ হোক আর কাল হোক তাহাদের একদিন আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে। সেইদিন মানুষ সম্পদ কোথা হইতে কিভাবে উপার্জন করিয়াছে এবং কোন খাতে ব্যয় করিয়াছে উহার সম্পূর্ণ হিসাব গ্রহণ করিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)............ 'আওন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, 'আওন (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন ঃ দুই লোভী ব্যক্তি যাহাদের পেট কখনো ভরে না। আলিম ও দুনিয়াদার। এই দুই ব্যক্তির মাঝে রহিয়াছে দুস্তর ব্যবধান। আলিম ব্যক্তির আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর দুনিয়াদারের বৃদ্ধি পায় অবাধ্যতা। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াদারদের সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى অর্থাৎ মানুষ সীমালংঘন করিয়াই থাকে। কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। আর আলিমদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকে।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দুই লোভী ব্যক্তি তৃপ্ত হইতে পারে না। ইলম অন্বেষণকারী ও দুনিয়া অন্বেষণকারী।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَرَءَيْتَ الَّذِى يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى অর্থাৎ তুমি কি উহা দেখিয়াছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে? এই আয়াতটি আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই নরাধম বায়তুল্লাহ্য় নামায পড়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বাধা দান করিত। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে তাহাকে উত্তম পন্থায় উপদেশ দিয়া বলেন ঃ

أَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى অর্থাৎ যাহাকে তুমি সৎ কাজে বাধা প্রদান কর যদি সে কাজে-কর্মে সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং মুখে তাকওয়ার নির্দেশ প্রদান করে আর তুমি তাহাকে ধমক দাও ও বাধা দান কর। তাহা হইলে বল, তোমার কি কল্যাণ হইবে?

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى অর্থাৎ এই সৎ পথে বাধা দানকারী লোকটি কি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দেখেন, তাহার কথা শুনেন এবং তাহার কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হুমকি প্রদর্শন করিয়া কঠোর ভাষায় বলেন ঃ

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ অর্থাৎ লোকটি যদি তাহার অপকর্ম হইতে ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন এই মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ অর্থাৎ প্রয়োজন মনে করিলে সে তাহার পার্শ্বচরদিগকে আহ্বান করুক। আমিও জাহান্নামের প্রহরীগণকে আহ্বান করিব। তখন দেখা যাইবে কার বাহিনী জয়লাভ করে– তাহার না আমার ফেরেশতার দল।

ইমাম বুখারী (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ জাহল একদিন বলিল যে, মুহাম্মদকে আমি কা'বার নিকট নামায পড়িতে দেখিলে তাহার ঘাড় মটকাইয়া দিব। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "সে যদি এই কাজ করে তো ফেরেশতারা তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।"

ইমাম আহমদ (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আবূ জাহল একদিন বলিল, মুহাম্মদকে আমি কা'বার নিকট নামায পড়িতে দেখিলে আমি তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিব। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরে বলিলেন ঃ যদি সে এমন করিত তাহা হইলে ফেরেশতারা সকলের চোখের সামনে তাহাকে ধরিয়া ফেলিত। আর "তোমরা যদি সত্যবাদী হও তো মৃত্যু কামনা কর।" এই কথার জবাবে যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যু কামনা করিত তো অবশ্যই তাহারা মরিয়া যাইত

এবং জাহান্নামে নিজের আবাস দেখিয়া লইত এবং নাসারারা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মুবাহালায় আসিত তো তাহারা ধন-জন সবই হারাইয়া ফেলিত।"

ইবন জারীর (র)......... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ জাহল একদিন বলিল, মুহাম্মদকে যদি আবার নামায পড়িতে দেখি তাহা হইলে আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা اقْرَأْ। بِاسْمِ رَبِّكَ ....الزَّبَانِيَةَ। নাযিল করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বায় আসিয়া নিরাপদে নামায আদায় করিয়া যান। জনতা আবূ জাহলকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হে বসিয়া রইলে কেন? উত্তরে সে বলিল, ফেরেশতারা আমাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সে যদি বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইত তো ফেরেশতারা মানুষের চোখের সামনে তাহাকে ধরিয়া ফেলিত।

ইব্ন জারীর (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আবূ জাহল জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মুহাম্মদ কি তোমাদের সামনে সিজদা করে? উত্তরে জনতা বলিল, হ্যাঁ করে। আবূ জাহল বলিল, মানাত ও উজ্জার শপথ! আমি যদি কখনো তাহাকে নামায পড়িতে দেখি তবে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিব এবং তাহার মুখে মাটি মাখিয়া দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন নামায পড়িতেছিলেন। ইত্যবসরে নরাধম আসিয়া তাঁহার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া সংগে সংগে পিছন দিকে ফিরিয়া আসে। উপস্থিত জনতা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, মুহাম্মদ এবং আমার মাঝে একটি আগুনের গর্ত, ফেরেশতার পালক এবং আরো ভয়ানক কি যেন দেখিতে পাইলাম। বর্ণনাকারী বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সে আমার কাছে অগ্রসর হইলে ফেরেশতা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিত। ইমাম আহমদ, নাসায়ী, মুসলিম ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ অর্থাৎ সাবধান! সে আপনাকে বাধা দিক, কিন্তু আপনি তাহার বাধা উপেক্ষা করিয়া যথারীতি ইবাদাত করিতে থাকুন এবং আপনার চাহিদামত নামায পড়ুন। আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। কারণ, আপনার হেফাজত ও সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ই রহিয়াছেন। তিনিই আপনাকে মানুষের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন। আর আপনি সিজদার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করিতে থাকুন।

ntents

সূরা কাদ্‌র

৫ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝

(٢) وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝

(٣) لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

(٤) تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝

(٥) سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝

১. আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনীতে;
২. আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান?
৩. মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
৪. সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ্‌ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদিগের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।
৫. শান্তি-ই-শান্তি, সেই রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি কুরআনে করীমকে লায়লাতুল কদর তথা মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছেন। এই লায়লাতুল কদরকে আল লায়লাতুল মুবারাকা তথা বরকতময় রজনীও বলা হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ অর্থাৎ আমি কুরআন মজীদকে এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করিয়াছি। বস্তুত লায়লাতুল কদর ও লায়লাতুল মুবারাকা একই রজনী। ইহা রমযান মাসের একটি রাত।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ রমযান মাস যাহাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে করীমকে লাওহে মাহফূজ হইতে একবারে প্রথম আকাশের বায়তুল ইয্‌যাত নামক স্থানে অবতীর্ণ করেন। অতঃপর প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করিয়া দীর্ঘ তেইশ বছরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ইহা অবতীর্ণ হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা লায়লাতুল কদরের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ অর্থাৎ আর লায়লাতুল কদর সম্পর্কে তুমি কী জান? লায়লাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ইমাম তিরমিযী (র) .... ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন যে, মু'আবিয়া (রা)-এর সংগে সন্ধি চুক্তি করার পর হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আপনি মুসলমানদের মুখে চুনকালি মাখাইয়া দিয়াছেন কিংবা বলিল, হে মুসলমানদের মুখে কলংক লেপনকারী! উত্তরে হাসান (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন, আমাকে তুমি ধিক্কার দিও না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখানো হইয়াছিল যে, বনূ উমাইয়া তাঁহার মিম্বরে অবস্থান করিতেছে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যথিত হন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কাওছার ও সূরা কদর অবতীর্ণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন যে, তাহারা এক হাজার মাস রাজত্ব করিবে। কাসিম (র) বলেন, আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, বনু উমাইয়ার রাজত্বকাল ছিল ঠিক এক হাজার মাস, একদিন কমও নয় বেশীও নয়। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ! আপনার পর বনু উমাইয়া যে এক হাজার মাস রাজত্ব করিবে, লায়লাতুল কদর উহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপনার মনক্ষুণ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই।

ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটিকে গরীব বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহার সনদের মধ্যে ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ লোকটি অখ্যাত। মোটকথা আলোচ্য হাদীসটি খুবই মুনকার এবং বনু উমাইয়ার রাজত্বকাল এক হাজার মাস হওয়া সম্পর্কিত কাসিমের বর্ণনাটি আপত্তিকর যা বিস্তারিতভাবে কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলেন যে, সে এক হাজার মাস পর্যন্ত সশস্ত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে কাটাইয়াছে। ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ অবাক হইয়া যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কদর নাযিল করেন। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর সেই এক হাজার মাস হইতে শ্রেষ্ঠ, যাহাতে বনী ইসরাইলের লোকটি অস্ত্র পরিহিত অবস্থায় জিহাদ করিয়া কাটাইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি সারারাত্রি জাগিয়া ইবাদত করিত এবং দিনভর আল্লাহ্‌র দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করিত। এইভাবে সে দীর্ঘ এক হাজার মাস কাটাইয়া দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য সূরাটি নাযিল করিয়া জানাইয়া দিলেন— উম্মতে মুহাম্মদিয়ার কদরের একরাত্রি বনী ইসরাইলের উক্ত ব্যক্তির এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আলী ইব্‌ন উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন উরওয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আইয়ুব, যাকারিয়া, হিযকীল ইব্‌ন আজুয ও ইউশা ইব্‌ন নূন (আ) নামক বনী ইসরাঈলের এই চার ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলেন যে, ইহারা সুদীর্ঘ আশি বছর যাবত একাধারে আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত থাকেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহারা আল্লাহ্‌র কোন নাফরমানী করেন নাই। ইহা শুনিয়া সাহাবাগণ অবাক হইয়া যান। ইত্যবসরে হযরত জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মত চার ব্যক্তির ইবাদতের কাহিনী শুনিয়া তো অবাক হইয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাযিল করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি إِنَّا أَنْزَلْنَهُ الخ শুনাইয়া দিলেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার সংগে সাহাবাগণও আনন্দিত হইলেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই রাতের আমল এক হাজার মাসের আমল অপেক্ষা উত্তম। ইব্‌ন জারীর (র) ইহার বর্ণনা করে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, লায়লাতুল কদর এমন হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহাতে লায়লাতুল কদর নাই। কাতাদা, ইব্‌ন দা'আমা এবং শাফেয়ী (র) প্রমুখও এই কথা বলিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রমযান মাস আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন ঃ লোক সকল! তোমাদের কাছে রমযান মাস আগমন করিয়াছে। ইহা বরকতময় মাস। এই মাসে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর রোযা ফরয করিয়াছেন। এই মাসে জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়, জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখা হয় ও শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত আছে যাহা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি এই রাতের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে, সে আসলেই কপাল পোড়া।"

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবে তাহার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"

تَنَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ অর্থাৎ অধিক বরকতময় হওয়ার কারণে অধিক পরিমাণ ফেরেশতা এই রাত্রিতে দুনিয়াতে অবতরণ

করেন। اَلـرُّوْحُ দ্বারা উদ্দেশ্য অনেকের মতে হযরত জিবরীল (আ)। কেহ বলেন, اَلـرُّوْحُ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বিশেষ এক শ্রেণীর ফেরেশতা। যেমন সূরা নাবায় বলা হইয়াছে।

مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার সম্পর্ক سَلَامٌ -এর সংগে। অর্থাৎ এই রজনী সর্ববিষয় হইতে নিরাপদ।

সাঈদ ইব্‌ন মনসূর (র)......... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ سَلَامٌ هِىَ অর্থ এই রজনী সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইহাতে শয়তান কোন প্রকার অপকর্ম ও অনিষ্ট করিতে পারে না।

কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন ঃ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ অর্থ এই রজনীতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং মানুষের হায়াত ও রিয্‌ক নির্ধারণ করা হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ অর্থাৎ এই রজনীতে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ সাঈদ ইব্‌ন মনসূর (র) ...... শা'বী (র) হইতে বলেন, শা'বী (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, লায়লাতুল কদরে ফেরেশতাগণ ফজর পর্যন্ত মসজিদবাসীদের উপর সালাম করিতে থাকে।

ইব্‌ন জারীর (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি ঃ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ইমাম বায়হাকী (র) "ফাযায়েলুল আওকাত" নামক গ্রন্থে আলী (রা) হইতে কদরের রাত্রে ফেরেশতাদের অবতরণ তাহাদের মুসল্লীদের পরিদর্শন ও মুসল্লীদের বরকত লাভ সম্পর্কিত একটি অভিনব আছর বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম কা'ব আল-আহবার (র) হইতে সিদরাতুল মুনতাহা হইতে হযরত জিবরীল (আ)-এর সংগে ফেরেশতাদের পৃথিবীতে অবতরণ এবং তাহাদের ঈমানদার নর-নারীর জন্য দু'আ করা সংক্রান্ত দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, রমযানের সাতাশ কিংবা উনত্রিশতম রাত হইল লায়লাতুল কদর। এই রাত্রে অগণিত ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করেন।

আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) বলেন ঃ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ অর্থ এই রাত্রে নূতন কোন ঘটনা ঘটে না। কাতাদা ও ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, ফজরের রাত্রি সবটাই মঙ্গলময় ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এই রাত্রে কোন অকল্যাণ ঘটে না।

ইমাম আহমদ (র)....... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কদরের রাত হইল রমযানের শেষ দশ দিনে। যে ব্যক্তি এই দশ রাতে সওয়াবের নিয়াতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পূর্বাপর গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইহা যে কোন বেজোড় রাত্রিতে হইয়া থাকে। একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাইশ, উনত্রিশ কিংবা শেষ রাত্রিতে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ "লায়লাতুল কদরের লক্ষণ হইল এই রাতটি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জ্যোতির্ময় ও শান্ত থাকে। না গরম থাকে, না ঠাণ্ডা। এই রাতে ফজর পর্যন্ত কোন নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হয় না। আরেকটি লক্ষণ হইল, সে রাতের সকাল বেলা যে সূর্য উদিত হয় তাহাতে কিরণ থাকে না। ঠিক পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শান্ত-শীতল থাকে। সেদিন সূর্যের সহিত শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না।"

ইবন আবূ আসিম নবীল (র)....... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "একবার আমি লায়লাতুল কদরের সন্ধান পাইয়াছিলাম। কিন্তু পরে আমাকে উহা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা রমযানের শেষ দশ রাত্রির কোন এক রাত্রিতে হইয়া থাকে। রাতটি হয় খুব আকর্ষণীয় ও উজ্জ্বল। না থাকে গরম, না থাকে ঠাণ্ডা— যেন আকাশে চন্দ্র বিরাজমান। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এই রাতে শয়তানের আবির্ভাব হয় না।"

লায়লাতুল কদর পূর্ববর্তী উম্মতদের আমলেও ছিল কিনা এই ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে দ্বিমত রহিয়াছে। আবূ মুসআব আহমাদ ইব্ন আবূ বকর যুহরী (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এই উম্মতের হায়াত পূর্ববর্তী উম্মতের চেয়ে অনেক কম। বিধায় এই উম্মত আমলের দিক হইতে পূর্ববর্তীদের সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারে না। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে একটি রাত দান করিয়াছেন, যাহা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শবে কদর উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার অবশিষ্ট পূর্বের উম্মতের আমলে এই রাতটি ছিল না। শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী জনৈক ইমাম ঈদ্দা নামক গ্রন্থ রচয়িতা ইহাকেই জমহুর উলামার সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খাত্তাবী (র) ইহাতে সকলের ঐক্যমত আছে বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... মারছাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মারছাদ (র) বলেন, আমি হযরত আবূ যর (রা) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি লায়লাতুল কদর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করিতাম। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জানিতে চাই যে, লায়লাতুল কদর কি রমযানে হইয়া থাকে, না অন্য কোন মাসে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "রমযান মাসে।" আমি বলিলাম, ইহা কি শুধু নবীদের জীবিত থাকা পর্যন্তই সীমিত, না কি কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে? তিনি বলিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।" আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রমযানের কোন্ তারিখে?' তিনি বলিলেন, রমযানের প্রথম ও শেষ দশদিন অনুসন্ধান কর।" ইহার পর আমি আর কোন কথা কহিলাম না এবং তিনি অন্য কথায় চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর সুযোগ পাইয়া আমি আবারো জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! এই দুই দশের কোন দশে উহা তালাশ করিব? তিনি বলিলেন, শেষ দশে তালাশ কর। এরপর আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।" এই বলিয়া তিনি অন্য কথা বলিতে শুরু করেন। পুনরায় সুযোগ পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! বলুন না দশ দিনের কোন্ দিনে উহা অনুসন্ধান করিব? শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) চরমভাবে রাগিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে এমন রাগ করিতে কখনো দেখা যায় নাই। অতঃপর বলিলেন, যাও শেষ সপ্তাহে তালাশ কর। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শবে কদর উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য বিশিষ্ট নয় বরং পূর্ববর্তী নবীদের আমলেও ছিল। আরো প্রমাণিত হয় যে, শবেকদর কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। আরো প্রমাণিত হয় যে, শবে কদর শুধুমাত্র রমযান মাসেই হইয়া থাকে।

ইমাম আবূ দাউদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, একদিন আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ "লায়লাতুল কদর প্রতি রমযান মাসে হইয়া থাকে।"

আবূ রাযীন (র) বলেন, শবে কদর রমযানের প্রথম রাতেই হইয়া থাকে। কেহ বলেন, রমযানের সপ্তদশ রাতে। এ মতের সপক্ষে ইমাম আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস শাফেয়ী এবং হাসান বসরী (র) হইতেও এইরূপ মতামত পাওয়া যায়।

হযরত আলী ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, লায়লাতুল কদর হইল রমযানের উনবিংশতি রাত আর কেহ বলেন, একবিংশতি রাত। কারণ হযরত আবূ সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক রমযানে প্রথম দশকে ইতিফাক করেন আর আমরাও তাঁহার সহিত ইতিকাফ করি। শেষে জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন ঃ আপনি যাহা সন্ধান করিতেছেন তাহা আপনার সম্মুখে রহিয়াছে। আপনি মধ্যম দশকেও ইতিকাফ করুন। এই দশক শেষ হওয়ার পরও জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন, আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন আসলে তাহা আরো সম্মুখে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশ তারিখে সকালে দাঁড়াইয়া জনতার উদ্দেশে বলিলেন ঃ "পূর্বের ক'দিন যাহারা আমার সহিত ইতিকাফ করিয়াছ তাহার বাকী কয়টি দিন ইতিকাফ কর। আমি লায়লাতুল কদর দেখিয়াছিলাম। কিন্তু পরে আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লায়লাতুল কদর হইল রমযানের শেষ দশকের কোন এক বেজোড় রাত্রিতে। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন আমি কাদা পানিতে সিজদা করিতেছি।"

বর্ণনাকারী বলেন, মসজিদের ছাদে ছিল খেজুর পাতার ছাউনি। আর তখন আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না। কিন্তু পরে আকাশে মেঘ ধরে যায় এবং বৃষ্টি হয়। ফজরের নামায আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে আদায় করি। নামায শেষে সত্যি সত্যিই

দেখিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কপালে কাদামাটি লাগিয়া আছে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

কেহ বলেন, লায়লাতুল কদর হইল, রমযানের তেইশতম রাত আবার কাহারো মতে চব্বিশতম রাত। আবূ সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "লায়লাতুল কদর চব্বিশতম রাত।"

ইমাম আহমদ (র)....... বিলাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বিলাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "লায়লাতুল কদর (রমযানের) চব্বিশতম রাত। এই হাদীসের রাবী ইব্ন লাহীয়া দুর্বল। তদুপরি বিলাল (রা) নিজেই ইহার বিপক্ষে মত পেশ করিয়াছেন। যেমন–

ইমাম বুখারী (র)....... আবূ আব্দুল্লাহ সানাবিহী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আব্দুল্লাহ সানাবিহী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুআয্যিন হযরত বিলাল (রা) বলিয়াছেন ঃ লায়লাতুল কদর সাতাশতম রাত। ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসউদ, জাবির, হাসান, কাতাদা এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন ওহাব (র)-এর মতেও লায়লাতুল কদর চব্বিশতম রাত। সূরা বাকারায় হযরত ওয়াছিলা ইব্ন আশকার হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কুরআনে রমযানের চব্বিশতম রাত্রিতে অবতীর্ণ হইয়াছে।" কেহ বলেন, পঁচিশতম রাত। প্রমাণ বুখারী শরীফের একটি হাদীস। ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "লায়লাতুল কদরকে তোমরা রমযানের শেষ দশকের পঞ্চম, সপ্তম বা নবম তারিখে অনুসন্ধান কর।"

কেহ বলেন, সাতাশতম রাত। ইমাম মুসলিম (র) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মুআবিয়া, ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা), প্রমুখও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ লায়লাতুল কদর রমযানের সাতাশতম রাত। পূর্বসূরী বহুসংখ্যক আলিমের মতও ইহাই। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের মাসলাকও ইহাই এবং ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতে এইরূপ মত পাওয়া যায়। অনেকে এই সূরার هِىَ শব্দ দ্বারা লায়লাতুল কদর সাতাশতম তারিখে হওয়ার সপক্ষে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। কারণ هِىَ এই সূরার সাতাশতম শব্দ।

তাবারানী (র)....... কাতাদা ও আসিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে কাতাদা ও আসিম (র) ইকরিমা (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, উমর (রা) একদিন সাহাবাদেরকে একত্রিত করিয়া লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তরে উপস্থিত সকলেই এই ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, উহা রমযানের শেষ দশকে হইয়া থাকে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আমি উমর (রা)-কে বলিলাম, শুধু তাহাই নহে শেষ দশকের কোন্ রাত তাহাও আমার জানা আছে। উমর (রা) বলিলেন, তাহলে বলুন, কোন্ রাত? আমি বলিলাম, শেষ দশকের সাতদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা সাতদিন অবশিষ্ট থাকিবে। শুনিয়া উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা আপনি কি করিয়া বুঝিলেন? আমি বলিলাম, আকাশ সাতটি,

যমীন সাতটি, মানুষের খাদ্য সাত প্রকার, সিজদা করা হয় সাত অংগের উপর, তাওয়াফ করিতে হয় সাত বার এবং কংকর নিক্ষেপ করিতে হয় সাতটি—এইভাবে তিনি সাত সংখ্যার আরো অনেক কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। উমর (রা) আপনি আসলে এমন কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন, যাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে নাই। উল্লেখ যে, খাদ্য সাতটি বলিয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا এই আয়াতের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। কারণ এই আয়াতে সাত প্রকার খাদ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ বলেন, উনত্রিশতম রাত।

ইমাম আহমদ (র) উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'লায়লাতুল কদর রমযান মাসে হয়। অতএব তোমরা রমযানের শেষ দশকে উহা অনুসন্ধান কর। কারণ শেষ দশকের একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ ও উনত্রিশ অর্থাৎ যে কোন বেজোড় রাত্রিতে কিংবা শেষের রাত্রে শবেকদর হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বলিয়াছেন, "উহা সাতাশ বা উনত্রিশ তারিখে হইয়া থাকে। এই রাতে অসংখ্য ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করে।" কারো কারো মতে, লায়লাতুল কদর হইল রমযানের শেষ রাত্রি। উপরোক্ত বর্ণনাগুলি সম্পর্কে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন যে, এইগুলি মূলত রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন জনের প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছিলেন। যেমন কেহ বলিয়াছিল হুযূর। লায়লাতুল কদর কি অমুক রাতে তালাশ করিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ঠিক আছে কর। অন্যথায় লায়লাতুল কদর সুনির্দিষ্ট এক রাত যাহা কখনো নড়চড় হয় না। ইমাম তিরমিযী (র) শাফেয়ী (র)-এর এই মতের সপক্ষে রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ কিলাবা (র) বলেন, রমযানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর রদ-বদল হইয়া থাকে। মালিক, ছাওরী, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, আবূ ছাওর মুযনী ও আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মা (র) প্রমুখ এই মতের সপক্ষে রায় দিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (র) হইতেও কাযী এইরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত ইহাই যুক্তিসঙ্গত কথা।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, কতিপয় সাহাবী লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ সপ্তমে স্বপ্নযোগে দেখিতে পান। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের সকলের স্বপ্ন একই মতের হইয়াছে। কেহ এই রাত্রি অনুসন্ধান করিতে চাহিলে যেন সে শেষ সপ্তমে অনুসন্ধান করে।

বুখারী ও মুসলিমে ইহাও আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রি অনুসন্ধান কর। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতের সপক্ষে নিম্নের হাদীসটি পেশ করা যায় যে,

উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাদেরকে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন। আসিয়া

দুই ব্যক্তিকে ঝগড়া করিতে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের লায়লাতুল কদর সম্পর্কে সংবাদ দিবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক অমুকের ঝগড়ার কারণে আমার অন্তর হইতে উহা উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। তবে সম্ভবত ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অতএব তোমরা পঁচিশ, সাতাশ বা উনত্রিশ তারিখে উহা অনুসন্ধান কর।" এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লায়লাতুল কদর সুনির্দিষ্ট। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি করিয়া উহার দিন তারিখ সম্পর্কে সংবাদ দিতে চাহিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, হয়তো বা রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু সেই বছরের লায়লাতুল কদরের তারিখ সম্পর্কে সংবাদ দিতে চাহিয়াছিলেন, চিরদিনের জন্য নয়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করিয়াছিলেন। ওফাতের পর তাঁহার স্ত্রীগণ এই দশদিন ইতিকাফ করিতেন।

আয়িশা (রা) বলেন, রমযানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ (সা) রাত জাগিয়া ইবাদত করিতেন, পরিবার- পরিজনকে জাগাইয়া দিতেন এবং তিনি কোমর বাঁধিয়া লইতেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, রমযানের শেষ দশদিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিশ্রম করিয়া ইবাদত করিতেন যাহা অন্য সময়ে করিতেন না। বস্তুত ইহাই কোমর বাঁধার অর্থ। কেহ বলেন, কোমর বাঁধা অর্থ রমণী সংশ্রব বর্জন করা। আবার উভয়টিও উদ্দেশ্য হইতে পারে। যেমন ঃ

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রমযানের শেষ দশদিনে কোমর বাঁধিয়া লইতেন এবং স্ত্রীদের সংশ্রব ত্যাগ করিতেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, রমযানের শেষ দশদিনের প্রতি রাত্রে সমানভাবে লায়লাতুল কদর তালাশ করা উচিত। এক রাতের উপর অন্য রাতকে প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়।

উল্লেখ্য যে, এমনিতে সর্বদাই অধিক পরিমাণে দু'আ করা মুস্তাহাব। তবে রমযানে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং রমযানের শেষ দশকে আরো বেশী, শেষ দশকের বেজোড় রাতে আরো বেশী করিয়া দু'আ করা মুস্তাহাব। দু'আর ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ। পাঠ করা মুস্তাহাব।

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা শবে কদরের সন্ধান পাইলে আমি কি দু'আ করিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) বলেন, সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাত সংলগ্ন সপ্তম আকাশের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। উহার চূড়া জান্নাতে এবং ডাল-পালা কুরসীর নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত। উহা এত সংখ্যক ফেরেশতার অবস্থান যাহার সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো জানা নাই। তাহারা ডালে-ডালে আল্লাহ্র

ইবাদত করে। চুল পরিমাণ এতটুকু জায়গাও খালি নাই, যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা অবস্থান করে না। উহার মধ্যখানে হযরত জিবরীল (আ)-এর আসন। কদরের রাত্রিতে সেখানকার সকল ফেরেশতাদের সংগে লইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জিবরীল (আ)-কে নির্দেশ দেন। এদের প্রত্যেকের হৃদয়েই আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের প্রতি দয়া ও করুণা দান করিয়াছেন। ফলে শবে কদরে সূর্যাস্তের সংগে সংগে তাঁহারা জিবরীল (আ)-এর সংগে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে এবং দণ্ডায়মান কিংবা সিজদারত অবস্থায় ঈমানদার নর-নারীর জন্য দু'আ করে। তবে গীর্জা, মন্দির, অগ্নিপূজা ঘর, আবর্জনার ফেলার স্থান, যে ঘরে নেশাদার দ্রব্য থাকে, যে ঘরে মূর্তি স্থাপন করা থাকে ইত্যাদি অপবিত্র স্থানে তাঁহারা গমন করেন না। রাতভর তাঁহারা ঈমানদারদের জন্য দু'আ করিতে থাকে। হযরত জিবরীল (আ) প্রত্যেক ঈমানদারের সহিত মুসাফাহা করেন। ইহার লক্ষণ হইল, সেই রাতে খোদার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া হৃদয় বিগলিত হওয়া ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হওয়া। হযরত জিবরীল (আ)-এর মুসাফাহার ফলেই এমন হইয়া থাকে।

কা'ব (রা) বলেন, এই রাত্রে কেহ তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করিলে একবারের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন, একবারের বিনিময়ে দোজখ হইতে মুক্তি দান করেন এবং একবারের বিনিময়ে জান্নাত দান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কা'ব আল-আহবারকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সঠিক বিশ্বাসে ইহা পাঠ করিবে, তাহার জন্য এই পুরস্কার? উত্তরে কা'ব (রা) বলেন, সঠিক বিশ্বাসী ছাড়া কি কেহ লায়লাতুল কদরের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেন? আমি সেই আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কদরের রাত্রি কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য বড় ভারী হইয়া থাকে। যেন তাহাদের মাথার উপর পাহাড় চড়িয়া বসে। ঠিক সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত ফেরেশতারা এইভাবে দায়িত্ব পালন করিতে থাকে।

এইবার ফেরার পালা। সর্বপ্রথম হযরত জিবরীল (আ) উপরে আরোহণ করিয়া উর্ধ্ব দিগন্তে নিজের পালক চড়াইয়া দেন। তাঁহার সবুজ বর্ণের দুইটি পালক এমন আছে যাহা এই দিন ব্যতীত অন্য কখনো বিস্তার করেন না। ইহাতে সূর্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। অতঃপর একে একে অন্যান্য ফেরেশতারা উপরে চলিয়া যান। হযরত জিবরীল (আ)-এর দুই পালকের নূর এবং অন্যান্য ফেরেশতাদের নূর একত্রিত হইয়া সেইদিন সূর্যের আলোকে ম্লান করিয়া দেয়। হযরত জিবরীল (আ) ও অন্যান্য ফেরেশতারা সেইদিন পৃথিবী ও প্রথম আকাশের মাঝে অবস্থান করিয়া ঈমানদার নর-নারী, ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা পালনকারীদের জন্য ইসতিগফার ও রহমতের দু'আ করিতে থাকে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে তাহারা প্রথম আকাশে প্রবেশ করিয়া বৃত্তাকারে বসিয়া পড়ে। তখন প্রথম আকাশের ফেরেশতারা আসিয়া তাঁহাদের সংগে মিলিত হইয়া দুনিয়ার এক এক করিয়া সকল নারী-পুরুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর ইহারা উত্তর দিতে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি কি কাজ করিয়াছে

অমুক ব্যক্তিকে তোমরা কি অবস্থায় পাইয়াছ? উত্তরে তাঁহারা বলেন, গত বছর তো অমুককে ইবাদাতে লিপ্ত পাইয়াছি কিন্তু এইবার পাইয়াছি বিদ'আতে লিপ্ত অবস্থায় আর অমুক ব্যক্তিকে বিগত বছর বিদ'আতে লিপ্ত পাইয়াছি আর এইবার রুকু সিজদা অবস্থায় পাইয়াছি।

একদিন একরাত তাঁহারা প্রথম আকাশে থাকিয়া দ্বিতীয় আকাশে চলিয়া যান। এইভাবে প্রত্যেক আকাশে একদিন একরাত অবস্থান করিতে করিতে একসময় নিজেদের আসল আবাসে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছিয়া যায়। সিদরাতুল মুনতাহা তাঁহাদিগকে বলে, হে আমার অধিবাসীগণ! আমারও তোমাদের উপর অধিকার রহিয়াছে, আমিও তাহাদেরকে ভালোবাসি যাহারা আল্লাহ্কে ভালোবাসে। দুনিয়ার লোকদের ভালো-মন্দ সংবাদ আমাকেও শুনাও। কা'ব (রা) বলেন, তখন ফেরেশতারা এক এক করিয়া নিজের ও বাপের নাম ধরিয়া দুনিয়ার সকল নারী ও পুরুষের অবস্থা তুলিয়া ধরিবে। অতঃপর জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহাকে বলে, তোমার অধিবাসীরা তোমাকে কি সংবাদ দিয়াছে, আমাকে একটু শুনাও। সিদরাতুল মনতাহা জান্নাতকে সকল বৃত্তান্ত শুনায়। শুনিয়া জান্নাত বলে অমুক পুরুষের উপর আল্লাহ্র রহম হউক, অমুক নারীর উপর আল্লাহ্র রহম হউক। হে আল্লাহ্! অতিসত্ত্বর তাহাদেরকে আমার কোলে পৌঁছাইয়া দাও। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) সকলের পূর্বে আসন গ্রহণ করিয়া বলিবেন, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিকে আমি তোমাকে সিজদারত পাইয়াছি, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। সংগে সংগে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা বলিয়া উঠিবে, অমুক নর ও অমুক নারীর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক, অমুককে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

অতঃপর জিবরীল (আ) বলিবেন, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিকে গত বছর ইবাদাতে লিপ্ত দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এই বছর তাহাকে বিদআত ও অপকর্মে লিপ্ত পাইয়াছি। সে তোমার হুকুম-আহকাম ছাড়িয়া দিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, শুন জিবরীল, যদি সে তাওবা করে, মৃত্যুর তিনঘণ্টা আগেও যদি তাওবা করে তো আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। শুনিয়া জিবরীল (আ) বলেন, ইলাহী! সকল প্রশংসার মালিক তুমি। তুমি তোমার সকল সৃষ্টি অপেক্ষা দয়ালু। তোমার সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির যতটুকু দয়া তাহাদের উপর তোমার দয়া অনেক বেশী। তখন আরশ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব এবং আকাশমণ্ডলী ও উহাতে যাহা আছে সবই দুলিয়া উঠে। সকলেই বলিয়া উঠে, সমস্ত প্রশংসা দয়াময় আল্লাহ্রই প্রাপ্য, সকল প্রশংসা দয়াময় আল্লাহ্রই প্রাপ্য। রাবী বলেন, কা'ব (রা) আরো উল্লেখ করেন যে, যে রমযান মাসে রোযা রাখে এবং রমযানের পরও গুনাহ হইতে বিরত থাকার সংকল্প রাখে, সে সওয়াল-জওয়াব ও হিসাব-কিতাব ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

সূরা বায়্যিনা

৮ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম আহমদ (র)....... মালিক ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন ছাবিত আনসারী বদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্‌ন 'আমর (রা) বলেন, সূরা বায়্যিনা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই সূরাটি উবাই (রা)-কে পড়িয়া শুনাইবার জন্য আপনার প্রতিপালক আপনাকে নির্দেশ করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উবাইকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ "জিবরীল (আ) আসিয়া এই সূরাটি তোমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়া গেলেন।" শুনিয়া আবেগাপ্লুত হইয়া উবাই জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আল্লাহ্‌র দরবারে কি আমার কথা আলোচিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ। ইহাতে উবাই (রা) কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে বলিলেন, তোমাকে সূরা বায়্যিনা পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আদেশ দিয়াছেন। উবাই (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ কি আপনার নিকট আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ।" শুনিয়া উবাই (রা) কাঁদিয়া ফেলেন। ইমাম বুখারী মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন ঃ "তোমাকে অমুক অমুক সূরা পাঠ করিয়া শুনাইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।" আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেখানে কি আমার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ।" আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্‌যা (র) বলেন, উবাই (রা)-এর মুখে আমি এই ঘটনা শুনিয়া বলিলাম, আবুল মুনযির! ইহাতে কি তুমি পরম আনন্দিত হইয়াছিলে? উত্তরে উবাই (রা) বলেন, কেন আনন্দিত হইব না?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত লাভ করিয়া তাহাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তাহারা যাহা সঞ্চয় করে উহা অপেক্ষা ইহা উত্তম।

ইমাম আহমদ (র)....... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন, তোমাকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে সূরা বায়্যিনা পাঠ করিয়া শুনান।

আবুল কাসিম তাবারানী (র)....... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হে আবুল মুনযির! তোমাকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।" শুনিয়া আমি বলিলাম, আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি, আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং আপনার নিকট হইতেই ইলম শিক্ষা করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বের কথাটি পুনর্ব্যক্ত করিলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র দরবারে কি আমার নাম আলোচনা করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, উর্দ্ধজগতে তোমার নাম ও বংশ উল্লেখ করিয়া তোমার কথা আলোচনা করা হইয়াছে।" আমি বলিলাম, তাহা হইলে পড়ুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

আবূ নুআইম (র)....... ফুযায়ল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ফুযায়ল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "সূরা বায়্যিনা পাঠ শুনিলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, বান্দা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি আমার ইয্‌যতের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাকে জান্নাতে স্থান দিব, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বায়্যিনা পাঠ শুনিয়া বলেন, "বান্দা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আমি আমার ইযযতের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, দুনিয়ায় কোন অবস্থাতেই আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব না এবং অবশ্যই আমি তোমাকে জান্নাতে স্থান দিব, ফলে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে।"

(١) لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ

(٢) رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ

(٣) فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۗ

(٤) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

(٥) وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ۬ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝

১. কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচলিত ছিল তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত।

২. আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক রাসূল যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ,

৩. যাহাতে আছে সঠিক বিধান।

৪. যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তো বিভক্ত হইল তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

৫. তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন।

তাফসীর ঃ আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ইয়াহুদী ও নাসারা আর মুশরিক দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আরব-অনারবের মূর্তি ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, সত্য না আসা পর্যন্ত ইহারা শিরক ও কুফর বর্জন করে নাই। কাতাদা (র) বলেন اَلْبَيِّنَةُ অর্থ কুরআন।

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ মানে হইল, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আগত রাসূল মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁহার পঠিত কুরআন, যাহা উর্দ্ধজগতে পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ অর্থাৎ এই কুরআন আছে মহা লিপিসমূহে, যাহা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র মহান পূত চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ অর্থাৎ উহাতে আছে সঠিক বিধান। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, পবিত্র লিপিসমূহে যাহা আছে, তাহা সম্পূর্ণ সঠিক অটল ও নির্ভুল। কারণ উহা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে লিখিত। ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, قَيِّمَةٌ অর্থ مستقيمة عادلة অর্থাৎ সঠিক, সুদৃঢ় ও ইনসাফপূর্ণ।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ অর্থাৎ 'কিতাবীরা তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর বিভক্ত হইয়াছিল।'

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَاتَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

অর্থাৎ তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর বিভক্ত হইয়াছে ও মতবিরোধ করিয়াছে। উহাদের জন্যই রহিয়াছে মহা শাস্তি।

অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তী যুগের উম্মতের নিকট যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাহারা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা পূরণ করার ব্যাপারে বহু মতবিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন ঃ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, ইয়াহুদীরা একাত্তরটি এবং নাসারারা বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হইয়াছিল আর আমার এই উম্মত তেহাত্তরটি দলে বিভক্ত হইবে। ইহাদের একটি দল ব্যতীত বাকীরা সব জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। শুনিয়া সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহারা কাহারা? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তাহারা হইল, আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শের অনুসারী দল।"

وَمَا أُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ অর্থাৎ 'উহারা আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহ্র ইবাদত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল।' যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ -

অর্থাৎ তোমার পূর্বেকার সকল রাসূলের নিকটই এই মর্মে প্রত্যাদেশ করিতাম যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর। حنفاء অর্থ শিরক বর্জন করিয়া তাওহীদের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আস্থা রাখা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلاً اَنِ اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের নিকটই আমি এক একজন রাসূল প্রেরণ করিয়া এই প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগুতকে পরিহার করিয়া চল। حنيف শব্দের ব্যাখ্যা সূরা আন'আমে করা হইয়াছে। কাজেই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ মানুষকে আরো আদেশ করা হইয়াছে নামায কায়েম করিতে ও যাকাত আদায় করিতে। উল্লেখ্য যে, নামায হইল

যাবতীয় দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত আর যাকাত হইল দীন-দুঃখীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন।

وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ অর্থাৎ ইহাই সরল সঠিক ও ভারসাম্য পূর্ণ দীন বা জীবন ব্যবস্থা। অথবা অর্থ, সরল ন্যায়পরায়ণ উম্মতের পথ। ইমাম যুহরী ও শাফেয়ী (র) সহ অসংখ্য ইমাম আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

(٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

(٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

(٨) جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝

৬. কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে, উহারাই সৃষ্টির অধম।

৭. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

৮. তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদিগের পুরস্কার—স্থায়ী জান্নাত যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট, ইহা তাহার জন্য, যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের পরিণামের কথা বর্ণনা করিতেছেন যে, কাফিরগণ চাই ইয়াহুদী হউক, চাই নাসারা হউক, চাই মূর্তি ও অগ্নিপূজক মুশরিক হউক—সকলেই কিয়ামতের দিন চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। জীবনে কখনো ইহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে পারিবে না এবং জাহান্নামের শাস্তিও কখনো শেষ হইবার নহে। আর ইহারা সৃষ্টির সবচেয়ে অধম। অতঃপর যাহারা ঈমান আনিয়া নেক কর্ম করে, সে সব সজ্জনদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, ইহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং আরো একদল উলামা এই আয়াতের ভিত্তিতে দাবী করিয়াছেন যে, সৎকর্মশীল ঈমানদার মানুষ ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার সৎকর্মশীল মানুষকে সৃষ্টির সেরা বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا অর্থাৎ ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের নিকট ইহাদের নেক কর্মের প্রতিদান লাভ করিবে। ইহাদিগকে এমন স্থায়ী জান্নাত দান করা হইবে, যাহার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তথায় তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে। এই সুখ তাহাদের কখনো শেষ হইবে না।

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের কর্মকাণ্ডে প্রসন্ন এবং ইহারাও আল্লাহ্র দেওয়া নিয়ামতে আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ অর্থাৎ এইসব পুরস্কার তাহাকেই দেওয়া হইবে, যে আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলে, যথাযথভাবে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাঁহার দাসত্ব করিয়া চলে।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলিলেন যে, আচ্ছা, আমি কি তোমাদেরকে সৃষ্টির সেরা লোকটির কথা বলিয়া দিব না? উত্তরে উপস্থিত সাহাবাগণ বলিল, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্র রসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "সৃষ্টির সেরা সেই ব্যক্তি যে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া এই অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকে যে, কখন জিহাদের ঘনঘটা বাজিয়া উঠিবে আর সে বীরবেশে শত্রুর মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়িবে।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আরো একজন সেরা সৃষ্টির কথা বলিব? উপস্থিত সাহাবীগণের সম্মতি পাইয়া তিনি বলিলেন ঃ "সেই ব্যক্তি যে সর্বক্ষণ বকরী চড়াইয়াও যথারীতি নামায আদায় করে ও যাকাত দান করে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আচ্ছা এইবার কি আমি তোমাদেরকে সৃষ্টির অধম ব্যক্তিটির কথা বলিয়া দিব? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "সৃষ্টির অধম সেই ব্যক্তি যাহার কাছে আল্লাহ্র নামে প্রার্থনা করিলেও সে দান করে না।"

সূরা যিল্‌যাল

৮ আয়াত, ১ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে কিছু পড়ান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন الـر। ওয়ালা তিনটি সূরা পাঠ কর। লোকটি বলিল, হুযূর! বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, স্মরণশক্তি কমিয়া গিয়াছে ও জিহ্বা মোটা হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহা হইল حـم ওয়ালা সূরাগুলি পাঠ কর। লোকটি এখানেও একই অজুহাত দেখাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আচ্ছা তাহা হইলে يسبح ওয়ালা তিনটি সূরা পাঠ কর। লোকটি বলিল, হুযূর। আমাকে ছোট অথচ ব্যাপক অর্থবোধক একটি সূরা পড়াইয়া দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে সূরা যিলযাল পড়াইয়া দেন। শেষে লোকটি বলিল, যিনি আপনাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি কখনো ইহার উপর বৃদ্ধি করব না। অতঃপর লোকটি চলিয়া যাইতে লাগিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "লোকটি সফলকাম, লোকটি সফলকাম।" অতঃপর বলিলেন, লোকটিকে ডাকিয়া আবার আমার কাছে লইয়া আস। আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ শোন আমাকে কুরবানী করার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। এই কুরবানীকে আমার উম্মতের জন্য ঈদ বানাইয়াছেন। শুনিয়া লোকটি বলিল, আমার কাছে যদি কুরবানীর কোন পশু না থাকে আর দুধ পান করার জন্য দেওয়া কাহারো কোন গাভী আমার কাছে থাকে তো উহা কি যবাহ করিব? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, না, তবে তুমি মাথার চুল, হাতের নখ, গোঁফ ও যৌনকেশ কাটিয়া ফেলিবে। আল্লাহ্‌র নিকট ইহাই তোমার কুরবানী বলিয়া বিবেচিত হইবে।" ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) আবূ আব্দুর রহমান মুকরীর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ সূরা যিলযাল পাঠ করিলে সে অর্ধেক কুরআন

তিলাওয়াতের সওয়াব পাইবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সূরা ইখলাস পূর্ণ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান আর সূরা যিলযাল এক-চতুর্থাংশের সমান।"

ইমাম তিরমিযী (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাস এক তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূন এক চতুর্থাংশের সমান।"

ইমাম তিরমিযী (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিবাহ করিয়াছ? উত্তরে লোকটি বলিল, না হুযূর। আর করিবই বা কি দিয়া আমার কিছুই তো নাই। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কেন, তোমার কাছে কি সূরা ইখলাস নাই? লোকটি বলিল, হ্যাঁ, তাহা তো আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহা হইল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। তোমার কাছে কি সূরা নাসর নাই? লোকটি বলিল, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। আচ্ছা তোমার কাছে কি সূরা কাফিরূন নাই? লোকটি বলিল, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহাতো কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তোমার কাছে কি সূরা যিলযাল নাই? লোকটি বলিল, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "ইহাও কুরআনের এক চতুর্থাংশ। যাও বিবাহ করিয়া ফেল।"

(١) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ

(٢) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۙ

(٣) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ

(٤) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۙ

(٥) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۗ

(٦) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۗ

(٧) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ

(٨) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

১. পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে।

২. এবং পৃথিবী যখন তাহার ভার বাহির করিয়া দিবে।

৩. ও মানুষ বলিবে, 'ইহার কী হইল?'

৪. সেইদিন পৃথিবী তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে।

৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাহাকে আদেশ করিবেন।
৬. সেইদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হইবে, কারণ উহাদিগকে উহাদের কৃতকর্ম দেখান হইবে।
৭. কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে তাহা দেখিবে।
৮. ও কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে তাহাও দেখিবে।

তাফসীর ঃ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, পৃথিবী যখন নিম্নদেশ হইতে নড়িয়া উঠিবে। আর নিজের গর্ভস্থ মৃত মানুষগুলিকে বাহিরে নিক্ষেপ করিবে। পূর্বসূরী অনেক মুফাস্সিরও এই অর্থ করিয়াছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে যে,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। কিয়ামতের কম্পন বড়ই ভয়াবহ বিষয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتْ অর্থাৎ যখন পৃথিবীকে টানিয়া লম্বা করা হইবে এবং নিজের গর্ভস্থ সবকিছু নিক্ষেপ করিয়া খালি হইয়া যাইবে।

ইমাম মুসলিম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "পৃথিবী নিজের কলিজার টুকরাগুলি বাহিরে নিক্ষেপ করিবে। বড় বড় খুঁটির ন্যায় সোনা-চাঁদি ভূ-গর্ভ হইতে বাহিরে চলিয়া আসিবে। দেখিয়া হত্যাকারী বলিবে, হায়! তোমার জন্যই আমি অনেককে হত্যা করিয়াছিলাম। আত্মীয়তা ছিন্নকারী আসিয়া বলিবে, হায়! তোমার জন্যই তো আমি আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলাম। ফের বলিবে হায়! তোমার লোভে পড়ার কারণেই আমার হাত কাটা হইয়াছে আর আজ তোমার দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না।"

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا অর্থাৎ যেই পৃথিবী এককালে শান্ত ছিল উহার এহেন পরিবর্তন দেখিয়া হতভম্ব হইয়া মানুষ বলিবে, ইহা কি? পৃথিবীর কি হইল? পৃথিবীটা এতো এলোমেলো হইয়া গেল কেন? বস্তুত আল্লাহ্র নির্দেশে ভূ-কম্পন আসিয়া গিয়াছে, পৃথিবী সকল মৃতদেরকে বাহির করিয়া ফেলিতেছে—

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا অর্থাৎ পৃথিবীতে বসিয়া কে কখন কি করিয়াছে পৃথিবী কথা প্রকাশ করিয়া দিবে ও বলিয়া দিবে।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আলোচ্য সূরাটি পাঠ করিয়া বলিলেন, তোমরা কি জান, পৃথিবীর সংবাদ বলিতে কি বুঝায়? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ পৃথিবীর বুকে বসিয়া কে কখন কি কাজ করিয়াছে পৃথিবী তাহা বলিয়া দিবে। সে বলিবে, আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি

অমুক দিন আমার উপর থাকিয়া এই এই কাজ করিয়াছে। ইহাই হইল পৃথিবীর সংবাদ।" ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটিকে হাসান গরীব আখ্যা দিয়াছেন।

মু'জামে তাবারানীতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা পৃথিবী হতে আত্মরক্ষা কর। ইহা তোমাদের মা। ইহার পৃষ্ঠে থাকিয়া যে ভালো-মন্দ যাহাই করুক, একদিন সে সব খুলিয়া বলিয়া দিবে। ইহাই পৃথিবীর সংবাদ।"

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ইমাম বুখারী (র) বলেন, اَوْحٰى لَهَا এবং اَوْحٰى اِلَيْهَا। ও وحى لها ও وحى اليها এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) একই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ اَوْحٰى لَهَا অর্থ اوحى اليها। এইখানে অর্থ হইল অনুমতি দেওয়া। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে বলিবেন, তোমার উপর কে কি করিয়াছে বল, তখন পৃথিবী সব কথা বলিতে আরম্ভ করিবে। মুজাহিদ (র) বলেন اَوْحٰى لَهَا অর্থ أمرها নির্দেশ দিয়াছেন।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পর মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে ফিরিবে। কেহ হইবে ভাগ্যবান আর কেহ হইবে হতভাগা, কেহ জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি লাভ করিবে আর কেহ জাহান্নামে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হইবে। ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, হিসাব-নিকাশের পর সকলেই বিক্ষিপ্তভাবে ফিরিয়া যাইবে, ইহার পর কখনো তাহারা একত্রিত হইবে না। সুদ্দী (র) বলেন اَشْتَاتًا অর্থ فرقا অর্থাৎ দলে দলে।

لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ শেষে এইভাবে বিক্ষিপ্ত হইবার পর সকলেই দুনিয়ায় কৃত নিজ নিজ ভালো-মন্দ কর্মের ফল লাভ করিবে। এ প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

অর্থাৎ কেহ অণুপরিমাণ সৎকর্ম করিলে তাহার ফল পাইবে এবং কেহ অণুপরিমাণ মন্দকর্ম করিলে সে তাহার পরিণাম ভোগ করিবে।

ইমাম বুখারী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ঘোড়ার মালিক তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। একশ্রেণীর মালিক সওয়াবের ভাগী হয়, একশ্রেণীর জন্য ঘোড়া মর্যাদা রক্ষার মাধ্যম হয় আর এক শ্রেণী গুনাহের অংশীদার হয়। সওয়াবের ভাগী হয় সেই ব্যক্তি, যে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া লালন-পালন করে। এই ব্যক্তির ঘোড়া যদি পায়ের বন্ধন ঢিল করিয়া এদিক-ওদিক চড়িয়া বেড়ায় তাহাতেও সে সওয়াব পায় আর যদি রশি ছিঁড়িয়া দূর-দূরান্তে চড়িয়া বেড়ায় তাহাতেও সে সওয়াব পায়। এমনকি যদি কোন কূপ বা নদীতে গিয়া নিজেই পানি পান করিয়া আসে তো মালিকের পানি পান করানোর নিয়ত না থাকিলেও সে সওয়াবের অংশীদার হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি, যে প্রভাব মুক্ত থাকিবার জন্য ঘোড়া লালন-পালন করে আর নিজের এবং ঘোড়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হক বিস্মৃত হয় না। এই ঘোড়া মালিকের মর্যাদা রক্ষার উপায় হইয়া থাকে।

তৃতীয় সেই ব্যক্তি, যে গৌরব ও মহত্ব প্রদর্শনের জন্য ঘোড়া পোষে। এই ব্যক্তি ঘোড়া পুষিয়া পাপই কামাই করিয়া থাকে।"

অতঃপর গাধা সম্পর্কে জানিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন فَمَنْ يَّعْمَلْ الخ। এই আয়াতটি ব্যতীত গাধা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কিছু নাযিল করেন নাই। ইমাম মুসলিম (র) যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... সা'সা'আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'সা'আ (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিলে তিনি তাহাকে فَمَنْ يَّعْمَلْ الخ। এই আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া অন্য কোন আয়াত না হইলেও আমার চলিবে। ইমাম নাসায়ী (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ্ বুখারীতে আদী (রা) হইতে বর্ণনা আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা একটি খেজুরের কিংবা একটি ভালো কথার বিনিময়ে হইলেও জাহান্নাম হইতে আত্মরক্ষা কর। তিনি আরো বলেন ঃ কোন ভালো কাজকেই তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। চাই তা এতটুকু হউক যে, তুমি তোমার পাত্র হইতে পিপাসুকে কিছু পানি পান করাইবে কিংবা হাসিমুখে তোমার কোন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

সহীহ্ বুখারীতে আরো আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে ঈমানদার মহিলা সম্প্রদায়! প্রতিবেশীর প্রেরিত হাদিয়াকে তোমরা তুচ্ছ মনে করিও না। যদিও হয় তাহা বকরীর একটি পা।" অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ভিক্ষুককে কিছু না কিছু দিয়া ফেরত দাও। যদিও বকরীর পোড়া খুর দ্বারা হয়।

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিতেন ঃ হে আয়িশা! ছোটখাট গুনাহ্ হইতেও নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিও। কারণ, উহার একদিন হিসাব হইবে।

ইব্‌ন জারীর (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আহার করিতেছিলেন। ইত্যবসরে فَمَنْ يَّعْمَلْ الخ। এই আয়াতটি নাযিল হয়। শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) খাবার পাত্র হইতে হাত উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি অণু পরিমাণ যে পাপ করি আমাকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ দুনিয়াতে তুমি ছোট-খাট যেসব বিপদে পড়িয়া থাক, উহা সেই অণু পরিমাণ পাপের প্রতিফল। আর তোমার অণু পরিমাণ নেকগুলি আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য রাখিয়া দেন। কিয়ামতের দিন উহার প্রতিফল তামাকে দেওয়া হইবে।

ইব্‌ন জারীর (র)....... আব্দুলাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) বলেন, সূরা যিলযাল যখন নাযিল হয় তখন

হযরত আবূ বকর (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। শুনিয়া তিনি কাঁদিতে শুরু করেন। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে আবূ বকর (রা) বলিলেন, এই সূরাটি আমাকে কাঁদাইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ শোন, তোমরা যদি কোন গুনাহ না কর ফলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করিতে না পারেন; তাহা হইলে তিনি অন্য এমন একটি জাতিকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা গুনাহ করিবে এবং আল্লাহ্ তাহাদেরকে ক্ষমা করিবেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, فَمَنْ يَّعْمَلْ। الخ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! আমি কি আমার আমল দেখিতে পাইব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, বড় বড় আমল দেখিতে পাইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, ছোট ছোট আমলও কি দেখিতে পাইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। শুনিয়া আমি বলিলাম, হায় আফসোস! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "শোন আবূ সাঈদ দুঃখের কোন কারণ নাই। ভালো কাজের সওয়াব দশ গুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। তারপর যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ আরো বাড়াইয়া দিবেন। আর অন্যায় কাজ যাহা করিবে তাহার প্রতিফল পাইবে কিংবা আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন। শোন, কেহই নিজের আমলের গুণে মুক্তি পাইবে না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনিও নহে? বলিলেন, না, আমিও নহি আল্লাহ্ আমাকে স্বীয় রহমতে ঢাকিয়া নেওয়া ব্যতীত আমার কোন উপায় নাই।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى। الخ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানরা মনে করিতে লাগিল যে, কোন তুচ্ছ ও ছোট জিনিস দান করিলে সওয়াব পাওয়া যাইবে না। ফলে উন্নত ও ভালো জিনিস দান করা সম্ভব না হইলে তাহারা ভিক্ষুককে খালি হাতেই ফিরাইয়া দিতে লাগিল। অপরদিকে একদল লোকের ধারণা ছিল যে, ছোট-ছোট গুনাহে কোন শাস্তি ভাগ করিতে হইবে না, জাহান্নামের শাস্তি কেবল কবীরা গুনাহের সহিতই সম্পৃক্ত। এই দুই ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ। الخ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ছোট ছোট গুনাহ হইতে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা কর। কারণ এই ছোট ছোট অনেকগুলি গুনাহ একত্র হইয়া এক সময় ব্যক্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন। যে কোন একদল লোক জনমানবহীন মরু অঞ্চলে উপনীত হইল। অতঃপর বনে যাইয়া তাহারা প্রত্যেকে মাত্র একটি করিয়া কাঠ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। এই একটি করিয়া আনা কাষ্ঠগুলি একত্রিত করিলে বিরাট স্তূপে পরিণত হইয়া গেল এবং উহাতে আগুন ধরাইয়া যাহা ইচ্ছা পাকাইয়া লইল।

সূরা ‘আদিয়াত

১১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ

(٢) فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ

(٣) فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ

(٤) فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ

(٥) فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ

(٦) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ

(٧) وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ

(٨) وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۗ

(٩) اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ

(١٠) وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ

(١١) اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۚ

১. শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির,
২. যাহারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে,
৩. যাহারা অভিযান করে প্রভাতকালে,

৪. ও সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে;
৫. অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে–
৬. মানুষ অবশ্যই তাহার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ
৭. এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে অবহিত,
৮. এবং অবশ্য সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।
৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নহে যখন কবরে যাহার আছে তাহা উত্থিত হইবে।
১০. এবং অন্তরে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করা হইবে?
১১. সেইদিন উহাদিগের কী ঘটিবে, উহাদিগের প্রতিপালক অবশ্যই তাহা সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ আলোচ্য সূরার শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদের ঘোড়ার শপথ করিয়াছেন। যাহা আল্লাহ্র পথে জিহাদের সময় উর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হয়; অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে এবং প্রভাতকালে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে ও শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে।

ضَبْحًا অর্থাৎ ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাত যাহা পাথরের সহিত ঘর্ষণ খাইয়া অগ্নি-স্ফুলিংগ নির্গত হয়।

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا অর্থাৎ প্রভাতে অভিযান বা হামলা চালানো। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি শত্রুর উপর প্রভাতে অভিযান চালাইলে কোথাও আযান হইতেছে কিনা খেয়াল করিয়া শুনিতেন। আযানের আওয়াজ শুনিতে পাইলে আক্রমণ হইতে বিরত থাকিতেন আর না শুনিলে হামলা চালাইতেন। فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا অর্থাৎ যে ঘোড়া প্রভাতে অভিযান চালাইয়া রণক্ষেত্রে ধূলা উৎক্ষিপ্ত করে। نَقْعًا অর্থ। غبار অর্থাৎ ধূলি। فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا যে ঘোড়া শত্রুদের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে। ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا অর্থ উট। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঘোড়া। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই মতের কথা শুনিয়া হযরত আলী (রা) বলিলেন, ঘোড়া হয় কি করিয়া? বদরের দিন তো আমাদের নিকট ঘোড়া ছিলই না। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঘোড়া ছিল অন্য ছোট একটি অভিযানে।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদিন আমি হাতিমে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে আমি বলিলাম, ইহার অর্থ ঘোড়া যখন আল্লাহ্র পথে অভিযান চালাইয়া আবার রাত্রিকালে আপন স্থানে ফিরিয়া আসে। অতঃপর লোকটি আমার নিকট হইতে আলী (রা)-এর কাছে গমন করে। তিনি তখন যমাম কূপের নিকট বসা ছিলেন। লোকটি তাঁহাকে وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করে। আলী (রা) বলিলেন, আমার

পূর্বে কি তুমি আর কাউকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? লোকটি বলিল, হ্যাঁ, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, মুজাহিদের ঘোড়া। শুনিয়া আলী (রা) বলিলেন, আচ্ছা যাও, তাহাকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। সংবাদ পাইয়া হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলী (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার মাথার কাছে দাঁড়ান। আলী (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মানুষকে এমন বিষয়ে ফতোয়া দাও, যাহা তুমি জান না? আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল বদর যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে যুবায়র (রা)-এর একটি এবং মিকদাদ (রা)-এর একটি এই দুইটি ঘোড়া ব্যতীত আর কোন ঘোড়াই ছিল না। সুতরাং বল وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا অর্থ ঘোড়া হয় কি করিয়া। ঘোড়া নহে এই আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য আরাফা হইতে মুযদালিফা এবং মুযদালিফা হইতে মিনার পথ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর আমি আমার মত প্রত্যাহার করিয়া আলী (রা)-এর সহিত একাত্মতা প্রকাশ করি। এই একই সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা)-হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আলী (রা)-এর মতে وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا অর্থ আরাফা হইতে মুযদালিফা পর্যন্ত পথ। মুযদালিফায় পৌঁছিয়া হাজীরা খাদ্য পাকানোর জন্য আগুন জ্বালাইতে পারে।

আওফী (র) প্রমুখ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইহার অর্থ ঘোড়া। ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ঘোড়া আর কুকুর ছাড়া কেহ ধাবমান হয় না। ইব্ন জুরায়জ (র) আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ঘোড়ার উহ, উহ আওয়াজকে ضَبْحٌ বলা হয়।

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا অনেকের মতেই ইহার অর্থ ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বিচ্ছুরণ করা। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের অর্থ প্রতারণা করা। কেহ কেহ বলেন, অভিযান শেষে রাতে ঘরে ফিরিয়া অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত করা। কাহারো মতে, ইহার অর্থ অগ্নিসংযোগ করিয়া বস্তী জ্বালাইয়া দেওয়া। কাহারো মতে, মুযদালিফায় আগুন জ্বালানো। ইব্ন জারীর (র) বলেন, সব কয়টির মতের মধ্যে প্রথম মতটিই সঠিক। অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরণ করা। فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ ঘোড়ার আল্লাহ্‌র পথে অভিযান চালানো। কেহ বলেন, ইহার অর্থ প্রভাতে মুযদালিফা হইতে মিনায় গমন করা। فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ইহার অর্থ যুদ্ধ বা হজ্জের ক্ষেত্রে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করা।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) আতা, ইকরিমা (র), কাতাদা (র) ও যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ মুজাহিদদের শত্রু বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়া।

আবূ বকর বায্যার (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু দীর্ঘ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁহাদের কোন

সংবাদ পান নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য সূরাটি নাযিল করিয়া উহাদের সংবাদ জানাইয়া দেন। اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ। অর্থাৎ উপরের কয়েকটি বিষয়ের শপথ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তিনি মানুষকে অপরিমেয় সুখ-সামগ্রী নিয়ামত দান করিয়াছেন কিন্তু মানুষ সেসব নিয়ামতের অবমূল্যায়ন করে ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখয়ী, আবুল জাওয়া, আবুল আলিয়া, আবুয যোহা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্‌ন আনাস ও ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন لَكَنُوْدٌ অর্থ لكفور অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ। হাসান (র) বলেন الكنود। সে ব্যক্তি যে দুঃখের কথা স্মরণ রাখে আর আল্লাহ্‌র দেওয়া সুখের কথা ভুলিয়া যায়। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... আবূ উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উসামা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ الكنود। সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে একা একা আহার করে, দাস-দাসী কে প্রহার করে এবং অধীনস্তদের সহিত দুর্ব্যবহার করে। এই হাদীসের সনদ দুর্বল। ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ উমামা (রা) হইতে মওকূফ পদ্ধতিতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ কাতাদা ও সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই সে বিষয়ে অবহিত। ইহা হইতে পারে যে, মানুষ নিজেই নিজের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। অর্থাৎ মানুষের নিজের কথা এবং কাজেই তাহাদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ

অর্থাৎ মুশরিকদের দ্বারা আল্লাহ্‌র ঘর আবাদ হইতে পারে না। ইহারা নিজেরাই নিজেদের কুফরের সাক্ষী। وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ। অর্থাৎ ধন-সম্পদে মানুষ প্রবল আসক্ত। এইখানে اَلْخَيْرِ। দ্বারা উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ। আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, মানুষ ধন-সম্পদে প্রবল আসক্ত। দ্বিতীয়ত, সম্পদের মোহে পড়িয়া মানুষ আমাকে ভুলিয়া যায় এবং কৃপণতাবশত আমার পথে ব্যয় করে না। উভয় অর্থই সঠিক। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ - وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ - اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ -

অর্থাৎ মানুষ কি জানে না যে, যেদিন কবর হইতে সকল মুর্দাকে বাহির করা হইবে এবং অন্তরে লুক্কায়িত সব গোপন কথা প্রকাশ হইবে, সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকিবেন এবং সকলকে পুরাপুরি প্রতিদান দিবেন। কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করিবেন না।

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ -এর ব্যাখ্যা ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, মানুষ মনে মনে যাহা গোপন করিয়া রাখিত উহা প্রকাশ করা হইবে।

সূরা কারি'আ

১১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلْقَارِعَةُ ۙ

(٢) مَا الْقَارِعَةُ ۚ

(٣) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۗ

(٤) يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ

(٥) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۗ

(٦) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ

(٧) فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۗ

(٨) وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ

(٩) فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۗ

(١٠) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْ ۗ

(١١) نَارٌ حَامِيَةٌ ۚ

১. মহাপ্রলয়,
২. মহাপ্রলয় কী?

৩. মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান?
৪. সেইদিন মানুষ হইবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত।
৫. এবং পর্বতসমূহ হইবে ধুনিত রংগিন পশমের মত।
৬. তখন যাহার পাল্লা ভারী হইবে,
৭. সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন,
৮. কিন্তু যাহার পাল্লা হালকা হইবে,
৯. তাহার স্থান হইবে 'হাবিয়া'।
১০. উহা কী, তাহা কি তুমি জান?
১১. উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

তাফসীর ঃ الحاقه - الطامه - الصّافه ইত্যাদির ন্যায় القارعة -ও কিয়ামতের একটি নাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বুঝাইবার জন্য বলেন ঃ

وَمَا اَدْرَاكَ مَاالْقَارِعَةُ অর্থাৎ "তুমি কি জান যে, 'কারিয়া' বা মহাপ্রলয় কি জিনিস?" অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেন ঃ

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ অর্থাৎ সেইদিন মানুষ পতঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অবস্থা এমন হইবে যে মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় এদিক-ওদিক ছড়াইয়া- ছিটাইয়া পড়িবে।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ অর্থাৎ পর্বতসমূহ ভাঙ্গিয়া ধুনিত রংগিন পশমের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাসান, কাতাদা, আতা খুরাসানী, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন, اَلْعِهْنِ অর্থ الصوف। তথা পশম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের ভালো-মন্দ আমলের অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে বলেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ অর্থাৎ যাহার পাল্লা ভারী হইবে তথা নেক কাজ মন্দ কাজের অপেক্ষা বেশী হইবে, সে জান্নাতে সন্তোষজনক জীবন লাভ করিবে।

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ অর্থাৎ যাহার পাল্লা হাল্কা হইবে তথা যাহার মন্দ কাজ নেক কাজের অপেক্ষা বেশী হইবে তাহার স্থান হইবে 'হাবিয়া'। فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ -এর ব্যাখ্যায় কেহ বলেন, এমন ব্যক্তিকে উপুড় করিয়া জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে। আয়াতে اُمٌّ বলিয়া মস্তিষ্ককে বুঝানো হইয়াছে। ইব্ন

আব্বাস (রা) ইকরিমা, আবূ সালিহ এবং কাতাদা (র) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, এমন ব্যক্তির পরিণাম হইল 'হাবিয়া'। হাবিয়া জাহান্নামের একটি নাম। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, হাবিয়া জাহান্নামকে ام। তথা মা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, মায়ের পরে যেমন মানুষের কোন আশ্রয় থাকে না, তেমনি ইহাদের হাবিয়া ছাড়া কোন উপায় থাকিবে না।

ইবন জারীর (র)....... আশ'আছ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আশআছ (র) বলেন, কোন ঈমানদার লোক মারা গেলে তাহার রূহকে পূর্বে মৃত ঈমানদারদের রূহের কাছে লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর ফেরেশতারা বলে তোমাদের ভাইকে তোমরা প্রবোধ ও সান্ত্বনা প্রদান কর। কারণ সে এতদিন যাবত দুনিয়ার চিন্তা-পেরেশানীতে লিপ্ত ছিল। অতঃপর ঈমানদারদের রূহগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক ব্যক্তির খবর কি? উত্তরে সে বলে, কেন সে তো মরিয়া গিয়াছে। সে কি তোমাদের কাছে আসে নাই? উত্তরে তাহারা বলিবে, সে আমাদের কাছে আসে নাই। তাহাকে তাহার মা হাবিয়া জাহান্নামে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

نَارٌ حَامِيَةٌ অর্থাৎ হাবিয়া হইল, প্রচণ্ড উত্তপ্ত জাহান্নাম যাহাতে রহিয়াছে তীব্র লেলিহান শিখা ও প্রজ্জ্বলনকারী অগ্নি।

আবূ মুসআব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষ যে আগুন ব্যবহার করে তাহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই কথা শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! শাস্তির জন্য তো এই আগুনই যথেষ্ট ছিল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তবুও জাহান্নামের আগুন এই আগুনের চেয়ে ঊনসত্তর গুণ তেজ হইবে।" ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "মানুষ যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে উহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হুযূর! শাস্তির জন্য কি এই আগুনই যথেষ্ট ছিল না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তবুও জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুন অপেক্ষা উনসত্তর গুণ তেজ হইবে।

ইমাম আহমদ (র)....... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। দুইবার সমুদ্রে ডুবাইয়া তাহা দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে। অন্যথায় কেহ ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিত না।'

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "এই আগুন জাহান্নামের আগুনের শতভাগের এক ভাগ।"

আবুল কাসিম তাবারানী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা কি জান যে, জাহান্নামের আগুনের তুলনায় তোমাদের এই আগুন কিরূপ? শোন, জাহান্নামের আগুন তোমাদের এই আগুনের ধুঁয়ার চেয়েও সত্তরগুণ বেশী কালো।" আবূ মুসআব (র) মালিক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তিরমিযী ও ইবন মাজাহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জাহান্নামের আগুনকে এক হাজার বছর যাবত প্রজ্জ্বলিত করার পর উহা লাল বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আরো এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করার পরে সাদা হইয়া যায়। সবশেষে আরো এক হাজার বছর জ্বালানো হলে উহা কালো হইয়া যায়। ফলে এখন উহা ঘোর অন্ধকার তুল্য কালো।"

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জাহান্নামীদের মধ্যে যাহাকে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি দেয়া হইবে, তাহাকে এক জোড়া আগুনের জুতা পরানো হইবে, যাহার তাপে তাহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে থাকিবে।"

বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জাহান্নাম তাহার প্রভুর নিকট অভিযোগ করিয়া বলিল যে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এক অংশ আরেক অংশকে খাইয়া ফেলিল, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুইটি শ্বাস ফেলিবার অনুমতি প্রদান করেন। এক শ্বাস শীতকালে ও এক শ্বাস গ্রীষ্মকালে। ফলে আমরা শীতকালে ঠাণ্ডা আর গ্রীষ্মকালে গরম পাইয়া থাকি। বুখারী ও মুসলিমে আরো আছে যে, তীব্র গরমের দিনে জোহরের নামায তোমরা একটু ঠাণ্ডা হইলে পড়িও। কারণ গরমের তীব্রতা জাহান্নামের তাপ হইতে আগত।

সূরা তাকাছুর

৮ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُۙ

(٢) حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَؕ

(٣) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَۙ

(٤) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَؕ

(٥) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِؕ

(٦) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَۙ

(٧) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِۙ

(٨) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ۠

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখে।
২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।
৩. ইহা সঙ্গত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।
৪. আবার বলি, ইহা সঙ্গত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।
৫. সাবধান! তোমাদিগের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হইতে না।
৬. তোমরা তো জাহান্নাম দেখিবেই,
৭. আবার বলি, তোমরা তো উহা দেখিবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।

৮. ইহার পর অবশ্যই সেইদিন তোমাদিগকে নিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, দুনিয়ার মোহ ও উহার সুখ-সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আখিরাত হইতে বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। এমনকি তোমরা মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হইয়া কবরবাসী হইয়া গিয়াছ।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য হইতে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এমনকি তোমরা কবরে উপনীত হইয়াছ অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু আসিয়া গিয়াছে।"

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শিখ্যির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে গমন করি। তখন তিনি اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ "আদম সন্তান শুধু বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। আসলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা তুমি খাইয়া শেষ করিয়াছ, পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছ কিংবা সৎপথে দান করিয়া অক্ষয় রাখিয়াছ উহা ব্যতীত তোমার কোন সম্পদ আছে?" ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ী শু'বা (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষ কেবল বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষ কেবল তিন শ্রেণীর সম্পদের অধিকারী। যাহা খাইয়া শেষ করিয়া ফেলে, যাহা পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং যাহা দান করিয়া অক্ষয় রাখে। ইহা ছাড়া যাহা আছে সবই একদিন মানুষের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

ইমাম বুখারী (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মৃত ব্যক্তির সংগে কবর পর্যন্ত তিনটি বস্তু গমন করে। অবশেষে দুইটি ফিরিয়া আসে এবং একটি সংগে থাকিয়া যায়। গমন করে পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও আমল। অবশেষে পরিবার-পরিজন আর ধন-সম্পদ ফিরিয়া আসে; আমল সংগে থাকিয়া যায়।" ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ী (র) সুফিয়ান ইব্‌ন উবাই (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ বৃদ্ধ হইয়া গেলেও তাহার দুইটি স্বভাব

রহিয়া যায়। লিপ্সা ও আসক্তি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সহীহ্দ্বয়ে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত যাহ্হাক (র) এক ব্যক্তির হাতে একটি দিরহাম দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই টাকা কাহার? উত্তরে লোকটি বলিল, আমার। যাহ্হাক (র) বলিলেন, তোমার তো তখন হইবে যখন তুমি উহা কোন কাজে ব্যয় করিবে কিংবা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দান করিয়া দিবে। এই বলিয়া যাহ্হাক (র) নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

اَنْتَ لِلْمَالِ اِذَا اَمْسَكْتَهُ ـ فَاِذَا اَنْفَقْتَهُ فَالْمَالُ لَكَ

অর্থাৎ সম্পদ আটক করিয়া বসিয়া থাকা পর্যন্ত সম্পদ তোমার মালিক আর যখন উহা খরচ করিয়া ফেলিবে তখন তুমি সম্পদের মালিক হইয়া যাইবে।

ইবন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন বুরায়দা (রা) বলেন, বনু হারিছা ও বনু হারিছ নামক দুই আনসারীর দুইটি গোত্র পরস্পর গৌরব ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা করিত। একদল বলিত, দেখ, আমাদের গোত্রের অমুক ব্যক্তি এত বড় বীর, অমুক এত বড় শক্তিশালী কিংবা অমুক এত বড় সম্পদশালী ইত্যাদি। অপর গোত্রও ইহার জবাবে অনুরূপ কথা বলিত। এমনকি এইভাবে জীবিতদের লইয়া বড়াই করা শেষ হইলে কবরে যাইয়াও মৃতদের লইয়া উভয় গোত্র একইভাবে বড়াই করিয়া বেড়াইত। ইহাদের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হয়।

কাতাদা (র) বলেন ঃ মানুষ নিজেদের ধনবল ও জনবল লইয়া একে অপরের উপর বড়াই দেখাইত। এইভাবে একে একে তাহারা সকলেই কবরে চলিয়া যায়।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ -এর সঠিক অর্থ হইল অবশেষে তোমরা কবরের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছ। যেমন সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন জনৈক অসুস্থ বেদুঈনকে দেখিতে যাইয়া বলিলেন ঃ

لابأس طهور ان شاء الله تعالى

অর্থাৎ "ভয়ের কিছু নাই। ইনশাআল্লাহ গুনাহ হইতে পবিত্র হইয়া যাইবে।" শুনিয়া লোকটি বলিল,

قلت طهور بل هى حمى تفو على شيخ كبير تزيره القبور

অর্থাৎ আপনি গুনাহ হইতে পবিত্র হওয়ার কথা বলিতেছেন! ইহা বরং এমন প্রচণ্ড জ্বর যাহা প্রবীণ বৃদ্ধের গায়ে টগবগ করিতেছে, যাহা তাহাকে কবরে উপনীত করিবে।

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তবে তাহাই।" এইখানে تزير শব্দটি উপনীত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন, এককালে আমরা কবর আযাব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলাম। অতঃপর আলোচ্য সূরাটি নাযিল হইয়া আমাদের সন্দেহ দূর করিয়া দেয়।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ "ইহা সঙ্গত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে। আবার বলি, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।" হাসান বসরী (র) বলেন, একবার ভীতি প্রদর্শনের পরে এইখানে আবারো ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

যাহ্হাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে প্রথমাংশে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হইয়াছে আর দ্বিতীয়াংশে সম্বোধন করা হইয়াছে ঈমানদারদেরকে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ অর্থাৎ তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে এইভাবে তোমরা সম্পদ লইয়া প্রতিযোগিতায় মাতিয়া আখিরাতকে ভুলিয়া যাইতে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ অর্থাৎ জাহান্নামকে তোমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাইবে।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ অর্থাৎ অতঃপর দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করিয়াছেন, যেমন শরীর-স্বাস্থ্য, জীবিকা ও শান্তি-নিরাপত্তা ইত্যাদির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছ কিনা এবং এইসব ভোগ করিয়া আল্লাহর ইবাদত করিয়াছ কিনা সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন দুপুর বেলা ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, আবূ বকর (রা) মসজিদে বসিয়া আছেন। দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আবূ বকর! এই সময় কিসে তোমাকে এইখানে বাহির করিয়া আনিয়াছে? আবূ বকর (রা) বলিলেন, আপনাকে যে জিনিস বাহির করিয়া আনিয়াছে আমাকে সে জিনিসই আনিয়াছে হে আল্লাহর রাসূল! কিছুক্ষণ পর হযরত উমর (রা) আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে উমর (রা) বলিলেন, আপনাদের দু'জনকে যে জিনিস আনিয়াছে আমাকেও সেই জিনিসই আনিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্

(সা) বসিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, চল, আমরা বাগানে গিয়া বসি, সেখানে খাওয়ার কিছু পাওয়া যাইতে পারে। অতঃপর তাঁহারা আবুল হায়ছামের বাড়িতে গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম করিলেন এবং একে একে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই আবুল হায়ছামের স্ত্রী আড়াল হইতে বাহির হইয়া পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা প্রতিটি সালামের আওয়াজ শুনিতে পাইয়াও আমি এই আশায় উত্তর দান হইতে বিরত থাকি, যাহাতে আপনি আমার জন্য বেশী করিয়া শান্তি ও নিরাপত্তার দু'আ করেন। শুনিয়া রাসূল (সা) বলিলেন, "আচ্ছা ভালো।" অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুল হায়ছাম কোথায়? বলিল নিকটেই একস্থান হইতে পানি আনিতে গিয়াছেন। আপনারা ঘরে আসিয়া বসুন, উনি এক্ষুণি আসিয়া পড়িবেন। কিছুক্ষণ পর আবুল হায়ছাম ঘরে আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইয়া খুশীতে টগবগ হইয়া যায় এবং সংগে সংগে বাগানে গিয়া গাছে উঠিয়া হরেক রকম কতগুলি খেজুর পাড়িয়া আনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাজির করে। সংগীদের লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তৃপ্তি সহকারে উহা আহার করিলেন এবং পানি পান করিয়া বলিলেন ঃ "কিয়ামতের দিন এই নিয়ামত সম্পর্কেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।"

ইব্ন জারীর (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আবূ বকর ও উমর (রা) একদিন একস্থানে বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে নবী করীম (সা) তথায় আসিয়া বলিলেন ঃ "তোমরা এইখানে বসিয়াছ কেন?" উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, আপনাকে যিনি সত্য নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, ক্ষুধার তাড়নায় আমরা ঘর ছাড়িয়া এইখানে বসিয়া রহিয়াছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যিনি আমাকে সত্য নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমিও অন্য কোন কারণে বাহির হই নাই।' অতঃপর তাঁহারা তিনজন সেখান হইতে উঠিয়া এক আনসারীর বাড়িতে গমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়া আনসারীর স্ত্রী আগাইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী কোথায়? সে বলিল, আমাদের জন্য পানি আনিতে গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর লোকটি পানি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল, 'আজ আমার মত ভাগ্যবান বুঝি আর কেহ নাই? আল্লাহর রাসূল আমার ঘরে উপস্থিত।' অতঃপর তিনি বাগানে যাইয়া গাছে উঠিয়া বেশ কিছু পাকা খেজুর পাড়িয়া আনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে পেশ করেন। অতঃপর তাঁহাকে ছুরি হাতে নিতে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, দেখ দুধের বকরী যবেহ্

করিও না।" লোকটি পছন্দ মত একটি বকরী যবেহ্ করিয়া খানার আয়োজন করে। আহার শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সংগীদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ কিয়ামতের দিন এই নিয়ামত সম্পর্কেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। দেখ, তোমরা ক্ষুধা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলে আর এই সব কিছু ভোগ করিয়া এখন ফিরিতেছ। ইহাই তো আল্লাহর নিয়ামত। ইমাম মুসলিম ইয়াযীদ ইবন কাইসান-এর হাদীস হইতে এবং আবূ ইয়ালা ও ইব্ন মাজাহ্ আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। চার সুনান সংকলকগণও আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত দাস আবূ আসীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আসীব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে হযরত আবূ বকর (রপা)-এর নিকট গমন করেন। অতঃপর তাহাকে সঙ্গে লইয়া হযরত উমর (রা)-এর কাছে গিয়া তাহাকেও সঙ্গে লইয়া জনৈক আনসারী সাহাবীর বাগানে তশরীফ আনেন এবং বাগানের মালিককে বলিলেন, আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর। সঙ্গে সঙ্গে সে কয়েকটি আঙ্গুরের ছড়া লইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে রাখিয়া দেন। সাথীদের লইয়া তিনি উহা আহার করিয়া পানি আনাইয়া তৃপ্তি সহকারে পান করেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, কিয়ামতের দিন এইসব সম্পর্কেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। শুনিয়া হযরত উমর (রা) একটি ছড়া হাতে লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, হুযূর ! এইসব সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হইব ? রাসূল (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ তিনটি জিনিস ছাড়া বাকী সব কিছু সম্পর্কেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। (১) শরীর ঢাকিয়া রাখার পোশাক (২) ক্ষুধা নিবারণ পরিমাণ খাদ্য। এবং (৩) রোদ-বৃষ্টি হইতে মাথা গোঁজার বাসস্থান।"

ইমাম আহমদ (র)....... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবু বকর ও উমর (রা) একত্রে বসিয়া কিছু খেজুর আহার করেন এবং ঠাণ্ডা পানি পান করেন। শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ইহাই সেই নিয়ামত যাহা সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। ইমাম আহমদ (র).......মাহমূদ ইব্ন রবী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাহমূদ ইব্ন রবী (র) বলেন, সূরা তাকাছুর নাযিল হইবার পর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে? আমরা খাই তো শুধু খেজুর আর পানি আর ঘাড়ে ঝুলন্ত তরবারী দ্বারা শত্রুর মোকাবিলা করি। জিজ্ঞাসিত হইব কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "অদূর ভবিষ্যতেই তোমরা প্রাচুর্যের অধিকারী হইবে।"

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাবীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাবীব (রা) বলেন, তাঁহার ভাই বলেছেন, আমরা একদিন কোন এক মজলিসে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন ঘটে। তাঁহার মাথায় পানির চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। আমরা বলিলাম, হুযূর! আপনাকে হাসি-খুশী মনে হইতেছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন "হ্যাঁ"। অতঃপর লোকেরা ধনাঢ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিল। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ দেখ খোদাভীরুদের জন্য ধন-সম্পদ দোষনীয় নহে। মুত্তাকীদের জন্য সুস্থতা ধনাঢ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠ আর মনের আনন্দও আল্লাহর নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।"

ইমাম তিরমিযী (র)....... যাহ্‌হাক ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আয়মা (র) বর্ণনা করেন যে, যাহ্‌হাক ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আল্লাহ বলিবেন, আমি কি তোমাকে সুস্থতা দান করিয়াছিলাম না ও শীতল পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলাম না?

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ..... যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবায়র (রা) বলেন, ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ۔ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হইব? আমরা খাই শুধু খেজুর আর পানি। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এই তো অদূর ভবিষ্যতেই তোমরা প্রচুর নিয়ামতের অধিকারী হইবে। ইমাম তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ্ (র) সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র)-এর হাদীস হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবু হাতিম (র)....... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) বলেন, ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ۔ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আবার কোন্ নিয়ামত ভোগ করিলাম? আমরা তো খাই শুধু যবের রুটি। তাহাও আবার পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে ওহী আসে যে, "আপনি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে, তোমরা কি জুতা পায়ে দাও না এবং শীতল পানি পান করা না? ইহাও তো নিয়ামত।

ইব্‌ন আবু হাতিম (র)....... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এইখানে নিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নিরাপত্তা ও সুস্থতা।"

যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হইবে খাদ্য, পানীয়, আরামদায়ক ছায়া, সুঠাম দেহ ও মজার নিদ্রা

সম্পর্কে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, এমনকি মধুর শরবত সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, দুনিয়ার যে কোন সুখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। হাসান বসরী (র) বলেন, সকাল-সন্ধ্যার খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। আবূ কিলাবা (র) বলেন, ঘি ও মধু দ্বারা খাওয়া রুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। তবে এই সব মতের মধ্যে মুজাহিদের মতটি ব্যাপক অর্থবোধক ও পূর্ণাংগ। এই সবকয়টি মতই উহার অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নিয়ামত হইল, দেহ, কর্ণ ও চক্ষুর সুস্থতা। মানুষ এইসব কোন্ কাজে ব্যয় করে তা জিজ্ঞাসা করিবেন। এক আয়াতে আছে ঃ

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً অর্থাৎ কান, চোখ ও হৃদয় এই সব কিছু সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

বুখারী, তিরমিযী নাসায়ী ও ইবন মাজাহ্ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ দুইটি নিয়ামত এমন আছে যাহা বহুসংখ্যক লোকই সে উদাসীনতার শিকার। সুস্থতা ও অবসর। অর্থাৎ এই দুইটি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার ব্যাপারে মানুষ বড়ই উদাসীন। ইহার হক ও দায়িত্ব মানুষ আদায় করে না।

আবূ বকর বায্‌যার (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'পরণের পোশাক, বসবাসের ঘর, আহারের রুটি ব্যতীত সব কিছুরই কিয়ামতের দিন হিসাব নেওয়া হইবে।'

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে ঘোড়া ও উটের পিঠে আরোহণ করাইয়াছিলাম, স্ত্রী দান করিয়াছিলাম এবং সুখ-শান্তি ও আনন্দ-ফূর্তিতে জীবন কাটাইবার সুযোগ দিয়াছিলাম। এখন বল, উহার শুকরিয়া কোথায়?

সূরা আসর

৩ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

আমর ইবনুল আস (রা) মুসলমান হওয়ার পূর্বে এবং নবী করীম (সা)-এর নবূওতের পরে একদিন মুসায়লামা কায্যাবের নিকট গমন করে। দেখিয়া মুসায়লামা আমর ইব্ন আস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইদানীং তোমাদের সংগীর উপর কি নাযিল হইয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, সম্প্রতি তাঁহার উপর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক সূরা নাযিল হইয়াছে। মুসায়লামা বলিল, উহা কি বল? আমর ইবনুল আস (রা) সূরা আসর শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া মসায়লামা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, হ্যাঁ আমার উপরও এই ধরনের একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। আমর (রা) বলিলেন, উহা কি বল। মুসায়লামা বলিল ঃ

يا وبر ياوبر وانما أنت اذنان وصدروساترك حفر نقرٍ

অতঃপর বলিল, আমর! এই ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? আমর ইব্ন আস (রা) বলিলেন, তুমি তো জানোই যে, আমার মতে তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

وَبَرَ বিড়ালের ন্যায় একটি প্রাণী যাহার দুই কান ও বুক অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া থাকে। মুসায়লামা এহেন প্রলাপ দ্বারা কুরআনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ের একজন মূর্তিপূজক-এর নিকট তা মিথ্যা এবং বানোয়াট বলিয়া আখ্যায়িত হয়।

তাবারানী (র)....... উবায়দুল্লাহ ইব্ন হিসন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের নিয়ম ছিল যে, তাঁহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি কখনো একত্রিত হইলে একে অপরকে সূরা আসর শুনাইয়া সালাম করিয়া তবেই বিচ্ছিন্ন হইতেন। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, চিন্তা গবেষণা করিয়া এই সূরাটি অনুধাবন করিলে মানুষের আর কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না।

(١) وَالْعَصْرِ ۙ

(٢) اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ

(٣) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

১. মহাকালের শপথ,

২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

৩. কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়।

তাফসীর ঃ اَلْعَصْرُ। দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কাল বা সময় যাহাতে মানুষ ন্যায়-অন্যায় কাজ করিয়া থাকে। মালিক (র) যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়েদ (র) বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য আসরের নামায। তবে প্রথমটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা এই আসর এর শপথ করিয়া বলেন যে, মানুষ মাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত। শুধু তাহারা ব্যতীত যাহারা অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে এবং বাহ্যিক অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা সৎকর্ম করে। অন্যকে সত্যের তথা সৎকর্ম করার এবং অন্যায়কে বর্জন করার উপদেশ দেয় এবং বিপদে বা অন্যের অত্যাচারে নিজেও ধৈর্যধারণ করে আর অন্যকেও ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।

Contents

সূরা হুমাযা

৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ
(٢) الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ
(٣) يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۚ
(٤) كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ
(٥) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ
(٦) نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ
(٧) الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ
(٨) اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ
(٩) فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۚ

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে,
২. যে অর্থ জমায় ও বারবার উহা গণনা করে।
৩. সে ধারণা করে যে, তাহার অর্থ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে।
৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে হুতামায়।
৫. হুতামা কী তাহা তুমি কি জান?

৬. ইহা আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন।
৭. যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে।
৮. নিশ্চয় ইহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে—
৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

তাফসীর ঃ هُمَزْ অর্থ যে কথা দ্বারা মানুষকে অপমান ও তুচ্ছ করে আর لُمَزْ অর্থ, যে কাজের দ্বারা মানুষকে অপমান করে। هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ -এর ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল অপবাদ দানকারী ও গীবত তথা পশ্চাতে পরনিন্দাকারী। রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন, সামনা-সামনি নিন্দা করাকে هُمَزَةٍ এবং আড়ালে নিন্দা করাকে لُمَزَةٍ বলা হয়। কাতাদা (র) বলেন هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ অর্থ মুখের কথায় এবং চোখের ইশারায় মানুষের মনে কষ্ট দেয়া। কখনো গীবত করিয়া, কখনো বা অপবাদ দিয়া। মুজাহিদ (র) বলেন هُمَزَةٍ -এর সম্পর্ক হাত ও চোখের সংগে আর لُمَزَةٍ -এর সম্পর্ক জিহ্বার সংগে। ইব্ন যায়েদ (র)-ও ইহাই বলিয়াছেন । কেহ বলেন, আখনাস ইব্ন শুরায়ককে লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, বিশেষ কোন ব্যক্তি নয়-বরং ব্যাপকভাবে এই চরিত্রের সকলকেই বুঝানো হইয়াছে।

اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهْ অর্থাৎ যে সম্পদের উপর সম্পদ সঞ্চয় করে এবং বারবার গণনা করিতে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ وَجَمَعَ فَأَوْعى সুদ্দী ও ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, দিনের বেলা তো সম্পদ উপার্জনের জন্য হা-হুতাশ করিতে থাকে আর রাত্রিকালে পঁচাগলা মড়ার ন্যায় নির্জীব পড়িয়া থাকে।

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَه অর্থাৎ তাহার ধারণা হইল যে, তাহার এই সঞ্চিত সম্পদ তাহাকে এই পার্থিব জগতে অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু—

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ তাহার এই ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার এই আশায় গুঁড়েবালি। ব্যাপারটি মোটেই এমন নহে। বরং বিপুল সম্পদ সঞ্চয়কারী এই লোকটিকে হুতামায় নিক্ষেপ করা হইবে। হুতামা জাহান্নামের একটি স্তরের নাম। ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَدْرَاكَ مَاالْحُطَمَةُ - نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ - الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الاَفْئِدَةِ
اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ -

অর্থাৎ হুতামা কী তাহা তুমি কি জান? উহা আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে। নিশ্চয় ইহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

ছাবিত বুনানী (র) বলেন, অগ্নি তাহাদিগের হৃদয় পর্যন্ত পোড়াইয়া ফেলিবে কিন্তু তবুও তাহাদের মৃত্যু হইবে না, তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিবে না। এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন ঃ আগুন তাহাদিগকে পোড়াইতে পোড়াইতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত আসিয়া যায়, আবার ফিরিয়া গিয়া পোড়াইতে পোড়াইতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত আসে। এইভাবেই অবিরাম চলিতে থাকে। مُؤْصَدَةٌ অর্থ مطبقة অর্থাৎ পরিবেষ্টিত। সূরা বালাদে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ঃ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ অর্থাৎ দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে তাহারা পরিবেষ্টিত থাকিবে। আতিয়্যা আওফী (র) বলেন, স্তম্ভ হইবে লোহার। সুদ্দী (র) বলেন, আগুনের।

শাবীব ইব্ন বিশর (র) ইকরিমা (র)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ অর্থ দীর্ঘায়িত দরজা। কাতাদা (র) বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতটিই بِعَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ পাঠ করিতেন।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাহান্নামীদের শৃংখল লাগাইয়া লম্বা-লম্বা স্তম্ভের সংগে বাঁধিয়া রাখিয়া অবশেষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কাতাদা (র) বলেন, আমরা বলাবলি করিতাম যে, আগুনের খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখিয়া জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়া হইবে। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন। আবূ সালিহ (র) বলেন, فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ অর্থ فِى الْقُبُوْرِ الثِّقَالِ অর্থাৎ জাহান্নামীদের ভারী ভারী শৃংখলে বাঁধিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে।

সূরা ফীল

৫ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝

(٢) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝

(٣) وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝

(٤) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

(٥) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

১. তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তী অধিপতিদের প্রতি কী করিয়াছিলেন?
২. তিনি কি উহাদিগের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দেন নাই?
৩. উহাদিগের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন,
৪. যাহারা উহাদিগের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে।
৫. অতঃপর তিনি উহাদিগকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার বিশেষ নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, যেই সৈন্যবাহিনী হাতী লইয়া বায়তুল্লাহকে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ ধ্বংস করিবার পূর্বে তাহাদেরকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের সকল শক্তি খর্ব করিয়া তাহাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। উহারা ছিল নাসারা। কিন্তু নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসন জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা প্রায় মূর্তিপূজক কুরাইশদের ন্যায় হইয়া

গিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদের স্বার্থে নয়-বরং নবী করীম (সা) আগমনের পূর্বাভাস ও ভূমিকা স্বরূপ এহেন অলৌকিকভাবে বায়তুল্লাহকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং হামলাকারীদেরকে অস্তিত্বের পাতা হইতে মুছিয়া দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই বছরই এই ধরাধামে আগমন করেন। অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায়, যেন আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছিলেন, ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়। তোমাদের স্বার্থে আর তোমাদের কল্যাণের জন্য নয়-বরং আমার ঘরের হেফাজতের জন্যই আমি হস্তী বাহিনীকে ধ্বংস করিয়াছি। কেননা এইখানে মুহাম্মদ (সা)-কে নবী বানাইয়া পাঠাইয়া আমি তাঁহাকে সম্মানিত করিব। এই হইল হস্তী বাহিনীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী। নিম্নে বিস্তারিতভাবে কাহিনীটি উল্লেখ করা হইল।

হিময়ার গোত্রের সর্বশেষ বাদশাহ যূনাওয়াস যে ছিল মুশরিক এবং যে নিজের যুগের মুসলমানদেরকে কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, যাঁহারা ছিল ঈসা (আ)-এর খাঁটি অনুসারী। সংখ্যায় ছিল তাঁহারা প্রায় বিশ হাজার। ইহাদের প্রত্যেককেই সে নির্মমভাবে শহীদ করিয়াছিল। কেবল দাউস যূলাবান নামক এক ব্যক্তি প্রাণে রক্ষা পাইয়া রোমের বাদশাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। রোমের বাদশাহ ছিল নাসারা ধর্মের অনুসারী। তিনি হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর নিকট পত্র লিখিয়া ইয়ামানের উপর আক্রমণ করিয়া স্বধর্মের লোকদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার নির্দেশ দেন। কারণ ইয়ামন ছিল হাবশা হইতে অতি নিকটে। পত্র পাইয়া নাজ্জাশী দাউসের সংগে আজ্জাত ও অব্‌রাহ ইব্‌ন সাবাহর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ইয়ামান অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। ইয়ামানে পৌছিয়া তাহারা তথাকার অধিবাসীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করিয়া সব তছনছ করিয়া ফেলে। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া যূনাওয়াস পালাইয়া গিয়া নদীতে ডুবিয়া মরিয়া যায়। আর এইভাবে তাহাদের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং গোটা ইয়ামান হাবশার দখলে চলিয়া আসে এবং এই দুই সেনাপতি সেখানেই বসবাস করিতে শুরু করে।

কিন্তু কিছুদিন যাইবার পর দুই সেনাপতির মধ্যে তুমুল দ্বন্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাহারা পরস্পর লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। শুরু হয় তুমুল লড়াই। অবশেষে তাহারা দুইজনই বলিল, এইভাবে লড়াই করিয়া সাধারণ নিরীহ মানুষগুলি মারিয়া লাভ কি? আইস তুমি আমি ময়দানে নামিয়া পরস্পর লড়াই করিয়া একটি মীমাংসা করিয়া ফেলি। এইভাবে একজনকে হত্যা করিয়া অপর যে বাঁচিয়া থাকিবে সেই এই দেশের রাজত্ব লাভ করিবে। এই প্রস্তাবে উভয়ে এক মত হইয়া ময়দানে নামিয়া আসে এবং পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। শুরু হয় দুইজনে তুমুল যুদ্ধ। এক পর্যায়ে আরয়াত আবরাহার উপর অতর্কিত এক আক্রমণ চালাইয়া তরবারীর এক আঘাতে হানে। ইহাতে তাহার মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হইয়া যায় এবং শরীরের অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগ কাটিয়া রক্তে ভাসিয়া যায়। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া আবরাহার গোলাম আতূদা অতর্কিত এক আঘাত হানিয়া আরয়াতকে হত্যা করিয়া ফেলে এবং আবরাহা আহত অবস্থায় রণাঙ্গন ত্যাগ করে।

কিছুদিন পর পূর্ণ সুস্থ হইয়া আবরাহা ইয়ামানের একক বাদশাহ হইয়া যায়। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাগে ফাটিয়া পড়েন এবং পত্র মারফত আবরাহাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা ও তিরস্কার করিয়া বলিলেন, খোদার শপথ! আমি তোমার শহরগুলিকে তছনছ করিয়া ফেলিব এবং মস্তক উড়াইয়া দিব। আবরাহা অত্যন্ত নম্রতার সহিত চিঠির উত্তর প্রদান করে দূতকে বিপুল পরিমাণ হাদিয়া দান করে এবং একটি পাত্রে ইয়ামানের কিছু মাটি ভরিয়া নিজের কপালের চুল কাটিয়া উহার মধ্যে রাখিয়া দূতের কাছে দিয়া দেয় এবং পত্রে নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়া দেয় যে, ইয়ামানের মাটি আর কপালের চুল আপনার সম্মুখে উপস্থিত। আপনি আপনার শপথ পূরণ করুন এবং আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। ইহাতে নাজ্জাশী সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং ইয়ামানের রাজত্ব তাহার হাতেই বহাল রাখে।

কিছুদিন পর আবরাহা নাজ্জাশীর কাছে এই মর্মে পত্র লিখে যে, আমার এখানে আপনার জন্য এমন একটি গির্জা নির্মাণ করিতেছি, যেমনটি দুনিয়াতে এ যাবত কেহ দেখে নাই। কিছুদিনের মধ্যে একটি সুবৃহৎ অত্যন্ত মযবুত ও অপূর্ব সুন্দর এক গির্জা নির্মাণ হইয়া যায়। উহা এতই উঁচু ছিল যে, উহার চূড়ার দিকে কেহ তাকাইলে তাহার মাথার টুপি খসিয়া পড়িত। আর এই কারণেই উহাকে القليس। তথা টুপি নিক্ষেপকারী বলা হইত। অতঃপর আবরাহা সারাদেশে ঘোষণা করিয়া দেয় যে, সকল মানুষ যেন আজ হইতে কা'বার পরিবর্তে এই গির্জায়ই হজ্জ করতে আসে। কিন্তু তাহার ঘোষণা অনেকেরই কাছে আপত্তিকর ঠেকে। বিশেষত কুরাইশরা তো উহা কিছুতেই মানিয়া নিতে পারিতেছিল না। ফলে তাহারা বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে ও উত্তেজিত হইয়া যায়। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর জনৈক ব্যক্তি রাত্রিকালে গোপনে উহাতে প্রবেশ করিয়া দিব্যি পায়খানা করিয়া চলিয়া যায়। পাহারাদার এই কাণ্ড দেখিতে পাইয়া সংগে সংগে এই সংবাদ আবারাহার কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং বলে যে, এই কাণ্ড কুরাইশদের ব্যতীত অন্য কেহ করে নাই। তাহাদের কা'বার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে দেখিয়াই তাহার এই কাণ্ড ঘটাইয়া থাকিবে। আবরাহা শুনিতে পাইয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে এবং বায়তুল্লাহ্‌র ধ্বংস সাধন করিয়া ইহার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে।

মুকাতিল ইব্‌ন সুলায়মান (র) বলেন, এক কুরাইশ যুবক উহাতে প্রবেশ করিয়া আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। ঘটনাক্রমে সেইদিন বাতাস খুব বেশী থাকায় অল্প সময়ে আবরাহার সাধের গির্জাটি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে আবরাহা দারুণ ক্ষিপ্ত হইয়া বিপুল সৈন্য-সামন্ত এবং মাহমূদ নামক বৃহৎকায় একটি হাতী সংগে লইয়া অপ্রতিরোধ্য গতিতে বায়তুল্লাহ্ অভিমুখে রওয়ানা হয়। সংগে আরো আটটি বা বারোটি হাতী ছিল। এই হাতীর সাহায্যেই বায়তুল্লাহ্ ধ্বংস সাধন করা ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য।

এদিকে আরবরা এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া দারুণভাবে মর্মাহত ও ক্ষিপ্ত হইয়া যায় এবং যে কোন মূল্যের বিনিময়ে আবরাহার মোকাবিলা করিবার এবং তাহাদের এহেন অশুভ পরিকল্পনা নস্যাৎ করিয়া ইহার সমুচিত জবাব দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে। অবশেষে মক্কার বেশ কিছু অদূরে থাকিতেই আরবরা তাহাদের গতিরোধ করে। ফলে সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্র কী মহিমা! এই লড়াইয়ে আরবরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। আবরাহা সদম্ভে সৈন্য সামন্ত লইয়া বায়তুল্লাহর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং রাস্তা হইতে মক্কাবাসীদের উট বকরী ইত্যাদি পশুপাল লইতে থাকে। আবদুল মুত্তালিবের দুইশত উটও তাহারা ছিনাইয়া নেয়।

অতঃপর আবরাহা এক স্থানে অবস্থান করিয়া তাহার দূত হানাতা হিময়ারীকে মক্কায় প্রেরণ করে এবং বলিয়া দেয় যে, মক্কায় যাইয়া তুমি তথাকার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আমার কাছে ডাকিয়া আন আর ঘোষণা করিয়া দাও যে, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে আসি নাই, বায়তুল্লাহর ধ্বংসই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দূত আসিয়া মক্কাবাসীদেরকে আবরাহার উদ্দেশ্যের কথা জানাইয়া দেয় এবং খোঁজ লইয়া কুরাইশ নেতা আব্দুল মুত্তালিবের সহিত দেখা করিয়া আবরাহার পয়গাম পৌঁছাইয়া দেয়। আব্দুল মুত্তালিব বলিলেন, আসলে আমরাও তো তাহার সহিত লড়াই করিতে চাই না আর আমাদের সেই শক্তিও নেই। দূত বলিল, আচ্ছা আপনি আমার সংগে আমাদের বাদশাহর কাছে চলুন এবং তাঁহার সংগে কথা বলুন। আব্দুল মত্তালিব ইহাতে সম্মত হন। আবরাহা বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী প্রিয় দর্শন আব্দুল মুত্তালিবকে দেখিয়া আসন হইতে নামিয়া আব্দুল মুত্তালিবের সংগে নীচে চাটাইয়ের উপর বসিয়া পড়ে এবং দোভাষীর মাধ্যমে তাঁহার বক্তব্য শুনিতে চায়। আব্দুল মুত্তালিব বলিলেন, আমার বলিবার তো তেমন কিছু নাই আমি শুধু আমার দুইশত উট ফেরত পাইতে চাই। আবরাহা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া বলিল, আশ্চর্যের কথা, তুমি নিজের দুইশত উটকে ফেরত পাওয়ার জন্য আসিয়াছ অথচ তোমার বাপ-দাদার ধর্মীয় ঘর সম্পর্কে কিছুই বলিলে না। ইহাতো বড় আশ্চর্যের কথা। অথচ আমি আসিয়াছি উহা ধ্বংস করিবার জন্য। কি আশ্চর্য! শুনিয়া আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, দেখুন, আমি উটের মালিক তাই উহা রক্ষা করিতে আসিয়াছি। আর আপনারা যেই ঘর ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন, উহারও একজন মালিক আছেন। তিনিই উহা রক্ষা করিবেন। আবরাহা দর্প দেখাইয়া বলিল, না, আমার হাত হইতে এই ঘর রক্ষা করিবার শক্তি আর কাহারো নাই। আব্দুল মুত্তালিব বলিলেন, ঠিক আছে দেখা যাক কি হয়। অগত্যা আবরাহা আব্দুল মুত্তালিবের উটগুলি ফেরত দিয়া দেয়।

আব্দুল মুত্তালিব উট লইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া সকলকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা শহর ত্যাগ করিয়া অতিসত্ত্বর পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর। অতঃপর তিনি কুরাইশদের শীর্ষ ব্যক্তিদের সংগে লইয়া বায়তুল্লাহ্য় আসিয়া বায়তুল্লাহর দরজার কড়া

ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দু'আ করিতে শুরু করেন যে, হে আল্লাহ্! আবরাহা এবং তাঁহার দুর্ধর্ষ বাহিনীর হাত হইতে তোমার এই পবিত্র ও সম্মানিত ঘরকে রক্ষা কর। তাঁহার সংগীরাও আবরাহার ধ্বংস কামনা করিয়া বায়তুল্লাহর হেফাজতের জন্য দু'আ করেন। আব্দুল মুত্তালিব তখন অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে নিম্নের কবিতাগুলি আবৃত্তি করে।

لاهم ان المرء يمـ * نع حله فامنع رحالك

لايغلبن صليبهم * ومحالهم ابدا محالك

অর্থাৎ আমাদের কোন চিন্তা নাই। কারণ ঘরের মালিক নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করিয়া থাকে। খোদা! তুমিও তোমার ঘরকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা কর। তাহাদের বালতি তোমার বালতির উপর বিজয় লাভ করিতে পারে না কখনো।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব বায়তুল্লাহর দরজার কড়া ছাড়িয়া দিয়া সংগীদের লইয়া পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইব্ন সুলায়মান (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল মুত্তালিব যাওয়ার সময় কালাদা পরাইয়া একশতটি কুরবানীর উট বায়তুল্লাহর আশে-পাশে রাখিয়া যান। উদ্দেশ্য এই যে, আবরাহা আসিয়া যদি কুরবানীর এই উটগুলির উপর কোন প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে ইহার কারণে তাহারা আল্লাহ্র আযাবে নিপতিত হইবে।

ঐদিকে আবরাহা ও তাহার সৈন্যবাহিনী মক্কায় প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিল এবং মাহমূদ নামক আবরাহার হাতীকে প্রস্তুত করা হইল।

এইবার তাহারা হস্তীসহ বায়তুল্লাহ্ অভিমুখে রওয়ানা হয়। রওয়ানা হইতে কুরাইশ যুবক নুফায়ল ইব্ন হাবীব যাহাকে আবরাহা বাহিনী ইতিপূর্বেকার রণাঙ্গন হইতে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, সে সম্মুখে অগ্রসর হইবার আবরাহার হাতীর কানে ধরিয়া বলিল, 'মাহমূদ বসিয়া যাও এবং যেখান হইতে আসিয়াছ ভালো আছে তো সেখানেই ফিরিয়া যাও। আর একটি কদমও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চেষ্টা করিও না।' বলা মাত্র হাতিটি ধপাস করিয়া বসিয়া পড়ে এবং নুফায়লা তাহার কান ছাড়িয়া দিয়া দ্রুত পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ের উপর উঠিয়া যায়। আবরাহার সৈন্য শত চেষ্টা করিয়া এবং মারপিট করিয়া কোন প্রকারেই আর হাতীটিকে উঠাইতে পারিল না। অবশেষে ব্যর্থ হইয়া পরীক্ষা করিবার জন্য ইয়ামানের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়া করিতেই হাতীটি উঠিয়া দ্রুত ছুটিতে আরম্ভ করিল। তারপর শামের দিকে মুখ ফিরাইলে হাতী ছুটিতে আরম্ভ করে এবং পূর্বদিকে তাড়া করিলেও সেদিকে যাইতে কোন আপত্তি করিল না। কিন্তু পুনরায় কা'বার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়া করা মাত্র এই হাতী আবার বসিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্র হইতে মেঘের ন্যায় আকাশ কালো করা কয়েক ঝাঁক ক্ষুদ্র পাখী তাহাদের দিকে প্রেরণ করে। উহাদের প্রতিটি পাখীই মসুরের ন্যায় তিনটি করিয়া পাথর

খণ্ড বহন করিয়া আনে। একটি ঠোঁটে করিয়া আর দুইটি দুই পায়ে করিয়া। অতঃপর প্রত্যেক সৈন্যের উপর একটি করিয়া ফুৎকার নিক্ষেপ করে আর সংগে সংগে সে মরিয়া যায়। দেখিয়া উহাদের মধ্যে মাতম শুরু হইয়া যায় এবং নুফায়ল! নুফায়ল! বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে তাহারা সকলেই অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হইয়া যায়।

ওয়াকিদী (র) বলেন, এই পাখীগুলি ছিল হলুদ রং এবং কবুতর অপেক্ষা কিছু ছোট এবং পাগুলি ছিল লাল। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, মাহমূদ হাতী বসিয়া পড়ার পর সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যখন তাহাকে উঠানো গেল না তখন আরেকটি হাতীকে আগে পা বাড়াইয়া দিতেই তাদের মাথার উপর কংকর নিক্ষিপ্ত হয় আর হাতী পিছন দিকে ফিরিয়া আসে। সংগে সংগে চতুর্দিকে আরো কংকর নিক্ষিপ্ত হইতে শুরু করে। ইহাতে অধিকাংশ সৈন্য সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আর বাকীরা এদিক-ওদিক পলায়ন করিতে যাইয়া পথে ঘাটে পড়িয়া মরে। মৃত্যুর হাত হইতে কেহই রক্ষা পায় নাই। অবশেষে আবরাহারও একই দশা ঘটে। মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান (র) বলেন ঃ সেই দিন আবরাহার ফেলিয়া যাওয়া বিপুল সম্পদ কুরাইশদের হাতে আসে। এমনকি আব্দুল মুত্তালিব তো সোনা দ্বারা একটি কূপই ভর্তি করিয়া ফেলেন।

ইব্ন হিশাম (র) বলেন أَبَابِيْلَ শব্দটি বহুবচন ইহার একবচন কোন শব্দ নাই। আর سِجِّيْل অর্থ অত্যধিক কঠিন ও শক্ত। কোন কোন মুফাসসিরের অভিমত হইল سِجِّيْل দুইটি ফার্সী শব্দের তথা سنك ও كل -এর সমষ্টি। আরবেরা এই দুইটি শব্দকে একত্রিত করিয়া سِجِّيْل তৈরী করিয়াছে। سنك অর্থ পাথর আর كل অর্থ মাটি। অর্থাৎ মাটি মিশ্রিত পাথর। عصفة-عصف এর বহুবচন যাহার শস্য বৃক্ষের সেই পাতা যাহা এখনো পাকিয়া শুকাইয়া যায় নাই।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ও আবূ সালামা ইব্ন আব্দুর রহমান (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, أَبَابِيْلَ অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে। ইব্ন আব্বাস (র) যাহ্হাক ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, একের পর এক। হাসান বসরী ও কাতাদা (র) বলেন لابابيل। অর্থ الكثيره। অর্থাৎ বিপুল।

আবূ কুরাইব (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পাখিগুলির ঠোঁট পাখীরই ঠোঁটের ন্যায় কিন্তু কুকুরের পাঞ্জার ন্যায় পাঞ্জা ছিল।

ইবন জারীর (র) .... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) طَيْرًا أَبَابِيْلَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, পাখীগুলি ছিল সবুজ; সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল আর সেইগুলির মাথা ছিল হিংস্র জন্তুর মাথার ন্যায়।

ইব্ন জারীর (র)....... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) বলেন, পাখীগুলি ছিল সামুদ্রিক এবং রং ছিল কালো। প্রতিটির ঠোঁটে ও নখে একটি করিয়া কংকর ছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করিতে চাইলেন তখন তাহাদের মাথার উপর সমুদ্র হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠাইয়া দিলেন। প্রতিটি পাখির সংগে ছিল তিনটি করিয়া কংকর; দুইটি ছিল দুই পায়ে ও একটি ঠোঁটে। পাখীগুলি তাহাদের মাথার উপর আসিয়া সারিবদ্ধভাবে স্থির হইয়া উচ্চস্বরে আওয়াজ তুলিয়া ঠোঁটে রাখা কংকরগুলি নিক্ষেপ করে। সেই পাথর যাহার মাথায় পড়িয়াছে ভিতরে ঢুকিয়া তাহা গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। আর যাহার শরীরের অন্য স্থানে পড়িয়াছে তাহা একদিক হইতে ঢুকিয়া অন্যদিক দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে প্রবলবেগে বাতাস বইতে শুরু করিলে আশে-পাশের কংকরাদিও আসিয়া অলৌকিকভাবে তাহাদের গায়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এইভাবে তাহারা সকলেই ধ্বংস হইয়া যায়।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ عَصْفٍ অর্থ ঘাস বা তৃণ। অন্য এক বর্ণনা মতে সাঈদ (র) বলেন, عَصْفٍ অর্থ গমের পাতা। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ধান, গম ইত্যাদি শস্যের উপরের খোসাকে عَصْفٍ বলা হয়। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন الْعَصْفِ। অর্থ শস্য ও তরিতরকারীর পাতা। আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে তছনছ করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ বিশিষ্ট সকলকে নির্বিচারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। ধ্বংসের হাত হইতে তাহারা কেহই রেহাই পায় নাই, এমনকি দেশে ফিরিয়া যাইয়া উহাদের ধ্বংসের সংবাদ দেওয়ার মত পর্যন্ত কেউ নিরাপদে বাঁচিয়া ছিল না। এমনকি তাহাদের আবরাহাও আহত অবস্থায় কোন প্রকারে সানআ পর্যন্ত ফিরিয়া যায়। কিন্তু সেখানে যাওয়া মাত্রই তাহার কলিজা ফাটিয়া যায়। এবং ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সংগে সংগে মরিয়া যায়।

অতঃপর প্রথমে আবরাহার ছেলে ইয়াক সুমে ইয়ামানের রাজত্ব গ্রহণ করে, তারপর তাহার ভাই মাসরুক ইব্ন আবরাহা রাজত্ব লাভ করে। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবরাহা বংশের হাত হইতে রাজত্ব চলিয়া যায় এবং হিমায়র গোত্র পুনরায় রাজত্ব লাভ করে। এই সংবাদে আরবের এক প্রতিনিধি দল আসিয়া তাহাদের অভিনন্দন জানায়।

ইবন ইসহাক (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, আমি হস্তীচালকদের অন্ধ ও পঙ্গু অবস্থায় মক্কার অলিগলিতে ভিক্ষা করিয়া

বেড়াইতে দেখিয়াছি। ওয়াকিদীও আয়িশা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, লোকটি আসাফ ও নায়েলা নামক মূর্তির কাছে বসিয়া থাকিত এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। হস্তী পরিচালকের নাম ছিল আনীসা।

হাফিজ আবূ নুয়ায়ম (র) দালায়িলুন নুবুওয়াতে উছমান ইব্ন মুগীরা সূত্রে হস্তী অধিপতিদের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ামান হইতে আবরাহার আগমনের কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। সেখানে বলা হইয়াছে যে, আবরাহা শামস ইব্ন মাকসূদ এর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। সৈন্য সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পাখীরা রাত্রিকালে তাহাদের উপর চড়াও হয়। ফলে তাহারা সকলেই ধরাশায়ী হইয়া যায়। তবে বিশুদ্ধ মতে, আবরাহা নিজেই সৈন্য সহ মক্কায় আগমন করিয়াছিল। হস্তী অধিপতির এই ঘটনাটি বিভিন্ন কবি কাব্যাকারে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

সূরা ফাতহ এ আমরা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার দিন এক ঘাঁটিতে পৌছার পর তাহার উষ্ট্রী বসিয়া পড়ে এবং শত চেষ্টা করিয়া সাহাবীগণ তাহাকে বসা হইতে উঠাইতে না পারিয়া বলিল, কাসওয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “না ক্লান্ত হয়ও নাই এবং ইহা তাহার চরিত্রও নহে। তবে হস্তীর গতিরোধকারী আল্লাহ্ই ইহাকে থামাইয়া দিয়াছেন।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, কুরাইশরা আজ যে শর্তই আরোপ করুক আল্লাহ্র মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিলে আমি তাহাই মানিয়া লইব।” অতঃপর তাড়া খাইয়া উষ্ট্রী উঠিয়া দাঁড়ায়। সহীহদ্বয়ে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন বলিয়াছিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আবরাহার হাতীকে মক্কা হইতে গতিরোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাসূলও ঈমানদারদের হাতে মক্কার কর্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছেন। সেই মক্কা আজ তেমনই সম্মানিত যেমনটি ইতিপূর্বে ছিল। লক্ষ্য করিয়া দেখ, তোমরা যাহারা উপস্থিত আছ অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই বাণী পৌছাইয়া দেওয়া তাহাদের দায়িত্ব।

সূরা কুরায়শ

৪ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

বায়হাকী (র) কিতাবুল খিলাফিয়াতে উম্মে হানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে হানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সাতটি বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কুরায়শদেরকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। (১) আমি কুরায়শী (২) নবুওতও কুরায়শদের মধ্যে (৩-৪) কাবার রক্ষণাবেক্ষণ ও যমযমের পানি পান করানোর দায়িত্ব কুরায়শদের হাতে (৫) আল্লাহ্ তা'আলা কুরায়শদেরকে হাতীর উপর বিজয় দান করিয়াছেন (৬) দশ বছর যাবত তাঁহারা আল্লাহ্র ইবাদত করিয়াছে, যখন আল্লাহ্র ইবাদত করিবার মত অন্য কেহ ছিল না এবং (৭) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের কাছে একটি সূরা নাযিল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিয়া لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ الخ পাঠ করেন।

(١) لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍۙ ○

(٢) اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِۚ ○

(٣) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِۙ ○

(٤) الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۵ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۧ ○

১. যেহেতু কুরায়শদের আসক্তি আছে,
২. আসক্তি আছে তাঁহাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের।
৩. উহারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রক্ষকের।
৪. যিনি উহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন এবং ভীতি হইতে উহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছেন।

তাফসীর ঃ কুরআন মজীদের প্রচলিত উছমানী নুসখায় এই সূরাটি সূরা ফীল হইতে পৃথক এবং দুই সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ বিদ্যমান। কিন্তু উভয় সূরার বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) এই কথা বলিয়াছেন। এই হিসাবে সূরাটির অর্থ দাঁড়াইবে এই যে, আমার হস্তীসমূহকে প্রতিরোধ এবং হস্তী অধিপতিদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে কুরাইশরা শান্তি লাভ করিতে পারে এবং নগরীতে নিরাপদে বসবাস করিতে পারে।

কেহ কেহ বলেন, এই সূরায় কুরাইশদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে শীত মওসুমে ইয়ামানে এবং গ্রীষ্ম মওসুমে শাম সফর করিয়া নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়া আসার কথা বলা হইয়াছে। কারণ ইহারা ছিল আল্লাহ্ কর্তৃক এক সম্মানিত নগরীর অধিবাসী। ফলে সকলেই ইহাদেরকে সম্মানের চোখে দেখিত। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ এর لام আশ্চর্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। এবং সূরাটি সূরা ফীল হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। আর এই ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানের ঐকমত্য রহিয়াছে। তখন অর্থ হইবে, মানুষ কি কুরাইশদের শান্তি-নিরাপত্তা এবং তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত দেখিয়া অবাক হইতেছে?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই কুরায়শদেরকে মহান নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিবার হিদায়াত করিয়া বলিতেছেন ঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ অর্থাৎ এই সব নিয়ামাত শান্তি ও নিরাপত্তার শুকরিরা স্বরূপ ইহাদের আল্লাহ্র একত্ব স্বীকার করিয়া যথাযথভাবে তাঁহার আইন মানিয়া চলা উচিত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থাৎ আপনি বলিয়া দিন যে, আমাকে এই সম্মানিত নগরীর প্রতিপালকের ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সব কিছুর মালিক তিনিই। যা আর আমাকে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবার নির্দেশ করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ অর্থাৎ বায়তুল্লাহর প্রতিপালক তিনিই যিনি বিশেষ করিয়া কুরাইশদিগকে ক্ষুধায় অন্ন দান করিয়াছেন এবং যাবতীয় ভয়-ভীতি হইতে নিরাপদ রাখিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের উচিত একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র তাঁহারই ইবাদত করা এবং তাঁহার সহিত কাউকে শরীক না করা। এইজন্যই দেখা যায়

যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার এই আদেশ পালন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ইহকাল পরকাল উভয় জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেন আর যে ইহা অমান্য করে উভয় জগত হইতেই তাহার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনাইয়া নেওয়া হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একটি গ্রামেরও উপমা পেশ করিয়াছেন, যাহা শান্তিময় ও নিরাপদ ছিল। উহাতে সর্বত্র হইতে স্বচ্ছন্দে জীবিকা আসিত। কিন্তু উহার অধিবাসীদের আল্লাহ্‌র নিয়ামতের সহিত অকৃতজ্ঞতা করিবার ফলে আল্লাহ্ উহাদেরকে উহাদের কৃত কর্মের পরিণামে ক্ষুধা ও ভয়-ভীতির স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন।

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) .... আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপত্তা ও শান্তি দান করিয়াছেন। অন্য হাদীসে আছে, তোমাদিগকে তিনি নিরাপত্তা দিয়াছেন এবং ক্ষুধার সময় খাইতে দিয়াছেন। অতএব তোমরা তাঁহার একত্ব স্বীকার করিয়া লও এবং তাঁহার ইবাদত কর।

সূরা মাঊন

৭ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝

(٢) فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝

(٣) وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

(٤) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝

(٥) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

(٦) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝

(٧) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

১. তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে?
২. সে তো সে-ই যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয়।
৩. এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।
৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায় কারীদিগের,
৫. যাহারা তাহাদিগের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।
৬. যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে,
৭. এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ـ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন, যে দীন তথা পুনরুত্থান প্রতিদান- প্রতিফল ও হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে, ইয়াতীমদের উপর জুলুম করে তাহাদের হক নষ্ট করে ও তাদের সহিত সদ্ব্যবহার করে না এবং দীন-দুঃখীকে নিজে আহার দান করাতো দূরের কথা এবং অন্যকেও এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَلاَّ بَلْ لاَّ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ وَلاَتَحَاضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অর্থাৎ 'কখনই নহে বরং তোমরা ইয়াতীমদের সম্মান করো না এবং গরীব-মিসকীনদের আহার দানে একে অপরকে উৎসাহিত করো না।' মিসকীন সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যাহার আবশ্যক পরিমাণ সম্পদ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল দুর্ভোগ সেই মুনাফিকদের, যাহারা লোক সমাজে আসিয়া নামায পড়ে কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে গেলে আর নামাযের খবর থাকে না। মাসরূক ও আবূ যোহা (র) বলেন, নামাযে অবহেলা করার অর্থ সময়মত নামায না পড়া। আতা ইব্ন দীনার (র) বলেন ঃ শোক্র সেই আল্লাহ্‌র, যিনি عَنْ صَلاَتِهِمْ বলিয়াছেন; فِىْ صَلاَتِهِمْ বলেন নাই। অর্থাৎ নামায সম্পর্কে অবহেলা করে বলিয়াছেন নামাযের মধ্যে অবহেলা করে বলেন নাই। ইহাতে যাহারা নামায শেষ সময়ে আদায় করে কিংবা রোকন ও শর্তসমূহ ঠিকমত আদায় করে না অথবা খুশূ-খুযূর সহিত ভাবিয়া-চিন্তিয়া নামায আদায় করে না, তাহারা সকলেই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সবকটি ত্রুটি যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে, সেই পূর্ণ মুনাফিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। অন্যথায় যাহার মধ্যে যতটুকু পাওয়া যাইবে সে সেই পরিমাণ মুনাফিক বলিয়া চিহ্নিত হইবে। যেমন বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'ইহা মুনাফিকের নামায, ইহা মুনাফিকের নামায, ইহা মুনাফিকের নামায— যে বসিয়া বসিয়া সূর্য অস্ত যাওয়ার অপেক্ষা করিতে থাকিবে আর সূর্যাস্ত যাইবার সময় ঘনাইয়া আসিলে ও শয়তান উহার সহিত নিজের শিং মিলাইয়া দাঁড়াইয়া গেলে উঠিয়া মোরগের ঠোকরের ন্যায় চারটি ঠোকর মারিয়া চলিয়া আসিবে, যাহাতে আল্লাহ্‌র যিকর খুব কমই থাকে।' এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ - وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلاَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ قَلِيْلاً -

অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সহিত প্রতারণা করে এবং তিনিও ইহার জবাব দেন। ইহারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসতার সহিত দাঁড়ায়। ইহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য নামাযে দাঁড়ায় এবং অল্পই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।

তাবারানী (র) .... হাসান ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জাহান্নামের একটি গর্ত এমন আছে যাহা প্রত্যহ চারশতবার আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা'আলা

ইহাকে রিয়াকার আলিম, রিয়াকার দানশীল, রিয়াকার হাজী ও রিয়াকার মুজাহিদদের জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। মুসনাদে আহমদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ অন্যকে শুনাইবার জন্য যদি কোন ইবাদত করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলাও লোকদের শুনাইয়া তাহাকে শাস্তি দিবেন এবং তাহাকে অপমান ও লাঞ্ছিত করিবেন। এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কেহ যদি নেক-নিয়তে কোন ভালো কাজ করে আর মানুষ তাহা বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা রিয়া বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

আবূ ইয়ালা মুসেলী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন আমি একাকী নামায পড়িতেছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখিয়া ফেলে। ইহাতে আমার মনে আনন্দ আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি এই ঘটনাটি শুনাইলে তিনি বলিলেন, ইহাতে তুমি দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এক সওয়াব আবার প্রকাশ হইয়া যাওয়ায় এক সওয়াব। আবূ ইয়ালা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি এমন হয় যে কেহ গোপনীয়তা রক্ষা করিয়াই আমল করে কিন্তু কেহ জানিতে পারিলে তাহার কাছে ভালো লাগে ইহা কেমন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এমন ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করিবে। গোপনীয়তার জন্য এক সওয়াব আর প্রকাশের জন্য এক সওয়াব।"

ইব্ন জারীর (র) .... আবূ বারযা আসলামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বারযা (রা) বলেন اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ الخ। এই আয়াতটি নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহু আকবর এই আয়াতটি তোমাদিগের জন্য তোমাদের প্রত্যেককে দুনিয়া পরিমাণ সম্পদ দান করা অপেক্ষা উত্তম। এই আয়াতে সেই ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে, যে নামায পড়িলেও মনে কোন কল্যাণের আশা জাগে না আর না পড়িলেও মনে আল্লাহ্র ভয় জাগ্রত হয় না।"

ইব্ন জারীর (র) .... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ الخ। এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহারা উহারা যাহারা নামাযকে তাহার সময় হইতে বিলম্ব করিয়া আদায় করে।" ইহার অর্থ হয়ত নামায আদৌ পড়েই না কিংবা সময় শেষ হইয়া গেলে পরে আদায় করে অথবা প্রথম সময় হইতে বিলম্ব করিয়া আদায় করে।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ অর্থাৎ ইহারা একদিকে যেমন আল্লাহ্র হক আদায় করে না তেমনি সৃষ্টির হকও আদায় করে না। এমনকি গৃহস্থালীর ছোট-খাট জিনিস ধার দিয়াও মানুষের উপকার করে না। অথচ এইগুলির আসল জিনিস পূর্ববৎ অক্ষুণ্নই থাকে এবং কাজ শেষে যেমনটি তেমনই ফেরত পাওয়া যায়।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন مَاعُوْنَ অর্থ যাকাত। সুদ্দী (র) আবূ সালিহ (র)-এর মাধ্যমে আলী (রা)

হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন উমর (রা) হইতেও বিভিন্ন সূত্রে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। মুহাম্মদ ইব্‌ন হামাদিয়া, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইকরিমা, মুজাহিদ, আতা, আতিয়্যা, আওফী, যুহরী, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক এবং ইব্‌ন যায়দ (র)-এর মতও ইহাই। হাসান বসরী (র) বলেন, ইহারা নামায পড়িলে রিয়া করে, না পড়িলে দুঃখ হয় না এবং সম্পদের যাকাত দিতে বিরত থাকে। যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, ইহারা হইল মুনাফিক। নামায প্রকাশ্য কাজ হওয়ার কারণে আদায় করে আর যাকাত গোপনীয় কাজ হওয়ার কারণে প্রদান করে না।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলে, مَاعُوْنَ বলা হয়— সেই সব বস্তুকে যাহা মানুষ একে অপরের নিকট হইতে ধার নিয়া থাকে। যেমন, কোদাল, কুঠার, পাতিল, বালতি ইত্যাদি। ইব্‌ন জারীর (র) আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা সাহাবা কিরাম مَاعُوْنَ বলিতে এই গৃহস্থলীর ছোট-খাট জিনিস, যেমন বালতি, কুঠার, পাতিল ইত্যাদি বুঝিতাম, যাহা সকলেরই প্রয়োজন পড়ে।

ইব্‌ন জারীর (র) .... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে থাকিয়াই আমরা مَاعُوْنَ অর্থ বালতি ইত্যাদি বুঝিতাম। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, যে কোন ভালো কাজই সাদকার শামিল আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলেই আমরা مَاعُوْنَ বলিতে বালতি ও পাতিল ইত্যাদি ধার দেওয়াকে বুঝিতাম। ইবন আবূ নাজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন مَاعُوْنَ ঘরের আসবাবপত্র। মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখয়ী, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও আবূ মালিক (র) প্রমুখও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ অর্থ অন্যকে নিজের কুঠার, বালতি, পাতিল ইত্যাদি ধার না দেয়া। ইকরিমা (র) বলেন, مَاعُوْنَ -এর সর্বোচ্চ স্তর হইল যাকাত আর সর্বনিম্ন স্তর হইল চালনী, বালতি ও সুঁই। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে ভালো। কারণ উপরোক্ত সব কয়টি ব্যাখ্যাই ইহাতে শামিল রহিয়াছে এবং সব কথার সারকথা হইল, সম্পদ দান করিয়া বা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিয়া অন্যের সহযোগিতা না করা— এই আয়াতের অর্থ। এই কারণেই মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) বলেন, اَلْمَاعُوْنَ। অর্থ المعروف। তথা ভালো কাজ। হাদীসেও বলা হইয়াছে যে, প্রতিটি ভালো কাজই সাদকার শামিল।

ইবন আবূ হাতিম (র) .... যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন, কুরাইশদের ভাষায় مَاعُوْنَ অর্থ সম্পদ। আলী ইব্‌ন নামিরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই। তাহাদের কর্তব্য পরস্পর দেখা হইলে সালাম বিনিময় করা, সালামের জবাব দেওয়া ও মাউন দানে বিরত না থাকা। শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর। মাউন কি? উত্তরে তিনি বলেন, "এই তো পাথর, লোহা ইত্যাদি।"

সূরা কাওসার

৩ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝

(٢) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

(٣) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

১. আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি।

২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।

৩. নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই নির্বংশ।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর কথা তুলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ "এইমাত্র আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে — "এই বলিয়া তিনি বিসমিল্লাহ পড়িয়া إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الخ। পাঠ করেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান কাওছার কি জিনিস? সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা এমন একটি নহর যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জান্নাতে দান করিয়াছেন, যাহাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত। কিয়ামতের দিন আমার উম্মতগণ তথায় উপনীত হইবে। ইহার পেয়ালা আকাশের তারকার ন্যায় অগণিত। কতিপয় লোককে তথায় আগমন হইতে বাধা দেওয়া হইবে। তখন আমি বলিব, 'হে আল্লাহ্! ইহারা আমারই উম্মত। উত্তরে বলা হইবে,

তুমি জান না, তোমার পর ইহারা কত বিদ'আত আবিষ্কার করিয়াছিল। মুসলিম শরীফেও এই মর্মে বর্ণনা রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন এই সূরাটি পাঠ করিয়া বলিলেন, আমাকে কাওছার দান করা হইয়াছে। উহা জান্নাতের প্রবাহমান একটি নহর যাহার দুই কিনারায় মুক্তার তৈরি বহু তাঁবু রহিয়াছে। উহার মাটি খাঁটি মিশক ও কংকর মুক্তার তৈরি।'

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মি'রাজ রজনীতে আমি জান্নাতে একটি নহর দেখিতে পাইলাম, যাহার দুইকুলে মুক্তার বহু তাঁবু নির্মিত রহিয়াছে। উহার মাটি মিশকের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত। দেখিয়া আমি জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি? উহা উত্তরে তিনি বলিলেন, ইহাই সেই কাওছার যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) .... শরীক ইব্ন আবূ নুমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শরীক (র) বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মি'রাজ রজনীতে হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লইয়া প্রথম আকাশে পৌঁছানোর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি নহর দেখিতে পান যাহার উপর মুক্তা ও হীরার একটি প্রাসাদ অবস্থিত। তিনি উহার কিছু মাটি লইয়া নাকের কাছে ধরিয়া দেখিতে পাইলেন যে, উহা মিশকের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই জিবরীল। ইহা কি? জিবরীল (আ) বলিলেন, ইহাই সেই কাওছার যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

কাতাদা (র) সূত্রে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, (মি'রাজ রজনীতে) আমি জান্নাতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। ইত্যবসরে আমার সম্মুখে একটি নহর পেশ করা হয় যাহার দুই কিনারায় মুক্তার তৈরি শুন্য গর্ত বহু তাঁবু অবস্থিত। আমি আমার সংগী ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি? উত্তরে সে বলিল, ইহা সেই কাওছার যাহা আল্লাহ্ আপনাকে দান করিয়াছেন। অতঃপর আমি মাটিতে হাত মারিয়া উহা হইতে মিশক তুলিয়া লইলাম।

ইবন জারীর (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একদা কাওছার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ উহা জান্নাতের একটি নহর, যাহা আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। উহার মাটি হইল মিশকের, দুধের অপেক্ষা সাদা ও মধু অপেক্ষা মিষ্টি। উহার কিনারায় দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট এক প্রকার পাখী বসিয়া থাকিবে।" শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) সেই পাখীগুলি তো দেখিতে মনে হয় খুব সুন্দর হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, খাইতে আরো মজা হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কাওছার কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উহা জান্নাতের একটি নহরের নাম যাহা আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। উহা দুধ অপেক্ষা সাদা ও মধু অপেক্ষা মিষ্টি। দুই পার্শ্বে বসিয়া থাকিবে দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট বহু পাখী। শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, হুযূর! পাখীগুলি তো দেখিতে মনে হয় খুব সুন্দর লাগিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ খাইতে আরো মজা হইবে হে উমর।

ইমাম বুখারী (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ -এর অর্থ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, ইহা একটি নহর। যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবী (সা)-কে দান করিয়াছেন। উহার দুইকূলে শূন্য গর্ত মুক্তার তাঁবু রহিয়াছে। আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় অগণিত উহার পেয়ালা।

ইব্ন জারীর (র)....... শাকীক কিংবা মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে শাকীক অথবা মাসরূক (র) বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে বলিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে বলুন, কাওছার কি জিনিস? উত্তরে তিনি বলিলেন, ইহা জান্নাতের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত একটি নহর, যাহার দুই কূলে মুক্তা ও হীরার প্রাসাদ নির্মিত রহিয়াছে। উহার মাটি হইল মিশক আর কংকর হইল মুক্তা ও হীরা।

ইবন জারীর (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, কেহ কাওছারের আওয়াজ শুনিতে চাহিলে যেন সে দুই কানে আঙ্গুল রাখে। অর্থাৎ কানে আঙ্গুল রাখিলে যেমন আওয়াজ শুনা যায় কাওছারের আওয়াজ ঠিক অনুরূপ।

ইমাম বুখারী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কাওছার হইল কল্যাণ যাহা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দান করিয়াছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কাওছার হইল বিপুল কল্যাণ। উল্লেখ্য যে, এই ব্যাখ্যায় হাওযে কাওছার ইত্যাদি সবই শামিল। কারণ বিপুল কল্যাণ হওয়ার কারণেই উহাকে কাওছার বলা হয়। ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুজাহিদ, মুহারিব ইব্ন দিছার এবং হাসান ইব্ন আবুল হাসান বসরী (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমনকি মুজাহিদ (র) তো এমনও বলিয়াছেন যে, কাওছার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বিপুল কল্যাণ।

ইকরিমা (র) বলেন, কাওছার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নবূওত, কুরআন ও আখিরাতের প্রতিদান। আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে কাওছার অর্থ নহরে কাওছারও বর্ণিত আছে। যেমন ইব্ন জারীর (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কাওছার জান্নাতের একটি নহরের নাম। যাহার দুই কুল সোনা ও রূপার তৈরি হীরা ও মুক্তার উপর উহার প্রবাহ। বরফ অপেক্ষা ঠাণ্ডা ও মধু অপেক্ষা মিষ্ট।'

ইবন জারীর (র)....... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হামযা ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব (রা)-এর ঘরে আগমন করেন। তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার স্ত্রী বলিল, হে আল্লাহ্র নবী! তিনি তো এইমাত্র আপনার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেলেন। অতঃপর সে বলিল, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আবূ উমারার কাছে শুনিলাম যে, আপনাকে নাকি জান্নাতে কাওছার নামক একটি নহর দেওয়া হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, হীরা মোতি ও পান্না ইত্যকার মূল্যবান ধাতু হইল উহার মাটি। আনাস (রা), আবুল আলিয়া ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ মনীষীর মতেও কাওছার জান্নাতের একটি নহরের নাম।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ অর্থাৎ আমি যেমন তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে বিপুল কল্যাণ বিশেষত জান্নাতের নহরে কাওছার দান করিয়াছি। তেমনি তুমি একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র তোমার রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ফরয ও নফল নামায আদায় করিতে থাক এবং একমাত্র তাঁহারই নামে কুরবানী কর। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থাৎ আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য যাঁহার কোন অংশীদার নেই। আমাকে ইহারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী। উল্লেখ্য যে, মুশরিকদের গায়রুল্লাহ সিজদা করা এবং গায়রুল্লাহর নামে কুরবানী করার মুকাবিলায় এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَاتَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ অর্থাৎ যাহাতে আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করা হয় নাই তাহা তোমরা খাইও না। নিশ্চয় উহা পাপের কাজ। কেহ বলেন, وَانْحَرْ অর্থ নামাযের মধ্যে বুকে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। হযরত আলী (র) হইতে একটি বর্ণনায় ইহা বর্ণিত হইয়াছে। শাবী হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ জাফর বাকির (র) বলেন, وَانْحَرْ অর্থ নামাযের শুরুতে দুই হাত উঠানো। কারো মতে, কেবলামুখী হওয়া। এই তিনটি মত ইব্‌ন জারীর (র) উল্লেখ করিয়াছেন। এই সবকয়টি মতই অত্যন্ত অভিনব বলিয়া মনে হয়। প্রথম মতটিই সঠিক অর্থাৎ وَانْحَرْ অর্থ পশু কুরবানী করা। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদের দিন আগে নামায পড়িয়া পরে কুরবানী করিতেন এবং বলিতেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়ে ও আমাদের ন্যায় কুরবানী করে তাহার কুরবানী যথার্থ। আর যে নামাযের আগে কুরবানী করে তাহার কুরবানী হয় না। এই কথা শুনিয়া আবূ বুরদা (রা) উঠিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো নামাযের আগেই বকরী কুরবানী করিয়া

ফেলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি উহার গোশতই খাইতে পারিবে (কুরবানী আদায় হইবে না)। আবূ বুরদা (রা) বলিলেন, হুযূর! এখন আমার কাছে বকরীর এমন একটি বাচ্চা আছে যাহা দুইটির সমান। উহা দ্বারা কুরবানী করিতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যাও, তোমাকেই অনুমতি দেওয়া হইল। তোমার পর আর কেহ এমন বাচ্চা দ্বারা কুরবানী করিলে হইবে না।"

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ। অর্থাৎ যাহারা তোমার সহিত শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তোমার আনীত ওহীর বিরুদ্ধাচরণ করে ভবিষ্যতে তাহারাই অপমানিত, লাঞ্ছিত, অপদস্ত ও নির্বংশ হইয়া যাইবে। উহাদের নাম লইবারও কেহ থাকিবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতটি আস ইব্ন ওয়ায়েল সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র), ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আস ইব্ন ওয়ায়েল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা শুনিলে বলিত, 'রাখ ওর কথা, ওতো নির্বংশ, মরার পর ওর নাম নেওয়ারও কেহ থাকিবে না।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

শামর ইব্ন আতিয়্যা (র) বলেন, আয়াতটি উকবা ইব্ন আবূ মুআইত সম্পর্কে নাযিল হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমা (র) বলেন, আয়াতটি নাযিল হয় কা'ব ইব্ন আশরাফ সহ একদল কুরায়শ সম্পর্কে।

বায্যার (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কা'ব ইব্ন আশরাফ মক্কায় আগমন করিলে কুরায়শরা তাহাকে বলিল, আপনি তো দেশবাসীর নেতা। আপনি এই ছেলেটিকে দেখেন না যে, সে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সবাইকে উপেক্ষা করিয়া চলে এবং দাবী করে যে, সেই আমাদের চেয়ে উত্তম। অথচ আমরা হাজীদের সেবা করি, বায়তুল্লাহর চাবিরক্ষক আমরা এবং আমরা যমযমের পানির স্বত্তাধিকারী। আপনি ইহার একটা বিহিত করুন। শুনিয়া কা'ব ইব্ন আশরাফ বলিল, আরে না, তোমারই তাহার চেয়ে উত্তম। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

আতা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি আবূ লাহাব সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছেলের ইন্তিকালের পর নরাধম আবূ লাহাব কুরায়শদের কাছে গিয়া বলিতে লাগিল, 'মুহাম্মদ তো এই রাতে নির্বংশ হইয়া গিয়াছে।' তখন এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

মোটকথা 'আবতার' সেই ব্যক্তিকে বলা হয় মৃত্যুর পর যাহার নাম নেওয়ার এবং যাহাকে স্মরণ করার কেউ থাকে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছেলের ইনতিকালের পর কাফিররা মনে করিয়াছিল যে, এই বুঝি মুহাম্মদ অবতার হইয়া গেল এবং মুহাম্মদের নাম স্মৃতির পাতা হইতে মুছিয়া গেল। কিন্তু না, আল্লাহ্র অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন। মুহাম্মদ (সা)-এর নাম স্মরণ করার মত কোটি কোটি মানুষ অতীতেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আজীবন স্মৃতির পাতা হইতে তাঁহার নাম মুছিয়া ফেলিবার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তির নাই।

সূরা কাফিরূন

৬ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

সহীহ্ মুসলিমে জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওয়াফের পরের দুই রাকাআত নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিয়াছেন। মুসলিম শরীফের অন্য হাদীসে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সুন্নাত দুই রাকাতে এই দুইটি সূরা পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ফজর ও মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নতে বিশের অধিক কিংবা দশের অধিক সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি দীর্ঘ এক মাস যাবত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিতে দেখিয়াছি। উপরের এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, সূরা কাফিরূন কুরআনের এক চতুর্থাংশ এবং সূরা যিলযাল এক চতুর্থাংশের সমান।

ইমাম তাবারানী (র) ..... জাবালা ইব্‌ন হারিছা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবীলা ইব্‌ন হারিছা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, বিছানায় শুইতে যাইয়া তুমি সূরা কাফিরূন পড়িয়া শুইবে। কারণ ইহাতে শিরক হইতে পবিত্রতা লাভ করা যায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল (সা) শয়নের পূর্বে সূরা কাফিরূন পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... হারিছ ইব্‌ন জাবালা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিছ (রা) বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি অযীফা শিখাইয়া দিন, যাহা আমি শয়নের পূর্বে পাঠ করিতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আচ্ছা রাত্রে বিছানায় যাইয়া তুমি সূরা কাফিরূন পাঠ করিও। কারণ এই সূরায় শিরক হইতে পবিত্রতা অর্জনের উপায় রহিয়াছে।

(١) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ

(٢) لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ

(٣) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ

(٤) وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ

(٥) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ

(٦) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۚ

১. বল, 'হে কাফিরগণ!

২. 'আমি তাহার ইবাদত করি না যাহার ইবাদত তোমরা কর।

৩. এবং তোমরা তাঁহার ইবাদতকারী নহ, যাঁহার ইবাদত আমি করি।

৪. এবং আমি ইবাদতকারী নহি তাহার যাহার ইবাদত তোমরা করিয়া আসিতেছ।

৫. এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নহ যাঁহার ইবাদত আমি করি।

৬. তোমাদিগের দীন তোমাদিগের আর আমার দীন আমার।

তাফসীর ঃ এই সূরায় মুশরিকদের আমল ও কর্মকাণ্ড হইতে ঈমানদারদের সম্পর্কহীনতারও ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইখানে হে কাফিরগণ! বলিয়া কুরায়শ কাফিরদের লক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও ভূ-পৃষ্ঠের প্রত্যেক কাফিরই এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত।

কেহ কেহ বলেন, অজ্ঞতার কারণে মক্কার মুশরিকরা ভাগাভাগি করিয়া ইবাদত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহারা এই প্রস্তাব করিয়াছিল যে, আসুন সব বিভেদ ভুলিয়া গিয়া এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের উপাসনা করুন আর এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের উপাসনা করিব। ইহার জবাবে এই সূরাটি অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাফিরদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র একনিষ্ঠভাবে তাঁহারই ইবাদত-আনুগত্য করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ الخ অর্থাৎ তোমরা যেই প্রতিমার পূজা কর আমি উহার পূজা করি না। আর আমি যেই আল্লাহ্র ইবাদত করি তোমরা তাঁহার ইবাদত কর না।

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ অর্থাৎ তোমরা যেমন ইবাদত কর, আমি তেমন ইবাদত করি না আর তোমরা যেই পথে চল, আমি সেই

পথে চলি না। তোমাদের অনুসরণ করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ তো একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং এমন কাজ করা যাহাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। আর আমার ন্যায় তোমরা আল্লাহ্‌র বিধান মানিয়া চল না বরং নিজেদের মনগড়া দেব-দেবীদের উপাসনা কর। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدٰى

অর্থাৎ তাহারা কেবল ধারণা আর মনের চাহিদার অনুসরণ করে। অথচ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট হিদায়াত আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং হে মুহাম্মদ! তুমি প্রতিটি কাজেই তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল। বলাবাহুল্য যে, প্রত্যেক ইবাদতকারীর মাবূদ এবং মত ও পথ ভিন্ন হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁহার অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান অনুযায়ী তাঁহার ইবাদত করে। আর এই কারণেই ইসলামের কলেমা হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নাই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরীকা ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়ার অন্য কোন পথ নাই। পক্ষান্তরে মুশরিকরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া এমন কিছুর ইবাদত করে যাহার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন তোমরা তোমাদের মতানুযায়ী চল আর আমি আমার দীন অনুযায়ী চলি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ - بَرِيْئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ তাহারা যদি আপনাকে অস্বীকার করে তো তুমি বলিয়া দাও, আমার আমল আমার কাছে আর তোমাদের আমল তোমাদের কাছে। আমি যাহা করি তোমরা তাহা হইতে বিরত আর তোমরা যাহা কর আমি উহা হইতে পবিত্র। অন্য আয়াতে আছে ঃ

لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ অর্থাৎ আমাদের আমল আমাদের কাছে আর তোমাদের আমল তোমাদের কাছে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, لَكُمْ دِيْنُكُمْ এর دين অর্থ কুফর আর لِىَ دِيْنِ এর دين অর্থ ইসলাম। অনেকে বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা যাহার ইবাদত কর আমি এখনও উহার ইবাদত করি না এবং ভবিষ্যতের জন্যও তোমাদেরকে নিরাশ করিতেছি। আর আমি যাহার ইবাদত করি তোমরা এখনও উহার ইবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও করিবে না। এই সেইসব কাফিরদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা ঈমান আনিবে না বলিয়া আল্লাহ্‌র জানা ছিল। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, কোন কোন আরব

পণ্ডিতের মতে এই সূরায় তাকীদ বুঝাইবার জন্য একই কথাকে দুইবার উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ঃ

এক আয়াতে বলা হইয়াছে فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
আরেক আয়াতে বলা হইয়াছে لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
মোটকথা এই সূরায় একই কথা দুইবার উল্লেখ করার ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়।

(১) আমরা প্রথমে যাহা উল্লেখ করিয়াছি।

(২) ইমাম বুখারী (র) প্রমুখের মত অর্থাৎ প্রথম আয়াতে বলা হইয়াছে, অতীতে আমিও তোমাদের মাবূদের ইবাদত করি নাই এবং তোমরাও আমার মাবূদের ইবাদত কর নাই। আর দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ হইল ভবিষ্যতে আমিও তোমাদের মাবূদের ইবাদত করিব না আর তোমরাও আমার মাবূদের ইবাদত করিবে না। (৩) তাকীদের জন্যই এমন করা হইয়াছে।

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ শাফেয়ী (র) প্রমুখ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, কাফির সবই এক জাত বিধায় ইয়াহূদীরা নাসারাদের মীরাছের অংশীদার হইবে এবং নাসারাও ইয়াহূদীদের মীরাছের অংশীদার হইবে, যদি তাহাদের মধ্যে নসবের সম্পর্ক থাকে। কারণ ইসলাম ছাড়া সব ধর্মই এক ও অভিন্ন। বাতিল ও মিথ্যা হওয়ার ক্ষেত্রে সব একই জাত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ (র) সহ অনেকের মতে ইয়াহূদী-নাসারারা পরস্পর মীরাছের অংশীদার হইবে না। কেননা এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ভিন্ন দুই ধর্মের লোক পরস্পর মীরাছের অংশীদার হয় না।"

সূরা নাসর

৩ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, সূরা নাসর কুরআনের এক-চতুর্থাংশ এবং সূরা যিলযাল এক-চতুর্থাংশের সমান।

ইমাম নাসায়ী (র)....... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উতবা (র) বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) একদিন আমাকে বলিলেন, হে ইব্‌ন উতবা! তুমি কি জান, কুরআনের কোন্ সূরাটি সর্বশেষে নাযিল হইয়াছে? আমি বলিলাম, জানি, সূরা নাসর সর্বশেষে নাযিল হইয়াছে। শুনিয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তুমি ঠিকই বলিয়াছ।

হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার ও হাফিজ বায়হাকী (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর এই সূরাটি তাশরীকের মধ্য ভাগে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে তিনি বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ইহাই তাঁহার বিদায়ী সূরা। অতঃপর তিনি তাঁহার উষ্ট্রী কাসওয়ায় আরোহণ করিয়া মুসলিম জনতার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

বায়হাকী (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাতিমা (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন "আমার তো মৃত্যুর সংবাদ আসিয়া পড়িয়াছে।" শুনিয়া ফাতিমা (রা) প্রথমে কাঁদিয়া ফেলিলেন অতঃপর হাসিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে শুনিয়া প্রথমে কাঁদিয়াছি। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি ধৈর্যধারণ কর, আমার পরিবারের তুমিই সর্বপ্রথম আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ইহা শুনিয়া আমি হাসিয়াছি।

(١) اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَ الۡفَتۡحُ ۙ

(٢) وَرَاَیۡتَ النَّاسَ یَدۡخُلُوۡنَ فِیۡ دِیۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ۙ

(٣) فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ؕؔ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۙ

১. যখন আসিবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়,

২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে।

৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিও, তিনি তো তওবা কবূলকারী।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) সর্বদা আমাকে বড় বড় বদরী সাহাবীদের মজলিসে শামিল করিয়া লইতেন। ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, ও তো আমাদের ছেলের বয়সের মানুষ। কাজেই ও আমাদের মজলিসে না আসিলেই ভালো হয়। উমর (রা) বলিলেন তোমরা আসলে তাহাকে চিন না। অতঃপর তিনি সকলকে একত্রিত করিলেন এবং আমাকে আহ্বান করিলেন। সকলে সমবেত হইলে হযরত উমর (রা) বলিলেন, আচ্ছা, সূরা নাসর সম্পর্কে আপনাদের কাহার কি মত ব্যক্ত করুন। উত্তরে কেহ বলিলেন, এই সূরায় আমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের হামদ-ছানা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অনেকে আবার কিছুই না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তুমিও কি ইহাতে একমত আছ? আমি বলিলাম, না, এই সূরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। বিজয় এবং সাহায্য থামিয়া পড়াই উহার লক্ষণ। শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন,- আমিও তোমার সহিত একমত।

ইমাম আহমদ (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমার কাছে আমার মৃত্যুর পরোয়ানা আসিয়া গিয়াছে। সেই বৎসরই তাঁহার ইন্তিকাল হইবার ছিল। আওফী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, আবুল আলিয়া এবং যাহ্হাক (র) প্রমুখও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই সূরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের সংবাদ আগাম দেওয়া হইয়াছে।

ইবন জারীর (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মদীনায় অবস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসিয়া গিয়াছে। ইয়ামানবাসীরা আসিয়া পড়িয়াছে। শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র

রাসূল! ইয়ামানবাসীরা কেমন? রাসূল (সা) বলিলেন, "উহাদের হৃদয় নরম ও স্বভাব কোমল। ঈমান তো ইয়ামানীদেরই এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ইয়ামানীরা তো অগ্রগামী।

তাবারানী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া আখিরাতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর মানেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যুর পরোয়ানা।

তাবারানী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কুরআনের যে পূর্ণ সূরাটি সর্বশেষ নাযিল হয়, তাহা হইল সূরা নাস্র।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, সকল মানুষ ভালো এবং আমি আর আমার সাহাবাও ভালো। (তবে সকল মানুষ একদিকে, আমি আর আমার সাহাবা একদিকে) মনে রাখিও মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নাই তবে আছে শুধু জিহাদ আর নিয়ত।

ইমাম বুখারী (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রুকু ও সিজদায় অধিক পরিমাণে سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ জীবনে অধিক পরিমাণ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ পাঠ করিতেন এবং বলিতেন, আমার প্রতিপালক আমাকে এই নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছেন যে, যখন মক্কা বিজয় হইয়া যাইবে এবং দলে দলে মানুষ দীনে ইসলামে প্রবেশ করিতে দেখিবে তখন ইহা পাঠ করিও। আর আমি উহা দেখিয়া ফেলিয়াছি।

ইব্ন জারীর (র) .... উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ জীবনে উঠা-বসা, হাঁটা-চলা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ পাঠ করিতেন। দেখিয়া আমি ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, ইহা করিতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি সূরা নাস্র আদ্যোপান্ত পাঠ করেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে আবূ উবায়দা (রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর সূরা নাস্র অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি উহা পাঠ করিয়া এবং রুকুতে অধিক পরিমাণ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ পাঠ করিতেন।

আলোচ্য আয়াতের اَلْفَتْحُ। দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মক্কা বিজয়। ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই। কারণ আরববাসীরা মনে করিত যে, মুহাম্মদ যদি মক্কা বিজয় করিয়া উহাতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে তো সে সত্য নবী বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ফলে মক্কা বিজয় হওয়ার পর মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। মাত্র দুই বৎসরে আরবের সর্বত্র ইসলামের বিজয় পতাকা উড়িতে শুরু করে। সর্বত্রই মুসলমানদের কর্তৃত্ব বা হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ আম্মার (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আম্মার (র) বলেন, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর জনৈক প্রতিবেশী বলিয়াছিল যে, আমি একদিন সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) আসিয়া আমাকে সালাম করিয়া মুসলমানদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ও নানা বিদআত সৃষ্টির কথা আলোচনা করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "মানুষ এক সময় দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করিয়াছে আবার একদিন দলে দলেই দীন হইতে বাহির হইয়া যাইবে।"

সূরা লাহাব

৫ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝

(٢) مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝

(٣) سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

(٤) وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

(٥) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

১. ধ্বংস হউক আবূ লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও।
২. উহার ধন-সম্পদ ও উহার উপার্জন তাহার কোন কাজে আসে নাই।
৩. অচিরে সে দগ্ধ হইবে লেলিহান অগ্নিতে।
৪. এবং তাহার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে।
৫. তাহার গলদেশে পাকান রজ্জু।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাতহায় যাইয়া একটি পাহাড়ে আরোহণ করিয়া উচ্চ স্বরে ياصباحاه বলিয়া ডাক দিলে কুরায়শের লোকজন তাঁহার কাছে সমবেত হয়। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আচ্ছা, আমি যদি বলি এই সকালে বা বিকালে দুর্ধর্ষ শত্রু বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে তো তোমরা কি উহা বিশ্বাস করিবে? সকলে বলিল, হ্যাঁ, আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করিব। এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ শুন, আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র কঠোর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি। এই কথা শুনিয়া আবূ লাহাব বলিল, তুমি কি আমাদেরকে শুধু এই জন্যই ডাকিয়াছ? তুমি ধ্বংস হও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা تَبَّتْ

الـخ ।يَدَا সূরাটি নাযিল করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোষণা শুনিয়া আবূ লাহাব হাত নাড়াইয়া বলিল, ধ্বংস হও তুমি, শুধু এই জন্যই আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছ না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন।

এই আবূ লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক চাচা। তাহার নাম ছিল আব্দুল উয্যা ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব। কুনিয়ত আবূ উতবা। তাহার চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল বিধায় তাহাকে আবূ লাহাব বলিয়া ডাকা হইত। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বিদ্বেষ পোষণ করিত এবং তাঁহাকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিত। রবীয়া ইব্ন আব্বাস দায়লী মুসলমান হওয়ার পর বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একদিন যুলমাজায বাজারে দেখিতে পাইলাম যে, তিনি বলিতেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—তবে তোমরা সফলতা লাভ করিতে পারিবে। আর বহু লোক তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত দেখিতে পাইলাম। উজ্জ্বল চেহারার এক ব্যক্তি তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, এই লোকটি ধর্মত্যাগী ও মিথ্যুক। জিজ্ঞাসা করিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, লোকটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ লাহাব।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ অর্থাৎ আবূ লাহাব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাহার সকল চেষ্টা আর শ্রমই ব্যর্থ। নিশ্চিতভাবে সে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে।

مَآاَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ অর্থাৎ তাহার সম্পদ ও উপার্জন তাহার কোন কাজে আসে নাই। ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, مَا كَسَبَ অর্থ সন্তান-সন্ততি। আয়িশা (রা), মুজাহিদ, আতা, হাসান এবং ইব্ন সিরীন (র) প্রমুখ হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার সম্প্রদায়কে ঈমানের দিকে আহ্বান করিলে আবূ লাহাব বলিল, মুহাম্মদ যাহা বলে যদি তাহা সত্যই হইয়া পড়ে তাহা হইলে কিয়ামতের দিন আমি আমার সম্পদ ও সন্তানদের দিয়া নিজকে শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া লইব। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ অর্থাৎ অচিরেই সে এবং তাহার ইন্ধন বহনকারী স্ত্রী লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। আবূ লাহাবের স্ত্রী ছিল কুরায়শের এক নেতৃস্থানীয়া মহিলা। তাহার নাম ছিল আরওয়া বিনতে হারব ইব্ন উমাইয়া। সকলের কাছে উম্মে জামীল নামে পরিচিতা ছিল। সে ছিল আবূ সুফিয়ানের বোন। কুফর ও খোদদ্রোহীতার কাজে সে স্বামীকে সাধ্য পরিমাণ সহযোগিতা করিত। কিয়ামতের দিনও জাহান্নামের আগুনে সে স্বামীর সহযোগী হইবে।

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ মুজাহিদ ও উরওয়া (র) বলেন, তাহার গলদেশে জাহান্নামের পাকানো রজ্জু থাকিবে। মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, ছাওরী ও সুদ্দী (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই কুলাঙ্গার মহিলাটি মানুষের চোগলখোরী করিয়া বেড়াইত বলিয়া তাহাকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ তথা ইন্ধন বহনকারী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), আওফী (র), আতিয়্যা, জাদালী, যাহ্‌হাক ও ইব্‌ন যায়দ (র) বর্ণনা করেন, আবূ লাহাবের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাতায়াত পথে কাঁটা ফেলিয়া রাখিত। ইব্‌ন জারীর (র) ..... শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শা'বী (র) প্রমুখ বলেন, مَسَدٍ অর্থ খেজুরের রশি, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন, مَسَدٍ সত্তর হাত লম্বা শৃংখল। মুজাহিদ (র) বলেন, مَسَدٍ অর্থ লোহার শৃংখল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন, সূরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর উম্মে জামীল একটি ধারালো পাথর হাতে লইয়া নিম্নের চরণটি আওড়াইতে আওড়াইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করে।

مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا অর্থাৎ আমরা ধিকৃত লোকটিকে অস্বীকার করি, তাহার দীনের সহিত শত্রুতা পোষণ করি এবং তাহার সব কথা প্রত্যাখ্যান করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-ও তাঁহার সংগে বসা ছিলেন। উম্মে জামীলকে আসিতে দেখিয়া আবু বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ওই হতভাগিনী তো আসিয়া পড়িয়াছে। আমার আশংকা হয় সে আপনাকে দেখিয়া ফেলে কিনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, সে আমাকে কিছুতেই দেখিতে পাইবে না। অল্পক্ষণের মধ্যে মহিলাটি আসিয়া আবূ বকর (রা)-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়। কিন্তু রাসূল (সা)-কে দেখিতে পাইল না। বলিল, আবূ বকর! শুনিতে পাইলাম তোমার সংগী নাকি আমাকে গালি দিয়াছে! আবূ বকর (রা) বলিলেন, কই না তো তিনি আপনাকে গালি দেন নাই। অতঃপর এই বলিয়া সে ফিরিয়া যায়, কুরায়শরা জানে যে, আমি তাঁহাদের নেতার কন্যা।

আবূ বকর বায্‌যার (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা)-কে সংগে লইয়া মসজিদে বসিয়া রহিয়াছেন। ইত্যবসরে আবূ লাহাবের স্ত্রী তথায় আগমন করে। দেখিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হুযূর! আপনি একদিকে একটু সরিয়া বসিলে সে আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, প্রয়োজন নাই। সে আমাকে দেখিতে পাইবে না। অবশেষে মহিলাটি আসিয়া আবূ বকর (রা)-এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, হে আবূ বকর! তোমার সংগী নাকি আমাদের গালমন্দ করিয়াছে? আবূ বকর (রা) বলিলেন, এই ঘরের প্রভুর শপথ। তিনি তো কবিতা জানেনও না এবং তাঁহার মুখ হইতে কখনো কবিতা বাহিরও হয় নাই। মহিলা বলিল, তুমি সত্যই বলিয়াছ। অবশেষে সে চলিয়া গেলে আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! ও কি আপনাকে দেখিতে পায় নাই? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না। ফেরেশতাগণ তাহার ও আমার মাঝে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।" উল্লেখ্য যে, এই সূরাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবূওতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। কারণ এই সূরায় আবূ লাহাব ও তাহার স্ত্রীর অশুভ পরিণামের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইহাদের কপালে ঈমান জোটে নাই। গোপনে প্রকাশ্যে কোন প্রকারেই ঈমান আনার তাওফীক ইহাদের হয় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগাম সংবাদ অবশেষে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে।

সূরা ইখলাস

৪ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

শানে নুযূল ও ফযীলত

ইমাম আহমদ (র) ..... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, মুশরিকগণ একদা বলিল, মুহাম্মদ! আমাদেরকে তোমার প্রতিপালকের বংশনামাটি একটু শুনাও দেখি। ইহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইখলাস নাযিল করেন। صمد অর্থ যে কারো সন্তান নহে এবং যাহার কোন সন্তান নাই। কারণ যে জন্মগ্রহণ করে তাহার একদিন মৃত্যু হইবেই আর যে মৃত্যুবরণ করে অন্যরা তাহার উত্তরাধিকার হয়। অথচ আল্লাহ্‌র মৃত্যুও নাই এবং তাঁহার কোন উত্তরসূরীও নাই। তাঁহার সমকক্ষ বলিতে কেহ নাই।

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালকের নসবনামাটা একটু বল দেখি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইখলাস অবতীর্ণ করেন।

তাবারানী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিটি বস্তুর একটি নিসবাত থাকে আর আল্লাহ্‌র নিসবাত হইল قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ الخ।

ইমাম বুখারী (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদলকে কোথাও এক অভিযানে প্রেরণ করেন। ফিরিয়া আসার পর তাঁহারা সেনাপতির বিরুদ্ধে এই নালিশ দায়ের করিল যে, সে প্রতি নামাযের কিরাআতের শেষে সূরা ইখলাস পাঠ করিত। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর সে এমন কেন করিত। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, কারণ এই সূরায়

আল্লাহ্‌র গুণ ও পরিচয় বর্ণনা করা হইয়াছে বিধায় ইহা পড়িতে আমার কাছে খুব ভালো লাগে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তাহাকে বল যে, আল্লাহ্ তা'আলাও তাহাকে ভালোবাসেন।"

ইমাম বুখারী (র) সালাত অধ্যায়ে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক আনসারী সাহাবী কুবা মসজিদের ইমামতি করিতেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, সূরা ফাতিহার পর প্রথমে সূরা ইখলাস পাঠ করিয়া পরে অন্য সূরা মিলাইতেন। প্রত্যেক রাকআতেই তিনি এই নিয়মে পাঠ করিতেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুসল্লীরা অভিযোগ করিলে তিনি সাফ বলিয়া দিলেন যে, আমি এইভাবেই পড়িতে থাকিব। তোমাদের ইচ্ছা হয় আমার পিছনে নামায পড়, না হয় আমি ইমামতি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। অগত্যা মুসল্লীগণ আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই ঘটনা শুনাইলে তিনি তাহাকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হুযূর! আমি এই সূরাটিকে খুবই ভালোবাসি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এই সূরার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হুযূর! আমি সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ الخ -কে খুব ভালোবাসি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বারবার সূরা ইখলাস পাঠ করিতে শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উহা বিবৃত করে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি ঃ "ইহা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।"

ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবাগণকে বলিলেন, 'তোমাদের কেহ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিতে পারে না? তাহারা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহা কি কাহারো পক্ষে সম্ভব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "শোন, সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা) একবার গোটা রাত সূরা ইখলাস পড়িয়া কাটাইয়া দেন। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, এই সূরাটি কুরআনের অর্ধেক কিংবা (বলিয়াছেন) এক-তৃতীয়াংশের সমান।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) এক মজলিসে

বলিতেছিলেন, তোমাদের কেহ কি সারারাত জাগিয়া কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিতে পারিবে? উত্তরে জনতা বলিল, ইহা কি কাহারো পক্ষে সম্ভব? অতঃপর তিনি বলেন, হ্যাঁ, সম্ভব। সূরা ইখলাসই গোটা কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসিয়া কথাটি শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "আবূ আইয়ুব ঠিকই বলিয়াছে।"

ইমাম তিরমিযী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলিলেন ঃ তোমরা একত্রিত হইয়া বস, আমি আজ তোমাদিগকে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব। এই ঘোষণা শুনিয়া আমরা অনেকেই একত্রিত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সূরা ইখলাস পাঠ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইবার আমরা কানাঘুষা করিতে লাগিলাম যে, রাসূল (সা) তো আমাদিগকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ শুনাইবার ওয়াদা করিয়াছিলেন। কিন্তু এইভাবে চলিয়া গেলেন কেন? হয়তো আসমান হইতে কোন ওহী আসিয়া থাকিবে। অতঃপর তিনি পুনরায় ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন ঃ আমি ওয়াদা করিয়াছিলাম তোমাদিগকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়িয়া শুনাইব। শুন, এই সূরা ইখলাসই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা কেহ কি এক রাত্রে কুরআনে তিনভাগের এক ভাগ পাঠ করিতে পার? শোন, কেহ কোন রাতে সূরা ইখলাস পাঠ করিলেই বলা যাইবে যে, সেই রাত্রে সে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) কিংবা জনৈক আনসারী হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বা আনসারী ব্যক্তি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পড়িল, সে যেন কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ করিয়া ফেলিল।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আচ্ছা, তোমরা কি প্রতিদিন কুরআনের তিনভাগের একভাগ পাঠ করিতে অক্ষম?" উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ হুযূর! আমাদের ক্ষমতা ইহার চেয়ে অনেক কম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "শুন আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সূরা ইখলাস হইল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।

ইমাম আহমদ (র)..... উম্মে কুলছুম বিনতে উকবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে কুলছূম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।"

ইমাম মালিক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করিতে শুনিয়া বলিলেন ঃ "ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কী ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, "জান্নাত।"

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের কেহ কি প্রতি রাতে তিনবার সূরা ফাতিহা পড়িতে পারে না? এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।"

আব্দুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন হাবীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন হাবীব (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (সা)-এর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম যে, তিনি আসিয়া নামায পড়াইবেন। কিছুক্ষণ পর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন ঃ পড়, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আবারো বলিলেন, পড়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি পড়িব? তিনি বলিলেন ঃ প্রতিদিন সকাল-বিকাল দুইবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়। ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... তামীম দারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ এই দু'আটি দশবার পড়িলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নামে চার কোটি দশ লক্ষ সওয়াব লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... মুআয ইব্ন আনাস জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুআয ইব্ন আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তাহার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিবেন।" শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তাহা হইলে তো আমরা অধিক পরিমাণে ইহা পাঠ করিয়া অনেক প্রাসাদের মালিক হইয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্ আরো বেশী ও ভালো দানকারী।"

দারিমী (র) ..... সাঈদ ইব্ন মুসায়য়াব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসায়য়াব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তাহার জন্য একটি প্রাসাদ আর বিশবার পড়িলে দুইটি এবং ত্রিশবার পড়িলে তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিবেন।" শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, হুযূর! তাহা হইলে তো আমরা প্রাসাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা আরো প্রাচুর্যময়।"

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কেহ পঞ্চাশবার সূরা ইখলাস পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করিয়া দেন।

আবূ ইয়ালা (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ একদিনে দুইশতবার সূরা ইখলাস পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নামে এক হাজার পাঁচশত সওয়াব লিখিয়া দিবেন, যদি তাহার কোন ঋণ না থাকে।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে বিছানায় ডান কাতে শুইয়া একশতবার সূরা ইখলাস পাঠ করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বলিবেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার ডান দিক দিয়া জান্নাতে ঢুকিয়া পড়।"

আবূ বকর বায্যার (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি দুইশত বার সূরা ইখলাস পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দুইশত বছরের গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন।"

ইমাম নাসায়ী (র) .... বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মসজিদে প্রবেশ করি। দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় এই দু'আটি পাঠ করিতেছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, লোকটি আল্লাহ্র এমন একটি মহান নামে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল যাহার দোহাই দিয়া প্রার্থনা করিলে তিনি দান করেন এবং যেই নামে ডাকিলে তিনি সাড়া দেন।

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তিনটি কাজ এমন আছে যাহা কেহ ঈমানের সহিত করিলে সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে এবং তাহার সহিত ডাগর চোখা সুনয়না অপরূপ সুন্দরী হুরদের বিবাহ করাইয়া দেওয়া হবে। (১) হত্যাকারীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া। (২) গোপনে ঋণ আদায় করা ও (৩) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার সূরা ইখলাস পাঠ করা।" শুনিয়া আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেহ ইহার একটি করিলে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, একটি করিলেও সে এই ফযীলত লাভ করিবে।"

আবুল কাসিম তাবারানী (র) ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ ঘরে প্রবেশ করিবার সময় সূরা ইখলাস পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ঘর এবং গোটা প্রতিবেশী হইতে দারিদ্র্য দূর করিয়া দিবেন।

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাবূকে অবস্থান করিতেছিলাম। সেইদিন ভোরবেলা সূর্য এত উজ্জ্বল ও কিরণময় হইয়া উদিত হয় যেমনটি ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখি নাই। কিছুক্ষণ পর হযরত জিবরীল (আ) তথায় আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই জিবরীল! ব্যাপার কি? আজকের সকালের সূর্য এত কিরণময় ও উজ্জ্বল হওয়ার কারণ কি? এমনটি তো ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। জিবরীল (আ) বলিলেন ঃ আজ মদীনায় মুআবিয়া ইব্ন মুআবিয়া লায়ছীর ইনতিকাল হয়। তাঁহার জানাযার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কোন্ আমলের বদৌলতে সে এত ফযীলত লাভ করিল? জিবরীল (আ) বলিলেন ঃ সে দিন-রাত হাঁটা-চলা উঠা-বসা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় সূরা ইখলাস পাঠ করিত। আপনি তাঁহার জানাযায় শরীক হইবার ইচ্ছা করিলে যমীনের দূরত্ব সংকোচন করিয়া আমি আপনাকে সেখানে নিয়া যাইতে পারি। ইহাতে সম্মত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার জানাযায় শরীক হন।

ইমাম আহমদ (র) ..... উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি দ্রুত তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলাম, হুযূর! ঈমানদার কি করিলে মুক্তি লাভ করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি তোমার মুখ সংযত কর, নিজের ঘরে বসিয়া থাক এবং পাপের ক্ষমার জন্য কান্নাকাটি করিতে থাক।" কিছুদিন পর আবার দেখা হইলে এইবারও আমি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলাম। তিনি বলিলেন, উকবা! আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম এমন তিনটি সূরা শিখাইয়া দিব যাহা তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও কুরআন সব কয়টি আসমানী কিতাবেই অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি বলিলাম, হ্যাঁ বলুন। তখন তিনি আমাকে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর বলিলেন, উকবা! এই সূরা তিনটি তুমি ভুলিয়া যাইও না এবং এইগুলি না পড়িয়া ঘুমাইও না। উকবা (রা) বলেন, ইহার পর আমি এই সূরাগুলি ভুলিয়াও যাই নাই এবং কোন রাতে পড়িতেও ভুলি নাই। ইহার কিছুদিন পর পুনরায় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে আপনি কয়েকটি ফযীলতপূর্ণ আমল শিখাইয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, উকবা! যে তোমার সহিত আত্মীয়তা ছিন্ন করে, তুমি তাহার সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চল, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাহাকে দান কর এবং যে তোমার উপর জুলুম করে তুমি তাহাকে ক্ষমা কর।"

ইমাম বুখারী (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিরাত্রে শুইতে যাইয়া দুই হাতের তালু একত্রিত করিয়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিয়া উহাতে ফুঁক দিয়া সম্ভব পরিমাণ তিনবার নিজের মাথায়, মুখমণ্ডলে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে মুছিয়া লইতেন।

(١) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝

(٢) اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝

(٣) لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝

(٤) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

১. বল, তিনিই আল্লাহ্, একক ও অদ্বিতীয়।

২. আল্লাহ্ কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী।

৩. তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই।

৪. এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।

তাফসীর ঃ এই সূরার শানে নুযূল ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইকরিমা (রা) বলেন, ইয়াহুদীরা বলিত, আমরা আল্লাহ্র পুত্র উযায়রকে উপাসনা করি, নাসারাগণ বলিত, আমরা আল্লাহ্র বেটা ঈসার উপাসনা করি, মাজূসীরা বলিত, আমরা সূর্য ও চন্দ্রের উপাসনা করি, মুশরিকরা বলিত আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকি। তো এই সূরাটি অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন যে, হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন, আমাদের মা'বূদ হইলেন, মহান আল্লাহ্। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই, তাঁহার সমকক্ষ বলিতে কেহ নাই, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই। তিনি বে-নজীর, অতুলনীয় ও মুখাপেক্ষীহীন। তিনি ব্যতীত কেহই উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত নহে।

اَلصَّمَدُ — ইকরিমা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে اَلصَّمَدُ সেই সত্তাকে বলা হয় বিপদাপদ ও যাবতীয় সমস্যায় গোটা সৃষ্টিজগত যাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকে। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَلصَّمَدُ সেই সত্তাকে বলা হয় যিনি একাধারে সরদার, ভদ্র, মহান, সহনশীল, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় এবং এই সব কয়টি গুণে যিনি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গভাবে গুণান্বিত। তিনি হইলেন, একমাত্র আল্লাহ্।

মালিক (র) যায়দ ইব্ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَلصَّمَدُ অর্থ اَلسَّيِّدُ তথা নেতা। হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, যিনি সৃষ্টি হওয়ার পরও অক্ষয়

থাকিবেন। হাসান (র) আরো বলেন, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও অক্ষয়। ইকরিমা (র) বলেন, যিনি পানাহার করেন না এবং যাহার অভ্যন্তর হইতে কোন কিছু বাহির হয় না। রবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন, যিনি কাহাকেও জন্ম দেন না এবং যাঁহাকে জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং পরবর্তী আয়াত لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ এই اَلصَّمَدُ এরই ব্যাখ্যা। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে ভালো।

ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন মুসায়য়াব (রা), মুজাহিদ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বুরায়দা, ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা), আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ, আতিয়্যা, আওফী, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন, اَلصَّمَدُ তাঁহাকে বলা হয়, যাঁহার পেট নাই। শা'বী (র) বলেন, যিনি পানাহার করেন না। হাকিম আবুল কাসিম তাবারানী কিতাবুস সুন্নাহ্য় اَلصَّمَدُ -এর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া উক্ত সবক'টি কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এই সবগুলি গুণেই গুণান্বিত।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ অর্থাৎ তাহার কোন সন্তান নাই, জন্মদাতা পিতা নাই ও স্ত্রী নাই। وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ -এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্র কোন সংগিনী নাই। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ-

অর্থাৎ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার সন্তান হইবে কি করিয়া? অথচ তাঁহার স্ত্রী নাই। বস্তুত তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।

বুখারী শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "কষ্টদায়ক কথায় ধৈর্যধারণকারী আল্লাহ্ অপেক্ষা আর কেহ নাই। মানুষ তাহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে কিন্তু ইহার পরও তিনি তাহাদিগকে জীবিকা দান করেন ও শান্তি দান করেন।"

ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আদমের সন্তানরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ তাহাদের পক্ষে ইহা উচিত ছিল না। তাহারা আমাকে গালি দেয় ইহা তাহাদের পক্ষে উচিত ছিল না। আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন এইভাবে করে যে, তাহারা বলে, আল্লাহ্ প্রথমবারের ন্যায় দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিছুতেই সৃষ্টি করিতে পারিবে না। অথচ প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের তুলনায় মোটেই সহজ ছিল না। আর আমাকে গালি দেয়ার অর্থ হইল— তাহারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ আমি এক ও অমুখাপেক্ষী, কাহাকেও জন্ম দেই নাই এবং আমাকে জন্ম দেওয়া হয় নাই, আর আমার সমকক্ষ কেহ নাই।

Contents

সূরা ফালাক ও নাস

ইমাম আহমদ (র) .... যির ইব্ন হুবায়শ (র) বর্ণনা করেন যে, যির ইব্ন হুবায়শ (র) বলেন, আমি উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলিলাম, ইব্ন মাসউদ (রা) তাঁহার মসহাফে সূরা ফালাক ও নাস লিখেন না। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলিলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিয়াছেন, জিবরীল (আ) তাঁহাকে বলিয়াছেন قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পাঠ করুন, আমি তাহা পাঠ করিলাম। সুতরাং আমরাও তাহাই বলিব, যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... যির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যির (র) বলেন, আমি ইব্ন মাসউদ (রা)-কে সূরা নাস ও ফালাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই সূরা দুইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ 'আমাকে বলা হইয়াছে। ফলে আমি তোমাদেরকে বলিয়াছি, অতএব তোমরাও বল।' উবাই (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বলিয়াছেন তাই আমরাও বলি। মুসনাদে আবূ ইয়ালা ইত্যাদিতে আছে যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) এই সূরা দুইটিকে কুরআনের অংশ মনে করিতেন না। কারী ও ফকীহ্দের মধ্যে ইহাই প্রসিদ্ধ যে, ইব্ন মাসউদ (রা) এই সূরা দুইটিকে কুরআন শরীফে লিখিতেন না। কারণ সম্ভবত তিনি ইহা নবী করীম (সা)-এর কাছ হইতে শুনেন নাই এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁহার কানে এই সংবাদ পৌঁছেও নাই যে, এই সূরা দুইটি পবিত্র কুরআনের অংশ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি এইমত প্রত্যাহার করেন।

ইমাম মুসলিম (র) ..... উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা কি জান যে, এই রাত্রে আমার উপর এমন কয়টি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে যাহার সমতুল্য আয়াত আর দেখা যায় না।" অতঃপর তিনি সূরা নাস ও ফালাক তিলাওয়াত করেন।

ইমাম আহমদ (র) .... উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া মদীনার গলি দিয়া হাঁটিতেছিলাম। কিছুক্ষণ চলার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উকবা এইবার তুমি আসিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বস। আমি পাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাফরমানী হইয়া যায় এই ভয়ে চড়িয়া বসিলাম আর তিনি নামিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনিও ঘোড়ায় আরোহণ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, উকবা! তোমাকে আমি দুইটি উত্তম

সূরা শিখাইয়া দিব কি? আমি বলিলাম দিন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অতঃপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়িয়া শুনাইলেন। অতঃপর নামাযের জামাআত দাঁড়াইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইমামত করিলেন এবং নামাযের মধ্যে এই সূরা দুইটি পাঠ করিলেন। নামায শেষে তিনি পুনরায় আমাকে লইয়া চলিতে শুরু করেন। পথিমধ্যে তিনি আমকে বলিলেন, উকবা! প্রতিদিন ঘুমাইবার পূর্বে ও ঘুম হইতে উঠিয়া এই সূরা দুইটি পাঠ করিবে।

ইমাম আহমদ (র) .....উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করার নির্দেশ দিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)..উকবা ইব্‌ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তুমি সূরা নাস ও ফালাক পাঠ কর। কারণ এমন সূরা তুমি দ্বিতীয়টি আর পড় নাই।"

ইমাম আহমদ (র) .....উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি খচ্চর হাদিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি উহাতে আরোহণ করেন আর আমি উহার রশি ধরিয়া টানিতে থাকি। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, তুমি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিবে। কিন্তু শুনিয়া আমি বেশী খুশী হই নাই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, বোধ হয় তুমি ইহাকে ছোট মনে করিয়াছ ? না, তুমি নামাযে পড়ার মত এমন সূরা দ্বিতীয়টি তুমি আর পড় নাই। ইমাম নাসায়ী (র) ....উকবা ইব্‌ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য সূরা নাস ও ফালাকের মত অন্য কোন সূরা নাই।"

ইমাম নাসায়ী (র) ..... উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে হাঁটিতেছিলাম। পথিমধ্যে তিনি আমাকে বলিলেন ঃ "উকবা! পড়।" আমি বলিলাম, কি পড়িব? কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া তিনি আবারো বলিলেন, "পড়।" আমি বলিলাম, কি পড়িব হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই তিনি বলিলেন ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ আমি সূরাটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "প্রার্থনা করার এবং আশ্রয় চাওয়ার জন্য এই সূরার ন্যায় সূরা দ্বিতীয়টি আর নাই।"

ইমাম নাসায়ী (র) ..... উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দুইটি সূরা ফজর নামাযে পাঠ করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) .... উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরোহী অবস্থায় ছিলেন আর আমি তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলাম। এক সময় তাঁহার দুই পায়ে হাত রাখিয়া আমি বলিলাম, হুযূর! আমাকে সূরা হুদ অথবা সূরা ইউসুফ পড়িয়া শুনান। তিনি বলিলেন ঃ "সূরা ফালাক অপেক্ষা উপকারী সূরা আর নাই।"

ইমাম নাসায়ী (র) ...... ইব্ন আবিস আল-জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবিস আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন ঃ হে ইব্ন আবিস! আমি তোমাকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীদের সর্বোত্তম উপকরণ শিখাইয়া দিব কি? আমি বলিলাম, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলিলেন, ফালাক ও নাস এই দুইটি সূরা। উপরে এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি কি তোমাকে এমন তিনটি সূরা শিক্ষা দিব কি, যাহার ন্যায় অন্য কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ও কুরআন কোন কিতাবেই নাযিল হয় নাই। তাহা হইল সূরা ইখলাস ফালাক ও নাস। ইমাম আহমদ (র).... আবুল আ'লা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল আ'লা (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। বাহন কম থাকার দরুন আমরা পালাক্রমে আরোহণ করিতেছিলাম। এক সময় আমার কাঁধে হাত রাখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সূরা ফালাক ও নাস পড়িয়া শুনাইয়া বলিলেন ঃ "নামাযে তুমি এই দুইটি সূরা পাঠ করিও।"

ইমাম নাসায়ী (র) ....আব্দুল্লাহ ইব্ন আসলামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আসলামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমার বুকে হাত রাখিয়া বলিলেন ঃ পড়। কিন্তু আমি কি পড়িব খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি আবারো বলিলেন, পড়। এইবার আমি সূরা ইখলাস পাঠ করিলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন, "পড়।" এইবার আমি সূরা ফালাক পাঠ করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় "পড়" বলিলেন। আমি এইবার সূরা নাস পাঠ করিলাম। এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "ঠিক এইভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। এই আশ্রয় প্রার্থনা করিবার জন্য এই সূরাগুলির ন্যায় দ্বিতীয় আর কোন সূরা নেই।"

ইমাম নাসায়ী (র) ....জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ হইতে (রা) বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন, "জাবির! পড়।" আমি বলিলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক ? কি পড়িব হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ পড় قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۔ الخ। قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - আমি এই সূরা দুইটি পাঠ করিলাম। অবশেষে তিনি বলিলেন ঃ "এই সূরা দুইটি পাঠ করিও, এমন সূরা আর নাই।"

ইমাম মালিক (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ হইলে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিয়া দম করিতেন। কিন্তু রোগ বাড়িয়া গেলে আমি নিজে সূরা দুইটি পাঠ করিয়া তাঁহার হাত দ্বারাই তাঁহার গা মুছিয়া দিতাম। সূরা নূর-এর তাফসীরে হযরত আবূ সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিন ও মানুষের চোখ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু এই সূরা ফালাক ও নাস অবতীর্ণ হওয়ার পর সব ছাড়িয়া এই দুইটি সূরাই পাঠ করিতেন।

সূরা ফালাক

৫ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ

(٢) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ

(٣) وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ

(٤) وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ

(٥) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۠

১. বল, 'আমি শরণ লইতেছি ঊষার স্রষ্টার,
২. 'তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে,
৩. 'অনিষ্ট হইতে রাত্রির যখন উহা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়,
৪. এবং সেই সমস্ত নারীদিগের অনিষ্ট হইতে, যাহারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।
৫. 'এবং অনিষ্ট হইতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।'

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, اَلْفَلَق। অর্থ ঊষা। আওফী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَلْفَلَق। অর্থ ঊষা। মুজাহিদ, সাঈদ, ইব্‌ন জুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ, ইব্‌ন আকীল, হাসান, কাতাদা, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী, ইব্‌ন যায়দ এবং মালিক (র) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, فَالِقُ الْاِصْبَاحِ। অর্থাৎ ঊষার উন্মেষকারী।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে اَلْفَلَق অর্থ সৃষ্টি। অনুরূপভাবে যাহ্‌হাক (র) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-কে সমস্ত অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়াছেন। কা'ব আহবার (র) বলেন, اَلْفَلَق জাহান্নামের একটি গুহ যাহা উন্মুক্ত করা হইলে তীব্র গরমের চোটে জাহান্নামীরা চিৎকার করিয়া উঠে।

ইবন আবূ হাতিম (র) ....যায়দ ইব্‌ন আলী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আলী (র) বলেন, আমি আমার পূর্বপুরুষদের নিকট শুনিয়াছি اَلْفَلَق জাহান্নামের একটি গভীর গর্তের নাম, যাহা ঢাকনা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। উহা খুলিয়া দেওয়া হইলে অসহনীয় প্রচণ্ড গরমের চোটে জাহান্নামীরা চিৎকার করিতে শুরু করে। আমর ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রসংগে একটি মারফূ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উহার সনদ গ্রহণযোগ্য নহে। আবূ আব্দুর রহমান জাবালী (র) বলেন, اَلْفَلَق আকাশের একটি নাম। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, এই সব কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সঠিক। অর্থাৎ اَلْفَلَق অর্থ ঊষা। ইমাম বুখারী (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই গ্রহণ করিয়াছেন।

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ অর্থাৎ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্ট হইতে। ছাবিত বুনানী ও হাসান বসরী (র) বলেন, জাহান্নাম, ইবলীস এবং তাহার বংশধর ও مَا خَلَقَ তথা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ মুজাহিদ (র) বলেন ঃ غَاسِقٍ অর্থ রাত আর اِذَا وَقَبَ অর্থ সূর্য অস্ত যাওয়া। অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাইয়া যখন অন্ধকার রাত আসিয়া পড়ে। ইমাম বুখারী (র) মুজাহিদ (র) হইতে এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী, যাহ্‌হাক, খুসাইফ, হাসান এবং কাতাদা (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের অর্থ রাতের অনিষ্ট হইতে যখন উহা অন্ধকার হইয়া যায়।

যুহরী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ সূর্যের অনিষ্ট হইতে যখন উহা অস্ত যায়। আতিয়্যা ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতের অর্থ হইল রাতের অনিষ্ট হইতে যখন উহা বিলুপ্ত হয়। আবুল মাহযাম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ অর্থ নক্ষত্র। ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, আরবরা সুরাইয়া নক্ষত্রের পতনকে غَاسِقٍ বলিত।

ইব্‌ন জারীর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ অর্থ النجم الغاسق। কিন্তু ইহা মূলত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কথা নয়। অনেকের মতে غَاسِقٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল চন্দ্র।

ইমাম আহমদ (র) .... হারিছ ইব্‌ন আবূ সালামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিছ ইব্‌ন আবু সালামা (র) বলেন, আয়িশা (রা) বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমার হাত ধরিয়া উদিত চন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন ঃ تَعَوَّذِى بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْغَاسِقِ اِذَا وَقَبَ। ইমাম তিরমিযী এবং নাসায়ী ও কিতাবুত তাফসীরে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা ও যাহ্হাক (র) বলেন النَّفّٰثٰتِ অর্থ السَّوَاحِرُ। অর্থাৎ যাদুকর। মুজাহিদ (র) বলেন, যাদুকররা যখন মন্ত্র পড়িয়া গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।

ইব্‌ন জারীর (র) .... তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন, সাপ এবং জিন-ভূতের মন্ত্রের চেয়ে শিরকের নিকটতম আর কিছু নাই। অন্য এক হাদীসে আছে যে, হযরত জিবরীল (আ) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন ঃ মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তখন জিবরীল (আ) বলিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ أُرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُّؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ

আর সম্ভবত ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাদুগ্রস্ত হওয়ার পরের ঘটনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্থ হইয়া যান।

ইমাম আহমদ (র) ....যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলেন, জনৈক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপর যাদু করে। ইহাতে তিনি কয়েকদিন যাবত অসুস্থ হইয়া পড়েন। অতঃপর জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন ঃ এক ইয়াহুদী আপনাকে যাদু করিয়াছে এবং গ্রন্থি বাঁধিয়া অমুক অমুক কূপে রাখিয়া দিয়াছে। আপনি সেইগুলি উঠাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোক পাঠাইয়া সেইগুলি উঠাইয়া আনিলেন এবং গ্রন্থিগুলি খুলিয়া ফেলার সংগে সংগে তিনি সুস্থ হইয়া যান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথা কোন দিন সেই ইয়াহুদীকে বলেনও নাই এবং ইন্‌তিকাল পূর্ব পর্যন্ত তাহার সম্মুখে কখনো মুখ ভার করেন নাই।

ইমাম বুখারী (র) ....আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদু করা হয়। ফলে স্ত্রীদের কাছে না আসিয়াও তাঁহার মনে হইত তিনি স্ত্রীদের কাছে আসিয়াছেন। একদিন তিনি বলিলেন, আয়িশা! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইহার চিকিৎসা বাতাইয়া দিয়াছেন। দুই ব্যক্তি আসিয়া একজন আমার শিয়রের কাছে আর অপরজন আমার পায়ে কাছে বসে। অতঃপর মাথার কাছে বসা ব্যক্তি অপরজনকে জিজ্ঞাসা করে, এই লোকটির কি হইয়াছে? উত্তরে সে বলিল, ইহাকে যাদু করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কে যাদু করিল? উত্তরে সে বলিল, লবীদ ইব্‌ন হাসান নামক এক মুনাফিক ইয়াহুদী। জিজ্ঞাসা করিল, এই যাদু কিসে করিল? উত্তরে সে বলিল, মাথার চুল ও চিরুনীতে। জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় করিল? সে বলিল, তাজা খেজুর বৃক্ষের ছালে পাথরের নীচে দরদান কূপে। আয়িশা (রা) বলেনঃ

ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই কূপের নিকট আসিয়া কূপের ভিতর হইতে উহা উত্তোলন করান। অতঃপর বলেন, এই কূপটিকেই আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইয়াছিল। উহার পানিগুলি যেন মেহেদী মাখানো আর উহার চতুষ্পার্শ্বের খেজুর বৃক্ষগুলি যেন শয়তানের মাথা। আয়িশা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহার তো প্রতিশোধ নেয়া দরকার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'আল্লাহ্ আমাকে সুস্থতা দান করিয়াছেন। আমি চাই না যে, সমাজে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি হউক।' ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-ও এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

মুফাস্সির ছালাবী (র) স্বীয় তাফসীরে লিখিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস ও আয়িশা (রা) বলিয়াছেন ঃ এক ইয়াহুদী বালক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমত করিত। এই সুযোগে ইয়াহুদীরা তাহাকে বাধ্য করিয়া তাহার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার কিছু চুল ও তাঁহার চিরুনীর কয়েকটি কাঁটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া উহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর তাহারা যাদু করে। আর এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ইব্ন আ'সাম নামক এক ব্যক্তি। অতঃপর তাহারা সেই চুল ও চিরুনীর কাঁটাগুলি যারওয়ান নামক একটি কূপে পুঁতিয়া রাখে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার মাথার চুল পড়িয়া যাইতে শুরু করে। এইভাবে ছয় মাস কাটিয়া যায়। এই সময়ে তিনি স্ত্রীদের কাছে না আসিয়াও মনে করিতেন আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় দুই ফেরেশতা আসিয়া একজন তাঁহার শিয়রের কাছে এবং অপরজন পায়ের কাছে উপবেশন করে। অতঃপর পায়ের কাছে বসা ফেরেশতা মাথার কাছে বসা ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করে, লোকটির কি হইয়াছে? বলিল, যাদু করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, যাদু কে করিল? বলিল, লবীদ ইব্ন আ'সাম ইয়াহুদী। জিজ্ঞাসা করিল, যাদু কি দ্বারা করিল? বলিল, চুল ও চিরুনী দ্বারা। জিজ্ঞাসা করিল, উহা কোথায় আছে? বলিল, খেজুর বৃক্ষের ছাল ও পাথরে করিয়া কূপের তলে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। এই স্বপ্ন দেখিয়া রাসূলুল্লাহ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন ঃ আয়িশা! জান, আল্লাহ্ আমাকে আমার রোগ সম্পর্কে অবহিত করিয়া দিয়াছেন? অতঃপর তিনি আলী, আম্মার ইব্ন ইয়াসির ও যুবায়র (রা)-কে প্রেরণ করেন। তাঁহারা কূপের তলা হইতে পাথরখণ্ড ও খেজুরের ছাল উঠাইয়া আনেন এবং উহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার চুল ও চিরুনীর কাঁটা পাওয়া যায় এবং উহাতে বারটি গ্রন্থি বিশিষ্ট একটি সূতাও পাওয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল করেন। এই সূরা দুইটির একটি আয়াত পড়ার সংগে সংগে সূতার একটি করিয়া গ্রন্থি আপনা আপনি খুলিয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধীরে ধীরে সুস্থতা ও শান্তি অনুভব করিতে থাকেন। এইভাবে সর্বশেষে গ্রন্থিটি খুলিয়া যাওয়ার সংগে সংগে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যান। তখন জিবরীল (আ)-ও এই দু'আটি পাঠ করিতেছিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ أُرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ ·

অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল! এই নরাধমকে ধরিয়া দেন মারিয়া ফেলি। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা সুস্থ করিয়া দিয়াছেন। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সমাজে একটি অনিষ্ট সৃষ্টি করা আমি অপছন্দ করি।"

Contents

সূরা নাস

৬ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ

(٢) مَلِكِ النَّاسِ ۙ

(٣) اِلٰهِ النَّاسِ ۙ

(٤) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ

(٥) الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ

(٦) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ

১. বল,' আমি শরণ লইতেছি মানুষের প্রতিপালকের,
২. 'মানুষের অধিপতির,
৩. 'মানুষের ইলাহের নিকট,
৪. 'আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণা দাতার অনিষ্ট হইতে,
৫. 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
৬. 'জিনের মধ্য হইতে অথবা মানুষের মধ্য হইতে।'

তাফসীর ঃ এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলার তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। রব, মালিক ও ইলাহ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকুলের রব, সকলের মালিক ও মাবূদ। বস্তুমাত্রই তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার মালিকানাধীন সম্পদ ও তাঁহার দাস। এই জন আল্লাহ্ তা'আলা আশ্রয় প্রার্থনাকারীদেরকে এই তিনগুণে গুণান্বিত সত্ত্বার নামে আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণা দাতা শয়তানের অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের উপরই শয়তানকে লেলাইয়া দিয়াছেন। এই শয়তানের অনিষ্ট হইতে সেই রক্ষা পায়, আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করেন। সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা). বলিয়াছেন ঃ "তোমাদের প্রত্যেকের সহিতই শয়তান নিযুক্ত রহিয়াছে।" শুনিয়া সাহাবা কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! আপনার সহিতও আছে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, আছে বৈকি। তবে

আমারটা আল্লাহ্র সাহায্যে আমার অনুগত হইয়া গিয়াছে। ফলে সে আমাকে ভালো পরামর্শই দিয়া থাকে।' সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা ইতিকাফ করিতেছিলেন, রাত্রিকালে হযরত সফিয়্যা (রা) তাঁহার সাথে দেখা করিতে আসেন। চলিয়া যাওয়ার সময় তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাথে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে দুই আনসারী সাহাবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়া দ্রুত কাটিয়া পড়েন। সংগে সংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন ঃ এই মহিলাটি আমার স্ত্রী সফিয়্যা বিনতে হুয়াই।" তাঁহারা বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহ্র রসূল! (ইহা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল?) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "শোন শয়তান রক্ত চলাচলের ন্যায় মানুষের শিরায় শিরায় চলাচল করিয়া থাকে। আমার আশংকা হইয়াছিল তোমাদের মনে কোন সংশয় বা কু-ধারণা সৃষ্টি হয় কিনা।"

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "শয়তান হৃদয়ের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া আছে। মানুষ আল্লাহ্র যিকরে লিপ্ত হইলে তাহার হাত সরিয়া যায় আর আল্লাহ্র কথা ভুলিয়া গেলে হৃদয়ের উপর পুরাপরি ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ফেলে। কুরআনে ইহাকে ওয়াসওয়াসু খান্নাস তথা আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণাদাতা বলা হইয়াছে।"

এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন গাধার পীঠে চড়িয়া কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হোঁচট খাইয়া পড়িলে তাঁহার সংগী বলিয়া উঠিল, শয়তান বরবাদ হউক। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "এই কথা বলিও না। কারণ ইহাতে শয়তান গর্বিত হইয়া বলে আমি আমার শক্তি বলে তাহাকে পরাভূত করিয়া দিয়াছি। আর যদি তুমি বিসমিল্লাহ বল, তো শয়তান নত হইয়া যায় এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া নেয়। এমনকি নিজেকে মাছির ন্যায় ছোট মনে করে।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, অন্তরে আল্লাহ্র যিকর থাকিলে শয়তান নত ও পরাজিত হয় আর অন্তরে আল্লাহ্র যিকর না থাকিলে শয়তান মাথাচাড়া দিয়া উঠে ও নিজেকে বড় মনে করিতে শুরু করে।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ মসজিদে গিয়া বসিলে জীব-জানোয়ার ফুসলানোর ন্যায় শয়তান তাহাকে ফুসলাইতে শুরু করে। যদি সে চুপ করিয়া থাকে তো এই সুযোগে শয়তান তাহাকে নাকে রশি কিংবা মুখে লাগাম লাগাইয়া ফেলে।"

اَلْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, শয়তান মানুষের হৃদয়ের প্রতি ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। মানুষ আল্লাহ্র যিকর হইতে উদাসীন হইবা মাত্র শয়তান কু-মন্ত্রণা দিতে শুরু করে আর যিকরে লিপ্ত হইয়া পড়িলে কাটিয়া পড়ে। মুজাহিদ এবং কাতাদা (র)-ও এইরূপ মত পেশ করিয়াছেন। মু'তামির ইব্ন সুলায়মান (র) বলেন, আমি আমার আব্বার মুখে শুনিয়াছি যে, সুখ ও দুঃখের সময় শয়তান মানুষের অন্তরে ফুঁক দিয়া কু-মন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিলে সে কাটিয়া পড়ে। আওফী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ শয়তান মানুষকে অপকর্মের নির্দেশ দেওয়ার পর মানুষ উহা মানিয়া লইলে সে সরিয়া যায়।

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ "যে মানুষের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দেয়।"

اَلنَّاسِ বলিতে কি শুধু মানব জাতিকেই বুঝানো হয়, নাকি মানব ও জিন উভয়

জাতিকে বুঝানো হয়, ইহাতে দু'ধরনের মত রহিয়াছে। اَلنَّاس বলিয়া মানুষের সহিত জিনদেরও বুঝানো হইয়া থাকে। যেমন কুরআনের একস্থানে بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ বলা হইয়াছে। সুতরাং জিনদের ক্ষেত্রেও النَّاس ব্যবহার করা তো কোন দোষ নাই। মোটকথা শয়তান মানুষ ও জিনের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে। পরবর্তী আয়াত مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس-এর দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, শয়তান যাদের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দেয় তাহারা মানুষ ও জিন উভয়ই হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, কুমন্ত্রণা দানকারী মানুষও হইতে পারে আবার জিনও হইতে পারে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ অর্থাৎ অনুরূপভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য জিন ও মানুষ শয়তানদেরকে শত্রু বানাইয়াছি।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া দেখি, তিনি মসজিদে বসিয়া আছেন। ফলে আমিও বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আবু যর! নামায পড়িয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি না। তিনি বলিলেন ঃ যাও, উঠিয়া নামায পড়িয়া আস। আমি উঠিয়া নামায পড়িয়া আবার আসিয়া বসিলে তিনি বলিলেন ঃ আবূ যর! জিন ও মানুষ শয়তানের অনিষ্ট হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।" আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! নামায কেমন জিনিস? তিনি বলিলেন ঃ ভালো জিনিস। যাহার ইচ্ছা নামায বেশী পড়ুক আর যাহার ইচ্ছা কম পড়ুক। আমি বলিলাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! রোযা কেমন? তিনি বলিলেন ঃ যথেষ্ট হওয়ার মত ফরয এবং আল্লাহ্র নিকট উহার মূল্য অনেক। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সাদকা কেমন? তিনি বলিলেন ঃ কয়েকগুণ বৃদ্ধি করিয়া ইহার সওয়াব দেওয়া হয়। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ সাদকা সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বলিলেন ঃ যে সাদকা অভাব থাকা সত্ত্বেও দেওয়া হয় আর যাহা গোপনে কোন দরিদ্রকে দেয়া হয়। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি বলেন ঃ আদম (আ)। আমি বলিলাম, আদম (আ) কি নবী ছিলেন? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ। এবং তাঁহার সহিত আল্লাহ্ কথাও বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলদের সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন ঃ তিনশত তের জন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উপরে নাযিলকৃত সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আয়াত কোন্টি? তিনি বলিলেন ঃ আয়াতুল কুরসী।

ইমাম আহমদ (র) ....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মনে অনেক সময় এমন কু-ধারণা সৃষ্টি হয় যাহা প্রকাশ করা অপেক্ষা আসমান হইতে পড়িয়া মরাই আমার নিকট বেশী সহজ ও প্রিয় মনে হয়। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি শয়তানের ষড়যন্ত্রকে কু-মন্ত্রণায় পরিণত করিয়া দিয়াছেন।" ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) মনসূরের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

১১ খণ্ড সমাপ্ত

ইফা—২০১৪-২০১৫—প্র/৩০২(উ)—৫,২৫০